প্রথম প্রকাশ
পয়লা আষাঢ় ১৩৬৩

প্রকাশক
সাহিত্যতীর্থ
৮ ২ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৩ডি মদন মিত্র লেন
কলকাতা ৬

দপ্তরীকার
ধর ব্রাদার্স
৯ রামমোহন রায় রোড
কলকতা ৯

শ্রীমতী স্মৃতিরেখা জানাকে

বিজ্ঞাপন

সৎ কবিমাত্রেই তাঁর অগ্রজ কবিদের ভাবনা-কল্পনা গ্রহণ করে থাকেন। রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার রূপকার বৈষ্ণব কবিদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, বলা যায়। প্রাচীন ভারতের কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের রচনা থেকে এঁরা ভাবের কনকচূর্ণ মুঠো ভরে নিয়েছেন —এ 'কুম্ভিলবৃত্তি' কখনোই নয়—উত্তরাধিকার-সূত্রেই এঁরা তা গ্রহণ করেছেন। এঁদের কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার কতোটা কিভাবে বর্তেছে, তা-ই এ গ্রন্থে আলোচনা করেছি। এ আলোচনা সম্পূর্ণ অভিনব এবং মৌলিক বলে দাবী করতে পারি। অবশ্য উপস্থাপনায় কতোটা সিদ্ধকাম হয়েছি, তা রসজ্ঞ অধীতীই বলবেন। পরম পূজনীয় শিক্ষাগুরু বৈষ্ণবাগম-নিষ্ণাত শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী মহাশয় এ গ্রন্থ-রচনায় আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। বইটির প্রকাশনা ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসক শ্রীযুক্ত অবনী মিত্র মহোদয়ের সহৃদয় অনুকূলতা স্মরণ করি। তাঁর তত্ত্বাবধানে বইটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হল। দ্রুত মুদ্রণের জন্য এলম প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ মিত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। অলমতিবিস্তরেণ

শ্রীনরেশচন্দ্র জানা

Preface and Synopsis

This book (Vaiṣṇava Kavitāy Kālidāser Uttarādhikār) deals with the influence of Kālidāsa on the Vaiṣṇava lyrics of Mediaeval Bengali Literature. Kālidāsa was the greatest poet of ancient India. Through the ages many poets of this country have studied with much devotion the works of Kālidāsa and composed new poems being inspired by his immortal writings. Rabindranath Tagore, one of the greatest poets of modern times has also been profoundly influenced by him.

The influence of Kālidāsa on Mediaeval Bengali Literature is noticeable especially in the rich treasure of the Vaiṣṇava lyrical poems in Bengali and Brajabuli. A true poet always enriches his poetry by borrowing from his predecessors. Kālidāsa has been a poet of love, the theme of his poetry being the love of man and woman though transcending it often love divine. Vaiṣṇava lyricists, though treating of love divine, the love between Rādhā and Kṛṣṇa, speaks in the language of human emotions. Naturally they have borrowed the language and concepts of Kālidāsa. It does not take away from the originality of Vaiṣṇava poetry because "in poetry there is no such thing as complete originality owing nothing to the past."

Many of the eminent Vaiṣṇava lyricists were well-versed in Sanskrit and as such they had an intimate knowledge of Kālidāsa's works. Particularly, the great poet-scholar Vidyāpati had a close acquaintance with Kālidāsa's works which will be evidenced from the threadbare discussion of the point in the present work. Vidyāpati and the other Vaiṣṇava lyricists have inherited the poetic legacy of Kālidāsa.

The present book consists of three chapters. In the first chapter, the influence of Kālidāsa on Vaiṣṇava poetics has been shown. Incidentally, it may be mentioned here that Vaiṣṇava poetics has practically moulded the Vaiṣṇava lyrical poems, especially of the post-Caitanya period. The Ujjval-nilamaṇi, composed by Śrī Rūpa Gosvamin, is the best book on Vaiṣṇava poetics. It supplies a clear and comprehensive treatment of the concept of love. It appears that Śrī Rūpa has been deeply influenced by Kālidāsa's works. In the second chapter, the extent of direct or indirect influence of Kālidāsa on Vaiṣṇava lyrical poems has been treated. The chapter only deals with the influence of Kālidāsa's principal works which are acknowledged as Kālidāsa's beyond controversy. In the third chapter it has been shown that the Vaiṣṇava lyricists have also been influenced by the works which are controversial ones. Practically, the Vaiṣṇava lyricists were conversant with the entire range of Kālidāsa's works, including the controversial ones.

The present work simply paves the way to a full and proper study of the influence of Kālidāsa's poetry on Vaiṣṇava lyrics and the relation between Sanskrit poetics and Vaiṣṇava literature in general.

বিষয়-নির্দেশ

সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান,
সম্পূর্ণ করে না তার গান ;
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।
তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি
তার মাঝে সুদূরের বাণী
কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে বুঝিতে কে পারে।

— রবীন্দ্রনাথ

॥ ১ ॥

জনৈক বিদগ্ধ সমালোচক বাংলা সাহিত্যে কবি কালিদাসের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—"মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলীর মধুর কাকলিতে পূর্ণ। উহাতে পরম শৈব কবি কালিদাসের প্রভাব ততটা পড়ে নাই। কিন্তু এই সময়ে বাংলা দেশে যে রামায়ণ ও চণ্ডীমঙ্গলাদি কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে কবি কালিদাসের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। অবশ্য প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি কালিদাসের প্রেমচেতনার ছায়া যে বৈষ্ণবসাহিত্যে একেবারেই পড়ে নাই, তাহা বলা চলে না। শ্রীরাধার রূপবর্ণনায় বৈষ্ণব কবিগণ যে উপমা-রূপক-অতিশয়োক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের ভিতর কালিদাসের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের প্রভাব আবিষ্কার করা দুরূহ নয়।"[১]

এ থেকে সহজপ্রতীত যে, বৈষ্ণব পদাবলীতে কালিদাসের প্রভাব যে রয়েছে, তা উক্ত সমালোচক স্বীকার করেন। তবে প্রভাবের গাঢ়তা ও গভীরতা ততটা নয়, তিনি মনে করেন। এ বিষয়ে আমাদের ধারণা তাঁর ধারণার প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের মত যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কালিদাসের প্রভাবের গভীরতা যদি কোথাও লক্ষ্য করা গিয়ে থাকে, তবে তা একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীতে লক্ষিত হবে, রামায়ণ বা চণ্ডীমঙ্গলাদিতে নয়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে কালিদাসের প্রভাবের আলোচনার পূর্বে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের উপর কালিদাসের প্রভাব যে কত গভীর তাই প্রথমে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। কেননা, বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনেকাংশে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ও ভাবনাকে, রীতি ও প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বস্তুতঃ, প্রাক্‌চৈতন্য বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা বাদ

---

১ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী—প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ২য় খণ্ড (১ম সং), পৃঃ ২২২।

দিলে পর চৈতন্য পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকেই পদে পদে অনুসরণ করেছে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরূপ গোস্বামী। তাঁর রচিত উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এতদ্বিষয়ক অসামান্য গ্রন্থ। তন্মধ্যে উজ্জ্বলনীলমণি শৃঙ্গার বা মধুর রসের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে নিয়োজিত। শৃঙ্গাররসকে এখানে অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণাশ্রিত পটভূমিকায় স্থাপন করা হলেও প্রাকৃতজনেরই তদ্‌গত মধুর রসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্য ও অনুভব উপলব্ধ হবে, সন্দেহ নেই। শৃঙ্গার রসের আশ্রয় নর-নারী। নর-নারীর পরস্পরের প্রতি রতি থেকে প্রেমের উদ্ভব। "স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা" অর্থাৎ রতি দৃঢ় হলে প্রেম হয়। প্রেম কি ? প্রেমের স্বরূপ কি ? ইত্যাদি প্রশ্ন স্বাভাবিক-ভাবেই শ্রীরূপ গোস্বামীকে উদ্বেজিত করেছিল সন্দেহ নেই। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে 'প্রেম কি' তার উত্তর দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেছেন—

সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ।।

—স্থায়িভাবপ্রকরণ

[নায়ক-নায়িকার রতির ধ্বংসকারণ উপস্থিত হলেও সর্বপ্রকারেই ধ্বংসরহিত যে নিশ্চলরূপ বন্ধন, তাকেই 'প্রেম' বলে কীর্তন করা হয়।]

এই সংজ্ঞা শ্রীরূপের মৌলিক চিন্তাপ্রসূত নাকি কালিদাসের ভাবনার প্রচ্ছায়াবাহিত মনে প্রশ্ন জাগে। কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূতের নায়ক যক্ষ মেঘকে বলছে—দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদে আমি হয়তো প্রিয়াকে ভুলে গেছি, এই কথা দুর্জনেরা প্রিয়াকে বলবে। কিন্তু তুমি গিয়ে প্রিয়াকে বলো—আমি তাকে ভুলিনি। তার বিরহে বরং স্নেহ ঘনীভূত হয়ে অবিধ্বংসী প্রেম হয়ে উঠেছে—

স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা
-দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশী ভবন্তি ।।

—মেঘদূত ২।৫১

[লোকে বলে স্নেহ নাকি বিরহে ধ্বংস হয়। পরন্তু ভোগের অভাবে স্নেহ অভীষ্ট বস্তুতে অধিক রসান্বিত হয়ে প্রেমরাশিতে পরিণত হয়।]

যক্ষের এই উক্তির অন্তর্গূঢ় মর্মের সঙ্গে শ্রীরূপের প্রদত্ত প্রেমের সংজ্ঞার এক গভীর সাদৃশ্য সহজে প্রতীত হবে। এই চিন্তাসম্মিতি কি আকস্মিক ? হতে পারে, কারণ মহৎ কবিভাবনা অনেক সময় একই প্রকার হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা যে, কালিদাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবের অধীন হয়ে শ্রীরূপ এই সংজ্ঞাটি রচনা করেছেন। কালিদাসের মেঘদূতের সঙ্গে শ্রীরূপ যে পরিচিত ছিলেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ মেঘদূতের অনুকরণে হংসদূত রচিত। হংসদূতের পথের বর্ণনায় ও মথুরার বিবরণে কালিদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। শ্রীরূপের উদ্ধবসন্দেশ নামক কাব্যেও মেঘদূতের প্রভাব দেখা যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মেঘদূত ও উদ্ধবসন্দেশ থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হল—

আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥

—মেঘদূত ১।১০

তুলনীয় : আশাপাশৈঃ সখি নবনবৈঃ কুর্বতী প্রাণবন্ধম্......

—উদ্ধবসন্দেশ, ৮৩ শ্লোক

কচ্চিদ্ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি।

—মেঘদূত ২।২৪

তুলনীয় : কচ্চিদ্‌যূয়ং স্মরথ তত্র চিত্তানুকূলম্···

—উদ্ধবসন্দেশ, ১০৪ শ্লোক

বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ।

—মেঘদূত ২।৩৭

তুলনীয় : ধীমন্ সদ্যো মম কথয়িতুং বাচিকং প্রক্রমেথঃ···

উদ্ধবসন্দেশ, ১২১ শ্লোক

মেঘদূতের ভাবকল্পনা সুচিরমুদ্রিত হয়ে থাকবে শ্রীরূপের মনে।

উজ্জ্বলনীলমণি রচনাকালে প্রেমের সংজ্ঞা নির্মাণ করতে গিয়ে মেঘদূতকে স্মরণ স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে আমরা মনে করে নিতে পারি।

প্রণয়িণী নিকটসান্নিধ্যে থাকলেও মেঘদর্শনে প্রণয়িজন যে এক আশ্চর্য বেদনার অনুভবে উন্মথিত হয়ে ওঠে, কবি কালিদাস তা উপলব্ধি করেছিলেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥

—মেঘদূত ১।৩

[মেঘলা দিনে প্রণয়িণী গলায় লেগে থাকলেও সুখী লোকের মন উদাসীন হয়ে যায়, দূরে থাকলে তো কথাই নেই।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ]

কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা মেঘদর্শনের মত বাহ্য কোনও কারণে নয়, প্রেমেরই নিগূঢ় মন্ত্রে কাছে থেকেও হারাই হারাই ভাব, মিলনের মধ্যেও বিচ্ছেদের আশঙ্কাকে ফুটিয়ে তুলেছেন—

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। —চণ্ডীদাস
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি। —(ঐ)
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে
তেঞি সদা লয় নাম। —জ্ঞানদাস

প্রেমের এই অবস্থাকে শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' রূপে অভিহিত করেছেন—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥

—শৃঙ্গারভেদপ্রকরণ

[প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবে প্রিয়তমের নিকটে থেকেও বিরহভয়ে যে আর্তি প্রকাশ পায়, তাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে।]

শ্রীরূপের এই সংজ্ঞা কালিদাসেরই মেঘদূতের 'সুখিনোঽপি অন্যথাবৃত্তি চেতঃ'- এই কবিভাবনারই বিস্তৃতি নয় কি ?

আর বাহ্য কারণে নয়, প্রেমেরই নিগূঢ় মন্ত্রে প্রণয়িজন পাশে থাকলেও মিলনসুখমুগ্ধা নায়িকার বিচ্ছেদবেদনা যে অনুভূত হয়, কালিদাসে তার স্বাক্ষর রয়েছে। বিক্রমোর্বশী নাটকে বিচ্ছেদের পর উর্বশীর সঙ্গে পুনরায় মিলন হলে পুরূরবা যে উক্তিটি করেছিল, তাতে এই পরিচয় পাই—

রতিখেদসুপ্তমপি মাং শয়নে যা মন্যসে প্রবাসগতম্।
সা ত্বমিহৈতদবস্থং কথং সহেথাশ্চিরবিয়োগম্ ।।

—বিক্রমোর্বশীয়, ৪র্থ অঙ্ক

[রতিশ্রান্ত হয়ে যখন আমি শয্যোপরি ঘুমে অচেতন হয়ে পড়তাম, তখন যে প্রিয়া তুমি, আমাকে যেন কত দূর-দূরান্তর প্রবাসবাসীর মত মনে করতে, সেই তুমি এখানে আমাকে এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় চির-বিরহীর দুঃখে নিমগ্ন, কি করে সহ্য করলে ? —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

ঋতুসংহার-এ বসন্তবর্ণনে কালিদাস এই ভাবটিকেই একটি শ্লোকে স্পষ্টতর করেছেন—

উচ্ছ্বাসয়ন্ত্যঃ শ্লথবন্ধনানি
গাত্রাণি কন্দর্প-সমাকুলানি ।
সমীপবর্তিষ্বধুনা প্রিয়েষু
সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্য্যঃ ।।

—৮ম শ্লোক

[প্রিয়তমে ! বসন্তের এমনই প্রভাব যে, ঐ দেখ, স্ব স্ব প্রণয়ভাজন সমীপে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কামিনীরা কেমন যেন সমুৎসুক, উৎকণ্ঠিত ও বিরহাতুরবৎ হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের মদনসন্তাপক্লিষ্ট কলেবর থাকিয়া থাকিয়া কেমন যেন উচ্ছ্বসিত ও পরক্ষণেই আবার শিথিলগ্রন্থি, একেবারে অলস অধীর হইয়া পড়িতেছে ।—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

শ্রীরূপ গোস্বামীর উপরিউক্ত সংজ্ঞা আর কালিদাসের—

সমীপবর্তিষ্বধুনা প্রিয়েষু
সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্য্যঃ

একই ভাব বহন করে। ইহাই বৈষ্ণব কবির 'কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে'। আমাদের ধারণা, প্রেমের এই ভাবটি কালিদাসের কাব্য, নাটক হতে শ্রীরূপের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব কবিতায় বিবর্তিত হয়েছে। ক্রমশঃ মানসসাযুজ্যবোধের মধ্যে দেহচেতনা হারিয়ে গেছে। চণ্ডীদাসে তাই এর লোকোত্তর মহিমা—'নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি' এমন অপূর্ব কাব্যব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী এই ভাবকে তাঁর নাটকে রূপদান করেছেন। কৃষ্ণের নিকটে থেকেও মধুমঙ্গলের মুখে ভ্রমরের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত এখন 'আর মধুসূদনকে দেখা যাচ্ছে না' এই বাক্যে প্রেমোৎকর্ষবশতঃ 'মধুসূদন' অর্থাৎ কৃষ্ণ নেই মনে করে রাধা বিলাপ করে উঠছেন—

সমজনি দবাদ্বিত্রস্তানাং কিমার্তরবো গবাং
ময়ি কিমভবদ্বৈগুণ্যং বা নিরঙ্কুশমীক্ষিতং।
ব্যরচি নিভৃতং কিংবা হৃতিঃ কয়াচিদভীষ্টয়া
যদিহ সহসা মামত্যাক্ষীদ্বনে বনজেক্ষণঃ ॥

—বিদগ্ধমাধব, ৫ম অঙ্ক

[দাবানল হতে ভয়প্রাপ্ত গো-সকলের কি আতরব হয়েছিল? অথবা আমাতেই কোনও যথেচ্ছারূপ বৈগুণ্যের উৎপত্তি দেখেছেন? অথবা কোনও অভীষ্টা গোপী সঙ্কেত করে কি তাঁকে নির্জনে নিয়ে গেল? নতুবা পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ সহসা আমাকে এই বনে ত্যাগ করে গেলেন কেন?]

এই ভাবেরই, প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞার আধারেই বৈষ্ণব কবিরা বহু পদ রচনা করেছেন। গোবিন্দদাসের নিম্নোক্ত পদটি শ্রীরূপের সংজ্ঞার, কালিদাসের উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয়ের ভাববস্তুরই যেন তরলায়িত কাব্যসুষম প্রকাশ—

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজ-পাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরি
দারুণ বিরহ-হুতাশে ॥
এ সখি আরতি কহনে না যাই।
আঁচলক হেম আঁচলে রহু যৈছন
খোজি ফিরত আন ঠাঞিঁ ॥
কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
কাতর হোই মহী-তলে লুঠই
মদন-দহনে রহু জাগি ॥
রাইক বিরহে কানু ভেল সচকিত
বয়ানে বাণি নাহি ফূর।
প্রিয় সহচরি লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥

—পদকল্পতরু ৭৭১

বৈষ্ণব কবির এই প্রেমবৈচিত্ত্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রূপ পেয়েছে এরূপ—

সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাইতো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে।

—পূর্বকালে, মানসী

মহুয়ার 'দীনা' কবিতাতেও দেখি এই ভাবেরই অভিনব প্রকাশ—

তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহি নি,
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে।

শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুরাগের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্ ।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥
—স্থায়িভাবপ্রকরণ

[যে রাগ নবনবায়মান হয়ে সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও অননুভূতবৎ প্রতীয়মান করায়—প্রতিক্ষণে নবীনতা দান করে-তাকেই অনুরাগ বলা হয়।]

এই সংজ্ঞারও ভিত্তিমূলে কালিদাসের প্রচ্ছায়া রয়েছে, ধারণা। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে আচার্য গণদাস অগ্নিমিত্রকে দেখে বলেছিলেন—

ন চ ন পরিচিতো ন চাপ্যরম্য-
শ্চকিতমুপৈমি তথাপি পার্শ্বমস্য।
সলিলনিধিরিব প্রতিক্ষণং মে
ভবতি স এব নবো নবোঽয়মক্ষ্ণোঃ ॥
—১ম অঙ্ক

[রাজা আমার যে পরিচিত নন, তা নয়, সম্পূর্ণ পরিচিত। আবার দেখতেও খারাপ নন, বরঞ্চ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, তবুও এঁর কাছে উপস্থিত হতে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠছে। সুনীল সমুদ্রকে যখন দেখা যায়, তখনই যেমন সে নতুন, কোনদিন তার তা পুরানো হয় না, তদ্রূপ এঁকে যতই দেখি না কেন, আমার চোখে ইনি যেন নিত্যই নতুন।]

সমুদ্রকে পুনঃ পুনঃ দেখলেও যেমন সব সময় নতুন মনে হয় তার দুরবগাহ বিশালতার জন্য, প্রিয়জনও শত চেনা হয়েও চিরনতুন মনে হয় প্রণয়গাঢ়তার জন্য। একটা ক্ষীণতম সাদৃশ্য যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে দুই কবিভাবনার মধ্যে। শ্রীরূপ গোস্বামী খুব সম্ভবতঃ কালিদাসের এই শ্লোকের প্রেরণাতেই দানকেলিকৌমুদীতে এরূপ লিখেছেন—

প্রপন্নঃ পন্থানং হরিরসকৃদস্মন্নয়নয়ো-
রপূর্বোঽয়ং পূর্বং ক্বচিদপি ন দৃষ্টো মধুরিমা।
প্রতীকেঽপ্যেকস্য স্ফুরতি মুহুরঙ্গস্য সখি যা
শ্রিয়স্তস্যাঃ পাতুং লবমপি সমর্থা ন দৃগিয়ম্ ॥

[গোবর্ধনে নীলমণ্ডপের ঘাটিতে অদৃষ্টাশ্রুতচর মহামোহন-রূপে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে 'ইনি কে' বলিয়া শ্রীরাধা বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলে 'ইনিই কৃষ্ণ' বলিয়া বৃন্দা-কর্তৃক বিজ্ঞাপিতা শ্রীরাধা বিস্ময়সূচক পরামর্শ করিতেছেন—হে সখি ! হরিকে বারম্বারই ত নেত্রপথের পথিক করিয়াছি, কিন্তু এরূপ অপূর্ব মাধুর্যাতিশয় ত কখনও দেখি নাই। কি আশ্চর্য ! উঁহার অঙ্গের একদেশেও নিরন্তর যে শোভা প্রকাশ পাইতেছে, তাহার বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিতেও আমার দুই নেত্রের শক্তি নাই।—হরিদাস কৃত অনুবাদ]

শ্রীরূপ গোস্বামীর 'অনুরাগ'-এর এবংরূপ সংজ্ঞা-নির্মাণে কালিদাসের নিকট ঋণী হওয়া মোটেই অবিচিত্র নয়। আর তাই যদি হয়, তাহলে কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাব কবিবল্লভের নিম্নোক্ত—

সহি হে কি পুছসি অনুভব মোয়
সোই পিরিতি অনু-রাগ বাখানিয়ে
অনুখন নৌতুন হোয়।

—পদকল্পতরু ৯৩৭

ইত্যাদি পদটিতে পড়েছে স্বীকার করতে হয় কারণ শ্রীরূপের প্রদত্ত 'অনুরাগ'-এর সংজ্ঞার ছায়ায় এটি রচিত বলে পণ্ডিতদের কেউ কেউ মনে করেন।[২] পদটি পদকল্পতরু-র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়ের মতে কবিবল্লভ রচিত হলেও অনেকে এটিকে বিদ্যাপতি রচিতই মনে করেন। [বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার এটি বিদ্যাপতিরই রচিত মনে করেন। বিস্তৃত আলোচনার পর তাঁরা মন্তব্য করেছেন, 'নূতন কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ইহা বিদ্যাপতির রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম।'] যদি তা-ই হয়, তাহলে এক্ষেত্রে কালিদাসের প্রত্যক্ষ প্রেরণা বিদ্যাপতিকে

---

২ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় মনে করেন, "সখি হে...নৌতুন হোয়"—ইত্যাদি শ্রীরূপ গোস্বামীর নির্দেশিত 'অনুরাগ'-এর অনুবাদমাত্র। দ্রষ্টব্য: পদকল্পতরু (৫ম খণ্ড), ভূমিকা, পৃঃ ২৬-২৯।

প্রাণিত করে থাকবে। বিদ্যাপতি যেহেতু শ্রীরূপের পূর্ববর্তী কবি, সেহেতু এই 'অনুরাগ'-এর সংজ্ঞা দ্বারা বিদ্যাপতির প্রভাবিত হওয়ার কথাই ওঠে না।

কৃষ্ণের বাঁশী শুনে তাঁর সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিলিত হবার জন্য ব্রজযুবতীরা ঘরের বার হয়ে দ্রুত পদচালনা করে। এই তাড়াতাড়ি করার ফলে বেশবিন্যাসের বিপর্যয় ঘটে যায়। কানের কুণ্ডল হাতে পরে, হাতের বলয় কানে দোলায়। পায়ে কাজল পরে, চোখে দেয় অলক্তক। এই অস্থানোচিত বেশবাসবিন্যাসকে শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে 'বিভ্রম' বলেছেন—

বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারমাল্যাদি-ভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ ।।

—অনুভাবপ্রকরণ

[নিজ দয়িতের সঙ্গে মিলনসময়ে প্রবল মদনবেগে হারমাল্যাদি ভূষণের অযথাস্থানে বিন্যাসই বিভ্রম।]

শ্রীরূপের এই সংজ্ঞা নির্ধারণের মূলভিত্তি সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কারগ্রন্থ-প্রদত্ত 'বিভ্রম'-এর সংজ্ঞাই বলা চলে। সাহিত্যদর্পণ-এ বিভ্রম-এর সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ প্রদত্ত হয়েছে—

ত্বরয়া হর্ষরাগাদে র্দয়িতাগমনাদিষু ।
অস্থানে ভূষণাদীনাং বিন্যাসো বিভ্রমো মতঃ ।।
তথা— শ্রুত্বায়াস্তং বহিঃ কান্তমসমাপ্তবিভূষয়া ।
ভালেঽঞ্জনং দৃশোর্লাক্ষা কপালে তিলকঃ কৃতঃ ।।

—৩য় পরিচ্ছেদ

[প্রিয়জনের আগমনে হর্ষ ও অনুরাগে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে অস্থানে ভূষণাদির বিন্যাসই বিভ্রম। যথা, প্রিয়তম বাহিরে এসেছে শুনে অসমাপ্ত প্রসাধনসাধিকা তাড়াতাড়িতে মাথায় কাজল, চোখে অধররাগ এবং কপালে তিলক লাগাল।]

তবে কালিদাস যে অলঙ্কারগ্রন্থোক্ত 'বিভ্রম'-এর সংজ্ঞানির্মাণের

প্রেরণামূল তা আমরা সুদৃঢ়ভাবে অনুমান করতে পারি। কালিদাসের রঘুবংশে ও কুমারসম্ভবে এরূপ বেশবাসবিন্যাসের বিপর্যয়ীকরণের বীজ রয়েছে। বরবধূ দর্শনের জন্য পুরনারীদের ব্যগ্রতা-ফলে প্রসাধনে ঘটেছে বিপর্যয়। কালিদাসের বর্ণনা এরূপ—

বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন
সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা।
তথৈব বাতায়নসন্নিকর্ষং
যযৌ শলাকামপরা বহন্তী।।

—রঘুবংশ ৭।৮ ও কুমারসম্ভব ৭।৫৯

[যদিও রমণীর বাম নয়ন অগ্রে অঞ্জনাক্ত করার নিয়ম, কিন্তু তাড়াতাড়িতে কোনো সুন্দরী দক্ষিণনেত্রে কোনমতে কজ্জল পরাইয়া কজ্জল-শলাকাটি হাতে করিয়া গবাক্ষপার্শ্বে গিয়া উপনীত হইলেন। বামনেত্রে তাঁর আর অঞ্জন পরাইবার সময় হইল না।—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

অবশ্য ভাগবতের রাসলীলায়ও অস্থানোচিত বেশবাস ও অসমাপ্ত-প্রসাধনের কথা পাওয়া যায় -

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।৭

[কোনও গোপী গায়ে অঙ্গরাগ লেপন করতে করতে, কেউ বা গাত্রমার্জন করতে করতে, কেউ বা চোখে কাজল পরতে পরতে, কেউ কেউ বা বসনভূষণের বিপর্যয় করেই কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হল।]

তবে শ্রীমদ্ভাগবতের রচনাকাল পণ্ডিতেরা যা নির্ধারণ করে থাকেন, তার থেকে কালিদাসের রচনার প্রাচীনতা স্বীকৃত এবং ফলে মূল ভাব-বস্তুর নিকট কালিদাসেরই দ্বারস্থ হতে হয়। অবশ্য কবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে এ জাতীয় অসমাপ্ত প্রসাধন-সাধিকা নারীদের সামান্যতম বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩] অশ্বঘোষকে কালিদাসপূর্ববর্তী কবি হিসাবে স্বীকার

করে নিলে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের দ্বারা কালিদাসের প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে অলঙ্কার-গ্রন্থ-প্রণেতারা কালিদাসের গ্রন্থের সঙ্গে সুপরিচিত থাকায় কালিদাসের নিকটই প্রত্যক্ষতঃ ঋণী ছিলেন, অনুমান। কুমারসম্ভব গ্রন্থে হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্য অঙ্কন করতে গিয়ে কালিদাস একটি শ্লোকে বলছেন—

যশ্চাপ্সরো-বিভ্রম-মণ্ডনানাং
সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈ বিভর্তি।
বলাহক-চ্ছেদ-বিভক্তরাগা-
মকাল-সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্ ॥

—১ম সর্গ, ৪র্থ শ্লোক

[সেই হিমালয়ে বিবিধ ধাতব পদার্থের গৈরিক রঙের আভা মেঘের ফাঁকে গিয়ে অকালসন্ধ্যা ঘনিয়ে আনে ও অপ্সরারা (মিলনকাল আসন্ন মনে করে) প্রসাধনে ভুল করতে থাকে।]

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই শ্লোকটির তাৎপর্যানুবাদ করেছেন এরূপ—"উত্তুঙ্গ হিমালয়ের শিখরদেশে নানা উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট বহুবিধ গৈরিক ধাতু আছে। হিমালয়ের উপরিভাগে যখন খণ্ড খণ্ড জলহীন হাল্কা মেঘমালা বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন ঐ সকল রঙ্গিন ধাতব পদার্থের আভা গিয়া ঐ সাদা সাদা মেঘখণ্ডে লাগায়, তদুপরিস্থিত আকাশটা নানা রংএর মিশ্রণে কেমন যেন লাল হইয়া উঠে। গিরি-মধ্যবর্তিনী বিলাসিনী অপ্সরা সুন্দরীরা হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া 'একি, এর মধ্যেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল' ভাবিয়া তাড়াতাড়ি সাজগোজ

---

৩ কুমার সিদ্ধার্থের নগর-প্রবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে অশ্বঘোষ লিখেছেন—

তাঃ স্রস্তকাঞ্চীগুণবিঘ্নিতাশ্চ সুপ্তপ্রবুদ্ধাকুললোচনাশ্চ।
বৃত্তান্ত বিন্যস্ত বিভূষণাশ্চ কৌতূহলেনাপি ভৃতাঃ পরীয়ুঃ ॥

—বুদ্ধচরিত, ৩য় সর্গ, ১৪শ শ্লোক

[শিথিল কাঞ্চী-বন্ধনের দ্বারা বাধাগ্রস্ত, সদ্য জাগ্রত হওয়ায় আকুললোচনা, কৌতূহলপূর্ণা রমণীগণ, তার আগমনবৃত্তান্ত শুনে অলঙ্কৃত হয়ে একত্রিত হলেন।]

করিতে বসিয়া যান। এখনও চুলবাঁধা, কাজলপরা, আলতাপরা, পত্রাদি রচনা কিছুই হয় নাই, অথচ সন্ধ্যা আসিল—প্রিয়তমেরাও ত আসিলেন বলিয়া—তাই তাঁহারা তাড়াতাড়ি গয়নাগাটি কাপড়চোপড় পরিতে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজের যে দশা ঘটে, তাঁহাদেরও তাই হইল। ব্যস্ততায় কেহ পায়ে কাজল, চোখে আলতা দিয়া বসিলেন; কেহ বা কোমরে কণ্ঠহার জড়াইয়া গলায় চন্দ্রহার পরিলেন, সরলা কামিনীরা ভ্রান্তিবশে সব ওলটপালট করিয়া ফেলিলেন"। —কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ (বসুমতী সংস্করণ), পৃঃ ৬।

প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনে ত্বরান্বিত হতে গিয়ে বেশভূষায় বিপর্যয়ই বিভ্রম'—সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন। কুমারসম্ভবের আলোচ্য শ্লোকটিতেও প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের ব্যগ্রতাহেতু 'বিভ্রম' ঘটে এটাই ব্যঞ্জিত। 'বিভ্রম' এই পরিভাষাটি আলঙ্কারিকেরা কুমারসম্ভবের এই শ্লোকটি থেকেই আহরণ করেছেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর বিদগ্ধমাধব নাটকে এই 'বিভ্রম'-কে স্পষ্ট উদাহরণ দ্বারা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন, মনে করি।

কৃষ্ণের নিকট যাবার জন্য রাধা তিমিরাভিসারে উদ্যোগী। প্রিয়সখী ললিতার জিজ্ঞাসায় রাধা তার বেশবাস সম্পূর্ণ হয়েছে, ঘোষণা করে। তাই শুনে ললিতা রাধার দিকে চোখ তুলে তাকায় এবং রাধার বিভূষিত দেহ দেখে বিস্ময়জড়িত মৃদু হাসিতে বলে—

> ধম্মিল্লোপরি নীলরত্নরচিতো হারস্ত্বয়ারোপিতো
> বিন্যস্তঃ কুচকুম্ভয়োঃ কুবলয়শ্রেণীকৃতো গর্ভকঃ।
> অঙ্গে কল্পিতমঞ্জনং বিনিহিতা কস্তূরিকা নেত্রয়োঃ
> কংসারেরভিসারসংভ্রমভরান্মন্যে জগদ্বিস্মৃতম্ ॥
>
> —বিদগ্ধমাধব, ৪র্থ অঙ্ক

[সখি! একি, নীলরত্নরচিত হার তুমি ধম্মিল্লে ধারণ করেছ, আর নীলপদ্মগ্রথিত গর্ভক নামক হার তুমি কুচমণ্ডলে পরিধান করেছ। আর একি! তুমি যে কাজল অঙ্গে মেখেছ এবং কস্তূরিকা চোখে পরেছ,

হায়, হায়, কংসারির অভিসারে ব্যস্ত হয়ে তুমি যে জগৎ ভুলেছ, দেখছি।]

যত্নুনন্দন দাস এই শ্লোকটিকেই উপজীব্য করে লিখেছেন—

কেশর বরণ ভ্রমর গঞ্জন
সহজে তিমির যেন।
তাহে নীলমণি রতন গাঁথনি
হার রচিয়াছে কেন ॥
সখি হে হরি অভিসার কাযে।
জানিল সকল ভুবন ভুলল
ত্যজিয়া ধরম লাজে ॥
নয়ান অঞ্জন শরীরে রঞ্জন
কস্তুরী রচিলা আঁখি।
উলটা বসন চরণে কঙ্কণ
করেতে মঞ্জীর দেখি ॥
দেখ কুবলয় দোলয়ে হৃদয়
উলটা সকলে সাজে।
এ যদুনন্দন কহয়ে এমন
অতি হরিষের কাজে ॥

—রসকদম্ব, পৃঃ ৯৮

বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীরূপ বিষয়টি গ্রহণ করাতে তাঁরই আদর্শে বহু পদকর্তা এই ভাব নিয়ে সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে পদকর্তা বংশীবদনের একটি পদ খুবই সুন্দর। পদটি এই—

রাই সাজে বাঁশী বাজে পড়ি গেও উল।
কি করিতে কিবা করে সব হৈল ভুল ॥
মুকুরে আচরি রাই বান্ধে কেশ-ভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার ॥
করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার ॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা ॥

শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা ।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা ।।
বংশীবদনে কহে যাঙ বলিহারি ।
শ্যাম-অনুরাগের বালাই লৈয়া মরি ।।

—পদকল্পতরু ১০০৯

কেবল রাধার বা গোপীদের বিভ্রম নয়, কৃষ্ণেরও বেশবাসে বিপর্যয়ের কথা পদকর্তা বল্লভ দাস একটি পদে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। পদটি এই—

সুন্দর কৈছন আরতি তোর ।
বিঘটিত ঘটিত সাজ নাহি জানল
ভূলল মাধব মোর ।।
বিপরিত চীর পহিরি হরি সাজল
দুহুঁ অঙ্গদ দুহুঁ কাণে ।
সীথি বলয় করি হাথে সাজাওল
কুণ্ডল মুদরিক ভানে ।।
কিঙ্কিণি-জাল মাল করি পহিরল
হার সাজাওল হাতে ।
চড়ক সজ করি চরণহি পহিরল
মঞ্জির পহিরল মাথে ।।
পুরুব উত্তর নাহি দীগ দিগান্তর
নব অনুরাগক লাগি ।
বল্লভ দাস কহ চঢ়ল মনোরথে
সঙ্কট দূরহি ভাগি ।।

—পদকল্পতরু ১০০৬

এ জাতীয় পদরচনার মূলে শ্রীরূপের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে, সন্দেহ নেই। তবে এই সঙ্গে শ্রীরূপের উপরে অলঙ্কারগ্রন্থের প্রভাব এবং অলঙ্কারগ্রন্থগুলির উপরে কালিদাসের প্রভাবের কথা অবশ্যই স্বীকার্য। এক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদকর্তাদের আদি ঋণ কালিদাসের কাছেই, তা স্বীকার করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষ্ণের বাঁশী শুনে প্রসাধন-অসমাপ্ত অবস্থায় অভিসারিকা রাধা ও গোপীরা ছুটে চলেছে, এরূপ বর্ণনাযুক্ত বহু পদ বৈষ্ণব কবিরা রচনা করেছেন। ঠিক বেশবাসবিন্যাসের বিপর্যয় অপেক্ষা প্রসাধনের অর্ধসমাপ্ত রূপটি এই পদগুলিতে অধিকতর ফুটে উঠেছে। বাহুল্যভয়ে উদাহরণস্বরূপ, যশোরাজ খান ও গোবিন্দদাসের একটি করে মোট দুটি পদ উদ্ধৃত হল।

যশোরাজ খানের পদটি এই—

এক পয়োধর চন্দনে লেপিত
আরে সহজই গোর।
হিম ধরাধর কোলে মিলল
ভূধরাধর যোর ॥
মাধব, তুয়া দরশন কাজে।
আধ পদ চালন করিঞা সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে ॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহলহুঁ বাম।
নীলধবল কমল দুঅ চান্দ
পূজল কত কোটি কাম ॥
শ্রীযুত হুসন জগতভূষণ
সোহ এ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভণে জসরাজ খান ॥

—রসমঞ্জরী (পীতাম্বর দাসরচিত)

গোবিন্দদাসের পদটি এই—

শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত-মধুকর-ভোরণি।

হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি-গান পঞ্চম তান
কুলবতি-চিত চোরণি ।।
শুনত গোপি প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপন সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কল লোলনি ।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল ডোলনি ।।
শিথিল-ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণি লোলনি ।
ততহিঁ বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুল-চন্দ
গোবিন্দদাস গাওনি ।।

—পদকল্পতরু ১২৫৫

যশোরাজ খানের তুলনায় গোবিন্দদাসের পদে অভিসারিকার ব্যগ্র-চঞ্চল রূপটি আরও মনোজ্ঞ ফুটে উঠেছে। শারদ-পূর্ণিমা রজনী, মৃদুমন্দ বাতাস, কুসুমের দেহহীন লাবণ্যবিলাসে ব্যাপ্ত বনভূমি, বর্ষণক্ষান্ত স্বচ্ছ সুনীল আকাশ, ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত লতামণ্ডপ—চারিদিকেই আনন্দের হিল্লোল। এমন সময়ে কৃষ্ণের বাঁশী বেজে উঠল। গোপীদের হৃদয়বীণায় ঝঙ্কার তুলল সেই বাঁশীর মোহন সুর। মান-অভিমান, লাজ-লজ্জা, কুল-শীল সব ভুলে আকুল পরাণ উল্লাসমুখর হয়ে সেই পরম প্রিয়ের পানে ছুটে চলল। তারা সবে বসেছিল শিথিল কবরী কুসুমে সাজাতে, কমল-পদতল অলক্তকে রাঙাতে, কিন্তু রইল পড়ে সব

কিছু। শিথিল কবরীপ্রান্ত এক হাতে ধরে নিয়ে, আধো মুক্ত বসন সামলাতে সামলাতে তারা ছুটে চলল শ্যামমোহনের উদ্দেশ্যে। আনন্দ-উল্লাসের এ এক অপরূপ চিত্রণ।

এই অভূতপূর্ব আনন্দোল্লাসের চিত্র কালিদাসেও নিবিড় বর্ণশাবল্যে অঙ্কিত দেখতে পাই। বরবধূ সন্দর্শনে পুরনারীদের অসীম ব্যগ্রতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের হৃদ্‌গত আনন্দ-উল্লাস। কালিদাস অসামান্য দক্ষতায় পুরনারীদের সেই ব্যগ্র হৃদয়ের রূপমাধুরী তাঁর মহাকাব্য দুটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা এখানে সেই প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করছি। উল্লেখ্য যে, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশে দু-এক স্থলে দুটি-একটি শব্দের পরিবর্তন ছাড়া শ্লোকগুলি হুবহু একপ্রকার। শ্লোকগুলি নিম্নলিখিত রূপ—

আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা
কয়াচিদুদ্বেষ্টনবান্তমাল্যঃ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ
করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ॥

—কুমারসম্ভব ৭।৫৭, রঘুবংশ ৭।৬

প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদ-
মাক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাগমেব।
উৎসৃষ্টলীলাগতিরা গবাক্ষা-
দলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান॥

—কুমারসম্ভব ৭।৫৮, রঘুবংশ ৭।৭

বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন
সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা।
তথৈব বাতায়নসন্নিকর্ষং
যযৌ শলাকামপরা বহন্তী॥

—কুমারসম্ভব ৭।৫৯, রঘুবংশ ৭।৮

জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যা
প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবিম্‌।

নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ
হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ ।।

—কুমারসম্ভব ৭।৬০, রঘুবংশ ৭।৯

অর্ধাচিতা[৪] সত্বরমুত্থিতায়াঃ
পদে পদে দুর্নিমিত্তে গলন্তী ।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানী-
মঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্রশেষা ।।

—কুমারসম্ভব ৭।৬১, রঘুবংশ ৭।১০

[সুবিধামত স্থানে সর্বাগ্রে পৌঁছাইবার জন্য কোনো সুন্দরী এতই তাড়াতাড়ি ছুটিলেন যে, তাঁহার কবরীর বন্ধন উন্মুক্ত ও তাহা হইতে ফুলের মালা খসিয়া পড়িল, করেন কি ? তিনি সেই শিথিল কেশপাশ এক হাতে ধরিয়াই ছুটিতেছেন, তাহা যে বাঁধিতে হইবে, সে খেয়াল আর হইল না ।

প্রসাধনকারিণী কোনো কামিনীর হয়ত চরণে আলতা পরাইয়া দিতেছিল, শোভাযাত্রার কলরব শুনিয়াই, প্রসাধিকার হাত হইতে পা ছাড়াইয়া লইয়া, সেই কামিনী এক দৌড়ে গিয়া গবাক্ষপার্শ্বে উপনীত হইলেন। তাঁহার সে মদমন্থর সলীল গমন আর রহিল না। বাতায়ন পর্যন্ত এক পায়ের আলতার চিহ্নে রঞ্জিত হইল মাত্র ।

যদিও রমণীর বাম নয়ন অগ্রে অঞ্জনাক্ত করার নিয়ম, কিন্তু তাড়াতাড়িতে কোনো সুন্দরী দক্ষিণ নেত্রে কোনমতে কজ্জল পরাইয়া, কজ্জল-শলাকাটি হাতে করিয়া গবাক্ষপার্শ্বে গিয়া উপনীত হইলেন। বাম নেত্রে আর অঞ্জন পরাইবার সময় হইল না। অন্য এক সুন্দরী

৪ কুমারসম্ভবের 'অর্ধাচিতা' স্থলে রঘুবংশে 'অর্ধাঞ্চিতা' পাঠ আছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের 'চিরায়মানা' কবিতায় এই বর্ণনার অনুরণন লক্ষ্য করি। "বেণী না হয় এলিয়ে রবে" ইত্যাদিতে " বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ"—এরই প্রতিধ্বনি মিলে। "উৎসৃষ্টলীলাগতিরা গবাক্ষাদলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান" —এর প্রচ্ছায়া "ভয় কোরো না, অলক্তরাগ মোছে যদি মুছিয়া যাক" ইত্যাদিতে স্পষ্টই লক্ষিত হয়।

গবাক্ষের দিকে চাহিতে চাহিতেই ছুটিলেন। দ্রুতগমনে সেই নিতম্বিনীর নিতম্বের বসন খসিয়া পড়িল। সে বসনে গ্রন্থিবন্ধন করিবার আর সময় পাইলেন না ; হাত দিয়া কোমরের কাপড় ধরিয়াই চলিলেন, কর-ধৃত অলঙ্কারের প্রভায় তদীয় নাভিগহ্বর ভরিয়া গেল।

কেহ বসিয়া চন্দ্রহার গাঁথিতেছিলেন। অর্ধেক গাঁথা হইতেই তিনি শোভাযাত্রা দর্শনে ছুটিলেন, তাড়াতাড়ি যাওয়ায় গতিস্খলনে অর্ধগ্রথিত চন্দ্রহারের মণিগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, শুধু তাঁহার অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মূলে ঐ হারের সূতো-গাছটি রহিল।—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলায় যে বর্ণনা আছে, তাই গোবিন্দ-দাসের পদটির প্রেরণামূল, সন্দেহ নেই। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনার সঙ্গে গোবিন্দদাসের পদের সাদৃশ্য আছেই, তবে কালিদাসের উপরি-উক্ত শ্লোকগুলির বর্ণনাভঙ্গীর সঙ্গেও বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে, মনে করি। পদটির আরম্ভ—"শরদ-চন্দ....মধুকর-ভোরণি" ইত্যাদি অংশের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের—"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়া সমাশ্রিতঃ"—ইত্যাদির মিল পরিদৃষ্ট হয়। "কেহু কাহুক পথ না হেরি"—শ্রীমদ্ভাগবতের "আজগ্মুরন্যোন্য-লক্ষিতোদ্যমাঃ"—এরই অনুবাদ। শ্যামের বাঁশী শুনে গোপীদের এই উন্মত্তরূপ শ্রীমদ্ভাগবতেরই (১০।২৯।৪-৮) বর্ণনার অনুসরণে অঙ্কিত সন্দেহ নেই। তবে পদটির অন্যান্য বর্ণনাংশে, যেমন—"শিথিল-ছন্দ নিবিক বন্ধ......বেণি লোলনি" ইত্যাদিতে স্পষ্টতঃই কালিদাসের "জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যাপ্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবিম্" ইত্যাদির ছায়া লক্ষিত হয়। যশোরাজ খানের—"ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহলহুঁ বাম" কিংবা গোবিন্দদাসের—"এক নয়নে কাজর-রেহ" ইত্যাদি বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতের—"অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে" ইত্যাদির চেয়ে কালিদাসের—"বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা" ইত্যাদিকেই অধিকতর অনুসরণ করেছে, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে নায়িকাভেদপ্রকরণে 'কলহান্তরিতা' নায়িকার সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ—

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা॥

[যে নায়িকা সখীজনসমক্ষে পাদপতিত প্রিয়তমকে নিরসন-করত পশ্চাৎ অনুতাপ করেন, তাঁকে বলে কলহান্তরিতা।]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সংজ্ঞা শ্রীরূপের নিজস্ব রচিত নয়। সিঙ্গভূপালের 'রসার্ণবসুধাকর'-এ প্রদত্ত 'কলহান্তরিতা'-র সংজ্ঞার হুবহু অনুলিপি মাত্র।[৫] সিঙ্গভূপালের তথা শ্রীরূপের এই 'কলহান্তরিতা'-র সংজ্ঞার বীজরূপ যেন কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকে দেখতে পাই। উর্বশীর প্রণয়ে পুরূরবাকে মগ্ন দেখে পাটমহিষী দেবী ঔশীনরী রোষাকুল হয়ে উঠেছে। রাজা দেবীর প্রসাদনের জন্য তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে কিন্তু দেবী স্বগতভাবে "মা কৃখু লজ্জহিঅআ অণুণঅং বহু মণ্ণে" অর্থাৎ "এঁর অনুনয়-বিনয়ে গললে চলবে না" এই কথা বলে রাজাকে উপেক্ষা করে চলে গেছে। এর কিছুদিন পরেই দেবী রাজার কাছে এক ব্রত-অনুষ্ঠানে থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়ে সংবাদ পাঠালে রাজা পুরূরবা বিদূষককে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করে। বিদূষক রাজার প্রশ্নের উত্তরে বলে—"তক্কেমি সংজাদপচাদ্দাবা অত্তভোদী বদব্ববদেসেণ তত্তভবদো পণিপাদলঙ্ঘণং পমজ্জিদুকামাত্তি" অর্থাৎ "মনে হয়, পশ্চাৎ অনুতপ্ত হয়ে ব্রতের ছল করে তোমার প্রণিপাত-লঙ্ঘনজনিত দোষক্ষালনের চেষ্টা করছে।"

---

৫ অথ কলহান্তরিতা—

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা॥

—রসার্ণবসুধাকর

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে সিঙ্গভূপালের রসার্ণবসুধাকরের উল্লেখ করায় সিঙ্গভূপাল যে শ্রীরূপের পূর্ববর্তী ছিলেন, তা সহজেই প্রমাণিত হয়।

রাজা তাই যথার্থ মনে করে বলে—উপপন্নং ভবানাহ। তথাহি—

অবধূতপ্রণিপাতাঃ পশ্চাৎসন্তপ্যমানমণসোঽপি।
নিভৃতৈর্ব্যপত্রপন্তে দয়িতানুশয়ৈর্মনস্বিন্যঃ ॥

—৩য় অঙ্ক

[বয়স্য তুমি ঠিকই বলেছ, হৃদয়বতী রমণীরা প্রথমতঃ প্রিয়তমের প্রণিপাত উপেক্ষা করিয়া পরে মনের আগুনে যখন ধিকি ধিকি পুড়িতে থাকে, তখন নির্জনে যতই প্রিয়কৃত পূর্বমিনতি স্মরণ করে, তত আরও অধিক যাতনায় অস্থির হইয়া পড়ে। এমন কি, গোপনে প্রিয়সন্নিধানে শতবার আত্মসমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ।]

সম্পূর্ণরূপে কলহান্তরিতা নায়িকার রূপটিই ফুটে উঠেছে রাজার ভাষণে। অন্যত্রও এই কলহান্তরিতা নায়িকার স্বরূপবৈশিষ্ট্য রাজা পুরূরবার উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে। উর্বশী-বিপ্রয়োগাতুর রাজা বর্ষাসিক্ত ক্ষীণাঙ্গী লতাকে দেখে মনে করেছেন যেন তাঁর কোপবতী প্রিয়া অনুতাপানলে দগ্ধা হয়ে অশ্রুভারসিক্তা সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে—

তন্বী মেঘজলার্দ্রপল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রুভিঃ
শূন্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাদ্বিশ্রান্তপুষ্পোদ্গমা।
চিন্তামৌনমিবাস্থিতা মধুলিহাং শব্দৈর্বিনা লক্ষ্যতে
চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং যাতা প্রকুপ্যেব সা ॥

—৪র্থ অঙ্ক

[নবমেঘের জলসম্পাতে এই ক্ষীণাঙ্গী লতা যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়নজলে অধরপল্লবটিকে বিধৌত করিয়াছে। এখন অসময় বলিয়া ফুল আর ফোটে না, মনে হইতেছে, সমস্ত আভরণ যেন খুলিয়া ফেলিয়াছে। ফুল নাই, সুতরাং ভ্রমরের গুঞ্জনও নাই, তাই মনে হয়, চিন্তাবশে যেন চুপ করিয়া আছে। যেন আমার সেই ক্রোধরক্তবর্ণ, সততকোপিনী প্রেয়সী, পাদপতিত আমাকে উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া

এখন অনুতাপানলে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছেন।—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

'কলহান্তরিতা'-র বর্ণনায় ভরত মুনির সংজ্ঞাই কালিদাসের উপজীব্য হতে পারে এবং তা হওয়াই স্বাভাবিক। ভরত মুনি তাঁর নাট্য-শাস্ত্র-এ 'কলহান্তরিতা'-র সংজ্ঞা দিয়েছেন এবংরূপ—

ঈর্ষাকলহবিক্রান্তো যস্যা নাগচ্ছতি প্রিয়ঃ।
আমর্ষবেষসন্তপ্তা কলহান্তরিতা ভবেৎ ॥

—২৪ অধ্যায়, ২০৮ শ্লোক

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রোক্ত কলহান্তরিতার সংজ্ঞা সিঙ্গভূপাল তথা শ্রীরূপের প্রেরণাস্থলও হতে পারে। তবে 'পাদপতিতং' এবং 'পশ্চাত্তপতি' শব্দপ্রয়োগ কালিদাসেরই প্রযুক্ত ভাষার নিকটসান্নিধ্য সূচিত করে। তাই মনে হয়, 'কলহান্তরিতা'-র সংজ্ঞা নির্মাণে সিঙ্গভূপাল তথা শ্রীরূপের প্রদত্ত সংজ্ঞায় কালিদাসের কথঞ্চিৎ প্রভাব রয়েছে। অবশ্য অন্যান্য অলঙ্কার-গ্রন্থগুলিতে 'কলহান্তরিতা'-র যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তাতে এই দুটি শব্দের ব্যবহার যে দৃষ্ট হয় না, এমন কথা বলা চলে না।[৬] সেক্ষেত্রেও আমাদের অনুমান, ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র দ্বারা যেমন তাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন, তেমন কালিদাস দ্বারাও তাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন।

দর্শনজনিত পূর্বরাগের অন্যতম উপায় চিত্রপট। চিত্রপটদর্শনে প্রণয়সংঘটনের ব্যাপার কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে দেখতে

---

৬ চাটুকারমপি প্রাণনাথং কোপাদপাস্য যা।
পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা ॥

—সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫ম পরিচ্ছেদ

চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা।
পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা ॥

—সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ

উল্লেখ্য যে, ভোজদেবপ্রদত্ত 'কলহান্তরিতা'-র সংজ্ঞাই বিশ্বনাথ হুবহু নকল করেছেন। কেবল 'কোপাৎ' স্থলে 'রোষাৎ' প্রয়োগ করেছেন।

পাই। রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকার চিত্রপট দেখে তার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং মালবিকার সঙ্গে মিলনের জন্য আকুল হয়ে ওঠে, কালিদাস বলেছেন।[৭] কালিদাসের এই নাটকের দৃষ্টান্ত থেকেই চিত্রে দর্শনের ফলেও যে পূর্বরাগ হতে পারে এমন কথা আলঙ্কারিকেরা বলেছেন, ধারণা হয়। ভানুদত্ত তাঁর 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে তিনপ্রকারে পূর্বরাগ সংঘটিত হয়, এমনটি বলেছেন। স্বপ্নে দর্শন, সাক্ষাৎ দর্শন ও চিত্রপটে দর্শন—

দরশন তিনমত নাগরী নাগরে।
সাক্ষাৎ স্বপন আর পটে চিত্র ধরে ।।

—ভারতচন্দ্র কৃত অনুবাদ

(ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৪)

ভানুদত্তের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শ্রীরূপও 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে এই তিনপ্রকার দর্শনের কথাই উল্লেখ করেছেন। তত্র দর্শনম্—"সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্য চিত্রে চ স্যাৎ স্বপ্নাদৌ চ দর্শনম্।" চিত্রপটদর্শনে যে পূর্বরাগ জন্মায়, একথা কেবল বলেই ক্ষান্ত হননি, শ্রীরূপ তাঁর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে তা বর্ণনাও করেছেন। সখী বিশাখা রচিত চিত্রপটদর্শনে রাধার পূর্বরাগের উন্মেষ শ্রীরূপ অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে এখানে দেখিয়েছেন। শ্রীরাধার নিজ উক্তিতে চিত্রপটদর্শনে এই প্রণয়ানুরক্ততার উজ্জ্বল পরিচয় ফুটে উঠেছে। রাধা নিজ হৃদয়কে সম্বোধন করে বলছেন -

শিশিরয় দৃশৌ দৃষ্ট্বা দিব্যকিশোরমিতীক্ষিতঃ
পরিজনগিরাং বিশ্রম্ভাম্বং বিলাসফলাঙ্কিতঃ ।

---

৭ মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রথম অঙ্কে দুই চেটীর কথোপকথন এইরূপ—
দ্বিতীয়া—"সহি। ঈরিসেণ বাবারেণ অসন্নিহিদাবি সা ভট্টিণা কহং দিট্ঠা" অর্থাৎ আচ্ছা ভাই, নাচগান শেখবার জন্য মালবিকা তো আচার্যের বাড়ীতেই থাকে, তবু রাজা তাকে দেখলেন কেমন করে ?

প্রথমা—"আং সো জণো দেবীএ পাসসগদো চিত্তে দিট্ঠো" অর্থাৎ, ঠিক বলেছ, কিন্তু একখানি ছবিতে দেবীর পাশে মালবিকা আঁকা ছিল, সেই ছবিখানি ভর্তার নজরে পড়েছে।

শিব শিব কথং জানীমস্ত্বামবক্রধিয়ো বয়ং
নিবিড়বড়বাবহ্নিজ্বালাকলাপবিকাশিনম্ ।।

—বিদগ্ধমাধব, ২য় অঙ্ক

['এই দিব্য কিশোরকে দেখে তুই চোখ শীতল কর'—পরিজনগণের এই বাক্যে বিশ্বাস করে আমি চিত্রফলকে আঁকা তোমাকে দেখেছিলাম। হায়, তুমি যে নিবিড় বাড়বাগ্নির জ্বালাকলাপ বিকাশ করবে, সরলামতি আমরা কেমন করে বুঝব ?]

শ্রীরূপের আদর্শেই চিত্রপটদর্শনে রাধার অনুরাগ সঞ্চারের বিষয় নিয়ে পরবর্তীকালে বহু পদকর্তা অসংখ্য পদরচনা করেছেন, নিঃসংশয়ে বলা চলে।

পদকর্তা শেখর লিখেছেন—

রহ রহ সখি ভাল কোরে দেখি
আঁখি না পিছলে মোর।
এই যে নাগর গুণের সাগর
বয়সে নব কিশোর ।।
আলো সই কিবা সে দেখাইলে মোরে।
এই যে আকৃতি পিরীতি মুরতি
আন নাহি চাহি তোরে ।।
দেখায়া সুন্দরী করিলে বাউরী
না দেখিলে প্রাণে মরি।
হিয়া পর ধর জুড়াক অন্তর
কহিছে ধরণী ধরি ।।
লোচন যুগল লোরেতে ভরল
মুরছিত তহি ভোর।
হা হা প্রাণধন বলি অচেতন
ললিতা করল কোর ।।
কহয়ে বচন চিত্রের রচন
পুরুষ এমন আছে।
ধরি তুয়া পায় যদি সত্য হয়
লৈয়া চল তার কাছে ।।

এ দাস শেখর সঙ্গে চলু মোর
বুঝিতে রসিক রায়।
প্রতিবিম্ব দেখি লোরে পুরে আঁখি
কেমনে পরশি তায় ॥

—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ ৩০৪

শ্রীরূপোত্তর চণ্ডীদাস লিখেছেন—

হাম সে অবলা হৃদয়ে অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেত লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি ॥
হরি হরি এমন কেনে বা হৈল।
বিষম বাড়ব- আনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল ॥
বয়স কিশোর বেশ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়নযুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ ॥
নিজ পরিজন সে হেন আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি ॥
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নব-রসে
ঠেকিলা রাজার ঝি ॥

—পদকল্পতরু ১৪৩

চণ্ডীদাসের পদটি যে স্পষ্টতঃই পূর্বোদ্ধৃত শ্রীরূপের 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের শ্লোকটির অনুবাদ, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এরূপ আরও বহু পদ আছে, বাহুল্যভয়ে আর বেশী উদ্ধৃত করা হল না। শ্রীরূপের পূর্ববর্তী কোন পদকারের, এমন কি বিদ্যাপতির পদাবলীতেও

চিত্রপটদর্শনে রাধার পূর্বরাগসঞ্চারের কোন পরিচয় আমরা পাই না। সুতরাং নিঃসন্দেহে এই বিষয়ক পদরচনায় শ্রীরূপের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্তমান বলা যায় এবং তা-ই যদি হয়, তাহলে প্রকারান্তরে কালিদাসের প্রভাবকে নিশ্চিতই স্বীকার করে নিতে হয়। কারণ, শ্রীরূপ যাঁর কাছে ঋণী, সেই ভানুদত্তের উৎস যে কালিদাস, একথা পূর্বে বলেছি। শ্রীরূপ রচিত রসশাস্ত্রের উপরেই কেবল নয়, তাঁর কাব্যনাটকেও কালিদাসের প্রভাব বহুল পরিমাণে লক্ষিত হবে। শ্রীরূপ 'হংসদূত' কাব্যটি যে কালিদাসের মেঘদূত-এর প্রেরণায় লিখেছিলেন, এ ব্যাপারে কোন সংশয়ই নেই। হংসদূতের প্রেরণায় আবার বৈষ্ণব কবিরাও কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন। কবি কালিদাস তাঁর অমর কাব্য মেঘদূত-এ অচেতন মেঘকে দূত পদে বৃত করার জন্য কৈফিয়ৎ দিয়েছেন নিম্নরূপ—

কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাচেতনাশ্চেতনেষু।

—মেঘদূত ১।৫

[কামার্তগণ চেতন-অচেতন সম্বন্ধে স্বভাবত মূঢ় হয়।]

শ্রীরূপও ললিতা কর্তৃক হংসকে দূতপদে বৃত করার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন কালিদাসের অনুসরণে—

ন তস্যা দোষোঽয়ং যদিং বিহগং প্রার্থিতবতী।
ন কস্মিন্ বিশ্রম্ভং দিশতি হরিভক্তিপ্রণয়িতা ॥

—হংসদূত, ৮ম শ্লোক

[হংসকে দূতরূপে প্রার্থনা করায় কোন দোষ হয়নি, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধিক্য কোন্ বিষয়ে না বিশ্বাস জন্মায়।]

এই ভাবেরই অনুসরণে রাধামোহন ঠাকুর লিখেছেন—

সজনি অদভুত প্রেমক রীত।
তিরযক জঙ্গম ইহ নাহি জানত
কহতহিঁ কত বিপরীত॥

—পদকল্পতরু ১৬৭৬

কালিদাসের যক্ষ মেঘকে তার প্রিয়ার কাছে বার্তা নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছে। মেঘ কেন অযথা যক্ষের জন্য কষ্ট স্বীকার করবে? যক্ষ তাই মেঘের স্তুতিবাদন করে বলছে—

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনাৰ্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥

—মেঘদূত ১।৬

[ভুবনবিদিত পুষ্কর-আবর্তকদের বংশে জাত, কামরূপী এবং ইন্দ্রের প্রধান অনুচর বলে তোমাকে জানি। সেজন্য, বিধিবশে প্রিয়া-বিরহী হয়ে আমি তোমার নিকট প্রার্থী হচ্ছি। গুণবানের নিকট প্রার্থনা বিফল হওয়াও ভাল, অধমের নিকট সফল হওয়াও ভাল নয়।]

ঠিক অনুরূপভাবেই ললিতাও হংসকে স্তুতিবচনে প্রীত করার চেষ্টা করেছে—

পবিত্রেষু প্রায়ো বিরচয়সি তোয়েষু বসতিং
প্রমোদং নালীকে বহসি বিশদাত্মা স্বয়মপি।
অতোঽহং দুঃখার্তা শরণমবলা ত্বাং গতবতী
ন ভিক্ষা সৎপক্ষে ব্রজতি হি কদাচিদ্বিফলতাম্ ॥

—হংসদূত, ৯ম শ্লোক

[হে হংস, তুমি বহুলভাবে পবিত্র জলে বাস কর, পদ্মের মৃণাল-ভক্ষণে আনন্দ পাও। বিশেষতঃ, তুমি নিজেও পবিত্রাত্মা। এজন্য দুঃখার্ত অবলা আমি তোমার শরণ নিলাম। সাধুজনের কাছে কোন প্রার্থনা বিফল হয় না।]

রাধামোহন ঠাকুর উক্ত শ্লোকেরই অনুসরণে লিখেছেন—

তুহুঁ অতি নিরমল অন্তর কোমল
পরম-হংস দয়াশীল।

হাম সব দুখিনী   তাহে অবলা গণি
পিয়ক বিরহ হৃদি কীল ।।

—পদকল্পতরু ১৬৭৬

যক্ষ যেরূপ অলকাপুরীতে বিরহিণী প্রিয়াকে চিনে নেবার নির্দেশ মেঘকে দিয়েছে, সেরূপ শ্রীরূপের হংসদূতে ললিতাও হংসের কাছে কৃষ্ণকে চিনে নেবার নির্দেশ বিস্তৃতভাবে দিয়েছে। রাধামোহন ঠাকুর শ্রীরূপ লিখিত এই শ্লোকগুলির অনুসরণে একটি পদে এই ভাবই ফুটিয়ে তুলেছেন—

কী ফল পরিচয় কথন অনেক।
জানবি তব যব হব পরতেক ।।
যো দরশনে হোয় পরম আনন্দ।
সো অবধারবি যদুকুল-চন্দ ।।
শুন তভু কহি কছু নিরুপম রূপ।
জগজন লোচন অমিয়া স্বরূপ ।।

—পদকল্পতরু ১৬৭৭

কালিদাস এখানে প্রত্যক্ষতঃ বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা অনুসৃত না হলেও তাঁরই ভাবছায়া শ্রীরূপের মাধ্যমে যে সঞ্চারিত হয়েছে, এ সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। কালিদাসের মেঘদূতের প্রভাব যেমন শ্রীরূপের কাব্যে, তেমনি কালিদাসের নাটকগুলির প্রভাবও তাঁর নাটক দুটিতে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে, দেখা যাবে। নাটক দুটির ঘটনাবিন্যাসে, চরিত্র-অঙ্কনে, নাটকীয় কলাকৌশলনির্মাণে প্রভাব তো রয়েছেই, কোথাও কোথাও কোন কোন শ্লোকের ভাব ও ভাষার পশ্চাতে কালিদাসীয় কল্পনার প্রেরণা সংলক্ষ্য হবে।

নায়কনায়িকার প্রেমোন্মেষের প্রাথমিক রূপটিকে কবি কালিদাস যে সহজ সৌন্দর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা অনবদ্য। রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়োন্মেষের যে রূপচিত্র শ্রীরূপ গোস্বামী এঁকেছেন, তা প্রত্যক্ষতঃ কালিদাসীয় অঙ্কিত চিত্রকে অনুসরণ করেই। শকুন্তলার সঙ্গে প্রথম আলাপের পর দুষ্মন্ত শকুন্তলার অপার সৌন্দর্য ও তাঁর লজ্জা-থরো-

থরো মনের গোপন অনুরাগকে বিদূষকের নিকট প্রকাশ করেছে এই বলে—

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী
শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ২য় অঙ্ক

[দু এক পা গিয়ে কুশের ডগা পায়ে ফুটেছে বলে থামল এবং গাছের ডালে বাকল না জড়ালেও তা ছাড়াবার ছল করে আমার দিকে মুখ ফিরে তাকাল।][৮]

শ্রীরূপ অবিকল এই ভাবেরই অনুসরণ করেছেন। কৃষ্ণ তার প্রিয় বয়স্য মধুমঙ্গলের নিকট রাধার অনুরাগাতিশয়ের বর্ণনা করছে ঠিক এই বর্ণনারই অনুকরণে—

ছিন্নঃ প্রিয়ো মণিসরঃ সখি মৌক্তিকানি
বৃত্তান্যহং বিচিনুয়ামিতি কৈতবেন।
মুগ্ধং বিবৃত্য ময়ি হন্ত দৃগন্তভঙ্গীং
রাধা গুরোরপি পুরঃ প্রণয়াদ্ব্যতানীৎ ॥

—বিদগ্ধমাধব, ৩য় অঙ্ক

[হে সখি, আমার প্রিয় মণিহারটি ছিঁড়ে গেছে, অতএব মুক্তাগুলো কুড়িয়ে নিই, এই বলে ছলে গুরুজনের সম্মুখেও আমার দিকে ফিরে প্রণয়ভরে মনোহর কটাক্ষভঙ্গী করেছিলেন।]

শ্রীরূপের তুলনায় কালিদাসের বর্ণনা স্বাভাবিকতায় ও বাস্তবতায়

---

৮ বিক্রমোর্বশীয় নাটকেও পুরূরবার প্রতি উর্বশী অনুরূপ ছলনার আশ্রয়ে অনুরাগের প্রকাশ দেখিয়েছে। উর্বশী। (উৎপতনভঙ্গং রূপয়িত্বা) অম্মো লদাবিড়বে এসো এআবলী বৈজঅন্তিআ মে লগ্‌গা। (সব্যাজমুপসৃত্য রাজানং পশ্যন্তী) সহি চিত্তলেহে মোআবেহি দাবণম্'' অর্থাৎ উর্বশী। (আকাশে উঠবার সময় যেন বাধা পেল এইরূপ অভিনয় করে) লতার জালে আমার গলার একাবলী বৈজয়ন্তিকা হার যে জড়িয়ে গেল (এই ছলে ঘাড় বাঁকিয়ে রাজাকে দেখতে দেখতে), সখি চিত্রলেখে তুই হারটা ছাড়িয়ে দে না।

অধিকতর মনোজ্ঞ সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, আবার শ্রীরূপেরই এই শ্লোকের ভাবমৃণালের আশ্রয়ে বাঙালী কবি বিদ্যাপতি একটি মধুটলমল পূর্ণপদশতদল অনায়াসনৈপুণ্যে বিকশিত করে তুলেছেন। তরলায়িত হিল্লোলে ও সহজ ছন্দসুষমায় পদটিতে আসামান্য কবিত্বমাধুর্য ফুটে উঠেছে। পদটি এই—

নাহি উঠল তিরে রাই কমল-মুখি
সমুখে হেরল বর-কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনি নত-মুখি
কৈছনে হেরব বয়ান ॥
সখি হে অপরুপ চাতুরি গোরি।
সব জন তেজি আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তহিঁ ফেরি ॥
তঁহি পুন মোতি-হার টুটি পেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যামদরশ ধনি কেল ॥
নয়ন-চকোর কানু-মুখ শশিবর
কয়ল অমিয়া রস পান।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান ॥

—পদকল্পতরু ৭২১

রাধা যমুনায় স্নান করে ফিরছে, সঙ্গে আছে সখীরা এবং শাশুড়ী ননদিনী। হঠাৎ দেখে সম্মুখে কৃষ্ণ। তাকে ভাল করে দেখতে হবে কিন্তু গুরুজনদের সামনে কেমন করে দেখা যায়। রাধা চমৎকার ছলের আশ্রয় নিল। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতে গলার হার ছিঁড়ে বলল—হার ছিঁড়ে গেছে, তোমরা একটু কুড়িয়ে দাও। ছেঁড়া হারের চুনিপান্নাগুলো যখন সবাই কুড়াতে ব্যস্ত, তখন সেই ফাঁকে রাধা প্রাণভরে কৃষ্ণকে দেখে নিল। কল্পনাটি মনোজ্ঞ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অপূর্ব পদটি রচনা-ব্যাপারে বাঙালী কবি বিদ্যাপতি শ্রীরূপের কাছে

প্রত্যক্ষভাবে তথা কালিদাসের কাছে যে পরোক্ষে ঋণী উপরি-উক্ত আলোচনায় সহজেই প্রতীত হবে। আর পদটি যদি মৈথিল কবি বিদ্যাপতির হয়, তাহলে শ্রীরূপের নিকট ঋণ স্বীকারের প্রশ্ন ওঠে না, প্রত্যক্ষতঃ কালিদাসের নিকটই বিদ্যাপতি ঋণী বলে স্বীকার করতে হয় এবং শ্রীরূপ এই পদের ভাব অনুসরণ করে শ্লোকটি রচনা করেছেন, এমনটি বলতে হয়।[৯]

উপরি-উক্ত শ্লোকের ভাবাশ্রয়ে গোবিন্দদাস নিম্নোক্ত পদ রচনা করেছেন—

শ্যামল সুন্দর রূপ অমিয়া রসের কূপ
হেরি রাধা পড়ল বিভোর।
সম্বিত হইয়া বোলে নিজ চিত্ত কুতূহলে
সাধু প্রাণ রহি গেল মোর॥
শিখণ্ড-শিখর কৃষ্ণ রাধারূপে সতৃষ্ণ
উলটি ফিরাইতে নারি আঁখি।
মধুর মধুর প্রীত কিবা হই উপনীত
সেই সে পিরিতি তার সাখি॥
হেনই সময়ে আসি জটিলা কর্কশভাষী
বধূ লইয়া চলিলেন সাথ।
রাই ছলে ফিরি ফিরি সো মুখ নিরখই
ভালহি দেয়ল হাত॥
দরশনে না পূরল কাম।
যো মুখ দরশনে নিমিখ ঘন নিন্দই
তাহে কি সময় ঘটি যাম॥
গুরুজনে ছল করি কণ্ঠমণিমালা ছিড়ি
বিচিনই অন্তরতিয়াসে।

---

৯ বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার এটী বাঙালী কবি বিদ্যাপতির রচিত পদমালায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমাদেরও অনুমান এটি বাঙালী বিদ্যাপতিরই রচনা। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে এই পদটিকে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত বলে গ্রহণ করেছেন।

এক দিঠি গুরুজনে   আর দিঠি শ্যামপানে
কি কহব গোবিন্দদাসে ॥

—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১

কৃষ্ণকে দেখার পর হতেই রাধার আচার-আচরণে বিসদৃশতা ফুটে ওঠে। দেহে ফুটে ওঠে সৌন্দর্যের বিকার, দিনে দিনে শরীর হয় কৃশ, পাণ্ডুর। তাই দেখে সখীরা বলছে—

চিন্তাসন্ততিরদ্য কৃন্ততি সখি স্বান্তস্য কিন্তে ধৃতিং
কিংবা সিঞ্চতি তাম্রমম্বরমতিস্বেদাম্ভসাং ডম্বরঃ।
কম্পশ্চম্পকগৌরি লুম্পতি বপুঃ স্থৈর্যং কথং বা বলাৎ
তথ্যং ব্রূহি ন মঙ্গলা পরিজনে সঙ্গোপনাঙ্গীকৃতিঃ ॥

[হে সখি, চিন্তায় কি তোমার অন্তঃকরণের ধৈর্যের বন্ধন ছিন্ন হয়েছে? এত ঘর্মজল-রাশিতেই বা তোমার অরুণ বসন সিক্ত হচ্ছে কেন? চম্পকগৌরি, কম্প কেনই বা বলপূর্বক তোমার শরীরের ধৈর্য হরণ করছে? নিজের পরিজনের কাছে কোনও কথা গোপন করলে তাতে মঙ্গল হয় না, অতএব সকল কথা প্রকাশ করে বল।]

এতো যেন শকুন্তলার উদ্দেশে তার প্রিয়সখীদ্বয়ের জিজ্ঞাসার ভাষাকেই একটু ঘুরিয়ে বলা। অনসূয়া বেদনাক্লিষ্ট শকুন্তলাকে এরূপ বলছে—

"হলা সউন্তলে, অণব্ভন্তরা কৃখু অম্হে মঅণগঅস্স বুত্তন্তস্স। কিন্তু জারিসী ইতিহাস ণিঅন্ধেসু কামঅমাণাণং অবত্থা সুণীঅই তারিসীং দে পেক্খামি। কহেহি কিং ণিমিত্তং দে সন্তাবো। বিআরং কৃখু পরমত্থদো অজাণিঅ অণারম্ভো পড়িআরস্স"।

[সখি শকুন্তলে, মদনঘটিত বৃত্তান্ত আমরা জানি না, কিন্তু ইতিহাস-গ্রন্থাদিতে বিরহীর অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হয়েছে, তোমার সেইরূপ দেখছি। তোমার সন্তাপ কি জন্য বল। নিশ্চয় না জানলে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায় না।]

কালিদাসের প্রভাব নিঃসন্দেহে পড়েছে এখানে। আবার শ্রীরূপের উক্ত শ্লোকের ভাবছায়ায় ঘনশ্যাম দাস রচনা করেছেন এই পদটি—

নয়ন কাজর লোরে মিটায়লি
ঘামে বসন তিতি গেলা।
চিন্তসি হৃদয়ে বুঝই নাহি পারই
কৈছে মনোরথ ভেলা॥
সুন্দরি না বুঝিএ তোহারি চরিতে।
পরিজন বাচি হোত কিয়ে মঙ্গল
সো সমুঝবি নিজ চিতে॥
চম্পক বরণ অঙ্গ ঘন কাঁপই
তাহি অবস ভেল দেহা।
হেরইতে তোহারি বিপদ প্রিয় সখিগণ
জীবনে না বান্ধই থেহা॥
শুনইতে কোপে কমলমুখি বোলত
শুনই নিঠুর তোহে জান।
বোলই প্রিয়সখি কাহে মোহে রাখসি
ঘনশ্যাম ইথে পরমাণ॥

—রসবিলাসবল্লী, পৃঃ ৬০

অনুরূপভাবে যদুনন্দন দাসও রচনা করেছেন—

উপজিল চিন্তা অতি তোমার অন্তরমতি
ধৃতিচ্ছেদ কর কেনে নিতি।
কেনে বা অরুণ চির সিঞ্চিয়া পড়য়ে নীর
ঘর্মে ভেল শরীর পূরিতি।
সখি হে সত্য কহ আমা সবাকার।
নিজ পরিজন গণে করিছ যে সঙ্গোপনে
শুন সখি সব অমঙ্গলে॥
চম্পক বরণ দেহ তিলেক না পায় থেহ
অতিকম্পে করয়ে গরাস।
দেখি তুয়া এই রীতে সব সখীগণ চিতে
অতিশয় লাগয়ে তরাস॥

—রসকদম্ব, পৃঃ ২৯

পদ দুটিতে পরোক্ষে কালিদাসেরই প্রভাব অতি সহজেই বলা যায়। এমন কি ঘনশ্যাম দাসের পূর্বোদ্ধৃত পদের শেষভাগে সখীদের প্রশ্নে রাধার ক্রোধপ্রকাশের সাহায্যে মনোবেদনা গোপন করার চেষ্টাতে কালি-দাসের শকুন্তলা স্বগতভাষণে যা বলেছে তারই একটা দূরগত ছায়া লক্ষিত হয়। সখীদের জিজ্ঞাসায় শকুন্তলা আত্মগতভাবে বলেছে—"বলঅং কৃখু যে অহিণিএসো, দাণিং বি সহসা এদাণং ণ সক্কণোমি ণিএদেউং" অর্থাৎ "প্রাণ থাকতে কিছুতেই একথা প্রকাশ করতে পারব না। সখীরা যতই ধরুক, হঠাৎ বলতে তো আমার সাধ্যেই কুলাবে না।"

সখীদের সহানুভূতিমূলক কুশল জিজ্ঞাসায় রাধা দীর্ঘশ্বাসসহকারে প্রত্যুত্তরে বলে—

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবসতি ॥

তা বিণ্ণবেমি ইমস্মিং ওসরে জধা সুদিঢ়ং এক্কং লদাপাসং লহেমি তধা সিণেহস্স ণিক্কিদিং করেধ" অর্থাৎ "হে সখি রাধার এই হৃদয়বেদনা অতিশয় দুঃসাধ্য, যে এর চিকিৎসা করবে, তার কুৎসা ভিন্ন যশো-লাভের সম্ভাবনা নেই। অতএব তোমাদিগকে জানাই যে, এখন যদি একটি লতা পাই, তবে তোমাদের প্রতি আমার যে স্নেহ তার প্রতিদান করা হয় (অর্থাৎ লতাপাশে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে সকল যাতনার অবসান ঘটাতে পারি)।

সখীরা রাধার কথায় ব্যথিত হয়ে বলে—"হলা এবং দারুণং ভণ্ণতী মা কৃখু সহীণং জীবিদং লুম্পেহি। ণং পচ্চাসন্না দে অহীট্ঠ সিদ্ধিঃ" অর্থাৎ সখি, এরূপ দারুণ কথা বলে আর সখীদের জীবননাশ করো না। আমরা নিশ্চয়ই বলছি, শীঘ্রই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে।

বিদগ্ধমাধব নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে রাধা ও সখীদের এবংবিধ কথোপকথন স্পষ্টতঃই শকুন্তলা ও তার সখীদের অনুরূপ কথোপকথনকে

স্মরণ করায়। শ্রীরূপ এখানে কালিদাসকে যে অনুসরণ করেছেন তা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

শ্রীরূপের উপরি-উক্ত রাধা ও সখীদের আলাপের বর্ণনা অনুসরণে যদুনন্দন দাস লিখেছেন—

আমার হৃদয় ব্যথা অতিশয়
দুঃসাধ্য কহিল তোয়।
ইহা উপশম হৈতে পরিণাম
কৃচ্ছ্রানিরমিত মোয়॥
সই কহিয়ে মরম কথা।
উপায় আছয়ে লজ্জা যাতে নহে
ঘুচয়ে মরম ব্যথা॥
এই অবসরে বৃক্ষের মন্দিরে
দৃঢ় লতাপাশ লঞা।
পিরিতি কারণ তেজিব পরাণ
এই সে লইছে হিয়া॥
এই সব কথা বিশাখা ললিতা
শুনিয়া মানয়ে দুখ।
কহে কেনে হেন কহিছ দারুণ
যাতে বিদরয়ে বুক॥
আমার জীবন থাকিতে এমন
কেমনে হইবা তুমি।
আমার হৃদয় বাঞ্ছিত যে হয়
মিলিবে কহিল আমি॥
তুয়াভীষ্ট সিদ্ধি পত্যাসন্ন বিধি
দেখি মোর মনে হয়।
এ যদুনন্দন দাস তহিঁ ভণ
এ বচন আন নয়॥

—রসকদম্ব, পৃঃ ৩৩

পদটিতে যদুনন্দন রাধা ও সখীদের সংলাপের বিশুদ্ধ অনুবাদই করেছেন বলা যায়। যাই হোক, কালিদাসের মদনতাপিত শকুন্তলার

অনুকরণে শ্রীরূপ মদনসন্তাপক্লিষ্ট রাধার রূপটি এঁকেছিলেন। যদুনন্দন আবার সেই রূপটিকেই ভাষান্তরে প্রকাশ করেছেন। কালিদাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব না হলেও পরোক্ষ প্রভাবের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। কালিদাস যেমন অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা দুই-সখীকে দিয়ে শকুন্তলার মনোবেদনার গূঢ় কারণটি ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন, তেমনি শ্রীরূপও ললিতা ও বিশাখা দুই সখীকে দিয়ে রাধার হৃদয়বেদনার কারণ নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন। যদুনন্দনও তাঁর পদে বিশাখা ও ললিতা এই দুই সখীর নাম স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন। শকুন্তলাকে দেখে রাজা দুষ্যন্ত মুগ্ধ। তার প্রতি অনুরক্ত। দুষ্যন্তের হৃদয় জুড়ে শকুন্তলার মূর্তি। প্রথম দর্শনলাভের পর সাক্ষাৎ ঘটছে না। তার জন্য দুষ্যন্তের হৃদয়মন বিরহানলে দগ্ধীভূত হয়ে যাচ্ছে। চাঁদের কিরণ ভালো লাগে না, অনল-জ্বালা দেয়। দখিন হাওয়ার স্পর্শে বিষজ্বালা সঞ্চারিত হয়। এমনি-ভাবে উর্বশীকে প্রথম দেখার পর পুনরায় তার দর্শন না পেয়ে বিরহ-কাতর পুরূরবা সন্তাপিত হয়ে ওঠে। পুষ্পশয্যা, বিমল জ্যোৎস্না, মলয় চন্দন কোন কিছুই প্রীতিকর হয় না, বরং যন্ত্রণাই দেয়—

তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দো-
র্দ্বয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈ-
স্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৩য় অঙ্ক

[তোমার বাণ পুষ্পময় আর চাঁদের কিরণ শীতল—এ উভয়েই আমার ন্যায় ব্যক্তির কাছে মিথ্যা মনে হচ্ছে। চাঁদ হিমপূর্ণ কিরণে আগুন ছড়ায়, আর তুমিও ফুলগুলি বজ্রকঠোর করছ।]

কুসুমশয়নং ন প্রত্যগ্রং ন চন্দ্রমরীচয়ো
ন চ মলয়জং সর্বাঙ্গীণং ন বা মণিযষ্টয়ঃ।
মনসিজরুজং সা বা দিব্যা মমালমপোহিতুং
রহসি লঘয়েদারব্ধা বা তদাশ্রয়িণী কথা॥

—বিক্রমোর্বশীয়, ৩য় অঙ্ক

[পুষ্পশয্যা, বিমল জ্যোৎস্না, সদ্যঃ মলয়জ চন্দন এবং তদ্দ্বারা সর্বাঙ্গে অনুলেপন, আর মণিমুক্তার হার মনের জ্বালা বাড়ায়—কমায় না। শুধু সেই অনুপম ললনা বা তার প্রসঙ্গে আলাপ আমার এ যাতনা কমাতে পারে।]

কালিদাসের মন্মথকাতর দুষ্যন্ত ও পুরূরবার উক্তির প্রতিধ্বনি রাধাপ্রেমাতুর কৃষ্ণের উক্তির মধ্যে স্পষ্টই প্রতিফলিত দেখা যাবে। বিশাখা এসে কৃষ্ণকে মিথ্যা করে রাধাকে নিয়ে অভিমন্যুর মথুরা চলে যাবার কথা জানালে কৃষ্ণ এই শুনে সঙ্গে সঙ্গে বেদনাতুর হয়ে বলে—

গ্লপয়তি বপুর্দুঃশীলো মে বলান্মলয়ানিলো
বিকিরতি করৈরিন্দুঃ ক্ষোদং তুষাগ্নিভরং রুষা।
মদনহতকস্তর্জত্যেষ স্ফুটৈরলিহুঙ্কৃতৈ-
স্ত্রুটিরপি বিনা রাধাং নেতুং ময়া ন হি শক্যতে ॥

—বিদগ্ধমাধব, ৩য় অঙ্ক

[বলপূর্বক দুঃশীল মলয়ানিল আমার শরীরকে ব্যথা দিচ্ছে, তাতে আবার চন্দ্র ক্ষুণ্ণ হয়ে কিরণমালার দ্বারা তুষাগ্নিতুল্য তাপ ঝরাচ্ছে, অন্যদিকে হতমদন অলিগুঞ্জনের দ্বারা স্পষ্টভাবেই তর্জন করছে, হায় রাধিকা ছাড়া আজ আর তিলার্ধকালও কাটাতে সমর্থ হচ্ছি না।]

যদিও বিরহীর কাছে চাঁদের কিরণ অগ্নিতুল্য, মলয়বাতাস বিষতুল্য এরূপ প্রথামিত কথা রামায়ণে বর্ণিত পাই (সীতার বিরহে রামচন্দ্র সুশীতল বায়ুকে অগ্নির ন্যায় মনে করেছেন—এষ পুষ্পবহো বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ হিমাবহঃ। তাং বিচিন্তয়তঃ কান্তাং পাবকপ্রতিমো মম॥ —কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ১।৫৩), তবুও এই কাব্যপ্রথা গড়ে ওঠার মূলে কালিদাসই সহায়ক মনে করি।

আর তা-ই হলে সেক্ষেত্রে শ্রীরূপের উপরে কালিদাসের প্রভাব কোন-না-কোন ভাবে এসে যায়। আর শ্রীরূপেরই অনুসরণে যখন বৈষ্ণব কবিরা লেখেন, চাঁদের কিরণ আগুন ঢালছে, মলয়বাতাস দুঃসহনীয় হয়ে উঠছে, তখন পদকর্তাদের ক্ষেত্রেও কালিদাসেরই প্রভাব এসে পড়ে।

উপরি-উক্ত শ্লোকের প্রথমার্ধের অনুসরণে গোবিন্দদাস লিখেছেন—

কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিরঝর-ঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ
জলতহিঁ চন্দন-পঙ্ক ॥
অব অবধারলুঁরে, কানু তুয়া পরশক রঙ্ক।
নায়রি-কোরে তো বিনু মুরুছই
অপরূপ মদন-আতঙ্ক ॥

—পদকল্পতরু ২১৯

[ব্যাখ্যা—মাধবের অঙ্গে চন্দনপঙ্ক লেপন করিলেও তাহা আগুনের মত জ্বালা দেয়। এরূপ অবস্থায় চন্দ্রের কিরণ কি করিবে কিম্বা পর্বতে যে নির্ঝর আছে তাহার শীতল জল আনিয়া তাঁহার উপর প্রক্ষেপ করিলে অথবা পর্য্যঙ্কের কুসুমময় শয্যায় শয়ন করাইলে কি হইবে? এখন নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, কানাই তোমারই স্পর্শের ভিখারী—চন্দনাদির নহে। তিনি এমনই প্রেমোন্মত্ত যে, অন্য নারীর কোলে শুইয়াও মদনের ভয়ে মূর্ছা যান। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তোমারই স্পর্শের কাঙাল, অন্যের নহে। —বিমানবিহারী মজুমদার : গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ১২৮]

যদুনন্দন দাস এই শ্লোকের অনুসরণে লিখেছেন—

মলয় পবন এ নব কুসুম
বহয়ে সৌরভ যত।
সুখদায়ি ছিল দুঃখদায়ি ভেল
এ দুঃখ সহিব কত ॥
সখি হে কি আর কহিব তোরে।
সে রাধা বিহনে আমার জীবনে
শরীরে না রহে জোরে ॥
চন্দ্রের কিরণ কৈল প্রসারণ
দেখিতে জলয়ে তনু।

আমারে দহন করিতে মদন
তুষানল জ্বালে জনু ॥
দারুণ মদনে করে তরজনে
ভ্রমর ঝঙ্কার করি।
কহত কেমতে তিলেক ইহাতে
রহিয়ে ধৈরজ ধরি ॥

—রসকদম্ব, পৃঃ ৭২

পদ দুটিতে শ্রীরূপের শ্লোকের অনুসরণ তো ঘটেছেই, উপরন্তু কালিদাসের উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের ভাববস্তুর প্রচ্ছায়াও কিঞ্চিৎ লক্ষিত হবে, আমাদের ধারণা। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা লতাকুঞ্জে মিলিত হয়েছে। মিলনের মধুরতায় মুহূর্তটি ভরিয়ে তোলার কালে হঠাৎ এসে পড়ল আর্যা গৌতমী। মনে অপূর্ণ কামনার বেদনা নিয়ে দুজনে হয়েছে বিচ্ছিন্ন। শকুন্তলা সেই অপূর্ণ কামনাজনিত ক্ষোভ যেভাবে প্রকাশ করেছে, তা কালিদাস এভাবেই বর্ণনা করেছেন—"শকুন্তলা (আত্মগতম্) হিঅঅ পঢ়মং এব্ব সুহোবণএ মণোরহে কাঅরভাবং ণ মুঞ্চসি। সাণুসঅবিহড়িঅস্‌স কহং দে সংপঅং সন্দাবো। (পদান্তরে স্থিত্বা। প্রকাশম্) লদাবলঅ সন্তাবহারঅ আমন্তেমি তুমং ভূও বি পরিহো-অস্‌স। (দুঃখেন নিষ্ক্রান্তা শকুন্তলা সহেতরাভিঃ)" অর্থাৎ (স্বগত) হৃদয়, প্রথম যখন না চাইতেই অবসর এল, তখন কাতর ভাবই ছাড়লে না, এখন বিযুক্ত হয়ে পশ্চাত্তাপ করছ, এ পশ্চাত্তাপ সঙ্গত কি? (দু এক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে) হে শান্তিপ্রদ লতাকুঞ্জ, প্রার্থনা করি পুনরায় তোমার সংসর্গসুখ উপভোগ করব (সকলের সঙ্গে দুঃখিত হয়ে শকুন্তলার প্রস্থান)।" শ্রীরূপ গোস্বামী হুবহু কালিদাসের অনুসরণে অনুরূপ ঘটনা-সংস্থান করেছেন। রাধা ও কৃষ্ণ মুহূর্তের জন্য পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছে। এমন সময়ে হঠাৎ জরতী এসে পড়ায় কৃষ্ণকে চলে যেতে হয়েছে। রাধার অন্তরে জেগেছে সঙ্গসুখ অপ্রাপ্তির বেদনা। রাধা সেই বেদনাকে প্রকাশ করেছে এভাবে—

পীতং ন বাগমৃতমত্র হরেরশঙ্কং
ন্যস্তং ময়াঽস্য বদনে ন দৃগঞ্চলঞ্চ।
রম্যে চিরাদবসরে সখি লব্ধমাত্রে
হা দুর্বিধির্বিরুরুধে জরতীচ্ছলেন ॥

[হরির বচনসুধা নির্ভয়ে পান করতে পারলাম না, এঁর বদনেও আমি নয়নপ্রান্ত স্থাপন করতে পারলাম না, বহুকালের পর আজ যদি সেই রমণীয় অবসর হল, হায় হতবিধি জরতীচ্ছলে এসে বিরোধ গড়ল।]

শকুন্তলার আক্ষেপোক্তিই রাধার আক্ষেপোক্তির ভিত্তিভূমি, সন্দেহ নেই। শ্রীরূপের এই শ্লোকের অনুসরণে যদুনন্দন দাস লিখেছেন—

অমৃত বদন মধুর বচন
শ্রবণ জুড়ায় তাতে।
হেন প্রাণীগণ ভরিয়া শ্রবণ
না শুনিনু ভাল রীতে ॥
সইগো চিরদিন অবসরে।
এ হরি মিলল বিধি বৈরী ভেল
দারুণ জরতি ছলে ॥
মুখ নিরমল জিনিয়া কমল
হাসির অঙ্কুর তায়।
এ মোর নয়ান চঞ্চল হইতে
বিধি কৈল অন্তরায় ॥
মরকত মণি দরপণ জিনি
ও গণ্ডযুগল শোভা।
তাহাতে সুন্দর মকরকুণ্ডল
দোলে মনরথ লোভা ॥
ও ভাঙ ভঙ্গিম নয়ান বঙ্কিম
তেরছ সন্ধানে চায়।
এ যদুনন্দন কহে ধনী পুন
মিলায়ব শ্যামরায় ॥

—রসকদম্ব, পৃঃ ৫৯

শকুন্তলা তপোবন ত্যাগ করে পতিসন্নিধানে চলেছে। আজন্মসহচরী শকুন্তলার আসন্ন বিদায়লগ্নে বনপ্রকৃতি বেদনায় মুহ্যমান। অশ্রুর লবণাক্ত শিশিরে তপোবনের নীরস মৃত্তিকা আর্দ্র হয়ে ওঠে। "কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে, সঘনে রোয়ত শুকসারী"—এই হল তপোবনের অবস্থা। কালিদাসের অসামান্য কবিপ্রতিভার তুলিতে শকুন্তলার বিচ্ছেদে সেই তপোবনপ্রকৃতির গভীর বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে—

উগ্‌গলিঅ-দব্‌ভ-কঅলা মআ পরিচত্তণচ্চণা মোরা।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্‌সূ বিঅ লদাও॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪র্থ অঙ্ক

[মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ
ময়ূর নাচে না যে আর
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখি জলধার।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ]

অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণ যখন মথুরাপুরীতে চলে গেল, ব্রজপ্রকৃতিরও ঠিক কৃষ্ণবিরহে এই দশা। শ্রীরূপ গোস্বামী স্পষ্টতঃই কালিদাসের অনুসরণে কৃষ্ণবিরহিত এই নিখিল ব্রজপ্রকৃতির আর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ললিতমাধব নাটকে—

ন পিবতি মকরন্দং বৃন্দমিন্দিন্দিরাণাং
বনমপি ন ময়ূরাস্তাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্তি।
বিদধতি চ রথাঙ্গাঃ স্বাঙ্গনাভির্ন সঙ্গং
সরতি সরসিজাক্ষে গোষ্ঠতঃ পত্তনায়॥

[হায়, কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ গোকুল থেকে মথুরায় গমন করায় ভ্রমরেরা আর মধুপান করছে না, ময়ূরেরা নৃত্য করে আর বৃন্দাবনের শোভা বাড়াচ্ছে না, চক্রবাকেরাও আর নিজ নিজ পত্নীদের সঙ্গ করছে না।]

এরই অনুসরণে গোবিন্দদাস লিখেছেন—

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল
বৃন্দাবন বন-দাব।
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন
মারুত মারত ধাব॥

—পদকল্পতরু ১৮৯৩

[ব্যাখ্যা—মাধব তোমার বিহনে বৃন্দাবনের কুঞ্জ বন্য হস্তীর ন্যায়, কোকিল শোকজনক এবং বৃন্দাবন দাবাগ্নিতুল্য হইল। চন্দ্র এখন মন্দ, দুষ্ট চন্দন ক্রন্দনজনক, দক্ষিণ পবন যেন ধাইয়া মারিতে আসিতেছে।—বিমানবিহারী মজুমদার: গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ৩২৬]

কুসুম তেজি অলি ভূতলে লুঠত
তরুগণ মলিন সমান।
সারী শুক পিক মউরি না নাচত
কোকিল না করু তহি গান॥

—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পৃঃ ৩৮

[কুসুম ত্যাগ করে ভ্রমরেরা ভূতলে লুণ্ঠিত হচ্ছে। তরুগুলি ম্লান, পাণ্ডুর। ময়ূর নৃত্য করছে না। সারী, শুক পিক গান গাইছে না।]

এখানে কালিদাসের প্রত্যক্ষ অনুসরণ ঘটেছে যদি বলি তাতেও কোন অযৌক্তিক বলা হবে না। কালিদাস ও শ্রীরূপের তথা গোবিন্দদাসের বিষয়বস্তু প্রায় একই। প্রকাশের ভঙ্গী ও ভাষাতে যা ভিন্নতা।

এসবেরই অনুবর্তনে পদকর্তা দীনবন্ধু দাস লিখেছেন—

নিশি পরভাতে ময়ূর নাহি নাচত
রোয়ত শুক পিক সারি।

—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৯৮১

অনুরূপভাবেই পদকর্তা পুরুষোত্তম লিখেছেন—

হরি হরি কি ভেল গোকুল মাহ।
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
বিরহ-দহনে দহি যাহ॥
তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল
তেজল কুসুম বিকাশ।
গলয়ে শৈলবর পৈঠে ধরণি পর
স্থল-জল-কমল হুতাশ॥
শুক পিকু পাখি শাখি পর রোয়ই
রোয়ই কাননে হরিণী
জম্বুকি সহ অহি রহি রহি রোয়ই
লোরহি পঙ্কিল ধরণী॥
রাইক বিরহে বিরহি ব্রজমণ্ডল
দাব-দহন সমতুল।
ইহ পুরুষোত্তম কৈছনে জীয়ব
টুটল প্রেমক মূল॥

—পদকল্পতরু ১৮৭২

[হরি হরি গোকুলের কি হল। স্থাবরজঙ্গম, কীটপতঙ্গম বিরহদহনে দগ্ধ হল। তরুকুল আকুল, নীরবে অশ্রুবিসর্জন করছে, কুসুমরাজি বিকশিত হচ্ছে না। পাহাড় গলে যাচ্ছে, ধরণীমধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে। স্থলপদ্ম ও জলপদ্ম যেন আগুনে শুকিয়ে যাচ্ছে। শুক, পিক এরা সব গাছের ডালে বসে কাঁদছে, কাননে হরিণী অশ্রুমোচন করছে। শৃগালীসহ সাপিনী থেকে থেকে কেঁদে উঠছে—এদের অশ্রুতে ধরণী পঙ্কিল। রাইয়ের বিরহে বিরহী ব্রজমণ্ডল দাবানল-জ্বালার তুল্য সন্তাপ ভোগ করছে। প্রেমের মূল ছিন্ন—পুরুষোত্তম কেমন করে জীবনধারণ করবে।]

পুরুষোত্তমের পদটিতে কল্পনার নবত্ব আছে। কৃষ্ণের বিরহে ব্রজ-প্রকৃতির বিষণ্ণ মাধুরী ফুটিয়ে তুলেছেন কবি গোবিন্দদাস, কিন্তু কৃষ্ণ-

বিচ্ছেদাতুর রাধার বেদনালীন মূর্তি দেখে ব্রজপ্রকৃতি যে ম্লানপাণ্ডুর একথাটি তিনি বলেননি। বলেছেন একমাত্র পুরুষোত্তম দাস। পুরুষোত্তম দাসের এই কল্পনার পশ্চাতে কালিদাসের প্রভাব থাকা খুবই সম্ভব। রামচন্দ্রের আদেশে নির্জন বনভূমিতে লক্ষ্মণ যখন সীতাকে পরিত্যাগ করলেন, তখন কালিদাসের সীতার দুঃখেও ঠিক এমনিভাবেই নিখিল বনপ্রকৃতি কেঁদে উঠেছিল—

নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা-
দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাব-
মত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি ॥

—রঘুবংশ ১৪।৬৯

[করুণ বিলাপিনী জানকীর দুঃখে বনস্থলীও যেন কাঁদিয়া উঠিল। ময়ূরগণ নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া সীতার দিকে চাহিয়া রহিল; বনতরু হইতে ঝরঝর করিয়া কুসুমরাশি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; হরিণী-সমূহের মুখ হইতে অর্ধচর্বিত কুশ-কবল খসিয়া পড়িল। সারা বনটাই যেন দুঃখিনী সীতার সমবেদনায় আকুল হইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

কালিদাসের প্রভাব শ্রীরূপ গোস্বামীতে এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রভাব পদকর্তাদের উপরে পড়াতে কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাবে যে বৈষ্ণব কবিরা প্রভাবান্বিত তা বিনা দ্বিধাতেই বলা চলে। কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাব তো রয়েছেই, একেবারে প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে বৈষ্ণব কবিদের ভাবকল্পনা যে পরিপুষ্ট ও প্রকাশমাধুর্যে রসসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, তা পরবর্তী আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হবে।

॥ ২ ॥

কবি কালিদাস প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। বৈষ্ণব কবিরাও প্রায় তাই। বিশেষ করে বৈষ্ণবকবিকুলোত্তম বিদ্যাপতি সম্পর্কে তা বুঝি নির্দ্বিধায় বলা চলে। কালিদাসের কাব্যভাবনার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের কবিভাবনার সাদৃশ্য এই উভয় কবির প্রেমচেতনার আলোকে স্ফুটতর হবে। নায়ক-নায়িকার প্রথম প্রণয়োন্মেষের রূপচিত্রণে, প্রথম মিলন ও সম্ভোগের চিত্র-অঙ্কনে, বিরহের বেদনাপ্রকাশে ও দেহরূপবর্ণনায় কালিদাসের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের ভাবসম্মিতি খুবই গভীর। বিশেষ করে, বিদ্যাপতির কবিমানসে কালিদাসের কবিকল্পনার প্রচ্ছায়া গভীর ও নিবিড়।[১০] বিদ্যাপতি কালিদাসের রচনার সঙ্গে যে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকের নায়ক পুরূরবার উর্বশীবিরহে উন্মত্ততার যে চমৎকার আলেখ্য

---

১০ আশ্চর্য যে, আমাদের পূর্বসুরী মনীষী ও বৈষ্ণব সাহিত্যে বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা এ সম্পর্কে মোটেই অবহিত হননি। সুবিখ্যাত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাপতির উপরে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের কথা উল্লেখ করলেও কিন্তু কালিদাসের নাম করেননি। তিনি তাঁর সম্পাদিত বিদ্যাপতি-রচিত 'কীর্তিলতা' গ্রন্থের ভূমিকায় এই কথা বলেছেন,—"হালাসপ্তশতী, আর্যাসপ্তশতী, অমরুশতক, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারশতক, শৃঙ্গারাষ্টক প্রভৃতি সংস্কৃত এবং প্রাকৃত আদিরসের কবিতাগুচ্ছ হইতে বিদ্যাপতি আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন" (ভূমিকা, পৃঃ ২॥০)। সুপণ্ডিত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর সুবিখ্যাত 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে' গ্রন্থে বিদ্যাপতির উপরে সংস্কৃত কবিতার প্রভাব লক্ষ্য করলেও কালিদাসের প্রভাবের বিষয় লক্ষ্য করেননি—"বিদ্যাপতি যে সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার অনেক পদই যে বিবিধ সংস্কৃত কবিতার ছায়ায় রচিত তাহা বিদ্যাপতির পদগুলি লইয়া একটু বিচার করিতে বসিলেই স্পষ্ট বোঝা যায়" (৩য় সং, পৃঃ ১৮২)। আচার্য দাশগুপ্ত হালের গাথাসপ্তশতী, অমরুশতক, অলঙ্কারশাস্ত্র, সঙ্কলন-গ্রন্থ (সুভাষিতরত্নকোশ, সদুক্তিকর্ণামৃত), গীতগোবিন্দ প্রভৃতি হতে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর এই মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু কালিদাস থেকে কোন দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেননি। আমরা প্রতিপন্ন করছি যে, এই মৈথিল কবির বৈষ্ণব কবিতা রচনায় কালিদাসের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্যাপতি একটি পদে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা তাঁর গভীর কালিদাস-প্রীতির সাক্ষ্য বহন করে। পদটি এই—

কীর কুটিল মুখ ন বুঝ বেদন দুখ
বোল বচন পরমানে।
বিরহ বেদন দহন কোক করুণ সহ
সরূপ কহত কে আনে॥
হরি হরি মোরি উরবসী কী ভেলী।
জোহইতে ধাবও কতহু ন পাবও
মুরছি খসওঁ কত বেলী॥
গিরি নরি তরুঅর কোকিল ভ্রমর বর
হরিন হাথি হিমধামা।
সভক পরওঁ পয় সবে ভেল নিরদয়
কেও ন কহে তসু নামা॥
মধুর মধুর ধুনি নেপুর রব সুনি
ভমওঁ তরঙ্গিনি তীরে।
মোরে করমে কলহংস নাদ ভেল
নয়ন বিমুঞ্চোঁ নীরে॥
হরি হরি কোন পরি মিলতি সে পরসনি
কবি বিদ্যাপতি ভানে।
লখিমা দেইপতি সকল সুজন গতি
নৃপ সিবসিংঘ রস জানে॥

—বি. প. ১৯১

[বি. প.=বিদ্যাপতির পদাবলী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত। পদসংখ্যা ও অনুবাদ এই সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। শিবসিংহের উল্লেখে স্পষ্টই বলা চলে যে, কবি অতি তরুণ বয়সেই কালিদাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।]

[অনুবাদ—সত্য কথা বলিতেছি, শুকপক্ষীর কুটিল মুখ বেদনার দুঃখ বোঝে না। চক্রবাক বিরহ বেদনে দগ্ধ, কাতরতা সহ্য করে, অপর কে সত্যকথা কহিবে ? হায় হায় আমার উর্বশী কি হইল ? তাহাকে

খুঁজিতে দৌড়াইতেছি, কোথাও পাইতেছি না; কতবার মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছি। গিরিনদী, তরুবর, কোকিল, ভ্রমরবর, হরিণ, হস্তী, চন্দ্র সকলের পায় পড়িতেছি। সকলে নির্দয় হইল, কেহ তাহার নাম কহে না। মধুর নূপুরের মধুর ধ্বনি শুনিয়া তরঙ্গিণী তীরে ভ্রমণ করি, আমার কপালে কলহংস নাদ হইল (নূপুরের ধ্বনিভ্রমে যাহার অনুসরণ করিলাম তাহা কলহংসের রবে পরিণত হইল)। নয়নে অশ্রু ত্যাগ করি, হায় হায় কেমন করিয়া সে প্রসন্ন হইয়া মিলিবে ? বিদ্যাপতি কবি বলিতেছেন, লখিমাদেবীর পতি, সকল সুজনের গতি, নৃপ শিবসিংহ রস জানেন।]

মোটামুটিভাবে পদটি কবি কালিদাসেরই অঙ্কিত পুরূরবার উর্বশী-বিরহে বিলাপের সংক্ষিপ্তসার বলা চলে।[১১] এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াও বিদ্যাপতি যে কবি কালিদাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তা তাঁর পদাবলীতে কালিদাসের প্রভাব থেকেও স্পষ্ট হবে। বিদ্যাপতির কাব্যসাধনা মূলতঃ লৌকিক প্রেম ও পার্থিব সৌন্দর্যের রূপচিত্র অঙ্কনের সাধনা। চৈতন্যোত্তর কবিদৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বলতে যা বোঝায় তা সব সময়ে ঠিক বিদ্যাপতিতে নেই। বিদ্যাপতির অনেক পদে রাধাকৃষ্ণের কোন নামই

---

১১ "গিরি নরি তরুঅর....তসু নামা" ইত্যাদি কালিদাসের পুরূরবার নিম্নোক্ত উক্তির হুবহু অনুবাদ বলা চলে—

মোরা পরহুঅ-হংস-রহঙ্গং অলি-গঅ পব্বঅ-সরিঅ-কুরঙ্গং।
তুম্মাহ কারণ রণ্ণ ভমন্তে কো ণহ পুচ্ছিঅ মত্রি রোঅন্তে ॥

—বিক্রমোর্বশীয়, ৪র্থ অঙ্ক

[আমি কিন্তু তোমার জন্য সারা অরণ্যমধ্যে সাধ করে হরিণ, কোকিল, হংস, চক্রবাক, ভ্রমর, হস্তী, পর্বত, নদী কার না হাতে পায়ে ধরেছি। তবু তুমি সাড়া দাওনি।]

"মধুর মধুর ধুনি....নয়ন বিমুঞ্চো নীরে" ইত্যাদিতে পুরূরবার এই উক্তির ছায়া স্পষ্ট—

মেঘশ্যামা দিশো দৃষ্ট্বা মানসোৎসুকচেতসা।
কূজিতং রাজহংসেন নেদং নূপুরশিঞ্জিতম্ ॥

—বিক্রমোর্বশীয়, ৪র্থ অঙ্ক

[দিগন্তরাল মেঘশ্যাম দেখে মানস সরোবরে যাত্রার সময় এসেছে জেনে উৎসুক হৃদয়ে রাজহাঁস কূজন করছে। নূপুরশিঞ্জন এ নয়।]

নেই।[১২] যেখানে আছে, সেখানে রাধাকৃষ্ণ অনেক ক্ষেত্রে লৌকিক নায়ক-নায়িকার নামান্তর মাত্র। আর যেখানে বিদ্যাপতির রচনায় রাধাকৃষ্ণ অধ্যাত্মচরিত্র, সেখানেও অপার্থিব চরিত্র নন, মানবজীবনের উন্নত ও গভীর রূপের মধ্য থেকেই তার উৎস্থিতি। বস্তুতঃ, রাধা-কৃষ্ণের অধ্যাত্মময়তাকে বলা চলে মর্ত্যচরিত্রেরই প্রদীপ্ত সমুন্নতি। এই কারণেই ধারণা যে, কবি কালিদাসের অঙ্কিত লৌকিক নরনারীর প্রেমের লীলাবিলাস, আনন্দবেদনা, মিলনবিরহ, দহনদাহন, ভোগরাগ-ময়তা ও বর্ণোচ্ছলতা বিদ্যাপতির রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমবর্ণনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। কালিদাসের কুমারসম্ভব যদিও দেবদেবীর বিশিষ্ট প্রেমের লীলার কাব্য, তথাপি তা মানবিকতার ছোঁয়ায় রাঙা হয়ে মানবমানবীরই প্রেমচিত্র হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ, এ কাব্যে দেবোচিত চরিত্রের স্বর্গীয় মাহাত্ম্য অপেক্ষা মানবোচিত দিকটিই সমধিক ঔজ্জ্বল্যে আভাসিত। কথাসাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মনে করি। তিনি কুমারসম্ভব সম্পর্কে একস্থলে এরূপ মন্তব্য করেছেন—"Paradise Lost পাঠে শ্রমবোধ হয়, কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ এই যে, কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্যবিশিষ্ট করিয়াছেন। উমা স্বয়ং আদ্যোপান্ত মানুষী, কোথাও তাঁহার দেবত্ব লক্ষিত হয় না। তাঁহার মাতা মেনা মানুষী মাতার ন্যায়। "পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবম্" ইত্যাদি কবিতার্ধের সঙ্গে মণ্টাগুর উচ্চারিত "like the bud bit with an envious worm" ইতি উপমার তুলনা করুন, দেখিবেন উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই প্রকৃতি—হাড়ে হাড়ে মানব। মেনা পাষাণরাণী, কিন্তু কুলবতী মানবীদিগের

---

১২ "বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত কতকগুলি বিবিধ পদ পাওয়া যায়; এই পদগুলির ভিতরে নায়িকার যে সকল উক্তি দেখিতে পাই তাহা আদৌ রাধার উক্তিরূপে বিদ্যাপতি রচনা করিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে।"—শশিভূষণ দাশগুপ্ত: শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে (৩য় সংস্করণ), পৃঃ ১৮৪

ন্যায় তাঁহার হৃদয় কুসুম সুকুমার”—(প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত—বিবিধ প্রবন্ধ)।

কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথও উমামহেশ্বরের এই মিলন-আখ্যানে মানবীয়তারই প্রকাশ দেখেছিলেন—

......ভব-ভবানীর প্রেম-গাথা—
নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে—কিছু নাহি চাহি যাঁর
তিনি কেন চাহিলেন—ভালোবাসিলেন নির্বিকার—
পরিলেন পরিণয়পাশ। এই-যে প্রেমের লীলা
ইহারই কাহিনী বহে হে শৈল, তোমার যত শিলা।

—উৎসর্গ, ২৬ সংখ্যক কবিতা

তাই বৈষ্ণব কবিদের রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমভাবনায় বিশেষ করে রাধার দেহসৌন্দর্য ও কৃষ্ণের সঙ্গে সম্ভোগের লীলাবর্ণনায় কুমারসম্ভবের উমার রূপসৌন্দর্য ও উমাশঙ্করের সম্ভোগের লীলামাধুর্য গভীরপ্রসারী ছায়া ফেলেছে। রাধা ও কৃষ্ণ দেবদেবী হলেও এখানেও সেই মানবরস মুখ্য হয়ে উঠেছে, যার ফলে বৈষ্ণব কবিদের কালিদাসীয় প্রেম ও সৌন্দর্যের ভাবগ্রহণে এবং আত্তীকরণে কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। রূপনির্ণয় এবং রূপ-অনুভব বৈষ্ণব পদসাহিত্যের কবিদের কবিকৃতির অন্যতম একটি দিক। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের লীলারূপ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কবিরা স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের অপ্রতিম কায়াকান্তিকে মুগ্ধ-বিহ্বলতায় অনন্যসুন্দর করে আঁকতে চেয়েছেন। ফলে রূপচিত্রঅঙ্কনে কবিরা হয়ে উঠেছেন তন্ময়, বিভোর। অপূর্ব সৌন্দর্যকে বাণীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার দুরূহ সাধনায় ব্রতী হয়ে কবিরা দ্বারস্থ হয়েছেন কখনো পূর্বসূরীদের প্রথামিত ভাব, ভাষা ও উপমা-রূপক-অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের রাজ্যে, আর কখনো আবিষ্কার করেছেন নিজ ভাষা আপন কল্পনার আলোকে। বৈষ্ণব প্রেমের কবিতা সংস্কৃত প্রেম কবিতারই

সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী। সুতরাং বহু কবির প্রেমভাবনার মণিমাণিক্যের ছটায় এর প্রেমদিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই। তবুও কবি কালিদাসের প্রেমমণিকার বর্ণোচ্ছল ইন্দ্রধনুচ্ছটাই বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যাকাশে সহজগোচর হবে। রাধার দেহরূপবর্ণনায় কালিদাসের ভাব, ভাষা ও অলঙ্কারের, কল্পচিত্রের (image) প্রভাব আবিষ্কার করা খুবই সহজ—বস্তুত: অনেকস্থলেই রাধার যে রূপলাবণ্য অঙ্কিত হয়েছে, সেই রূপলাবণ্যঅঙ্কনে কবিদের ব্যবহৃত ভাষা কালিদাসেরই কবিভাষার অনুবাদ মাত্র। কিন্তু সেটি বড় কথা নয়, বৈষ্ণব কবিদের অঙ্কিত রাধার অপ্রমেয় লাবণ্যমধুর সৌন্দর্যচিত্রটি যে এক অবিশুদ্ধ সৌন্দর্য-চেতনার পুষ্পোপহার ('জনু গাঁথনি পুহপমালা') হয়ে উঠেছে, তার মূলে কালিদাসীয় রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভব। রাধার দেহরূপসৌন্দর্যের মধ্যে যে নম্র মাধুর্যের সঞ্চার ঘটেছে, পল্লবিনী লতার সহজস্নিগ্ধতার কমনীয়তা সঞ্চারিত হয়েছে, লীলায়িত লাবণ্যের তরঙ্গহিল্লোল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তা কালিদাসের অনুসরণের ফলেই হয়েছে, ধারণা। রূপবিভোর কবি বিদ্যাপতি প্রথামিত রূপবর্ণনার আশ্রয়ে রাধার দেহ-সৌন্দর্যের বর্ণনা একটি পদে নিম্নোক্ত রূপ দিয়েছেন—

করিবর রাজহংস জিনি গামিনি
　　　চললিহুঁ সঙ্কেত গেহা।
অমলা তড়িতদণ্ড হেমমঞ্জরি
　　　জিনি অতি সুন্দর দেহা॥
জলধর তিমির চামর জিনি কুন্তল
　　　অলকা ভৃঙ্গ সৈবালে।
ভাঙুলতা ধনু ভ্রমর ভুজঙ্গিনি
　　　জিনি আধ বিধুবর ভালে॥
নলিনি চকোর সফরি বর মধুকর
　　　মৃগি খঞ্জন জিনি আখী।
নাসা তিলফুল গরুড়-চঞ্চু জিনি
　　　গিধিনি শ্রবণ বিসেখী॥

কনক-মুকুর সসি কমল জিনিয়া মুখ
জিনি অম্বু অধর পঙারে।
দসন মকতা জিনি কুন্দ করগ-বীজ
জিনি কম্বু-কণ্ঠ আকারে ॥
বেল তালজগ হেম-কলস গিরি
কটোরি জিনিআ কুচসাজা।
বাহু মণাল পাস বল্লরি জিনি
ডমরু সিংহ জিনি মাঝা ॥
লোমলতাবলি সৈবল কজ্জল
ত্রিবলিতরঙ্গিনিরঙ্গা।
নাভি সরোবর সরোরুহদল জিনি
নিতম্ব জিনিআ গজকম্ভা ॥
উরুজগ কদলি করিবর-কর জিনি
স্থলপঙ্কজ জিনি পদপানী।
নখ দাড়িমবীজ ইন্দুরতন জিনি
পিকু জিনি অমিয়া বানী ॥
ভনই বিদ্যাপতি অপরূপ মুরতি
রাধারূপ অপারা।

-বি. প. ৮৯

[অনুবাদ—করিবর (ও) রাজহংসকে গমনে পরাজিত করিয়া (রাধা) সঙ্কেত-গৃহে চলিল। নির্মল বিদ্যুদ্দণ্ড এবং হেমমঞ্জরী জিনিয়া (তাহার) অতি সুচারু দেহ। কুন্তল মেঘ, অন্ধকার, (ও) চামর জিনিয়া ; অলকা মধুকর (ও) শৈবাল জিনিয়া। ভ্রূ কন্দর্পের ধনু, মধুকর (ও) সর্প জিনিয়া, কপাল অর্ধচন্দ্র জিনিয়া। অক্ষি কমলিনী, চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী, খঞ্জন সকলকে জিনিয়া। নাসা তিলফুল, গরুড় ও চঞ্চু জিনিয়া ; শ্রবণ গৃধিনী হইতে শ্রেষ্ঠ। মুখ স্বর্ণমুকুর, চন্দ্র (ও) কমল জিনিয়া ; অধর বিম্ব (ফল) এবং প্রবাল জিনিয়া, দন্ত মুক্তা, কুন্দ (ও) করকবীজ (দাড়িম্ববীজ) জিনিয়া, কণ্ঠের আকৃতি কম্বু জিনিয়া। স্তনের সাজ বেল, তালযুগল, সুবর্ণ কলস, গিরি, কটোরি (বাটী)

জিনিয়া, বাহু মৃণাল, পাশ ও বল্লরী জিনিয়া; মাঝা (কটি) ডমরু ও সিংহ জিনিয়া। লোম লতাগুচ্ছ, শৈবাল, কজ্জল জিনিয়া; ত্রিবলী রঙ্গিণী তরঙ্গিণী জিনিয়া। নাভি সরোবর-পদ্মদল জিনিয়া; নিতম্ব হস্তি-কুম্ভ জিনিয়া। উরুদ্বয় কদলী (ও) হস্তিশুণ্ড জিনিয়া; পদ ও হস্ত স্থলকমল জিনিয়া; নখর করকবীজ, চন্দ্র (ও) রত্ন জিনিয়া; বচন কোকিল (ও) অমৃত জিনিয়া। বিদ্যাপতি বলিতেছে রাধার সৌন্দর্য অপার।]

অভিসারিকা রাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্যকে তুলনায় বোঝাবার জন্য কবি যতগুলি উপমা স্মৃতিপথে আনতে পেরেছেন, ততগুলিই দিয়েছেন। জীব ও উদ্ভিদ্ জগতের বস্তুগুলির একটি তালিকাই মাত্র এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। এই বস্তুগুলির সম্মিলিত সৌন্দর্যপুঞ্জ এক অখণ্ড জীবনাবেগে চঞ্চল হয়ে তরলিত সৌন্দর্যলাবণ্যের মহিমা ফুটিয়ে তুলে না। রাধার দেহরূপের কবি-কথিত অসামান্যতা ('রাধারূপ অপারা') বিন্দুমাত্রও অনুভূত হয় না, রূপের পূর্ণ ছন্দে ও উদ্ভাসে নয়ন-মন আলোকিত হয় না। অথচ কবি কালিদাস যখন শকুন্তলার রূপচিত্র একটি তুলির টানে স্বল্প কয়েকটি কথায় ফুটিয়ে তুলেন, তখন লাবণ্য ও রূপে ঢলঢল যৌবনঋদ্ধ শকুন্তলার কম্রমধুর সৌন্দর্য আমাদের মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। কবি কালিদাস শকুন্তলার দেহলাবণ্যসৌন্দর্য নিম্নরূপ এঁকেছেন—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ
কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং
যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১ম অঙ্ক

[অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা,
যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,

হৃদয়-লোভনীয় কুসুম-হেন
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ]

শকুন্তলার যে সহজ সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও লীলায়িত লাবণ্য স্বল্প কয়েকটি কথায় ফুটে উঠেছে, বিদ্যাপতির বিস্তারিত বর্ণনাতে তার সামান্যও ফুটে ওঠেনি। কিন্তু বিদ্যাপতি যখন কালিদাসেরই অনুসরণে রাধার রূপসৌন্দর্যের বর্ণনা দেন, তখন তা জীবনাবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে, লীলায়িত লাবণ্যে ও নম্রকমনীয়তায় মধুর হয়ে ওঠে। আমাদের অনুমানের সমর্থনে বিদ্যাপতির কয়েকটি পদ নিম্নে আলোচনা করা যাচ্ছে। কালিদাসের ছায়া পড়েছে এমন বিদ্যাপতির রাধার দেহরূপের বর্ণনাযুক্ত একটি পদ উদ্ধৃত করি—

কুসুমবান বিলাস কানন
কেস সিন্দুর রেহ।
নিবিল নীরদ রুচির দরসএ
অরুন জনি নিঅ দেহ॥
আজু দেখ গজরাজপতি বর-
জুঅতি ত্রিভুবন সার।
জনি কামদেবক বিজয়বল্লী
বিহলি বিহি সংসার॥
সরদ সসধর সরিস সুন্দর
বদন লোচন লোল।
বিমল কঞ্চন কমল চঢ়ি জনি
খেল খঞ্জন জোর॥
অধর নব পল্লব মনোহর
দসন দালিম জ্যোতি।
জনি নিবিল বিদ্রুমদলেঁ সুধারসে
সীচি ধরু গজমোতি॥
মত্ত কোকিল বেণু বীণাবাদ
তিহুঅন ভাস।

জনি মধুর হাক পসাহি আনন
করএ বচন বিকাস ॥
অমর ভূধরসম পয়োধর
মহঘ মোতিম হার।
হেমনির্মিত শম্ভুশেখর
গঙ্গ নির্মল ধার ॥
করভ কোমল কর সুসোভন
জঙ্ঘজুগ আরম্ভ।
জনি মদনমল্ল বেআম কারণে
গঢ়ল হাটকখম্ভ ॥
সুকবি এহু কণ্ঠহারে গাওল
রূপ সকল সরূপ।

—বি. প. ৩০

[অনুবাদ—মদনদেবের বিলাসকাননস্বরূপ কেশে (সুন্দর) সিন্দূরের রেখা, যেন সুন্দর নিবিড় মেঘের ভিতর হইতে অরুণ নিজের দেহ দেখাইতেছে। আজ ত্রিভুবনের সার গজেন্দ্রগমনা শ্রেষ্ঠ যুবতীকে দেখিলাম। তাহাকে যেন বিধাতা সংসারে কামদেবের বিজয়লতারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার বদন শরৎকালের শশধরের মতন সুন্দর এবং নয়ন চঞ্চল, উহা দেখিয়া মনে হয় যেন খঞ্জনযুগল বিশুদ্ধ সোনায় গড়া কমলে চড়িয়া খেলা করিতেছে। তাহার অধর নব-পল্লবের তুল্য সুন্দর, দশনে দাড়িম্বের জ্যোতিঃ, যেন সুধারসে সিক্ত বিমল প্রবাল-দলের মধ্যে গজমোতি ছড়াইয়া দিয়াছে। তাহার বচনবিলাসের সময় মধুর হাসি দেখিয়া মনে হয় যেন ত্রিভুবনে মত্ত কোকিল, বেণু ও বীণাধ্বনি একসঙ্গে সাজাইয়া আনা হইয়াছে। সুমেরুতুল্য পয়োধরের উপর মহার্ঘ মুক্তাহার দেখিয়া মনে হয় যেন সুবর্ণনির্মিত জঙ্ঘাযুগলের আরম্ভ (প্রথম দিক) দেখিয়া মনে হয় যেন মদনরূপ মল্ল ব্যায়ামের জন্য সোনার স্তম্ভ গড়িয়াছেন। সুকবি কণ্ঠহার রূপের যথাযথ বর্ণনা করিয়া ইহা গাহিলেন।]

রূপবর্ণনায় এখানেও প্রথামিত আলঙ্কারিক বর্ণনার অনুসরণ আছে কিন্তু দেহরূপের কোমল কম্র রূপটি পূর্ববর্তী পদটির তুলনায় অধিক স্ফুটতর নিঃসন্দেহে দৃষ্ট হবে। রূপের এই কোমল লাবণ্য এবং সুকুমারতা সঞ্চারিত হয়েছে, কয়েকক্ষেত্রে কালিদাসের বর্ণনাভঙ্গী অনুসরণের জন্যই মনে করি। নিসর্গপ্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে রাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তুলনা পূর্ববর্তী পদে করা হয়েছে এবং আলোচ্য এই পদটিতেও করা হয়েছে। কিন্তু এই পদে উপমাগুলি রাধারূপকে যে কোমলতায় মণ্ডিত করেছে, পূর্ববর্তী পদে তা করেনি। এখন বিদ্যাপতির এই পদের ভাব ও ভাষায় কালিদাসের অনুসরণ কতটুকু তা আলোচনা করে দেখা যাক। রাধাকে লতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কালিদাসেরই বর্ণনার অনুসরণে। উমাকে কবি কালিদাস বলেছেন 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা'। বিদ্যাপতি রাধাকে বলেছেন 'কামদেবক বিজয়বল্লী' অর্থাৎ যে বল্লী (লতা) কামদেব-বিজয়কারী। রাধার দেহসৌন্দর্য লতার সৌন্দর্যের সঙ্গেই উপমিত বলা চলে। মুখ ও নয়নের যৌগিক রূপ ফোটাতে গিয়ে বিদ্যাপতি 'কমলে খঞ্জনের খেলা'-র উপমা আহরণ করেছেন। মুখপদ্মে নয়ন-খঞ্জন ক্রীড়ারত, এরূপ বর্ণনাটি সুন্দর। কবির অন্য পদেও অনুরূপ বর্ণনা আছে—

নয়ন বয়ন দুই উপমা দেল।
এক কমল দুই খঞ্জন খেল ॥

—বি. প. ৩৭

অন্যান্য বৈষ্ণব কবিরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন—

বিকচ সরোজ ভান মুখ-মণ্ডল
দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর। (অনন্ত দাস)

—পদকল্পতরু ২৬৮

[প্রস্ফুটিত পদ্মের মত মুখমণ্ডল। নয়নভঙ্গী যেন নৃত্যমত্ত দুটি খঞ্জন।]

মুখ সোনার কমল, তাতে নয়নরূপ জোড়া খঞ্জন খেলা করছে—

এই কল্পচিত্রে কালিদাসের নামে আরোপিত 'শৃঙ্গারতিলক' গ্রন্থের দুটি শ্লোকের ছায়া স্পষ্ট। শ্লোক দুটি এই—

একো হি খঞ্জনবরো নলিনীদলস্থো
দৃষ্টঃ করোতি চতুরঙ্গ-বলাধিপত্যম্।
কিংবা করিষ্যতি ভবদ্বদনারবিন্দে
জানামি নো নয়নখঞ্জন-যুগ্মমেতৎ॥

—৭ম শ্লোক

যে যে খঞ্জনমেকমেব কমলে পশ্যন্তি দৈবাৎ ক্বচিৎ
তে সর্বে কৃতিনো ভবন্তি সুতরাং প্রখ্যাতভূমীভুজঃ।
তদ্বক্ত্রাম্বুজ-নেত্র-খঞ্জনযুগং পশ্যন্তি যে যে জনাঃ
তে তে মন্মথবাণ-জাল-বিকলা মুগ্ধে কিমিত্যদ্ভুতম্॥

—৮ম শ্লোক

[পদ্মের উপরে একটি খঞ্জন পাখী যদি দেখা যায়, তাহলে চতুরঙ্গ-বলবিশিষ্ট হয়ে রাজ্যাস্পদ লাভ হয়। আর আমি আজ তোমার মুখপদ্মে নয়নরূপ একজোড়া খঞ্জন দেখতে পেলাম, শীঘ্রেই আমি যে কি হব তা আর বলতে পারি না। ৭।

কেউ যদি দৈবাৎ পদ্মের উপরে একটি খঞ্জন পাখী দেখে তবে সে অচিরে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ও পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। আর তোমার মুখপদ্মে নয়নরূপ খঞ্জনদ্বয় যারা দেখে, তারা কামশরে জর্জরিত হয়, হে সুন্দরি, এ অতি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ৮।]

বিদ্যাপতি কালিদাসের উপরি-উক্ত শ্লোকদুটির দ্বারা প্রভাবিত ধারণা, তবে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত নাও হতে পারেন কারণ জয়দেবের গীতগোবিন্দে অনুরূপ বর্ণনার পরিচয় আছে—

তরলদগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্।
স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদি তড়াগম্॥

—১১।২৭

[শারদীয় বিমল জলপূর্ণ তড়াগে প্রস্ফুটিত কমলাভ্যন্তরে ক্রীড়মান

খঞ্জনদ্বয়ের ন্যায় হরির লোচনদ্বয় প্রণয়িনীর মনোরম মুখে চপল দৃষ্টিপাত করে রতিরাগ বৃদ্ধি করতে লাগল।]

বিদ্যাপতির পক্ষে গীতগোবিন্দ হতে এই চিত্রটুকু আহরণ সম্ভব। তবে জয়দেব যে কালিদাস দ্বারা প্রভাবিত তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। 'অধর নবপল্লব' স্পষ্টতঃ শকুন্তলার রূপমুগ্ধ দুষ্যন্তের উক্তি 'অধরঃ কিসলয়রাগঃ'—এরই অনুবাদ বলে গ্রহণ করা যেত যদি না জয়দেবেও এই প্রয়োগ গোচরীভূত হত। জয়দেবে আছে—

স্মিতরুচিরুচিরসমুল্লসিতাধরপল্লবকৃতরতিলোভম্।

—১১।২৮

[তদীয় সমুল্লসিত অধরপল্লব মধুরহাস্যে মনোরম ভাব ধারণ করত রতিশোভা বৃদ্ধি করছে।]

এক্ষেত্রে পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান নিঃসন্দেহে বলা চলে। "অধর বাঁধুলি কিয়ে কিশলয় ছাঁদ"—এই বর্ণনায় 'কিশলয়' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় কালিদাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে সহজেই বলা চলে। 'দসন দালিম' মেঘদূতের যক্ষপ্রিয়ার সুন্দর ঝকঝকে দাঁতের বর্ণনা 'শিখরি-দশনা'-কেই স্মরণ করায়। এখানে উল্লেখ্য যে, বৈষ্ণব কবিরা উপমান 'শিখর'কে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেননি। 'শিখরে'র অর্থ হলায়ুধ বলেন—'পক্কদাড়িমবীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিদুঃ' অর্থাৎ 'পাকা ডালিমের বীজের মত যে মাণিক তার নাম 'শিখর'। পাকা ডালিমের বীজ এইটুকু মাত্র বৈষ্ণব কবিরা নিয়েছেন। মেঘদূতের যক্ষপ্রিয়ার 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীঃ'-এর অনুসরণে রাধার রূপবর্ণনায় বৈষ্ণব কবি লিখেছেন—

বিম্বু ফল নিন্দি অধর
দাড়িম বীজ দশনে। (মাধবেন্দ্রপুরী)

—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৭

বিদ্যাপতির—

অধর নব পল্লব মনোহর
দসন দালিম জোতি।

জনি নিবিল বিদ্রুমদলেঁ সুধারসে
সীচি ধরু গজমোতি ॥—

উমার নিম্নোক্ত রূপবর্ণনাকেই স্মরণে আনে। উমার ঈষৎস্ফুট মধুর হাসির বর্ণনা কবি কালিদাস এবংরূপ দিয়েছেন—

পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যাৎ
মক্তাফলং বা স্ফুট বিদ্রুমস্থম্।
ততোঽনুকুর্য্যাদ্ বিশদস্য তস্যাঃ
তাম্রৌষ্ঠ-পর্য্যস্তরুচঃ স্মিতস্য ॥

—কুমারসম্ভব ১।৪৪

[নবপল্লব-শয়নেতে যদি
পুষ্পেরে কেহ রাখে
অথবা পূর্ণপ্রবালের 'পরে
রাখা হয় মুক্তাকে
অনুকারিবারে পারে তারা দুটি
উমার মুখেতে আছে যাহা ফুটি
বিলোল শুভ্র মধুর হাসিটি
রাঙা অধরের ফাঁকে।
—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর কৃত কুমারসম্ভবের পদ্যানুবাদ ব্যবহৃত হয়েছে।]

ধারণা যে, এই বর্ণনারই প্রভাবে বহু পদকর্তা রাধা বা কৃষ্ণের অধরের হাসি ও দশনজ্যোতির নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন—

বিদ্রুম অধরে মধুর মৃদু হাসনি
দশন সুদামিনি দমন করে। (বল্লভ)

—পদকল্পতরু ১০২০

মধুরিম হাস সুধারস নিরসন
দশন জ্যোতি জিতি মোতিম কাঁতি। (গোবিন্দদাস)
—পদামৃতমাধরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪

রাধার স্তনসৌন্দর্য চিত্রিত করতে গিয়ে বিদ্যাপতি স্তনকে সুমেরু-পর্বতের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং তাতে প্রলম্বিত মুক্তাহারের

সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে শিবের মাথায় গঙ্গার নির্মলধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন, ফলে রাধার পয়োধর শিবের সঙ্গেও তুলিত হয়েছে। আরও কয়েকটি পদে বিদ্যাপতি অনুরূপ কল্পনাই করেছেন—

চন্দন চরচু পয়োধর
গৃম গজমুকুতাহার।
ভসমে ভরল জনি শঙ্কর
সির সুরসরি জলধার ॥

—বি. প. ৩৮

[অনুবাদ—তাহার চন্দনচর্চিত পয়োধর ও গলার গজমুক্তাহার (দেখিয়া মনে হইল যেন) শঙ্কর (কুচ) ভস্মে আবৃত হইয়াছেন ও তাঁহার মাথায় গঙ্গার জলধারা (মুক্তাহার)।]

পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার ॥

—বি. প. 80

[অনুবাদ—তাহার পীনপয়োধরের উপর অপরূপ সুন্দর মোতির হার যেন কনকাচলের (কুচের) উপর স্বর্গসরিতের দুই বিমল জলধারার ন্যায় প্রতিভাত হইল।]

গিরিবর-গরুঅ পয়োধর-পরসিত
গিম গজ-মোতিক হারা।
কাম কম্বু ভরি কনক-সম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনি ধারা ॥

[অনুবাদ—কণ্ঠের গজমুক্তার হার গিরিবরতুল্য গুরু পয়োধর স্পর্শ করিয়াছে, (যেন) মদন কম্বু (কণ্ঠ) ভরিয়া স্বর্ণশম্ভুর (পয়োধরের) উপরে গঙ্গার জলধারা (মুক্তাহার) ঢালিতেছে।]

গলার হার এঁকেবেঁকে বুকের বন্ধুর পথে নেমেছে। কবি তাই দেখে পবিত্র উল্লাসে অধীর হয়ে তাকে বাণীরূপের মাধ্যমে চিত্রায়িত

করে রাখতে চেয়েছেন। ফলে শিবের মাথায় গঙ্গার ধারার রূপচিত্র কল্পনা করতে হয়েছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে অবশ্য শিব নেই, আছে কনকাচল। দেখা যাবে, কালিদাসের কবিকল্পনাকে আশ্রয় করেই কবি এইরূপ নির্মাণ করেছেন, তবে তাতে কিছু বৈচিত্র্যও সৃষ্টি করেছেন। কবি কালিদাসের নামে প্রচলিত কুমারসম্ভবের নবম সর্গের একটি শ্লোক এরূপ—

তস্যাঃ স কণ্ঠে পিহিতস্তনাগ্রাং
ন্যধত্ত মুক্তাফলহারবল্লীম্ ।
যা প্রাপ মেরুদ্বিতয়স্য মূর্দ্ধ্নি
স্থিতস্য গঙ্গৌঘযুগস্য লক্ষ্মীম্ ।।

—৯।২৪

[মহাদেব যখন পার্বতীর কণ্ঠে মুক্তামাল্য স্তনদ্বয়ের উপর লম্বিত করে দিলেন, তখন তার শোভা একমাত্র পাশাপাশি দুটি মেরুর শৃঙ্গদ্বয়ের উপর প্রবাহিত মন্দাকিনী প্রবাহদ্বয়েই সম্ভব।]

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি তো স্পষ্টতঃই এই শ্লোকের অনুবাদ বলা চলে। এই চিত্রেরই আশ্রয়ে কবি কনকাচলের ('মেরুদ্বিতয়স্য') পরিবর্তে অন্যত্র 'স্বর্ণশম্ভু'-র সংযোজন করেছেন, বোঝা যায়। গঙ্গা ও শিবকে একত্রে ফুটিয়ে তোলায় আলঙ্কারিক সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু কালিদাসের কবিভাবনা এই সৌন্দর্যসৌধের ভিত্তিভূমি, এটুকু নির্দ্বিধায় বলা চলে। আলোচ্য পদটির কাব্যসৌন্দর্য তথা রাধার কোমল কম্র দেহসৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কালিদাসীয় সৌন্দর্যভাবনা যে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল, তা এই আলোচনা থেকে প্রতীত হবে।

বিদ্যাপতির প্রভাবে কিংবা কালিদাসের প্রভাবেও হতে পারে, রাধার স্তনসৌন্দর্যের অনুরূপ বর্ণনা গোবিন্দদাসের পদেও অঙ্কিত দেখতে পাই—

গজ-অরি মাঝরি উপরে কনয়া-গিরি
বীচহি সুরধুনি মুকুতা-হিলোলে।

—পদকল্পতরু ১০২৩

[গজের অরি সিংহ অর্থাৎ সিংহের মত মাঝা তার উপরে কনকপর্বততুল্য কুচযুগ। কুচযুগের মাঝখানে মুক্তার হার দেখে মনে হয় দুই পাহাড়ের মাঝখানে গঙ্গা।]

উর আধপরে লোলে মুকুতার হার।
সুমেরুশিখরে জনু সুরনদী-ধার ॥

—ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ১৭৪

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও অনুরূপ বর্ণনা পাই—

কনক কুম্ভ আকারে দুঈ তোর পয়োভারে
তাহাত উপর গজমুকুতার হারে।
যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে
তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহিঁ সরে ॥

—দানখণ্ড

রাধার দেহরূপ বর্ণনায় প্রথামিত অনুশাসনের গণ্ডী থেকে সরে এসে কবি বিদ্যাপতি যখন কালিদাসের ভাবমাত্রকে নিয়ে অপরূপা রাধার রূপজ্যোতিকে ফুটিয়ে তুলেন, তখন তার যে অনুপম লাবণ্য দেখি, তা কবির শিল্পসৃষ্টির উজ্জ্বল পরিচয় বহন করে। রাধার রূপমুগ্ধ কৃষ্ণ সখাদের কাছে রাধার রূপ বর্ণনা করছে এরূপ—

জহাঁ জঁহা পদ-জুগ ধরঈ।
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ ॥
জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ।
তহিঁ তহিঁ বিজুরি-তরঙ্গ ॥
কি হেরল অপরুব গোরি।
পইঠল হিয় মাঁহ মোরি ॥
জহাঁ জহাঁ নয়ন-বিকাশ।
তহিঁ তহিঁ কমল-পরকাশ ॥
জহাঁ লহু হাস-সঞ্চার।
তহিঁ তহিঁ অমিয়-বিথার ॥

বি. প. ৬১৭

[অনুবাদ—যেখানে যেখানে তাহার পা দুটি পড়ে, সেখানে সেখানে যেন কমল ভরিয়া উঠে। যেখানে যেখানে তাহার অঙ্গের জ্যোতির ঝলক পড়ে, সেখানে সেখানে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ উঠে। কি অপূর্ব সুন্দরী দেখিলাম, সে যেন আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার দৃষ্টি যেখানে যেখানে পড়ে, সেখানে সেখানে যেন কমল ফুটিয়া উঠে। যেখানে তাহার লঘু হাস্যের সঞ্চার হয়, সেখানে যেন অমৃত ঢালিয়া পড়ে।]

মনোজ্ঞ সৌন্দর্যচিত্র সন্দেহ নেই। রাধারূপের লাবণ্যটুকু রেখে কবি স্থূল দেহাংশকে আবৃত করেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টি-অতিশায়ী এক সৌন্দর্যের ভাবপ্রতিমাধ্যানে কবিচিত্ত তন্ময় হয়ে উল্লাসে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। অনুমান, পদটির কাব্যসুষমা সৃষ্টির মূলরস জুগিয়েছে কালিদাসের কুমারসম্ভবের একটি শ্লোক। এই শ্লোকটির ভাবগত প্রেরণা কবিকে এই সুন্দর পদটির রচনায় প্রবর্তিত করেছে। উমার রূপসৌন্দর্য কবি কালিদাস যে নিপুণ কল্পনাতুলিকায় মূর্ত করে তুলেছেন, তারই ভাব নিয়ে রাধার এই দেহসৌন্দর্যের অনিন্দিত লাবণ্য অঙ্কিত হয়েছে। উমার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে কবি কালিদাস বলছেন—

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখপ্রভাভিঃ
নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্ গিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং
স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্ ।।

—কুমারসম্ভব ১।৩৩

[মরি মরি কিবা চরণ বিথারি
চলিত সে ধরা 'পরে
চরণের রাঙা নখরের ফাঁকে
যেন অলক্ত ঝরে
মনে হত যেন সে চরণ দুটি
ধরণীর 'পরে রহিয়াছে ফুটি
চলসঞ্চারী থলকমলের
নব-রূপ বুকে ধরে।]

বিদ্যাপতির—

জহাঁ জহাঁ পদ-জুগ ধরঈ।
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ॥

—পদাংশে কালিদাসের উদ্ধৃত শ্লোকটির প্রত্যক্ষ প্রেরণা রয়েছে, নিঃসংশয়ে বলা চলে। এই শ্লোকেরই প্রেরণায় বিদ্যাপতি অনুরূপ বর্ণনার ধারাতেই লিখেছেন—

জহাঁ জহাঁ নয়ন বিকাস।
তহিঁ তহিঁ কমল পরকাস॥...ইত্যাদি

কবি গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির উক্ত পদটির ভাবপ্রেরণায়—

যাহাঁ যাহাঁ অরুণ চরণে চল যাই।
তাহাঁ তাহাঁ থলকমল দল খেলই॥

—লিখে থাকলেও 'থলকমলদল'-এর কথা বলায় কালিদাসের উক্ত শ্লোকের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন, অনুমিত হয়। কালিদাসের 'স্থলারবিন্দ'-ই এখানে হয়েছে 'থলকমল'। লোচনদাসেও অনুরূপ বর্ণনা পাই— 'চলিতে চরণে কত পদ্ম পড়ি যায়'। বহু পদকর্তাই এভাবে রাধার চরণকে 'থলকমল'-এর সঙ্গে উপমিত করেছেন—'থলপঙ্কজ পদশোভা'-মাধব দাস; 'পদথলকমল'—রাধামোহন; 'স্থলপঙ্কজ পদতল'—অনন্ত দাস ইত্যাদি। কালিদাসের উক্ত শ্লোকটির প্রত্যক্ষ প্রভাবেই কিংবা গোবিন্দদাস-বিদ্যাপতির পদের প্রভাবেই এই বর্ণনারীতি অনুসৃত হয়ে থাকবে। গোবিন্দদাস-বিদ্যাপতির অনুসরণ করেছে মনে করলেও কালিদাসের প্রভাব অস্বীকৃত হয় না, পরোক্ষ প্রভাবই তখন স্বীকার করতে হয়। রাধার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে বৈষ্ণব কবিরা এরূপ বহুস্থলে কালিদাসের উমার রূপবর্ণনার ভাষা ও চিত্রকে গ্রহণ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার বড়ু চণ্ডীদাস রাধার দেহরূপবর্ণনাকালে 'চরণযুগল থলকমল আকারে'; "থলকমল জিনী তোহ্মার চরণে। রাজহংস জিনী তোহ্মার গমনে॥" (দানখণ্ড) ইত্যাদি যখন বলেন, তখন

কালিদাসের "সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী গতেষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু" ইত্যাদি উমার রূপবর্ণনার কথা, তাঁর মনে পড়েছিল নিশ্চয়ই। বড়ু চণ্ডীদাস যে কালিদাসের নামে আরোপিত গ্রন্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত ছিলেন, তার অভ্রান্ত প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ছত্রখণ্ড'-এর—

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদনকমল শোভে আলক ভষল॥
নেত্র উতপল তোর নাসা নাল দণ্ড।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড॥
সুন্দরি রাধা ল সরোঅরময়ী।
দুসহ বিরহজরে জরিলা কাহ্নাঞি॥
হাস কুমুদ তোর দশন কেশর।
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধার॥
বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল।
অপুরুব কুচ চক্রবাকযুগল॥
ঈষত ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে।
কনকরচিত তোর ত্রিবলী সোপানে॥
গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে।
আরপিল হেমপাট শোভের জঘনে॥
গরুঅ উরু নাল পদ হেমকমল।
তাত সুললিত রএ নূপুর ভষল॥
তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জরহরণ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥

—ইত্যাদি পদটির সঙ্গে কালিদাসের নামে আরোপিত ও প্রচলিত 'শৃঙ্গারতিলক'-এর—

বাহূ দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্যলীলাজলং
শ্রোণীতীর্থশিলা চ নেত্রশফরং ধম্মিল্লশৈবালকম্।
কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাকযুগলং কন্দর্পবাণানলৈ
র্দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরো নির্মিতম্॥[১৩]

---

১৩ "আমার মনে হয়,—মদনের শরানলে দগ্ধীভূত হতভাগ্য বিরহীদিগের অবগাহনের নিমিত্ত বিধাতা কর্তৃক রমণীরূপ রমণীয় সরোবর নির্মিত হইয়াছে।

ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের হুবহু সাদৃশ্য। বড়ু চণ্ডীদাস রাধার রূপ বর্ণনায় স্পষ্টতঃই শ্লোকটির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন, দেখা যাচ্ছে। 'লাবণ্যজল তোর সিহাল কুন্তল' স্পষ্টই 'লাবণ্যলীলাজলম্' ও 'ধম্মিল্ল-শৈবালকম্'-এর অনুবাদ। 'বদনকমল'-এর সঙ্গে তুলনীয় 'আস্যকমলং', 'বাহু তোর মৃণাল'-এর সঙ্গে অনায়াসে পড়া চলে 'বাহূ দ্বৌ মৃণালম্'। 'শ্রোণীতীর্থশিলা' বিস্তারিত হয়েছে 'গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে'। আর 'স্তনচক্রবাকযুগলম্' রূপান্তরিত হয়েছে 'অপুরুব কুচচক্রবাকযুগল'-এ। আর 'কন্দর্পবাণানলৈর্দ্দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরো নির্মিতম্'-এর আক্ষরিক অনুসরণে ধ্রুবপদে বলা হয়েছে—

সুন্দরি রাধা ল সরোঅরময়ি।
দুসহ বিরহজরে জরিলা কাহ্নাঞিঁ ॥

এখানে উল্লেখ্য যে, কালিদাসের প্রামাণিক রচনা কুমারসম্ভব-এ ধ্যানমগ্ন শিবের ক্রোড়স্থিত হাত দুটি প্রস্ফুটিত শতদলের সঙ্গে তুলিত দেখতে পাই—

পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্বকায়-
মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্।
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ
প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥

—৩।৪৫

[বীরাসনে বসি দেহ-পুরোভাগ
স্থির হয়ে আছে তাঁর
উভয় স্কন্ধ বিশেষ নমিত

প্রিয়তমার কমনীয় ভুজলতাদ্বয় তাহার মৃণাল ও প্রিয়ার সুন্দর মুখখানি তাহার পদ্ম এবং সুন্দরীর দেহলতার অনুপম লাবণ্যের তরঙ্গলীলা সেই সরসীর জল ও প্রেয়সীর নিতম্বতট সেই জলে অবতরণের সোপান আর তাহার নিয়ত চঞ্চল সশঙ্ক নয়ন সেই সরোবরের শফর মৎস্য এবং ঘনকৃষ্ণকলাপ তাহার শৈবাল। আ মরি, মরি! প্রিয়ার পীন পয়োধরযুগল বুঝি সেই সরসীর চক্রবাকমিথুন।"

—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ

ঋজু তনু-বিস্তার
উত্তান তাঁর দুটি করতল
অঙ্কমধ্যে স্থির অচপল
মনে লয় যেন রক্তকমল
মেলিয়াছে শোভা তার।]

বৈষ্ণব কবিরা রাধার রূপবর্ণনাকালে অনুরূপভাবে কোথাও কোথাও হাতকে পদ্মের সঙ্গে এবং স্তনযুগলকে চক্রবাকযুগলের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

বাহু মৃণাল করযুগ পঙ্কজ
মঝু মন-মধুকর লোভা।
কুচযুগ কোক লোম ভুজঙ্গিনি
ত্রিবলি ত্রিবেণী-বিলাস। (রাধামোহন)

—পদকল্পতরু ১০৪৩

এক্ষেত্রে বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় বৈষ্ণব কবিরাও কালিদাসের বর্ণনার অনুসরণ করে থাকতে পারেন। অবশ্য সংস্কৃত কাব্য-কবিতায় এ জাতীয় উপমার নিদর্শন মিলে। সুতরাং সেক্ষেত্রে কালিদাসেরই উত্তরাধিকার যে কেবল বর্তেছে, এমনটি জোরের সঙ্গে বলা চলে না। বৈষ্ণব কবিদের উপরে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর প্রভাব খুবই গভীর। মান, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ইত্যাদি রসপর্যায়ে জয়দেবের প্রত্যক্ষ অনুসরণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু জয়দেবের রাধার রূপ বর্ণনা বৈষ্ণব কবিদের তেমন প্রাণিত করেনি, ধারণা। রাধার কোমল তনুকে জয়দেব বাসন্তী-কুসুমের সঙ্গে তুলনা করেছেন—'বসন্তে বাসন্তীকুসুমসুকুমারৈরবয়বৈ', কিন্তু এই উপমা বৈষ্ণব কবিদের মোটেই আকৃষ্ট করেনি, দেখা যায়। রাধার দেহের কোমলতা বোঝানোর জন্য কবিরা বহু স্থলেই রাধার দেহকে শিরীষ ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই উপমা তাঁরা নিঃসন্দেহে কালিদাস থেকেই নিয়েছেন এবং কালিদাস কেবলমাত্র উমার বাহুকে যেখানে শিরীষকুসুম সমতুল্য বলেছেন, সেখানে কবিরা রাধাতনুকেই

কোমল শিরীষকুসুমবৎ মনে করেছেন। নিঃসন্দেহে কালিদাসের বর্ণনাই তাঁদের সুগভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল। কালিদাসের বর্ণনা এবংরূপ—

শিরীষপুষ্পাধিক সৌকুমার্য্যৌ
বাহূ তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ ॥

—কুমারসম্ভব ১।৪১

[মন বলে মোরে নিশ্চয় ঐ
বাহু দুটি ও উমার
শিরীষফুলের চেয়েও অধিক
মরি মরি সুকুমার।]

বৈষ্ণব কবিরা কালিদাসেরই অনুসরণে লিখেছেন—

পরসে বুঝল তনু সিরিসক ফুল।
—বিদ্যাপতি (বি.প. ২৭৯)

সিরিস কুসুমকোমল ও ধনি।
—বিদ্যাপতি (বি.প. ২৮৯)

মাধব সিরিসকুসুম সম রাহী।
—বিদ্যাপতি (বি.প. ২৮৭)

সিরিসকুসুম সম কায়া।
—বিদ্যাপতি (বি. প. ২৯০)

সিরিসকুসুম জিনি তনু।
—বিদ্যাপতি (বি. প. ৬৭২)

শিরীষকুসুম কোঁঅলী।
—বড়ু চণ্ডীদাস

শিরীষকুসুম জনি সুকোমল তনুখানি।
—চণ্ডীদাস

সিরিসকুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল।
—গোবিন্দদাস

সিরিসকুসুম কোমলিনী।
—গোবিন্দদাস

শিরিষকুসুম অধিক কোমল......গা ।

—জ্ঞানদাস

শিরিষকুসুম তনু এহ ।

—বলরাম দাস

একস্থলে রাধামোহন ঠাকুর লিখেছেন-'শিরীষ কুসুম জিনি কোমল পদতল।' 'শিরীষপুষ্পাধিক সৌকুমার্য্যৌ বাহু'-র কথা লিখেছেন কালিদাস। রাধামোহন ঠাকুর কালিদাসের অনুসরণে যে রাধার পদতলের অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ মিলনানুভবের আনন্দে রাধার অনাঘ্রাত দেহসুষমার যে বর্ণনা দিয়েছে তা এই—

পরসে বুঝল তনু সিরিসক ফুল ।
বদন সুসৌরভ সরসিজ তুল ॥
মধুর বাণি সরে কোকিল সাদ ।
পিউল অধর মুখ অমিঅ সবাদ ॥

—বি. প. ২৭৯

[অনুবাদ—স্পর্শে বুঝিলাম অঙ্গ শিরীষ পুষ্পের ন্যায়, মুখের সুন্দর সৌরভ কমলিনীসদৃশ, মধুর কণ্ঠস্বর কোকিলের স্বরের ন্যায়, অধরসুধা পান করিয়া অমৃতের স্বাদ পাইলাম।]

রাধার এই দেহসুষমার বর্ণনা সম্পূর্ণরূপেই উমার দেহরূপবর্ণনা-নির্ভর। উমার কণ্ঠস্বর পিককূজনের ন্যায়, বাহু শিরীষ কুসুমের ন্যায় এবং মুখ পদ্মের ন্যায়—এই বর্ণনা কালিদাসে লভ্য।

কবি কালিদাস উমার পরিপূর্ণ যৌবন-ঋদ্ধ দেহকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

সূর্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্ ।

—কুমারসম্ভব ১।৩২

বৈষ্ণব কবিরাও রাধাদেহকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

কমল-কোষ তনু কোমল ।

—বিদ্যাপতি (বি. প. ২৮২)

কমল চাহি কলেবর কোমল ।

—বিদ্যাপতি (বি. প. ৪১৪)

কবি কালিদাস গমনরতা উমার বর্ণনা দিয়েছেন এরূপ—

পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা।
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

—কুমারসম্ভব ৩।৫৪

[তাঁরে দেখি মনে জাগে এই কথা
পায়ে পায়ে যেন চলে আসে লতা
ফুলের স্তবকে আধ-আনমিতা
পল্লবে চুমি ভুঁয়ে।]

বিদ্যাপতিও অবিকল গতিশীলা রাধাকে দেখে এই কথা বলেছেন—

আজ দেখলি ধনি জাইতে রে
মোহি উপজল রঙ্গ।
কনকলতা জনি সঞ্চর রে
মহি নিরঅবলম্ব।

—বি. প. ৫

[অনুবাদ—আজ সুন্দরীকে যাইতে দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। (তাহার গমন দেখিয়া মনে হইল যেন) সুবর্ণলতা বিনা অবলম্বনে চলিয়া বেড়াইতেছে।]

তহিঁ লতা সম তছু তনু দেখলি।
জনু দশ দীশে দৈবে নীহলি॥

—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৫

লোচনদাসের একটি পদেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

রাজহংস জিনি চলে আশে পাশে।
কনকের লতা যেন দুলিছে বাতাসে॥

—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ: ৪৬৬

কনকলতার সঙ্গে রাধার দেহলতার তুলনা বিদ্যাপতির বহু পদের ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয়—

কনকলতা সনি সুন্দরি সজনি গে
বিহি নিরমাওল আনি। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ২৩৬

[অনুবাদ—সুবর্ণ-লতাসদৃশ সুন্দরী (রমণী) বিধাতা নির্মাণ করিয়া আনিল।]

সজনী, অপুরুব পেখল রামা।
কনক-লতা অবলম্বন উঅল
হরিন-হীন হিমধামা ॥ (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৬২৩

[অনুবাদ—সজনি, অপরূপ রমণী দেখিলাম। কনকলতা অবলম্বন করিয়া নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র উদিত হইল।]

বৈষ্ণব কবিরা নিঃসন্দেহে রাধাকে লতার সঙ্গে তুলনা করেছেন কালিদাসেরই বর্ণিত 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' উমার অনুকরণে। তবে লতার পেলবতা ও লীলায়িত রূপের মধ্যে সুবর্ণের দীপ্তিটুকুও তাঁরা পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন রাধা 'গৌরী' বলেই। ফলে কালিদাসের লতা এবং তাঁদের 'কনক' উভয় বস্তু মিলিয়ে প্রস্তুত হয়েছে কনকলতা, এই আমাদের অনুমান। কিংবা এমনও হতে পারে প্রত্যক্ষভাবে কালিদাসের দ্বারাই 'কনকলতা' শব্দনির্মাণে ও প্রয়োগে উৎসাহিত হয়েছেন। কমলের সঙ্গে উমার রূপসৌন্দর্যের তুলনা করতে গিয়ে কালিদাস একস্থানে বলেছেন যে, উমার দেহরূপ শতদল কেবলই কোমল এবং নম্র দলে সৃষ্ট নয়; স্বর্ণের কাঠিন্য এবং ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ সে দেহ-শতদল 'কনককমল'—

ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্মিতং
মৃদু প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ ॥
—কুমারসম্ভব ৫।১৯

[মনে হয় নিরমিত
এই দেহ স্বর্ণে ও কমলে, স্বভাবতঃ
সারবান্ তথাপি কোমল।]

কালিদাসের এই 'কাঞ্চনপদ্ম' শব্দের ব্যবহার বৈষ্ণব কবিদিগকে 'কনকলতা' শব্দচয়নে প্রাণিত করে থাকবে। রাধার কম-অঙ্গ ও

প্রত্যঙ্গের রূপবর্ণনায় বৈষ্ণব কবিরা বহু ক্ষেত্রে উপমানরূপে 'কনক' ও 'কনককমল'-এর ব্যবহার করেছেন—

বাহু যুগ তোর কনকমৃণাল। —বড় চণ্ডীদাস
কনকপদ্মকোরকসম দুই তনে। —বড়ু চণ্ডীদাস
কুন্দন কনয়াকান্তি কলেবর। —রাধামোহন
কষিল কনয়া কমল কিয়ে। —যদুনাথ
বিকচ কনয়াকমল কাঁতি। —যদু
কনয় শতবাণ কান্তি কলেবর। —গোবিন্দদাস

বিদ্যাপতির রাধার দেহরূপের বর্ণনা একটি পদাংশে এবংরূপ পাই—

সুন্দরি কনক কেআ মুতি গোরী।
—বি. প. ১৮

[অনুবাদ—তোমার গৌরবর্ণ মূর্তি যেন সুন্দর কনকের দ্বারা নির্মিত।]

এ স্পষ্টতঃই কালিদাসের 'ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্মিতং'-এর অনুসরণ। বধূবেশসজ্জিতা উমার মুখসৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে কালিদাস বলেছেন—

লগ্নদ্বিরেফং পরিভূয় পদ্মং
সমেঘরেখং শশিনশ্চ বিম্বম্।
তদাননশ্রীরলকৈঃ প্রসিদ্ধৈ-
শ্চিচ্ছেদ সাদৃশ্যকথাপ্রসঙ্গম্ ॥
—কুমারসম্ভব ৭।১৬

[সুন্দর হয় পদ্মটি অতি
ভ্রমর বসিলে তাহে
খণ্ড মেঘের আড়ালে চন্দ্র
সুন্দর—সবে গাহে
প্রসিদ্ধ সেই উমার অলকে
সে মুখকান্তি কী মায়া ঝলকে

সকলের কথা ভুল হয়ে যায়
উপমা বা দিব কাহে।]

বৈষ্ণব কবিরা খুব সম্ভবতঃ এই বর্ণনার দ্বারাই প্রাণিত হয়ে লিখে থাকবেন—

অতি কঞ্চিত কুন্তল লম্বি চলী।
মুখ নীল-সরোরুহ বেঢ়ি অলী॥ (নৃসিংহ)

—পদকল্পতরু ১৩২৪

অলকহি তীতল তহিঁ অতি সোভা।
অলিকুল কমল বেঢ়ল মধুলোভা॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৬২৭

আকুল চিকরে বদন ঝাপল।
জনি তমাচএে চাঁদ চাপল॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৬৬

[অনুবাদ—সিক্ত অলকগুলি অতি সুন্দর, যেন মধুলুব্ধ ভ্রমরকুল কমলকে ঘিরিয়াছে।

অনুবাদ—আকুল কেশপাশে বদন ঢাকিল, যেন চাঁদকে অন্ধকারপুঞ্জ ঢাকিয়া ফেলিল।]

উমার আঁখিপল্লবকে কবি কালিদাস প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষ-
মধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।

—কুমারসম্ভব ১।৪৬

[দীঘল তাহার দুটি আঁখি 'পরে
চঞ্চল দিঠি দোলে
শিহরি সমীরে নীল শতদল
যেন আনন্দে খোলে।]

তস্যাঃ সুজাতোৎপলপত্রকান্তে
প্রসাধিকাভির্নয়নে নিরীক্ষ্য।

—কুমারসম্ভব ৭।২০

[কোমল-কমলদল-বিমোহন
সে নয়ন দুটি 'পরে
কাজলের রেখা টানিবে বলিয়া
নিল অঙ্গুলি ভ'রে।]

বৈষ্ণব কবিরাও রাধার আঁখির বর্ণনায় কোন কোন ক্ষেত্রে এই উপমানকেই আশ্রয় করেছেন, লক্ষ্য করা যায়—

অমল ইন্দীবরদল লোচনযুগ। (বল্লভ দাস)
—পদকল্পতরু ১০২০

নীলেন্দীবর সুন্দর লোচন। (রায় বসন্ত)
—পদকল্পতরু ২৪৪৬

এসব ক্ষেত্রে কালিদাসেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে এমনটি জোরের সঙ্গে বলা চলেনা—তবে প্রভাবের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। 'উৎপল-পত্র' এই শব্দেরই আধারে 'ইন্দীবরদল' শব্দের প্রয়োগ করেছেন বল্লভ দাস, এমন সহজে মনে হয়। অবশ্য রায় বসন্তের 'নীলেন্দীবর সুন্দর লোচন'-পদাংশে জয়দেবের 'নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্'-এর (গীতগোবিন্দ ১০।৫) প্রভাবই সহজগোচর।

উমার দেহে আগতযৌবনসৌন্দর্য বর্ণনায় কবি কালিদাস কাব্যসুষমার স্বর্গলোক রচনা করেছেন। নবজাতক উমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যের যে রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন, তাও অনবদ্য। কবির আশ্চর্য প্রতিভা গতানুগতিক পুরাতন উপমান ব্যবহার করেও এক অপূর্ব রসলোকনির্মাণে সক্ষম হয়েছে। কবি উমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধির বর্ণনা করেছেন এরূপ—

দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি ।।

—কুমারসম্ভব ১।২৫

[দিনে দিনে বালা উঠিল বাড়িয়া
দিনে দিনে বেড়ে ওঠে
প্রথম-উদয়-অস্তে যেন রে
চন্দ্রের লেখা ফোটে
নব নব কলা মাঝেতে যেমন
চন্দ্রিকা আলো ঢালে গো তেমন
প্রতি নবাঙ্গ ঘেরিয়া তাহার
লাবণ্যধারা ছোটে ।]

রঘুবংশে রঘুর যৌবনশ্রীবর্ণনাতেও কবি কালিদাস অনুরূপভাবে বলেছেন—

পিতুঃ প্রযত্নাৎ স সমগ্র সম্পদঃ
শুভৈঃ শরীরাবয়বৈর্দিনে দিনে ।
পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতে-
রনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ ।।

—রঘুবংশ ৩।২২

[(কুমার রঘু) অনন্ত বিভবশালী পিতার প্রযত্নে পালিত হয়ে সৌরকররাশির সম্পর্কে বালচন্দ্রমার ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। তার শুভ লক্ষণযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরতিশয় সুন্দর হয়ে উঠল ।]

কবি বিদ্যাপতি রাধার সহসাগত যৌবনসৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে কালিদাসেরই বর্ণনাভঙ্গীর আশ্রয় নিয়েছেন। রাধার যৌবনশ্রীর বর্ণনা দিয়েছেন এরূপ—

আজ দেখলিসি কালি দেখলিসি
আজি কালি কত ভেদ ।
সৈসবে বাপুড়ে সীমা ছাড়ল
জউবনে বাঁধল ফেদ ।।
সুন্দরি কনক কেআ মুতি গোরী ।
দিনে দিনে চান্দ কলা সঞো বাঢ়লি
জউবন শোভা তোরী ।।

—বি. প. ১৮

[অনুবাদ—আজও দেখিতেছ, কালও দেখিয়াছ, আজ আর কালের মধ্যে কত ভেদ (অর্থাৎ অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে শৈশব অন্তর্হিত হইয়াছে ও যৌবনের আবির্ভাব ঘটিয়াছে)। বেচারা শৈশব সীমা ছাড়িল এবং যৌবন তাহাকে বিতাড়িত করিয়া নিজের অধিকার স্থাপন করিল। তোমার গৌরবর্ণ মূর্তি যেন সুন্দর কনকের দ্বারা নির্মিত। তোমার যৌবনশ্রী দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে।]

"দিনে দিনে চান্দকলা সঞো বাঢ়লি জউবন শোভা তোরী"—এই অংশে স্পষ্টতঃই কালিদাসের "দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা"র প্রতিফলন ঘটেছে। উমার উদ্ভিন্ন যৌবনবর্ণনার ভাষাই পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। বড়ু চণ্ডীদাসও কালিদাসের অনুসরণে নবজাতা রাধার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা
পুরিল যেহ্নেন চন্দ্রকলা।

অন্যত্র প্রেমের স্বরূপবর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বিদ্যাপতি এই বাচনই ব্যবহার করেছেন। সুপুরুষের প্রেমের মাহাত্ম্য ঘোষণা করতে গিয়ে কবি বলছেন—

দিনে দিনে বাঢ়এ সুপুরুস নেহা।
অনুদিনে জৈসন চান্দক রেহা॥

—বি. প. ৪৫৫

সুপুরুখ প্রেম কবহু নহি ছাড়।
দিনে দিনে চন্দ্রকলা সম বাঢ়॥

—বি. প. ৬৬৫

রতিসুখের আনন্দানুভবের বৃদ্ধির কথা বোঝাতে গিয়েও কবি অনুরূপ বাচনভঙ্গীর আশ্রয়ে বলেছেন—

উনে খন রতি রভস অধিক
দিনে দিনে সসিকলা।

—বি. প. ২৭৬

এই বর্ণনামাধুরীর নিহিতসৌন্দর্য কবি বিদ্যাপতিকে যে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল, উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে তা বোঝা যায়। কবি জ্ঞানদাসও যখন রাধার রূপবর্ণনায় বলেন, 'এ তোর বালিকা চান্দের কলিকা', তখন উমার উক্ত রূপবর্ণনাই স্মরণে আসে।

এমন কিছু বস্তু আছে যাদের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত কোটীতে। চাঁদ থাকে আকাশে, পদ্ম ফোটে পৃথিবীতে। চাঁদ ও পদ্মের একত্র অবস্থান অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভবকে কবি সম্ভব হতে দেখেন আর তাই দেখে বিস্মিত হয়ে ওঠেন—

সহজ প্রসন মুখ দরস হৃদয় সুখ
লোচন তরল তরঙ্গ।
আকাশ পাতাল বস সেও কইসে ভেল অস
চাঁদ সরোরুহ সঙ্গ ॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ২৪

[অনুবাদ—স্বভাবতঃই প্রসন্ন মুখ, দর্শনে হৃদয়ে সুখ হয়, (নয়নের জ্যোতিঃ যেন) তরল তরঙ্গ। চাঁদ (মুখ) আকাশে এবং কমল (নয়ন) পাতালে থাকে, উভয়ের একসঙ্গে বাস কেমন করিয়া ঘটিল?]

চিকুর নিকর তম সম
পুনু আনন পুনিম শশী।
নঅন পঙ্কজ কে পতিআওব
এক ঠাম রহু বসী ॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৩২

[অনুবাদ—(সুন্দরীর) কেশকলাপ অন্ধকারের ন্যায়, কিন্তু বদন পূর্ণিমার চাঁদের মতন, আর নয়ন কমলতুল্য। কে বিশ্বাস করিবে যে (অন্ধকার, পূর্ণচন্দ্র এবং পঙ্কজ) একস্থানে থাকিতে পারে?]

মূলতঃ রাধার রূপসৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিদ্যাপতি চিরপ্রচলিত উপমানগুলির দ্বারাই রসের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। কবি কালিদাসের একটি শ্লোকেও উমার দেহে বিপরীত গুণসম্পন্ন বস্তুর

আশ্চর্যজনক সমাবেশের কথা বর্ণিত হয়েছে। মনোহারিতায় বিদ্যাপতির তুলনায় বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ এই কল্পনা। শ্লোকটি এই—

চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান্ন ভুঙ্‌ক্তে
পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাম্।
উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা
দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ ॥

—কুমারসম্ভব ১।৪৩

[চন্দ্রে থাকিলে পদ্মের গুণ
হয়ে যায় পথহারা
পদ্মে থাকিলে হারাতেই হয়
চন্দ্রের সেবাধারা
কিন্তু বসতি করি উমামুখে
চপলা লক্ষ্মী অচপল সুখে
লভি এক ঠাঁয়ে চন্দ্রকমলে
আনন্দে দিশেহারা।]

বিদ্যাপতি কালিদাসেরই শ্লোকটির ভাববস্তু দ্বারা প্রাণিত হয়ে উপরি-উক্ত পদাংশ ও নিম্নোক্ত পদাংশ লিখেছেন, ধারণা।

চিন্তাএ করতল লীন বদন
তসু দেখি উপজু মোহি ভানে।
দরলোভে বিহি অপুরুব জনি সিরিজল
চান্দ কমল সন্ধানে ॥

—বি. প. ৮৪৭

[অনুবাদ—চিন্তাতে করতললগ্ন বদন, তাহা দেখিয়া আমার মনে হয়, ঈষৎ (দর) লোভে বিধাতা চন্দ্র ও কমলের অপূর্ব মিলন ঘটাইল।]

'বিদ্যাপতির পদাবলী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ভণিতাবিহীন নিম্নোক্ত পদটিতেও এই শ্লোকেরই ভাববিম্বের প্রতিফলন ঘটেছে, ধারণা—

আনন দেখি ভান মোহি লাগল
জিনি সরসিজ জিনি চন্দা

সরসিজ মলিন রয়নি দিন সসধর
ই দিন রয়নি সানন্দা ॥
রূপে রূপে হিনুকি রেখা।
এহি সময় দৈবে আননহি বিহলে
এসন বুঝিঅ বিসেখা ॥
অনুপম রূপ ঘটইতে সব বিঘটল
জত ছল রূপক সারে।
সে জানি দৈবে আনি কএ নিরমল
কামিনি অন্ত ন ভারে ॥

—বি. প. ৮০৫

[অনুবাদ—মুখ দেখিয়া মনে হয় ইহা কমল ও চন্দ্রকে জয় করিয়াছে; রজনীতে কমল ও দিবসে চন্দ্র মলিন থাকে, কিন্তু ইহা রাতদিন প্রফুল্ল। প্রত্যেক রূপে···রেখা। ইহার সৃষ্টি করিবার সময় বিধাতা অন্য কিছু আর সৃষ্টি করেন নাই ইহাই বিশেষত্ব। এই অনুপম রূপ সৃষ্টি করিতে যাইয়া রূপের সামগ্রী যত ছিল সব শেষ হইয়া গেল।······]

পদটির শেষাংশে কুমারসম্ভবের নিম্নোক্ত শ্লোকের ভাবছায়া পড়েছে, ধারণা—

বৃত্তানুপূর্বে চ নাতিদীর্ঘে
জঙ্ঘে শুভে সৃষ্টবতস্তদীয়ে।
শেষাঙ্গনির্মাণবিধৌ বিধাতু-
র্লাবণ্য উৎপাদ্য ইবাস যত্নঃ ॥

—১।৩৫

[পূর্ণ নিটোল উরু দুটি তার
দীর্ঘ বিশেষ নয়
ক্রম-কৃশতার একখানি ছবি
লাবণীর সঞ্চয়
গড়িবার কালে এ দুটিরে হায়
বিধাতার হাতে লাবণী ফুরায়

বাকী তনুখানি গড়িতে তাঁহারে
লাবণী সৃজিতে হয়।]

কৃষ্ণবিরহাতুর রাধার বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিরা বহুক্ষেত্রে ধ্যানলীন নিস্পন্দ রাধাকে আলেখ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

যত কিছু কহল সবহু ঐছন ভেল
চীতপুতলী সম রীতি। (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৪৭

[অনুবাদ—যত কিছু বলিলাম, সবই যেন ব্যর্থ হইল কেননা সে পটে আঁকা ছবির মতন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।]

চীতপুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ॥ (জ্ঞানদাস)
—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫১

রাধাবিরহাতুর কৃষ্ণের বর্ণনাও অনুরূপ—

চতুর শিরোমণি চেতন তেজল
চিতপুতলি সম মানি। —বলরাম দাস
—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পৃঃ ১৮৪

কালিদাস তাঁর রচনায় বহুক্ষেত্রে অনুরূপ বর্ণনারীতি প্রয়োগ করেছেন—

সিংহের উদ্দেশ্যে বাণনিক্ষেপে অপারগ রাজা দিলীপের অবস্থা পটে আঁকা ছবির সঙ্গে তুলনা করে বুঝিয়েছেন—'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে' (রঘুবংশ ২।৩১)।

নন্দীর তর্জনীসঙ্কেতে অকালবসন্তোদয়ে চঞ্চল বনপ্রকৃতির স্তব্ধরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—'চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে' (কুমারসম্ভব ৩।৪২)।

ব্রহ্মার সকাশে উপস্থিত তেজোহীন দ্বাদশাদিত্যের বর্ণনায় বলেছেন—'চিত্রন্যস্তা ইব গতাঃ প্রকামালোকনীয়তাম্' (কুমারসম্ভব ২।২৪)।

উমার রূপবর্ণনায় বলেছেন—

উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং
সূর্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্ ।।

—কুমারসম্ভব ১।৩২

[মনে হল যেন তুলি দিয়া কেহ
রাঙায়ে দিয়েছে চিত্রের দেহ
অথবা এ যেন সূর্যকিরণে
অরুণ কমলখানি ।]

রায় বসন্তও রাধার রূপবর্ণনায় অনুরূপভাবে বলেছেন—

প্রফুল্ল ইন্দীবর-বর-সুন্দর
মুকুরকান্তি মন-মোহা ।
রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত
কিয়ে নিরমল ছবি-শোহা ।।

—পদকল্পতরু ২৪৫২

'কিয়ে নিরমল ছবি-শোহা' কালিদাসেরই 'উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রম্'-এর ভাষান্তর বলেই ধারণা হয় ।

উমারই রূপবর্ণনার অনুসরণে গোবিন্দদাস রাধার রূপবর্ণনা করে বলেন—

ঐছে সুকেশিনী হাম নাহি পেখি ।
চিত-মূরতি হিয়ে রহলহি লেখি ।।

—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২২

নারীর কাজলকালো চোখ দুটির বর্ণনা করতে কবি কত না ব্যস্ত। কখনো তাকে চকোরের সঙ্গে, কখনো খঞ্জন, হরিণ বা শফরীর সঙ্গে তুলনা করেন। কবির প্রিয় উপমান বুঝি কমল। আধফোটা কমল, মুদিত কমল, রক্তবর্ণ কমল ; কখনো কমল নয়, কমলপত্রের সঙ্গে নয়নের তুলনা করেন। পদ্মের সঙ্গে সৌরভের মত, নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত দৃষ্টিমাধুরী। কবি নয়ন বর্ণনা করতে গিয়ে নয়নের দৃষ্টিটুকু বর্ণনা করতে চান। দৃষ্টির অধীরতা, চাঞ্চল্য, স্থিরতাকে প্রকাশ করার ভাষা খুঁজেন কবি। উমা-নয়নের অধীর দৃষ্টিকে শব্দের তুলিতে ফুটিয়ে তোলার

জন্য কবি কালিদাসও ভাষা খুঁজেছেন বিশ্বের নিসর্গবস্তুপুঞ্জে। প্রভাত-সমীরে চঞ্চল পদ্মকে দেখে কবি আবিষ্কারের আনন্দে উত্তেজিত হয়ে সেই মুহূর্তেই বুঝি রচনা করেছেন—

প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষ-
মধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।

—কুমারসম্ভব ১।৪৬

[দীঘল তাহার দুটি আঁখি 'পরে
চঞ্চল দিঠি দোলে
শিহরি সমীরে নীল শতদল
যেন আনন্দে খোলে।]

আয়তনয়না উমার অধীর দৃষ্টি বর্ণনা ছাড়াও অন্যত্র কবি কালিদাস দৃষ্টির চাঞ্চল্যকে বায়ু-আন্দোলিত পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

শ্যামীচকার বনমাকুলদৃষ্টিপাতৈ
র্বাতেরিতোৎপল-দল-প্রকরৈরিবার্দ্রৈঃ।

—রঘুবংশ ৯।৫৬

[তাদের চঞ্চল ও সজল নয়ন-পঙ্‌ক্তি বাতেরিত ও বারিসিক্ত উৎপলদলের ন্যায় শোভা পেল এবং সমগ্র বনভূমি চকিতে যেন শ্যামবর্ণ হয়ে উঠল।]

পিতামহ-সমীপে ইন্দ্রের আকুল দৃষ্টির বর্ণনা অনুরূপ—

ততো মন্দানিলোদ্ধূত-কমলাকরশোভিনা
গুরুং নেত্রসহস্রেণ নোদয়ামাস বাসবঃ॥

—কুমারসম্ভব ২।২৯

[দেবগুরুপানে চাহিলেন ধীরে সহস্রচোখে ইন্দ্র
বায়ুর আঘাতে দুলিল যেন রে হাজার পদ্মবৃন্দ।]

আমাদের ধারণা এই যে, কালিদাসের এই নয়নসৌন্দর্য বর্ণনাকে ভিত্তি করেই বিদ্যাপতি দুটি অপরূপ চিত্র রচনা করেছেন রাধারূপ-বর্ণনায়। রাধার নয়নমাধুরী কবি বিদ্যাপতি বর্ণনা করেছেন এরূপ—

অরুন লোচন ঘুমি ঘুমাএল।
জনি রতোপল পবনে পাওল ॥

—বি. প. ৬৬

[অনুবাদ—(রাত্রিজাগরণজনিত) অরুণ লোচন (এধারে ওধারে) ঘুরাইতে লাগিল (কেলিরহস্য প্রকাশ হইবার ভয়ে চঞ্চল হইল), যেন রক্তকমল হাওয়ায় দুলিতে লাগিল।]

চঞ্চল লোচন বাঙ্কে নিহারএ
অঞ্জন সোভা পাএ।
জনি ইন্দীবর পবনে পেলল
অলিভরে উলটাএ ॥

—বি. প. ২৩

[অনুবাদ—চঞ্চল লোচন বঙ্কিম দৃষ্টিপাত করিতেছে, অঞ্জন শোভা পাইতেছে, যেন পবনে আন্দোলিত কমল (নয়ন) ভ্রমরের (অঞ্জনের) ভারে উলটাইয়া গিয়াছে।]

বিদ্যাপতির দ্বিতীয় চিত্রটি কালিদাস অপেক্ষাও সুন্দর। রাধার কাজল-আঁকা বাঁকা চোখের রূপকে কবি ভ্রমরভরে নুয়ে পড়া নীলপদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাধার দুটি চোখ সর্বদাই চঞ্চল। সহসা কৃষ্ণের নবঘনকান্তি দেখে ভীরুতায় ও লজ্জায়, ঔৎসুক্যে ও আগ্রহে চাঞ্চল্য হারিয়ে অলিভারে পদ্মের হাওয়ায় হেলে পড়ার মত একপাশে হেলে পড়ল অর্থাৎ অপাঙ্গদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। বস্তুগত দিক থেকে কালিদাসের অনুকরণ আছে কিন্তু বিদ্যাপতির প্রকাশরীতির স্বকীয়তা পুরাতন ভাবকেই এক নতুন সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। এখানেই উত্তরাধিকারের সার্থকতা।

এই ভাবেরই অনুসরণে গোবিন্দদাস লিখেছেন—

কাঞ্চনকমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চার।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির পদটিরই প্রত্যক্ষ অনুকরণ করেছেন মনে করলে কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাবের কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। এখানে উল্লেখ করা চলে যে, কুমারসম্ভব-এ অকালবসন্তের বর্ণনায় ভ্রমররাজি নয়ন-অঞ্জনের সঙ্গে তুলিত হয়েছে—

লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনভক্তিচিত্রং
মুখে মধুশ্রীস্তিলকং প্রকাশ্য।

—৩।৩০

[দাঁড়ালেন আসি মধুক-শ্রীমতী
আলো করি বনতল
মধুকরপাঁতি নয়নে তাঁহার
কাজল আঁকার ছল।]

নারীর আয়তলোচনের বঙ্কিম কটাক্ষপাতকে কবিরা নানাভাবে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। নারীর কটাক্ষে পুরুষের প্রাণঘাতিনী শক্তি। তাই কখনো সেই কটাক্ষকে বাণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—'নয়ন কটাক্ষবাণ গুণধনু সাজি রহল অছি রামা' (বিদ্যাপতি)। এ বর্ণনা গতানুগতিক। বিদ্যাপতি একস্থলে রাধার কটাক্ষপাতের সৌন্দর্যকে অপূর্ব নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাবের মাধুর্য ও প্রকাশের চারুত্ব—এ দুয়ের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে এখানে। রাধার কটাক্ষের বর্ণনা করছে কৃষ্ণ এভাবে—

অলখিতে হমে হেরি বিহসলি থোর।
জনি রয়নি ভেল চাঁদ উজোর॥
কুটিল কটাখ লাট পড়ি গেল।
মধুকর-ডম্বর অম্বরে ভেল॥

—বি. প. ২৩০

[অনুবাদ—আমাকে দেখিয়া অপরের অলক্ষ্যে একটু মুচকিয়া হাসিল ; তাহাতে মনে হইল যেন রজনী চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইল। কুটিল কটাক্ষে সম্বন্ধ (অনুরাগের) স্থাপিত হইল—আকাশ যেন ভ্রমরদলে পূর্ণ হইল [বারম্বার কটাক্ষপাত করায় চোখের তারা

ইতস্তত: সঞ্চালিত হইল তাহাতে মনে হইল যেন ভ্রমরে (চোখের তারার উপমা) আকাশ ভরিয়া গেল।]

অপূর্ব উৎপ্রেক্ষা রচনা করেছেন কবি বিদ্যাপতি। রাধার বাঁকা চোখের চাউনির যেন ছড়াছড়ি। পুনঃ পুনঃ কটাক্ষের সুনীল ছটায় ভ্রমর-পঙ্‌ক্তির ঝাঁকে ঝাঁকে কালো ডানা মেলে ওড়ার ছবিটি চমৎকার ব্যঞ্জিত। কালিদাসের কবিভাবনার প্রচ্ছায়ায় এ অংশটুকু যে রচিত, তা স্পষ্ট বলা চলে। মেঘদূতের একটি শ্লোক বিদ্যাপতির এই অপরূপ ভাবচিত্র রচনার আশ্রয় মনে করি। শ্লোকটি এই—

বেশ্যাস্তত্তো নখ-পদ-সুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দ-
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্।

—১।৩৫

[তব কৃপাকণা পেয়ে বারিকণা
নখক্ষত সুধাকর
ফিরাবে নয়ন, যেন অগণন
সারি সারি মধুকর।][১৪]

বিদ্যাপতির এই পদটির আরও কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দেখানো চলে যে উক্ত পদাংশেও কালিদাসের বর্ণনার প্রভাব রয়েছে। রাধার হাতে লীলাকমল। সেই লীলাকমলের দ্বারা ভ্রমর তাড়াতে তাড়াতে চকিত চাহনিতে কৃষ্ণকে দেখে নিয়ে আবার পথ চলেছে। রাধা হাত উঠিয়ে লীলাকমলের দ্বারা ভ্রমর তাড়াতে থাকলে স্তনযুগল বসনের ফাঁকে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। কৃষ্ণ তাই দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে—

লীলাকমলে ভমর ধরু বারি।
চমকি চললি গোরি চকিত নিহারি॥

---

১৪ উদ্ধৃত 'মেঘদূত'-এর পদ্যানুবাদগুলি হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে।

তেঁ ভেল বেকত পয়োধর শোভ।
কনয়-কমল হেরি কাহি ন লোভ।।

—বি. প. ২৩০

[অনুবাদ—লীলাকমল দ্বারা যেন ভ্রমরকে (কটাক্ষকে) নিবারণ করিয়া সুন্দরী চকিতে চাহিয়া চমকিয়া চলিল। তাহাতে (অর্থাৎ হাত দিয়া লীলাকমল তোলায়) পয়োধরের শোভা ব্যক্ত হইল। কনক-কমল দেখিয়া কাহার না লোভ হয়।]

লীলাকমলের দ্বারা ভ্রমর বিতাড়নের চিত্রটি কালিদাস থেকেই গৃহীত বলে মনে করি। উমা যখন মহাদেবের চরণে পূজোপহার নিবেদনের জন্য যাত্রা করেছে, তখন উমার বিম্বসমান অধরের লোভে ভ্রমরেরা উড়ে উড়ে এসে পড়ছে। উমা হাতের লীলাকমলটি দিয়ে তখন ভ্রমর-গুলি তাড়াবার চেষ্টা করছে। সৌন্দর্যে ঢলঢল উমার এই লীলায়িত ভঙ্গীটি কবি কালিদাস এরূপ ফুটিয়েছেন—

সুগন্ধিনিশ্বাসবিবদ্ধতৃষ্ণং
বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টি
লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী।।

—কুমারসম্ভব ৩।৫৬

[সম্ভ্রমভরে চঞ্চল দিঠি
উমা আসে ধীরে ধীরে
হস্তের লীলাকমল-আঘাতে
নিবারি ভৃঙ্গটিরে
সুগন্ধি তাঁর নিশ্বাসবায়
ভ্রমরের অতি তৃষ্ণা জাগায়
বিম্বসমান অধরের পানে
তাই আসে ফিরে ফিরে]

কালিদাসের উপরি-উক্ত শ্লোকের আলোকে বিচার করলে রাধার

হস্তস্থিত লীলাকমলের দ্বারা ভ্রমরবিতাড়নের তাৎপর্য এরূপই হতে পারে, ধারণা। অন্যত্র এই বর্ণনার স্পষ্ট অনুকরণ রয়েছে—

শ্রমভরে বৈঠলি মাধবীকুঞ্জ।
রাই মুখকমলে পড়ল অলিপুঞ্জ ॥
লীলা কমলহি কানু তাহা বারি।
মধুসূদন গেও কহত উচারি ॥

'লীলাকমল' শব্দটির প্রয়োগই কালিদাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব সূচিত করে। উমার নিঃশ্বাসবায়ুর লোভে মধুকরদের পশ্চাদ্ধাবনের চিত্রের সঙ্গে সহজেই তুলনীয় বৈষ্ণব কবিদের বর্ণিত অনুরূপ চিত্র—

চলইতে চরণ সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ-পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বই কত
চরণচিহ্ন যাঁহা শোভে ॥ (যদুনাথ দাস)
—ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ২২০

সখীগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে
যমুনা সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে
ঝঙ্কার করয়ে ফেরি। (চণ্ডীদাস)
—গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ৩৫০

অতি-সৌরভ মোহন মত্ত মনে।
ভ্রমরা ভ্রমরী পড়িছে বদনে ॥ (রঘুনন্দন)
—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩

স্বপ্নদৃষ্ট প্রিয়তমের নয়নপাতের বর্ণনায় নায়িকা বলছে—

বঙ্কবিলোচন বিকসিত থোরা।
চাঁদ উগল জনি সমুদ্র হিলোরা ॥ (বিদ্যাপতি)

[অনুবাদ—বঙ্কিম নয়ন ঈষৎ বিকশিত; যেমন চন্দ্র উদিত হইলে (তাহা দেখিয়া) সমুদ্র উদ্বেলিত হয় (সেই অর্ধচন্দ্রসদৃশ নয়ন দেখিয়া

প্রেমসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল)।] এই বর্ণনা বিদ্যাপতির মৌলিক নয়। চাঁদের উদয়ে সমুদ্রের চাঞ্চল্যের কথা কবি কালিদাস বলেছেন—

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিবৃত্তধৈর্য
শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।

—কুমারসম্ভব ৩।৬৭

[হরের ধৈর্য অমান টলিল
ভেঙে গেল যেন বাঁধ
সাগরে যেমন নেচে ওঠে ঢেউ
আকাশে উঠিলে চাঁদ]

জয়দেবও গীতগোবিন্দে চাঁদের উদয়ে সমুদ্রের তরঙ্গ-চাঞ্চল্যের কথা বলেছেন। বিদ্যাপতির উপরে গীতগোবিন্দের প্রভাব পড়াটাই অধিকতর সম্ভব। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণনায় বলছেন—

রাধাবদনবিলোকনবিকশিতবিবিধবিকারবিভঙ্গং।
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিততুঙ্গতরঙ্গম্ ।।

—গীতগোবিন্দ ১১।২৪

[চন্দ্রদর্শনে সাগরে যেমন উত্তালতরঙ্গ সমুদ্গত হয়, সেরূপ রাধার মুখ দেখে হরির নানারূপ কামবিকারজন্য ভঙ্গী বিকশিত হতে থাকল।]

তবে এক্ষেত্রে জয়দেব আবার কালিদাসের নিকট ঋণী মনে হয়, কারণ রঘুবংশে অনুরূপ বর্ণনা পাই। নবজাত অজকে দেখে রঘুর মনের আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে কালিদাস এইরূপ বর্ণনারীতিরই আশ্রয় নিয়েছেন—

নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা
নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দু দর্শনাদ্
গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি ।।

—রঘুবংশ ৩।১৭

[রাজা যখন নিবাতনিষ্কম্প কমলবৎ নয়নে অনিমেষভাবে নবজাত পুত্রের মুখ দেখতে লাগলেন, তখন চন্দ্রদর্শনে সমুদ্র যেমন উদ্বেল হয়, তিনিও সেরূপ আনন্দে উদ্বেল হলেন।]

এই বর্ণনাকে আশ্রয় করলেও কবি বিদ্যাপতির প্রতিভার স্বতন্ত্রতা এক নতুন রসতাৎপর্যে তাঁর অঙ্কিত চিত্রটিকে মনোহারী করে তুলেছে। কৃষ্ণের নয়নরূপ চন্দ্রপাতে রাধার হৃদয়সমুদ্রে যে আনন্দের জোয়ার উঠল, তার ব্যঞ্জনা রাধার প্রেমের গভীরতাকে অপরূপ সুষমায় উদ্‌ঘাটিত করেছে। চাঁদের সঙ্গে নয়নের তুলনা এখানে আভাসে সঙ্কেতিত।

গোবিন্দদাস এই বর্ণনার অনুসরণে লিখেছেন—

অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহিঁ মনোভব সিন্ধু॥

চোখের ঠিক উপরেই থাকে ভ্রূ-লতা। ভ্রূ-র কথা বলতে গিয়ে কবিরা 'মদনের ধনু'-র কল্পনা করেছেন—

দুই ভুরু কামের কামান।

—বলরাম দাস

জোড়া ভুরু যেন কামের কামান।

—গোবিন্দদাস

কামধনুক ভাঙ ঠাম।

—বিদ্যাপতি

ভুরুযুগ কাম ধনু।

—প্রেমদাস

ভ্রূ-দ্বয়কে কাম-ধনুর সঙ্গে তুলনা করার কারণটি স্পষ্ট বোঝা যায়। যদি নয়ন বাণ হয়, তবে সেই নয়নবাণ নিক্ষেপের জন্য ধনু নিশ্চয়ই প্রয়োজন এবং ভ্রূ-ই ধনুর উপযুক্ত প্রতিরূপ। নয়নে গচ্ছিত আছে মদনের বাণ—সুতরাং ভ্রূটিকেও মদনের ধনু হতেই হয়। এই কল্পনা বৈষ্ণব কবিরা প্রত্যক্ষতঃ কালিদাস থেকেই নিয়েছেন এমনটি জোরের সঙ্গে বলা চলে না। জয়দেবের গীতগোবিন্দে, সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতাতে বহুস্থলেই ভ্রূকে ধনু, নয়নকে বাণরূপে কল্পনা করা হয়েছে—

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি।
বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ।
তস্যামনঙ্গজয়জঙ্গমদেবতায়া-
মস্ত্রাণি নির্জিতজগন্তি কিমর্পিতানি॥

—গীতগোবিন্দ ৩।১৩

[ভ্রূপল্লব তাঁর ধনু, অপাঙ্গবীক্ষণ (কটাক্ষ) তাঁহার শর এবং শ্রবণ-প্রান্ত সেই ধনুর গুণরূপ। হে কাম, এই সমস্ত অস্ত্রবলে ত্রিলোক জয় করে পুনরায় কি তুমি তাঁকে এগুলি ফিরিয়ে দিয়েছ ?]

ভ্রূ-কে মদনের ধনুর সঙ্গে উপমিত করার যে কল্পনা, তার প্রেরণামূল কালিদাসই মনে হয়। কালিদাস অবশ্য ভ্রূকে মদনের ধনুর সঙ্গে উপমিত না করে মদনের ধনুটিকে রমণীর ভ্রূর সঙ্গে উপমিত করেছেন, দেখা যায়। ইন্দ্রের স্মরণ করার ফলে মদন যখন ছুটতে ছুটতে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে পৌঁছল, তখন মদনের বর্ণনা দিচ্ছেন কালিদাস—

অথ স ললিত যোষিদ্‌ভ্রূলতা-চারুশৃঙ্গং
রতিবলয়পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে।

—কুমারসম্ভব ২।৬৪

[ললিত মেয়ের ভ্রূলতার মত
মোহন প্রান্ত যার
রতির বলয়চিহ্নিত গলে
দোলায়ে সে হেন ধনু।]

এবংবিধ কল্পনার অনুসরণ পরবর্তী সংস্কৃত কবিদের ক্ষেত্রে যদি হয়ে থাকে, তাহলে কালিদাসের প্রত্যক্ষ ছায়া না থাকলেও বৈষ্ণব কবিদের ক্ষেত্রে পরোক্ষ ছায়া পড়েছে, এমন অনুমানে অসঙ্গতি দেখি না।

অভিমানিনী নায়িকা। রোষাশ্রু ঝরে পড়ছে দু-চোখ থেকে। অশ্রুবিন্দুগুলির সঙ্গে ছিন্ন-হারের তুলনা করেছেন কবি। নায়িকার দেহ রোষকঠিন। সুতরাং অশ্রুর ছিন্নহার কুচপর্বতের উপর আছড়ে পড়ছে—

নয়ন নীর ধারে জনি টুটল হারে
কুচগিরি পহরি পললা। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৪১১

[অনুবাদ—নয়নের অশ্রুধারা ছিন্নহারের ন্যায় কুচপর্বতের উপর আছাড়িয়া পড়িল।]

এই চিত্ররচনায় কালিদাসের প্রেরণা রয়েছে এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না, ধারণা। পুত্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পুরূরবা যখন আনন্দে অধীর, তখন সেই মুহূর্তে উর্বশীকে কাঁদতে দেখে পুরূরবা বলছে—

কিং সুন্দরি প্ররুদিতাসি মমোপনীতে
বংশস্থিতেরধিগমাৎ স্ফুরতি প্রমোদে।
পীনস্তনোপরি নিপাতিভিরর্পয়ন্তী
মুক্তাবলী-বিরচনং পুনরুক্তমস্রৈঃ ॥

—বিক্রমোর্বশীয়, ৫ম অঙ্ক

[সুন্দরি! বংশরক্ষার কারণ উপস্থিত হওয়ায়, আজ আমার আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে। এমন সুখের সময়ে তুমি অমন করিয়া কাঁদিতেছ কেন? তোমার কণ্ঠে ত একছড়া মুক্তার মালা শোভা পাইতেছেই, তবে আবার পীনোন্নত স্তনদ্বয়ের উপর নিরন্তর অশ্রুবিন্দুপাত করিয়া আর একছড়া মুক্তার মালা গাঁথিতেছ কেন? —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

অশ্রুর রূপসৃষ্টিতে দুই কবিই অপূর্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। এক কবির অশ্রুর বিন্দু যেন ছিন্নহারের মণি আর এক কবির অশ্রুবিন্দুর সমাহার যেন মুক্তার মালিকা রচনা। কল্পনার উন্মেষে উভয়ই চমৎকৃতিপূর্ণ।

রাধার কেশবর্ণনায় কবিরা প্রথামিত উপমানেরই আশ্রয় নিয়েছেন। কখনো মেঘের সঙ্গে, কখনো অন্ধকারের সঙ্গে, কখনো বা ভ্রমরের

কৃষ্ণতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেশের বর্ণনায় চামরের সঙ্গে তুলনা চোখে পড়ে—

চিকুর চামরু অনুপমা

—বিদ্যাপতি (বি. প. ২৩৫)

কবরীভয়ে চামরী গিরিকন্দরে...পলাএল

—বিদ্যাপতি (বি. প. ৬২০)

জলধর তিমির চামর জিনি কুন্তল

—বিদ্যাপতি (বি. প. ৮১)

নিবিড় চামর জিতি কেশ

—রাধামোহন

চামরের সঙ্গে কেশের বস্তুগতস্বরূপে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে কবিরা এর তুলনা করে থাকতে পারেন কিংবা কালিদাসে এই তুলনার আভাস পেয়ে কেশের বর্ণনায় চামরকে স্মরণ করেছেন। কবি কালিদাস উমার ঘনকৃষ্ণ কেশরাজির চারু চিক্কণ সৌন্দর্য চামরেরও অধিক বলেছেন—

লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্যাং
অসংশয়ং পর্বতরাজ-পুত্র্যাঃ।
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুর্য্য
র্বালপ্রিয়ত্বং শিথিলং চমর্য্যঃ।।

—কুমারসম্ভব ১।৪৮

[পশুদের যদি হৃদয়ের মাঝে
লজ্জা থাকিত তবে
নিঃসংশয়ে পারি বলিবারে
গিরিচমরীরা সবে
কেশপাশ হেরি গিরিদুহিতার
বহিতে নারিত শরমের ভার
দূরে ফেলে দিত মায়া আপনার
চামরের গৌরবে।]

গিরিচমরীরা নিতান্ত লজ্জাবোধশূন্য পশু বলেই উমার কেশরাজি দেখেও তারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে অর্থাৎ উমার কেশসৌন্দর্যের কাছে চামরের তুলনা চলে না এই-ই কবির অভিপ্রেত। বিদ্যাপতি তো স্পষ্টভাষাতেই বলেছেন, রাধার কেশসৌন্দর্য দেখে চমরী গিরিগুহাতে লুকাল। কালিদাসেরই বর্ণনার প্রেরণায় বিদ্যাপতি এমনটি লিখেছেন মনে করা কি অসঙ্গত হবে ?

ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ যদি পাদস্পর্শ করে, তবেই বুঝি নারীর সৌন্দর্য শতগুণে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। তাই কবি সুকন্যার কেশসৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—'হাঁটিয়া না যাইতে কন্যার পায়ে পড়ে চুল।' কিন্তু এই সুদীর্ঘ কেশরাশিকে সংযত না করলে পথ চলাই তো দায়। নারী তাই পৃষ্ঠব্যাপ্ত আলুলায়িত দীর্ঘ কেশগুচ্ছকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে। বৈষ্ণব কবিদের সৌন্দর্যপ্রতিমা রাধাও দীর্ঘকেশা। রাধার দীর্ঘকেশের অগ্রভাগ নিতম্বকে স্পর্শ করে। রাধা সেই উচ্ছলিত কেশরাশিকে পুনঃ পুনঃ বেঁধে রাখার প্রয়াস পায়—

বদন ছান্দ কামের ফান্দ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ চুম্বয়ে চাগ
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে ॥

—চণ্ডীদাস

['বদন ছান্দ' ইত্যাদি। (নায়িকার) বদনের শোভায় কামের ফান্দ (অর্থাৎ নায়কদিগকে বশীভূত করার বাগুড়াস্বরূপ নায়িকার কেশপাশ) শোকে ক্রন্দন করিতেছে ; (নায়িকার) কেশের অগ্রভাগ তাঁহার চক্রাকার নিতম্বকে চুম্বন অর্থাৎ স্পর্শ করিতেছে ; (নায়িকা) উহাকে পুনঃ পুনঃ তুলিয়া বাঁধিতেছেন।—পদকল্পতরু ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫]

উমার কটিতটে পরিহিত চন্দ্রহার বারে বারে খসে পড়ছে, উমা বারে বারে তুলে বেঁধে রাখার যত্ন করছে, এমন একটি চিত্র কালিদাস অঙ্কন করেছেন—

স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা
পুনঃ পুনঃ কেশরদামকাঞ্চীম্

—কুমারসম্ভব ৩।৫৫

[বকল-মেখলা কটিতট হতে
বার বার খসি যায়
চলিতে চলিতে হাত দিয়া রুধি
খসিতে না দেন তায় ।]

চণ্ডীদাসের পক্ষে কালিদাসের দ্বারা প্রাণিত হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে। স্তন ও নিতম্বভারালস রাধার গমনভঙ্গীর কথা বলতে গিয়ে বৈষ্ণব কবিরা বলছেন—

গুরু নিতম্বভার চলএ ন পারএ।

—বিদ্যাপতি

গুরুয়া নিতম্বভরে চলই না পারই ।

—গোবিন্দদাস

পীন পয়োধর জঘন গুরুতর
ভারে গতি অতি মন্দ ।

—গোবিন্দদাস

স্মরণে আসে মেঘদূতের 'শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং' তন্বীর চিত্র, 'আবর্জিতা স্তনাভ্যাং' উমার গতিশীলা মূর্তি। অবশ্য জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর 'ঘনজঘনস্তনভারভরে দরমন্থরচরণবিহারম্— ইত্যাদি বর্ণনাই এখানে বৈষ্ণব কবিদের আদর্শস্থল মনে হয়। তবে জয়দেব এক্ষেত্রে কালিদাসের নিকট ঋণী, স্পষ্ট বলা চলে।

রাধার অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে রাধার অমিয় কণ্ঠস্বর এবং বচনেও বৈষ্ণব কবিরা মুগ্ধ, বিহ্বল। রাধা যখন কথা কয়ে ওঠে, তখন সেই 'পিকু জিনিয়া অমিয় বাণী 'শুনে কবিরা অমৃত আস্বাদনের আনন্দে মগ্ন হয়ে ওঠেন। রাধার কণ্ঠস্বরকে কোকিলের কূজনের সঙ্গে, বচনবিলাসকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

মধুর বাণি সরে কোকিল সাঙ্গ
...সুধাসম বচনবিলাস।
—বিদ্যাপতি

অনুমান যে, উমার কণ্ঠস্বরের যে মোহময় মাধুর্যের কথা কবি কালিদাস ফুটিয়ে তুলেছেন, তারই অনুসরণ ঘটেছে এখানে। উমার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য বর্ণিত হয়েছে এরূপ—

স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব
প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি।
অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা
শ্রোতুর্বিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা॥
—কুমারসম্ভব ১।৪৫

[অভিজাতবাণী শুনেছি উমার
মধুর কণ্ঠস্বর
পাহাড়ের বুকে ঝরে পড়া যেন
অমৃতের নির্ঝর
এ স্বরের কাছে কোকিলের গান
তার-ছিঁড়ে-যাওয়া বীণার সমান
সে স্বরের কাছে মনে হয় মোর
সব সুর—ঘর্ঘর।]

রাধার দেহরূপকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করেও শেষ পর্যন্ত তার পরিপূর্ণ দেহরূপের এক অখণ্ড সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে না পেরেই যেন একটি কথাতে সব বলা শেষ করতে চেয়েছেন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত বলেছেন—এই রূপ অবর্ণেয়। রাধা বিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি—

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব-মঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়ী মালা। (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ২২

অপরুব রূপক ধামা
তীনি ভুবন জিনি বিহি বিহু রামা। (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৮৪৮

মাধব কি কহব সুন্দরি রূপে
কতেক জতনে বিহি আনি সমারল
দেখলি নয়ন সরূপে। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ২৫

[অনুবাদ—কোন্ বিধাতা এই সুধামুখী বালাকে নির্মাণ করিল ? এ যেন ত্রিভুবনবিজয়ী মালা এবং মদনের কল্যাণকারিণী। ২২।

অনুবাদ—বিধাতা ত্রিভুবনজয়কারিণী অপূর্ব রূপের ধাম সুন্দরীকে গড়িয়াছেন। ৮৪৮।

অনুবাদ—মাধব! সুন্দরীর রূপের কথা কি বলিব ? বিধাতা যত্ন করিয়া সাজাইল, নিজের চোখে দেখিলাম। ২৫।]

দেখ দেখ রাধারূপ অপার।
অপরূপ কো বিহি আনি মিলাওল
খিতিতলে লাবণিসার।

—অজ্ঞাত

কবি কালিদাসও উমার প্রতি অঙ্গ-উপাঙ্গের সৌন্দর্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ ফুটিয়ে তুলেও শেষ পর্যন্ত যেন তার রূপের মহিমা যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে না পারার অতৃপ্তিতে বলেছেন—উমা বিধাতার যেন এক অপূর্ব-সৃষ্ট স্ত্রীরত্ন।

সর্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন
যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন
সা নির্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাৎ
একস্থসৌন্দর্যদিদৃক্ষয়েব ॥

—কুমারসম্ভব ১।৪৯

[মনে হয় যেন বিশ্ববিধাতা
হৃদয়ের আশা ভরি
এক ঠাঁয়ে সব মাধুরী হেরিতে
প্রচুর যতন করি
উপমা দিবার মত ছিল যাহা
ঠাঁই খুঁজি খুঁজি বসাইয়া তাহা

গড়িয়াছিলেন প্রসিদ্ধা এই
পার্বতীসুন্দরী।]

রাধাকে বিধাতার এক ললিত সৃষ্টি বলে বৈষ্ণব কবিরা যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা কালিদাসেরই বর্ণনার অনুসরণ বলে ধারণা হয়। কালিদাস অন্যত্রও তাঁর নায়িকাদের কখনো 'বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ' (রঘুবংশ ৬।১১), 'বিধাতুঃ ললিতাসৃষ্টিঃ' (রঘুবংশ ৬।৩৭), কখনো বা 'স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা' (অভিজ্ঞানশকুন্তল, ২য় অঙ্ক), 'সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ' (মেঘদূত ২।২১) ইত্যাদি বলেছেন।

রাধার দেহপ্রসাধনেও কবি কালিদাসের প্রসাধিত নায়িকাদের বেশভূষার অনুকরণ দেখা যায়। পুষ্পের অলঙ্কারে রাধাকে কখনো কখনো বৈষ্ণব কবিরা সাজিয়েছেন—

নব কুবলয় শ্রুতিমূল।

—গোবিন্দদাস

বাম শ্রবণ-মূলে শতদলপঙ্কজ।

—গোবিন্দদাস

কদম্বমঞ্জরী কানে।

—জ্ঞানদাস

উমারও পুষ্পপ্রসাধন প্রায় অনুরূপ—পরিণয়বেশে সজ্জিতা উমার কর্ণাভরণ রূপে শোভা পায় 'যবপ্ররোহঃ'। কুমারী উমার কানে শোভা পায় 'পল্লব', অলকে 'কর্ণিকারকুসুম' (কুমারসম্ভব ৩।৬২)। মনে পড়ে মেঘদূতের 'চারুকর্ণে শিরীষ', 'চূড়াপাশে নবকুরুবক' ইত্যাদিতে সজ্জিতা অলকাবাসিনীদের, কানে 'কনককমল' অভিসারিকাদের। অবশ্য এই পুষ্পালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হবার রীতি রামায়ণেও পরিদৃষ্ট হয়। সীতাকে এই পুষ্পসাজে সজ্জিতা দেখেছি আমরা।

রাধা ও কৃষ্ণের যুগল সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন কবি গোবিন্দদাস (মতান্তরে অনন্ত দাস) নিম্নরূপ—

নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজরি বিনোদ জলধর ॥
—পদামৃতমাধুরী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২

বৈষ্ণব কবির এই ভাষা ও বর্ণনা হুবহু 'রঘুবংশ-এ' অজ ও ইন্দুমতীর যুগলসৌন্দর্য বর্ণনার অনুরূপ। স্বয়ংবর-সভায় সুনন্দা ইন্দুমতীকে অজের রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

ইন্দীবরশ্যামতনুর্নৃপোঽসৌ
ত্বং রোচনাগৌরশরীরযষ্টিঃ।
অন্যোন্যশোভাপরিবৃদ্ধয়ে
বাং যোগস্তড়িত্তোয়দয়োরিবাস্তু ॥
—রঘুবংশ ৬।৬৫

[সুন্দরি, দেখ এই নৃপতির কলেবর নীলোৎপলতুল্য শ্যামল, আর তুমিও গোরোচনার ন্যায় গৌর, অতএব তোমাদের উভয়ের মিলনে মেঘ এবং বিদ্যুতের মিলনে যেমন হয়, তেমনই উভয়ের সৌন্দর্য শতগুণ বাড়বে।]

কৃষ্ণের রূপবর্ণনাতেও কালিদাসের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। কৃষ্ণের বসনকে একস্থলে কবি গোবিন্দদাস প্রাতঃকালীন সূর্যকিরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

অম্বর প্রাতর অরুণ কিরণ।

এর সঙ্গে তুলনা করা যায় 'রঘুবংশ'-এ বিষ্ণুর বসন বর্ণনা। বিষ্ণুর বসনকেও কবি কালিদাস বালসূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন—'বালাতপনিভাংশুকম্' (১০।৯)। উমার বসনের রক্তিম সৌন্দর্যও অনুরূপভাবে তুলিত হয়েছে অরুণার্করাগের সঙ্গে 'অরুণার্করাগবসনম্'। রাধাবেশী কৃষ্ণের শাটীর বর্ণনাও অনুরূপ দেখতে পাই—'অরুণাম্বর বর শাড়ি পহিরল।' 'শ্রুতিযুগোপরি কদম্বমঞ্জরী', 'অধরযুগল জিনি নবদল', 'দশন দাড়িম', 'রাতা উতপল জিনি করতল' ইত্যাদি এবংরূপ কৃষ্ণের

বর্ণনা কালিদাসেরই উমার রূপবর্ণনা স্মরণে আনে। গোবিন্দদাস নূপুর-পরিহিত কৃষ্ণের পদযুগলের বর্ণনায় যখন বলেন—

পদতল থল কি কমল ঘন রাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ॥

তখন কালিদাসের উর্বশী বিরহোন্মত্ত পুরূরবার বিলাপের কথা স্মরণে আসে।

ঘনশ্যাম দাস কৃষ্ণের হারচন্দনচর্চিত রূপের এবংরূপ বর্ণনা করেছেন—

উজোর হার উর পীত বসন ধর
ভালেহি চন্দন বিন্দু।
মিলিত বলাকিনী তড়িত জড়িত ঘন
উপরে উজোরল ইন্দু॥

—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৪

—তুলনা করা চলে কালিদাসের 'অন্তস্তাং তোরণস্রজম্' এই চিত্রটি। কেবল রাধা ও কৃষ্ণের রূপবর্ণনাতে নয়, গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনাতেও কবিরা কালিদাস কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন, দেখা যায়। সাত্ত্বিকভাবে আবিষ্ট গৌরাঙ্গের পুলকিত দেহের বর্ণনায় গোবিন্দদাসের একটি প্রসিদ্ধ পদে বলা হয়েছে—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥

—পদকল্পতরু ৬৭

গোবিন্দদাস অন্যত্রও বলেছেন—

ভাবে অবশ দিবস রাতি নীপকুসুম পুলক পাঁতি
বদন শরদ ইন্দুয়া।

এই যে ভাবে পুলকিত দেহের সঙ্গে বর্ষার পুষ্পিত কদম্ববৃক্ষের তুলনা, কালিদাসেও আমরা তা দেখতে পাই। মহাদেবের প্রসারিত পাণিতে উমা যখন সুন্দর মালাখানি তুলে দিতে যাচ্ছে, ঠিক সেই

মুহূর্তে মদন ফুলধনুতে শরযোজনা করেছে। ফলে অকস্মাৎ এক অজানিত পুলকে উমা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। কবি তার বর্ণনা দিচ্ছেন—

বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবম্
অঙ্গৈঃ স্ফুরদ্‌বালকদম্বকল্পৈঃ।

—কুমারসম্ভব ৩।৬৮

[পুলকি উঠিল উমার অঙ্গ
নবীন নীপের মত
ফুলের মতন বিকসিতে চায়
হৃদয়ের ভাব যত।]

গৌরাঙ্গকে কবি গোবিন্দদাস চলমান হেমকল্পতরুর সঙ্গে তুলনা করেছেন—

পেখলুঁ গৌরচন্দ্র নটরাজ।
জঙ্গম হেম কল্পতরু উয়ল
কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ ॥

—গোবিন্দদাস

অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনি তীরে উজোর।

—গোবিন্দদাস

'জঙ্গমহেমকল্পতরু' শব্দটি গোবিন্দদাস কালিদাস থেকেই আহৃত করেছেন, ধারণা। আকাশপথে অবতরণরত নারদের রূপ রাজা পুরূরবা বর্ণনা করছেন এরূপ—

মুক্তাগুণাতিশয়সংভৃত মণ্ডনশ্রীঃ
হৈমপ্ররোহ ইব জঙ্গমকল্পবৃক্ষঃ।

—বিক্রমোর্বশীয়, ৫ম অঙ্ক

[যেন মুক্তাহারের ধারণে বর্ধিতকান্তি, স্বর্ণপল্লবমণ্ডিত গতিশীল কল্পতরু অবতরণ করছে।]

গৌরাঙ্গের পরিহিত বসনের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবিরা বসনকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

অরুণ বসন ছবি জিনি প্রভাতের রবি
গোরা অঙ্গে লহরী খেলায়।

—বৃন্দাবনদাস

অরুণ কিরণ কিয়ে অম্বর বানিয়া।

—বলরাম

কটিতে বসন অরুণ বরণ।

—বাসুদেব ঘোষ

কালিদাসের বিষ্ণুর কিংবা উমার পরিধেয় বসনের বর্ণনা অনুরূপ, পূর্বেই দেখানো হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কালিদাসের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকার বর্তানো অসম্ভব নয়। গৌরাঙ্গের অঙ্গের সৌরভে মধুকরদের লুব্ধ হয়ে ফেরা—

অঙ্গের সৌরভে লোভ পাইয়া।
নবীন ভ্রমরী আইল ধাইয়া ॥

—গোবিন্দদাস

কালিদাসের অঙ্কিত চিত্রকেই স্মরণ করায়। উমার নিঃশ্বাসবায়ুর সৌরভে মধুকরদের আকুল হয়ে ফেরার কথা, পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গৌরাঙ্গের কেশের শোভায় চমরীগণ লজ্জিত হয়ে বনে প্রবেশ করল—এবংরূপ বর্ণনা জনৈক পদকর্তার নিম্নোক্ত পদে পাই—

কেশের শোভায় চামরীর গণে
নিজ অহঙ্কার ছাড়ি।
বনে প্রবেশিয়া লজ্জিত হইয়া
অভিমানে রহে পড়ি ॥

বিদ্যাপতির 'কবরীভয়ে চামরী গিরিকন্দরে পলাএল' ইত্যাদি বর্ণনারই অনুসরণ বলা যায়। তবে কালিদাসের প্রভাব বিদ্যাপতিতে লক্ষিত হয়, একথা পূর্বেই বলেছি। সুতরাং কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাবের কথা এসে পড়ে।

গৌরাঙ্গের দেহকে বহুস্থলে কনকপদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে কনকপদ্মের লাবণ্য অপেক্ষাও তাঁর দেহলাবণ্য অধিক।

কুন্দন কনককমলরুচি নিন্দিত।

—শেখর

কনকসরোজ চাঁদ জিনি উজোর।

—রামানন্দ

কনককমল জিনি গৌরবরণখানি।

—নিমানন্দ

উমার তপস্যাশীর্ণ রূপকান্তিকে কালিদাস কনকপদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন—'ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্মিতম্'। কালিদাসেরই অনুসরণে বৈষ্ণব কবিরা গৌরাঙ্গের এই দেহলাবণ্য বর্ণনা করেছেন, অনুমান। গৌরাঙ্গের অপরূপ গতিমাধুর্য দেখে কবি বলছেন যে করিবর তার গতিটুকু গৌরাঙ্গেরই চরণে সমর্পণ করেছে—

শুনি করিবর গমন সঞ্চার
চরণে সোঁপিয়া গেল।
ভয় পাই মনে কুরঙ্গিণী গণে
লোচনভঙ্গিমা দেল॥

—চন্দ্রশেখর

স্মরণে আসে কালিদাসবর্ণিত উমার মরালগতিভঙ্গীর কথা। কবি কালিদাস বলেছেন—

সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী
গতেষু লীলাঞ্চিত বিক্রমেষু।
ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশলুব্ধৈঃ
আদিৎসুভির্নূপুরশিঞ্জিতানি॥

—কুমারসম্ভব ১।৩৪

['উমার নিকটে শিখিবই মোরা
নূপুরের মধুরব'
মনের ভিতরে এই লোভ লয়ে
তাই কি মরাল সব
সন্নতদেহা উমারে শিখাল
গতির গরব জানে তারা ভাল

কিরূপে লীলায় পা-টি ফেলা যায়
সে বিদ্যা-বৈভব ?]

কালিদাস কর্তৃক নিঃসন্দেহে কবি চন্দ্রশেখর প্রভাবিত হয়েছেন এখানে। কালিদাসে যে স্বাভাবিক মাধুর্যের রসাস্বাদ পাই, চন্দ্রশেখরে তা পাই না।

গৌরাঙ্গের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে রাধামোহন দাস বলছেন—

'নবকাম সুললিত দেহ অনুপম।'

স্মরণে আসে 'অজ'-এর রূপ-বর্ণনা। কালিদাস 'অজ'-কেও মদনের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

বাল্যাৎ পরামিব দশাং মদনোঽধ্যুবাস।

—রঘুবংশ ৫।৬৩

গৌরাঙ্গের বাহুযুগল তুলিত হয়েছে অর্গলের সঙ্গে, কৃষ্ণের বক্ষঃস্থল কপাটের সঙ্গে—

সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কণ্ঠে মণিহারবৃন্দ
ভুজযুগ কনক অর্গল। (যদুকবিচন্দ্র)
—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ১৯৫

বক্ষস্থল পরিসর ইন্দ্রনীল মণিবর
কপাট জিনিয়া তার শোভা।
সুবাহু অর্গলছন্দ কোটিচন্দ্রশীতঅঙ্গ
সেই হয় মোর বক্ষ লোভা। (যদুনন্দন দাস)
—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ২২৬

স্মরণে আসে যৌবনঋদ্ধ রঘুর লাবণ্য বর্ণনা

যুবা যুগব্যায়তবাহুরংসলঃ
কপাটবক্ষাঃ পরিণদ্ধকন্দরঃ ।।

—রঘুবংশ ৩।৩৪

[যৌবনসমাগমে রঘুর বাহুদ্বয় যানমধ্যস্থিত যুগনামক কাষ্ঠদণ্ডের মত সুদীর্ঘ এবং আজানুলম্বিত হইল, বক্ষঃস্থল তোরণকপাটের ন্যায়

বিস্তৃত ও গ্রীবাদেশ উন্নত হইল। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

গৌরাঙ্গের অপরূপ সৌন্দর্যে মদনও মূর্ছিত, লজ্জিত এই ভাব বহু কবির বর্ণনায় স্থান পেয়েছে—

মনমথ মুরছিত অঙ্গহি অঙ্গ কত
রূপ দেখি হরল গেয়ান।

—বলরাম দাস

তহিঁ কত কোটি মদন মন মুরছল।

—বলরাম দাস

আছুক আনের কাজ মদন মুগধ ভেল।

—গোবিন্দদাস

আছুক আনের কাজ কি মদন
বিনিয়া বিনিয়া কান্দে।

—গোবিন্দদাস

অনুরূপভাবে রাধাকৃষ্ণের দেহসৌন্দর্যে মদনের মূর্ছিত হবার বর্ণনা মিলে—

নখচন্দ্রছটা ঝলকে অনুপাম।
হেরিয়া চরণে মুরছি পড়ে কাম॥

—গোবিন্দদাস

হেরইতে কোটি মদন মুরছই।

—গোবিন্দদাস

ও রূপ হেরইতে......মুরছই কতহু অনঙ্গ।

—রায় বসন্ত

চরণে নূপুর বাজে সুমধুর তায়।
রূপ হেরি কত শত মদন মুরছায়॥

—গোবিন্দদাস

কালিদাসেও দেখতে পাই উমার রূপসৌন্দর্যে মদন পরাভব মানছে—

তস্যাঃ শলাকাঞ্জননির্মিতেব
কান্তির্ভ্রুবোরায়তলেখয়োর্যা ।
তাং বীক্ষ্য লীলাচতুরামনঙ্গঃ
স্বচাপসৌন্দর্যমদং মুমোচ ॥

—কুমারসম্ভব ১।৪৭

[অঞ্জনভরা তুলি দিয়া যেন
আঁকা হয়ে গেছে রেখা
এত সুন্দর ভুরু দটি তার
মোহন আয়তলেখা
বিলাসচাতুরী সে ভুরুতে হেরি
গর্ব ঘুচিল যেন মদনেরি
আপনার ধনু সুন্দরতনু
কোন্ মুখে বলে একা ।]

বৈষ্ণব কবিদের ক্ষেত্রে কালিদাসের এই শ্লোকের ভাববস্তুর প্রচ্ছায়া পড়াটা মোটেই অসম্ভব নয়। রাধামোহন ঠাকুরের নিম্নোক্ত পদটিতে এরই আক্ষরিক অনুসরণ ঘটেছে, ধারণা—

তরুণী-মকুট-মণি গোরী ।
ভ্রূযুগ রতনে কামধনু কম্পিত
পরাণ পুতুলি তুহুঁ মোরি ॥

—পদামৃতমাধুরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭

উমার সৌন্দর্যে রতি পর্যন্ত লজ্জিত—এরূপ বর্ণনাও কালিদাসে মিলে—

তাং বীক্ষ্য সর্বাবয়বানবদ্যাং
রতেরপি হ্রীপদমাদধানাম্ ।

—কুমারসম্ভব ৩।৫৭

[উমারে হেরিয়া অনিন্দ্য তাঁর
সুন্দর বরতনু
যে রূপের কাছে রতি লাজ পায়
ভাবিল পুষ্পধনু ।]

সৌন্দর্যের কবি কালিদাস নরনারীর মিলনের মধ্যে দেখেছিলেন সৌন্দর্যের অভিসার। মিলনের এই মূলমন্ত্র উচ্চারিত তাঁর নাটকে, কাব্যে।

প্রথম প্রণয়োন্মেষের রাগরক্তিমতার যে অপরূপ কারুকার্য তাঁর শিল্পদক্ষ হাতে ফুটে উঠেছে, তা এককথায় অনুপম। প্রথম প্রেমের অনুরাগরক্তিমতা, মোহময় আবেশবিহ্বলতা, ছলাকলাপূর্ণ লীলাচপলতা, হতাশা-বঞ্চনা-ব্যর্থতা যে নিপুণ তুলিকার টানে তিনি এঁকেছেন, তার বর্ণোজ্জ্বল রূপ পরবর্তী প্রেমকাব্যরচনার কারুকৃৎকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। বৈষ্ণব কবিদের রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনায় কালিদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁরই অঙ্কিত নায়কনায়িকার প্রেমকাকলি রাধাকৃষ্ণের কণ্ঠে মুখর হয়ে পদাবলী-সাহিত্যের নিকুঞ্জকে মধুর কলতানে পূর্ণ করেছে, এমনটি বলা খুবই অযৌক্তিক হবে না। রাধা ও কৃষ্ণের যুগল প্রেমের মধ্যে কালিদাসেরই উমাশঙ্কর, পুরূরবাউর্বশী, মালবিকাঅগ্নিমিত্র, দুষ্মন্তশকুন্তলা, অজইন্দুমতীর যুগলপ্রেমের লীলামাধুরী লুকিয়ে আছে। কেবল একটু পার্থক্য এই যে, কালিদাসে যা ঐন্দ্রিয়িক রক্তিমতায় গাঢ় তীব্রোজ্জ্বল, তাই পরচৈতন্য বৈষ্ণব কবিতায় কোথাও কোথাও অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শে স্নিগ্ধমেদুর।

কালিদাসের অমরসৃষ্টি 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটক। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রথম প্রণয়, বিচ্ছেদ ও বিচ্ছেদোত্তর মিলন বর্ণনায় কবিকল্পনার চরম স্ফূর্তি ঘটেছে। মৃগয়ায় বহির্গত রাজা দুষ্মন্ত মালিনী নদীর তীরবর্তী কণ্বমুনির তপোবনভূমিতে উপস্থিত। কণ্বপালিতা সুকন্যা শকুন্তলাকে দেখে তাঁর হৃদয়ে অনুরাগবিহ্বলতা দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে অনুরূপ রাগমদিরতা শকুন্তলার হৃদয়েও। প্রথম দর্শনের পর উভয়ের মধ্যে ঘটেছে সাময়িক বিচ্ছেদ। শকুন্তলা নারীস্বভাবে লীলাচপল। তাই কুটীরে যাবার কালে ছল করে দুষ্মন্তকে আর একবার সখীদের সামনে দেখে নেবার চেষ্টা করে। কুরুবক শাখায় বল্কল আটকে গেছে বলে সখীদের নিরস্ত করে বল্কল মোচনের ছলে দুষ্মন্তকে দেখে নেয়। শকুন্তলার হৃদয়ে অনুরাগের স্বপ্নময়ী উষার অরুণালোক কি সুন্দরভাবেই না কবি প্রকাশিত করে তুলেছেন। অন্যত্রও এইরূপ বর্ণনা পাই। উর্বশী আসন্ন-বিচ্ছেদলগ্নে পুরূরবাকে ঠিক এইপ্রকার ছলের আশ্রয়ে একবার দেখে নেয়—'অম্মো লদাবিড়বে এসা এআবলী বৈজঅন্তিআ মে লগ্‌গা

(সব্যাজমুপস্থিত্য রাজানং পশ্যন্তী)' অর্থাৎ লতার ডালে আমার গলার একাবলী বৈজয়ন্তী হারটা যে জড়িয়ে গেল (ঘাড় বাঁকিয়ে রাজাকে দেখতে দেখতে) ।

ঠিক এই ভাবেরই প্রতিফলন কবি বিদ্যাপতির 'নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখি' ইত্যাদি পদে ঘটেছে, পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই বিদ্যাপতিকে বাঙালী কবি বিদ্যাপতি বলে অনুমান করলে অবশ্য কালিদাসের তুলনায় শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রভাবই পড়েছে বলে স্বীকার করতে হয় ।

প্রথম দর্শনে উভয়ের মন উভয়ের নিকট অজ্ঞাত। দুষ্যন্ত শকুন্তলার হাবে ভাবে, আকারে-ইঙ্গিতে কখনো ভাবে যে, শকুন্তলা তার প্রতি অনুরক্ত, কখনো ভাবে—না এ তার পক্ষে মিথ্যা আশার জাল-বোনা মাত্র। প্রথম প্রেমের আবির্ভাবে আশা-নিরাশার দোলায় হৃদয়ের আনন্দোল্লাস ও বিষাদমগ্নতার চিত্র কবি কালিদাস চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। শকুন্তলাকে দেখে রাজা দুষ্যন্ত আপন মনে বলছে—

'কিং নু খলু যথা বয়মস্যাম্ এবমিয়মপ্যস্মান্ প্রতি স্যাৎ অথবা লব্ধাবকাশা মে প্রার্থনা। কুতঃ—

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কাম নং তিষ্ঠতি মদানন সংমুখীনা
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১ম অঙ্ক

[এর প্রতি আমার যেরূপ, সেরূপ আমার প্রতি এরও কি সেরূপ ভাব ? কিংবা আমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। কেন বলব, আমার কথায় কথা না মিশালেও আমি বলতে থাকলে যত্নে শোনে, আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে না সত্য, কিন্তু অন্যদিকেও দৃষ্টি তেমন থাকে না ।]

বিদূষকের নিকট বলছে—

অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং
হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্ ।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া
ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ২য় অঙ্ক

[আমি তাকালে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (আমাকে লক্ষ্য করে) হাসলেও যেন অন্য কারণে হেসেছে। শিক্ষার প্রভাবে বৃত্তি রুদ্ধ হওয়ায় অনুরাগ দেখায়ওনি, আবার লুকোয়ওনি বটে।]

বিদ্যাপতির একটি পদে এই ভাববীজই পত্রপুষ্পে পল্লবিত হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে, ধারণা। পদটি এই—

নাহি উঠল তিরে সে ধনি রাই।
মঝু মুখ সুন্দরি অবনত চাই ॥
এ সখি পেখল অপরুব গোরি।
বল করি চীত চোরায়লি মোরি ॥
একলি চললি ধনি হোই আগুসান।
উমড়ি কহই সখি করহ পয়ান ॥
কিএ ধনি রাগি বিরাগিনি হোয়।
আস নিরাস দগধ তনু মোয় ॥

—বি. প. ৬২৫

[অনুবাদ—ধনী রাধিকা স্নান করিয়া তীরে উঠিল। অবনত (মুখে) সুন্দরী আমার মুখের দিকে চাহিল। হে সখি, অপূর্ব সুন্দরী দেখিলাম— (সে) বলপূর্বক আমার চিত্ত চুরি করিল। একাকিনী ধনী অগ্রসর হইয়া চলিল, ফিরিয়া (সখীকে) বলিল, সখি প্রয়াণ কর (চলিয়া এস—মুখ ফিরাইয়া ডাকার ছলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লইল)। কি জানি ধনী (আমার প্রতি) অনুরক্ত কি বিরক্ত—আশায় নিরাশায় আমার তনু দগ্ধ হইতেছে।]

গোবিন্দদাসের কৃষ্ণও অবিকল এই ভাষায়, এই সুরেতে বলে—

সজনি যব ধরি পেখলুঁ রাই।
মদন মহোদধি নিমগন মঝু মন
আকুল কূল নাহি পাই॥
রঙ্গিম হাসি বিলোকন-অঞ্চলে
মঝুপর যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিনী কিয়ে বিরাগিনী
বুঝইতে সংশয় ভেল।

—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬

বিদ্যাপতির অনুসরণ ঘটে থাকলেও কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাব যে এখানে ক্রিয়াশীল তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাধাবল্লভ দাসের কৃষ্ণের মুখেও অনুরূপ বাণী শুনি—

চঞ্চল নয়নে হেরি মুঝে সুন্দরী
মুচকায়ই ফিরি গেল।
তৈখনে মরমে মদনজ্বর উপজল
জীবইতে সংশয় ভেল॥
অহনিশি শয়নে স্বপনে আন না হেরি
অনুক্ষণ সোই ধেয়ান।
তাকর পিরিতি কি রীতি নাহি সমুঝিয়ে
আকুল অথির পরাণ॥

—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৯

রাধা কৃষ্ণপ্রেমে অনুরাগবিহ্বলা। সেই অনুরাগ ঢেকে রাখবার শত গোপন প্রয়াস সত্ত্বেও তা ব্যক্ত হয়ে পড়ে। তাই কবি রাধাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমি জনার মরমে বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী॥

—বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি প্রেমের এই রহস্য-মর্মোদ্ধারের উত্তরাধিকার কি কালিদাস

থেকেই পেয়েছিলেন ? শকুন্তলার প্রেমমুগ্ধ দুষ্যন্তও শকুন্তলাকে দেখে বলছে—

উন্নমিতৈকভ্রূলতমাননমস্যাঃ পদানি রচয়ন্ত্যাঃ ।
কণ্টকিতেন প্রথয়তি ময্যনুরাগং কপোলেন ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৩য় অঙ্ক

[পত্রের পদরচনা করছে, মুখভ্রূলতা উন্নমিত । কিন্তু কপোলে পুলক ফুটে উঠেছে স্বভাবতঃই আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করছে এতে ।]

শকুন্তলা তার গোপন প্রেম কলেবরের রোমাঞ্চে প্রকাশ করে ফেলছে, জানতে পারি । রাধাও তাই করেছিল ।

জ্ঞানদাসও অনুরূপ ভাবে বলেছেন—

কালাবরণ দেখি চমকি চাও ।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও ॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি ।
প্রেম কলেবর ততহিঁ সাখী ॥

দুষ্যন্তকে দেখার পর পূর্বরাগিণী শকুন্তলার শারীরিক কৃশতা, মুখের পাণ্ডুরতা ও বিষণ্ণতা দেখে প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ার যে উদ্বেগ কালিদাস প্রকাশ করেছেন তা নিম্নরূপ—

সখ্যৌ—(উপবীজ্য সস্নেহম্) হলা সউন্তলে অবি সুহেই দে নলিণীপত্তবাও ।

শকুন্তলা ।—কিং বীএন্তি মং সহীও ।

সখ্যৌ ।—(বিষাদং নাটয়িত্বা পরস্পরমবলোকয়তঃ) ।

অনসূয়া ।—(প্রকাশম্) সহি পুচ্ছিঅব্বা সি কিং বি । বলিঅং কৃখু দে সন্তাবো ।

শকুন্তলা ।—(পূর্বার্দ্ধেণ পুষ্পশয্যামুদস্য) হলা কিং বত্তুকামা সি ।

অনসূয়া ।—হলা সউন্তলে অণব্ভন্তরা কৃখু অম্হে মঅণগঅস্স বুত্তন্তস্স । কিন্তু জারিসী ইতিহাসণিঅন্ধেসু কামঅমাণাণং অবত্থা সুণীঅই তারিসীং দে পেক্খামি । কহেহি কিং ণিমিত্তং দে সন্তাবো । বিআরং কৃখু পরমত্থদো অজাণিঅ অণারম্ভো পড়িআরস্স ।

শকুন্তলা।—সহি কস্‌স বা অন্নস্‌স কহইস্‌সং। আআসইত্তিআ দাণিং বো ভবিস্‌সং।

উভে।—অদো এব্ব কৃখু ণিব্বন্ধো সিণিদ্ধজণসংবিহত্তং হি দুকৃখং সজ্‌ঝবেঅণং হোই।

[সখীদ্বয়।—(পাখার বাতাস করতে করতে) শকুন্তলে, পদ্মপাতার হাওয়া একটু ভালো লাগছে ?

শকুন্তলা।—তোমরা কি আমায় হাওয়া করছ ?

সখীদ্বয়।—(বিষাদে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল)।

অনসূয়া।—(প্রকাশ্যে) সখি, তোমার মনোগত বৃত্তান্ত আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু ইতিহাসকথায় বিরহীজনের যেরূপ অবস্থা শুনতে পাই, বোধহয়, তোমারও যেন সেই অবস্থাই ঘটেছে। এখন খুলে বলতো কি জন্য তোমার এ সন্তাপ। রোগ ঠিকমত না জানলে তার প্রতিকারের চেষ্টা হতে পারে না।

শকুন্তলা।—সখি, কাকেই বা বলব ? তবে নিজের দুঃখের কথা বলে তোমাদেরও দুঃখের কারণ হব মাত্র।

সখীদ্বয়।—সেইজন্যই শুনতে চাই। প্রিয়জনের সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে নিলে দুঃখের ভার লাঘব হয়।]

উপরি-উদ্ধৃত সখীদের সংলাপের সুরে ও ভাষায় কৃষ্ণবিরহ-সন্তাপিতা পূর্বরাগিণী রাধাকেও সখীরা অবিকল বলছে

তোহারি বেদন ছেদন কারণ
পুন পুন পুছিয়ে তোয়।
তহু উর ধরি ধরি মরি মরি বোলসি
সুধ বুধ সব খোয়॥
আলিরি হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে।
যো তুয়া দুখে দুখায়ত শতগুণ
তাহারে কি বেদন না কহিয়ে।
এ তুয়া সঙ্গিনি রঙ্গিনি রসকিনি
কহিলে কি আওব লাজে।

ফণি-মণি ধরব শমন-ভবনে যাব
যৈছে সিধায়ব কাজে ॥
....
ভাবনা ও তুয়া অন্তরে অন্তরু
কহিলে কি রহে তাপ-লেশ ।
বিন্দু ইন্দুমুখী সিন্ধু উতারব
বোলহ বচন বিশেষ ॥ (বিন্দু)

—পদকল্পতরু ৭১

রাধে নিগদ নিজং পদমূলম্ ।
উদয়তি তনুমনু কিমিতি তাপ-কুল-
মনুকৃত-বিকট-কুকূলম্ ॥ (শ্রীরূপ গোস্বামী)

—গীতাবলী, ৭ম শ্লোক

[রাধে, তুমি নিজ ব্যাধির নিদান বল । তোমার দেহে কেন দারুণ তুষানলের মত তাপ উঠছে ?]

রাই কেনে বা এমন হইলা ।
কি রূপ দেখিয়া আইলা ॥
মরম কহ না মোয় ।
ব্যাধি ঘুচায়ব তোয় ॥
না পারি বুঝিতে রীত ।
সব দেখি বিপরীত ॥
সোনার বরণ তনু ।
কাজর ভৈ গেল জনু ॥

জ্ঞানদাস মনে জাপ ।
কহিলে ঘুচিবে তাপ ॥

—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫

কহ কহ সুবদনী রাধে ।
কিবা তোর হইল বিয়াধে ॥
কেন তোরে আন মন দেখি ।
কাহে নখে ক্ষিতিতলে লেখি ॥

হেমকান্তি ঝামর হইল।
রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল ॥
আখিযুগ অরুণ হইল।
মুখপদ্ম শুকাইয়া গেল ॥
এমন হইল কি লাগিয়া।
না কহিলে ফাটি যায় হিয়া ॥
এত শুনি কহে ধনি রাই।
এ যদুনন্দন মুখ চাই ॥

—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭

মনে হয়, বৈষ্ণব কবিরা রাধা ও কৃষ্ণের পূর্বরাগের চিত্র অঙ্কনে কালিদাস থেকেই প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেম-বর্ণনার রক্তরাগে ছুপিয়ে নিয়েছিলেন তাঁদের হাতের তুলি।

সখীদের পীড়াপীড়িতে শকুন্তলা শেষ পর্যন্ত দুষ্যন্তের প্রতি তার গোপন অনুরাগের কথা ব্যক্ত করেছে এবং যাতে তার প্রতি সেই নরবরের অনুরাগ জন্মে, সেই চেষ্টা করতে সখীদের বলছে—'তং জই বো অণুমঅং তহ বট্টহ জহ তস্‌স রাএসিণো অণুকম্পণিআ হোমি' কর্থাৎ তোদের মত হলে সেই রাজা যাতে অনুগ্রহ করেন, তাই কর।

কানু অনুরাগে জরজর রাধাও সখীদের কাছে ঠিক এই ভাষাতেই অনুরোধ জানিয়ে বলে—

অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ ॥

—গোবিন্দদাস

শকুন্তলার প্রণয়াসক্ত রাজা দুষ্যন্তকে সখী অনসূয়া বলে—আপনি বহুবল্লভ, সুতরাং সখীর অনাদর যেন না ঘটে, তখন রাজা দুষ্যন্ত বলে—

পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৩য় অঙ্ক

[পত্নী অনেক হলেও দুটিমাত্র বংশের অবলম্বনস্বরূপ—এক সমুদ্ররূপ কাঞ্চীতে ভূষিতা পৃথিবী, আর তোমাদের এই সখী।]

রাধারূপমুগ্ধ কৃষ্ণও অনুরূপভাবে সুবলকে বলে—

কত শত ব্রজনববালা।
পেখলুঁ জনু থির বিজুরিক মালা॥
তোহে কহো সুবল সাঙ্গাতি।
তব ধরি হাম না জানি দিন রাতি॥
তহিঁ ধনি মণি দুই চারি।
তহিঁ পুন মনমোহিনি এক নারী॥
সো রহু মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দিঠি॥ (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ৫৬

কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কে রাধা সংশয় প্রকাশ করলে সখীরা বলছে—

মদন হিলোলে তো বিনু দোলত
নন্দনন্দন চন্দ।
....
কবহুঁ উঠত কবহুঁ বৈঠত
পন্থ হেরত তোর।
অমল কমল নয়নযুগল
সঘনে গলয়ে লোর॥

—গোবিন্দদাস

দুষ্যন্তের প্রণয়সম্পর্কেও সন্দেহছায়া শকুন্তলার মধ্যে দেখা দিলে প্রিয়ংবদা ঠিক এই ভাষাতেই বলছে—'ণং সো রাএসী ইমস্সিং সিণিদ্ধ-দিট্‌ঠিএ সুই আহিলাসো ইমাই দিঅহাই পজাঅরকিসো লক্খীঅই।' অর্থাৎ সেই রাজর্ষি এতদিন ধরে সখীর প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে নিজের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছে, আর রাত জেগে তাঁকে কৃশও দেখাচ্ছে। প্রেমভাবনার সৌসাদৃশ্যে মনে হয় যে, গোবিন্দদাস কালিদাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন।

দুষ্মন্তের কাছে একটি গীত রচনা করে শকুন্তলা পাঠাতে চায়। কিন্তু কিসে লিখে পাঠাবে তাই নিয়ে লতাগৃহে শকুন্তলা ভাবনাগ্রস্ত। তাই দেখে প্রিয়ংবদা বলছে—'ইমস্‌সিং সুওদরউমারে ণলিণীবত্তে ণহেহিং ণিক্‌খিত্তবগ্নং করসু' অর্থাৎ এই টিয়া পাখীর পেটের তলার মত নরম পদ্মের পাতায় নখ দিয়ে কোন মতে অক্ষরগুলো লিখে নাও।

প্রিয়ংবদার উপদেশমত লতাগৃহে শকুন্তলা অন্য কিছু না পেয়ে পদ্মপত্রেই লিপি রচনা করেছে, দেখা যায়।

লতাগৃহের তুল্য কুসুমিত কাননকুঞ্জে বসে রাধাও কৃষ্ণকে অনুরূপভাবে প্রণয়লিপি পাঠাতে গিয়ে পদ্মপত্রে নখের সাহায্যে লিখে পাঠিয়েছে—

নখতঁ লিখলি নলিনিদলপাত।
লীখি পাঠাওল আখর সাত॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৩২৩

[অনুবাদ—নলিনীদলপত্রে নখ দিয়া লিখিল। সাতটি অক্ষর লিখিয়া (মাধবকে) পাঠাইল।]

পদ্মপত্রে নখ দিয়ে লিখে কৃষ্ণের নিকট প্রণয়বার্তা পাঠানোর বর্ণনাটুকু নিঃসন্দেহে বিদ্যাপতি কালিদাস থেকেই নিয়েছেন। অন্য পদেও এবংবিধ বর্ণনা পাই। রাধা এখানে পদ্মপত্রের পরিবর্তে কেতকীপত্রে তাঁর লিপিরচনার কথা বলেছেন—

আনহ কেতকিকের পাত।
মৃগমদ মসি নখ কাপ॥
সবহি লিখবি তোরি নাম।
বিনতি দেবি সব ঠাম॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৫২৯

[অনুবাদ—কেতকীপত্র আন, মৃগমদ মসী (ও) নখ লেখনী (হউক)। সব আমার নামে লিখিবি, সকল ঠাঁই আমার মিনতি দিবি (জানাইবি)

প্রথম দেখাতেই প্রীতির পাত্র পুরুষকে হৃদয়মন সব কিছু নির্বিচারে সঁপে দেয় নারী। কিন্তু যাকে সঁপে দেওয়া, সে যদি না প্রেমের আরতি গ্রহণ করে, তবে নারীর মৃত্যুই সেখানে কাম্য। যাকে ভালবেসেছে সে, তাকে ছাড়া তার বেঁচে থাকাই অসম্ভব। প্রথম দর্শনেই রাজা দুষ্মন্তকে শকুন্তলা হৃদয়মন সঁপে দিয়েছে, বিচারবিতর্কের কোন অবকাশই রাখেনি। আজ যদি রাজা দুষ্মন্ত তার প্রেমকে না স্বীকার করে, তবে তার মৃত্যুই বাঞ্ছিত। তাই সখীদের উদ্দেশে বলে— 'তং জই বো অণুমঅং তহ বট্টহ জহ তস্স রাএসিণো অণুকম্পণীআ হোমি। অবস্সং সিঞ্চহ মে তিলোদঅং' অর্থাৎ তোদের মত হলে যাতে সেই রাজা অনুগ্রহ করেন তাই কর। নচেৎ আমার তিলজলের ব্যবস্থা কর। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত রাধাও সখীদের কাছে ঠিক এই ভাষাতেই অনুরোধ জানিয়ে বলছে—

এত বা বোলি কহব মোরি সেবা।
তিরথ জানি জল অঞ্জলি দেবা।। (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ১৬২

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাবর্ণনে ও আস্বাদনে সখীদের একটি প্রধান ভূমিকা রয়েছে। এই সখীকল্পনা বৈষ্ণব কবিদের নিজস্ব নয়, পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাঁদের মতে এটি পুরাণাদি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ব্যাপার।[১৫] সে যাই হোক, কালিদাসের কাব্যে, নাটকে এই সখীকল্পনার পূর্ণবিকশিত সৌন্দর্যমহিমা দেখা যায়। নায়কনায়িকার প্রেমের বিকাশে ও বৈচিত্র্য

---

১৫ "সখীহীন রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বৈচিত্র্যহীন প্রেমমাত্র, লীলা নহে। এই কারণে বৈষ্ণবমতে সখী লীলাবিস্তারিকা। ভাগবতে 'নায়িকা' নাই, সতরাং সখী নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সখী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কল্পনা নহে। প্রাক্-চৈতন্যযুগের জয়দেবে সখী আছে, 'রাধাপ্রেমামৃতে' সখী আছে, এমন কি, রাধাতন্ত্রে, পদ্মপুরাণে ললিতা-বিশাখাদি পরিচিত নামসহ সখী আছে। রূপ গোস্বামী বিশাখা-ললিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে উজ্জলনীলমণিতে লিখিয়াছেন, "শাস্ত্রপ্রসিদ্ধাঃ"। এই শাস্ত্র সম্পর্কে জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী টীকায় ভবিষ্যপুরাণ-স্কন্দপুরাণাদির নাম করিয়াছেন।"— শ্যামাপদ চক্রবর্তী ঃ বৈষ্ণব পদাবলী, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত) চতুর্থ সংস্করণ, ভূমিকা, পৃঃ ১২/০।

সংঘটনে এদের অস্তিত্বের গুরুত্ব কবি কালিদাসেই দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত নাটক অভিজ্ঞানশকুন্তল-এ অনসূয়া-প্রিয়ংবদা দুই সখী ছিল বলেই শকুন্তলা-দুষ্যন্তের প্রেম এমন বর্ণোজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। সখী দুইজন না থাকলে বোধ করি নাটকটি রচনাই সম্ভবপর হত না। উমার প্রেমজীবনেও সখীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমতরুকে নিরন্তর জল-নিষেকে যারা পল্লবিত, পুষ্পিত করে মধুরতম করে তুলেছে, তারা এই সখীরাই। কালিদাসের নায়িকাদের প্রেমবিকাশে সহায়ক সখীরা রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমপুষ্টিতে সহায়ক সখীদের তুলনায় রূপে, গুণে, চাতুর্যে মোটেই ন্যূন নয়! পদাবলীসাহিত্যের সখীরা কালিদাসেরই সৃষ্ট সখী-চরিত্রগুলির প্রেরণায় প্রাণবন্ত, মূর্তিমতী বললে অসঙ্গত বলা হবে না।

রাধার অনুরাগে অনুরাগী কৃষ্ণের তনুর কৃশতা, সন্তাপ, প্রলাপ, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতির বর্ণনা বহুপদে দৃষ্ট হবে—

চম্পকদাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥.....
রা কহি ধা পহুঁ কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখমণি লোটায় ধরণি পুন
কো কহ আরতি ওর ॥ (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ৮৯

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কানাই ॥
সো তুয়া পরশক লাগি।
ছটফটি যামিনি জাগি ॥
খিন তনু মদন হুতাশে।
তেজই উতপত শাসে ॥

চীতপুতলি সম থেহ ।
মরম না বুঝয়ে কেহ ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি ।
নিঝরে ঝরয়ে দুটি আঁখি ॥

—জ্ঞানদাস

অনুরূপভাবে পূর্বরাগিণী রাধার চিত্রও বহু অঙ্কিত। জাগরণ-ক্ষীণ, মলিন, কৃশ, প্রলাপগ্রস্ত রাধার রূপ কবিরা ফুটিয়ে তুলেছেন অজস্র পদে—

জাগিয়া জাগিয়া হইল খিন ।
অসিত চান্দের উদয় দিন ॥

পাণ্ডুরবরণ বিয়াধি রাধা ।
মুরছি নিঃশ্বাস হরল বাধা ॥

—জ্ঞানদাস

নিরমল কুলশীল কাঞ্চন গোরী ।
পাণ্ডুর কয়ল বিরহজ্বর তোরি ॥
অনুখন খলখল নিগদই রাই ।
নিশি রোয়ই সখীমুখ চাই ॥

—যদুনন্দন

অঙ্গুরি বলয় গলিত করকিশলয়
বসনভূষণ নহ থির ।
সোসই অধর বদন ভেল মলিন
নয়ন শূন ভেল নীর ॥

—ঘনশ্যাম

মাধব কি কহব বয়নে ।
যাই নিরিখ নিজ নয়নে ॥
সো ধনী সহচরী পাশে ।
দগধয়ে মদন হুতাশে ॥
যতনে না ধৈরজ ধরই ।
ঝরঝর লোচন ঝরই ॥

কহইতে বাত না কহিয়ে।
নিশসি মৌন গহি রহিয়ে।।
তনুরুচি কনক কসেলা।
সো কাজর সম ভেলা।।

—ঘনশ্যাম

কালিদাসের নায়কনায়িকাও পূর্বরাগের কালে অশ্রুপাতে, দীর্ঘশ্বাসে, জাগরণে, কৃশ-ম্লান-পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে, তার বহু চিত্র আছে। শকুন্তলার প্রণয়তাপিত রূপটি কবি কালিদাস এঁকেছেন এরূপ—

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং
মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে
পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী।।

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৩য় অঙ্ক

[মুখ, গণ্ডদ্বয় কতকটা ক্ষীণ, বক্ষঃস্থলে স্তনদুটির কঠিনতা নেই, মধ্যভাগ সূক্ষ্মতর, কাঁধ নুয়ে পড়েছে, ছবি পাণ্ডুর। চৈত্রবায়ুতে পাতা শুকাতে থাকলে মাধবীলতা যেমন হয়, মদনে ক্লিষ্ট হয়ে শোচনীয় অথচ দেখতে প্রিয় হয়েছে।]

প্রেমিক দুষ্যন্তের স্বভাষণে তার বিরহমলিন, জাগরকৃশ রূপটি সুন্দর ফুটে উঠেছে—

ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্বিবর্ণমণীকৃতং
নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গাপ্রসারিভিরশ্রুভিঃ।
অনভিলুলিতজ্যাঘাতঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ
কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্য্যতে।।

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৩য় অঙ্ক

[প্রতি রাতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে হাতের বালার মণি ছুঁয়ে যাচ্ছে, উষ্ণ জলের ছোঁয়ায় মণি মলিন হয়েছে, অবিরত জাগরণের ফলে বাহু কৃশ হয়েছে। মণিবন্ধ থেকে বারে বারে বলয় খসে পড়ছে। আমি তা তুলে দিচ্ছি কিন্তু গুণঘর্ষণের ব্রণে তা মোটেই লাগছে না।]

বৈষ্ণব কবিদের অঙ্কিত প্রেমের রক্তরাগে রঞ্জিত রাধাকৃষ্ণের রূপ দুষ্যন্তশকুন্তলার রূপের প্রতিচ্ছায়া বললে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হবে কি ? দুষ্যন্তের বাহুর কৃশতার ফলে বলয় খসে পড়ার চিত্রটি বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছে, উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি হতে স্পষ্ট অনুমিত হয়। শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণিতে, সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতাতে, অলঙ্কারগ্রন্থাদিতে পূর্বরাগ অবস্থায় নরনারীর তানব, জাগর, মলিন, মোহ প্রভৃতি দশার চিত্র যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সুতরাং এস্থলে কালিদাসের বর্ণনাভঙ্গীর প্রত্যক্ষ অনুসরণ নাও ঘটে থাকতে পারে, তবে কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাবের কথা অনিবার্যরূপে এসে পড়ে। অলঙ্কারগ্রন্থগুলি কালিদাস-পরবর্তী রচনা, সুতরাং কালিদাসের রচনা থেকে আলঙ্কারিকেরা বিভিন্ন অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্মাণে ও উদাহরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকরণ পেয়েছিলেন, এমনটি মনে করাতে কোন অযৌক্তিকতা দেখি না। দুষ্যন্তের কাছে প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলা প্রণয়ের বঞ্চনায় যেরূপ ক্ষোভে, দুঃখে, রোষে, বেদনায় মুখর হয়ে পড়েছে, কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে, ঠিক রাধাও সেরূপ কৃষ্ণের প্রণয়ে প্রতারিত হয়ে অপমানিত নারীত্বের যন্ত্রণা বহন করে রোষে, বেদনায় কর্কশকঠিন ও অশ্রুমুখী হয়েছে। কৃষ্ণের প্রণয়ের মধ্যে বঞ্চনাকে আবিষ্কার করে রাধা যে ভাষাতে কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছে, তা স্পষ্টতঃ কালিদাসেরই প্রণয়বঞ্চিতা নায়িকার মুখের ভাষা। আমরা নিঃসন্দেহ যে, বৈষ্ণব কবিরা কালিদাসের প্রণয়বঞ্চিতা নায়িকার মুখের ভাষাকে রাধার মুখে দিয়েছেন।

দুষ্যন্তপ্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার মুখের ভাষা প্রথমে উদ্ধৃত করা যাক—

"পোরব, জুত্তং ণাম দে তহ্ পুরা অস্সমপদে সহাবুত্তাণহিঅঅং ইমং জণং সমঅপুব্বং পআরিঅ এরিসেহিং অক্খরেহিং পচ্চাক্খাউং।"

(সরোষম্) "অণজ্জ অত্তণো হিঅআণুমাণেণ পেক্খসি। কো দাণিং অণ্ণো ধম্মকঞ্চুঅপ পবেসিণো তিণচ্ছন্নকুবোবমস্স তব অণুকিইং পড়িবজ্জিস্সই।"

"সুট্‌ঠু দাব, অত্ত সচ্ছন্দচারিণী কিত ম্হি জা অহং ইমস্স

পুরুবংসপ্পচ্চয়েণ মুহমহুণো হিঅঅঠ্‌ঠিঅবিসস্‌স হৃত্থাব্ভাসং উপগআ (পটান্তেন মুখমাবৃত্য রোদিতি)।

[পৌরব, স্বভাবতঃ সরলহৃদয় এই অবলাকে আশ্রমে শপথাদি দ্বারা তেমনভাবে বঞ্চিত করে এখন এরূপ বলে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিতই বটে।

(সকোপে) অনার্য, নিজের হৃদয়ের তুলনায় সকলকেই দেখ। তুমি ধর্মের ভেক পরে ঘাসে ঢাকা কুয়ার ন্যায় হয়েছ, তোমার অনুকরণ কে করবে ?

পুরুবংশের বিশ্বাসে এই মধুমুখ ও বিষহৃদয় ব্যক্তির হাতে পড়ে এখানে বেশ স্বেচ্ছাচারিণী বলে প্রতিপন্ন হলাম (আঁচলে মুখ ঢেকে রোদন)।]

প্রণয়বঞ্চিত রাধার মুখের আর্তির ভাষা অবিকল এইরূপই। রাধা শকুন্তলার মতই বেদনাদিগ্ধ আক্ষেপের হাহাকারে ভেঙ্গে পড়ে বলছে—

তোহর বচন অমিঅ ঐসন
তেঁ মতি ভুললি মোরি।
কতএ দেখল ভল মন্দ হোঅ
সাধু ন ফাবএ চোরি॥
সাজনি আবে কি বোলব আও।
আগে গুনি জে কাজ ন করএ
পাছে সো পচতাও॥
অপনি হানি জে কুলক লাঘব
কিছু ন গুনল তবে।
মনে মনমথ বানহি লাগল
আওব গমাওল হমে॥
জাতনে কত ন কে ন বেসাহএ
গুঁজা কে দহ কীন।
পরক বচনে কুঞ্জ ধস দেঅ
তৈসন কে মতিহীন॥ (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ১১৩

[অনুবাদ—তোমার কথা অমৃত তুল্য, তাহাতে আমার মতি ভুলিল। ভাল মন্দ হয় কোথায় দেখিয়াছ? সাধু ব্যক্তির পক্ষে চুরি সাজে না। সজনি, এখন আর কি বলিব? ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া যে কাজ না করে পশ্চাতে (তাহার) পশ্চাত্তাপ হয়। আপনার হানি, কুলের অগৌরব তখন কিছু বিবেচনা করিলাম না। মনে মন্মথের বাণ লাগিল, আমি ভবিষ্যৎ হারাইলাম। যতই যত্নে কেহ বিক্রয় করুক না কেন, গুঞ্জা কি কেহ ক্রয় করে? পরের কথায় কূপে লম্ফপ্রদান করে এমন মতিহীন কে (আছে)?]

তোহর হৃদয় কুলিশ কঠিন
বচন অমিঞে ধার।
পহিলহি নহি বুঝএ পারল
কপটকে বেবহার॥
জত জত মন ছল মনোরথ
বিপরিত সবি ভেল।
আখি দেখইতে কুপথ ধসলিহু
আরতি গৌরব গেল॥
সাজনিঅ হমে কি বোলব আও।
আগু গুনি জে পাছু কাজ ন করিঅ
পাছে হো পাচতাও॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৩৯৩

[অনুবাদ—তোমার হৃদয় বজ্রের মত কঠিন, কিন্তু বচনে অমিয়ের ধারা। প্রথমে কপটের ব্যবহার বুঝিতে পারি নাই। আমার মনে যাহা যাহা বাসনা ছিল সবই ব্যর্থ হইল। চক্ষের নিমেষে কুপথে ঝাঁপ দিলাম; সমস্ত সম্ভ্রমমর্যাদা নষ্ট হইল। সখি আমি আর কি বলিব? অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া যে কাজ করে, তাহার পশ্চাত্তাপ হয়।]

মধু সম বচন কুলিস সম মানস
প্রথমহি জানি ন ভেলা।
আপন চতুরপন পিসুন হাথ দেল
গরুঅ গরব দুর গেলা॥

সখি হে, মন্দ পেম পরিনামা।
বড় কএ জীবন কএল পরাধিন
নহি উপচর এক ঠামা ॥
ঝাঁপল কূপ দেখহি নহি পারল
আরতি চললহু ধাঈ।
তখন লঘু গুরু কিছু নাহি গূনল
অব পচাতাবকে জাঈ ॥ (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৩৭৪

[অনুবাদ—মধুর ন্যায় বচন, বজ্রের ন্যায় (কঠোর) মন, প্রথমে জানিতাম না, আপনার চতুরপনা খলের হাতে দিলাম, গুরুগৌরব দূরে গেল। হে সখি, প্রেমের পরিণাম মন্দ, বড় মনে করিয়া (মাধবকে পুরুষশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া) জীবন পরাধীন (তাহার অধীন করিলাম) (তাহাতে) কোথাও (আমার শান্তি নাই)। ঢাকা কূপ দেখিতে পাই নাই, বেগে ধাবিত হইয়া চলিলাম, তখন ভাল মন্দ (লঘু গুরু) কিছু বিচার করিলাম না, এখন পশ্চাত্তাপ হইতেছে।]

সখি হে না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নলুঁ
ঐছন কুটিল কান ॥
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।
কনয়াকলস বিখে পুরাইয়া
উপরে দুধক পূর ॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাকর বচনে যাই। (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৬৪১

[অনুবাদ—সখি অন্যরূপ কথা বলিও না। কানাই কিরূপ কুটিল তাহা আমি ভালোয় ভালোয় (ভাগ্যবশে) অল্পেই চিনিলাম। উপরে গুড় মাখিয়া কেহ যেন কাঠ দিয়া কঠিন মোদক তৈয়ারী করিয়াছে, অথবা স্বর্ণকলস বিষে পূর্ণ করিয়া উহার মুখে দুধের একটি স্তর দিল।

কানাই সুজন আর তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি হইলাম দুর্জন।]

একেবারে শেষ উদ্ধৃতিটির শেষাংশে রাধার খরব্যঙ্গের সঙ্গে গভীর বেদনাসিক্ত যে আর্তি কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছে তা যেন অবিকল কালিদাসেরই ভাষার রূপান্তর। শকুন্তলাকে যখন দুষ্যন্ত কিছুতেই চিনতে পারছে না এবং দুষ্যন্তের নিষ্কলঙ্কতা এবং শকুন্তলার কলঙ্ক-কালিমাই আপাতদৃষ্টিতে দেখা দিচ্ছে তখন শকুন্তলার সঙ্গে গমনকারী শার্ঙ্গরব ঠিক এইরকম বলেছে—আজন্মসরলা সে হতভাগিনী আজ প্রতারক আর কত সরল বাক্যে, প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে অবলা নারীর সর্বনাশকারী রাজা দুষ্যন্ত সাধুজন –

আ জন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো যঃ
তস্যাপ্রমাণং বচনং জনস্য।
পরাতিসন্ধানমধীয়তে যৈঃ
বিদ্যেতি তে সন্ত কিলাপ্তবাচঃ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৫ম অঙ্ক

[আজন্ম সরলা যে কপটতা শেখেনি, তার কথা প্রমাণ নয়, আর যারা পরের প্রতারণাশাস্ত্র জ্ঞানে অভ্যাস করে তারা বিশ্বাসভাজন।]

প্রণয়বঞ্চিতা রাধার পটের পশ্চাতে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার রূপটি যে আত্মগোপন করে আছে, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তা প্রতিপন্ন হবে নিশ্চয়ই। পুরুষের প্রেমে নিষ্ঠা নেই, তার প্রেম মধুকরবৃত্তিতুল্য একথা রাধা বহুবার কৃষ্ণের সম্পর্কে অনুযোগ করেছে—

পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥
নানারঙ্গে রহে কাহ্নাঞিঁ আন নারী পাশে ॥

—বড়ু চণ্ডীদাস

পরুস ভমরসম কুসুমে কুসুমে রম
পেঅসি করএ কি পারে।

—বিদ্যাপতি

পুরুষের প্রেমকে ভ্রমরের বৃত্তির সঙ্গে তুলনা করা কাব্যরীতি মনে করলেও এই কাব্যরীতি গঠনের মূলে কালিদাসের একটি শ্লোকের প্রেরণা নিহিত, আমাদের ধারণা। অন্তঃপুরচারিণী হংসপদিকা রাজা দুষ্যন্তের উদ্দেশ্যে যে গানটি গেয়েছে, তাতেই পুরুষের ভ্রমরবৃত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত উচ্চারিত মনে করি—

অহিণবমহুলোলবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমল বসইমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিস্মুমরিওোসি ণং কহং ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৫ম অঙ্ক

[নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
চূতমঞ্জরী চুমি
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ]

খণ্ডিতা রাধার আক্ষেপোক্তি—

কমলিনি পাই সরস রসে ভুললি
না বুঝলি মালতী গন্ধ।

—গোপালদাস

স্পষ্টতঃই হংসপদিকার আক্ষেপের ভাববিম্ব বহন করছে মনে করি। নারীজীবনের করুণ একটি দিক এই যে, পুরুষের প্রণয়বাণে যন্ত্রণাদীর্ণ হতে হবে জেনেও পুরুষের প্রেমপাশে নিজেকে সে ধরা দেয়। হরিণী ব্যাধের হাতে নিজের মৃত্যু ঘটবে জেনেও ব্যাধের গান শুনে তার কাছে ধরা দেয়। রাধা কৃষ্ণের প্রণয়ে যে কি গভীর মর্মঘাতী যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে, তা জানে। তবুও সেই কালো কৃষ্ণের মোহন বাঁশীর স্বর শুনে মুগ্ধা হরিণীর মত ছুটে যায়। রাধা তার এই অনিবার্য নিয়তির কথা বলতে গিয়ে সখীদের বলছে—

হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাধ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত সুনইত করু সাধ ॥

—বিদ্যাপতি

[অনুবাদ—হরিণী (ব্যাধের হস্তে) কুটুম্বের (অপর হরিণীর) নিগ্রহ জানে। তথাপি ব্যাধের গীত শুনিতে সাধ করে (মাধব অপর রমণীকে যন্ত্রণা দিয়াছে জানিয়াও তাহার চাটুবাক্যে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি।]

নারীজীবনের এই করুণ নির্মম সত্যটি কবি কালিদাসের প্রজ্ঞার অগোচর ছিল না। মালবিকার প্রেমমুগ্ধ অগ্নিমিত্র সম্পর্কে রাণী ইরাবতী যে মন্তব্যটি করেছে, তা রাধারই উক্তির অনুরূপ। ইরাবতী বলছে - "অবিস্সসণীআ পুরীসা। অত্তণো বঞ্চণবঅণং পমাণীকরিঅ অহিক্খিত্তাএ বাহজণগীদগিহীদচিত্তাএ হরিণীএ বিঅ এদং ণ বিণ্ণাদম্।"—মালবিকাগ্নিমিত্র, ৩য় অঙ্ক।

[পুরুষজাতি বিশ্বাসের অযোগ্য। মুগ্ধা হরিণী যেমন প্রবঞ্চক ব্যাধের মনোমোহন সঙ্গীতে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়া তাহার হাতে ধরা দেয় ও শেষে মারা যায়, আমারও ঠিক সেই দশা ঘটিয়াছে।—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

কঠোর তপস্যায় শিবকে লাভ করার জন্য পার্বতী প্রবৃত্ত হলে মা মেনকা বাধা দিতে চেয়েছে। কিন্তু যাতে মন অনুরাগিণী হয়েছে, তা থেকে কি তার মন কখনো ফেরানো যায়?—

ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।

—কুমারসম্ভব ৫।৫

পারে কি গো কেহ
ফিরাইতে ঈপ্সিতার্থে স্থিরবদ্ধ মন।
নিম্নগামী সলিলের ধারা ?]

বিদ্যাপতি এই ভাবেরই অনুসরণে লিখেছেন, ধারণা—

জাকর হৃদয় জতহি রতল
সে ধসি ততহি জাএ।

জইঅও যতনে বাঁধি নিরোধিঅ
নিমন নীর থিরাএ ।। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৪৩

[অনুবাদ—যাহার হৃদয় যে স্থানে অনুরাগী, সে সেই স্থানেই বেগে ধাবিত হয়। যদিও সযত্নে জলকে বাঁধিয়া রোধ করে, তথাপি সে নীচের দিকে স্থির হয়।]

প্রথম প্রেমের পুলকে হৃদয়মন রাঙা। দিবসরজনীর ধ্যান জুড়ে কাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমের মানসমূর্তি। চোখের দেখার প্রত্যক্ষ সুযোগ নেই, তাই হৃদয়ের ধ্যানমূর্তিকে চিত্রের রঙেরেখায় জীবন্ত করে দেখার বাসনায় চলে লীলায়িত তনুরচনা, কৃষ্ণ ফুলের দল দিয়ে রচনা করে গৌরী রাধাকে। ফুলময়ী রাধাকে দেখেই রক্তমাংসের শরীরিণী রাধার অনুভব হয়। বিভ্রমে কৃষ্ণ আলিঙ্গন করে সেই কুসুমময়ী প্রতিমাকে। গোবিন্দদাস রাধার মূর্তিঅঙ্কনরত কৃষ্ণের পরিচয় দিয়েছেন এরূপ—

কাঞ্চন যূথি কুসুমময় গোরি
নিরমই মূরতি যতন করি তোরি ।।
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তোয় ।

বহুক্ষণ ধরে যে সেই মূর্তি আলিঙ্গন করে প্রিয়স্পর্শসুখের আনন্দ উপভোগ করবে তার উপায় নেই। কারণ যেই কুসুমময়ী রাধাকে আলিঙ্গন করে, অমনি সেই ফুলতনু ছাই হয়ে যায় কৃষ্ণের বিরহজ্বরাতুর দেহের উত্তাপে "সো তনুতাপে ভসম ভই জায়"। অপূর্ব কল্পনা সন্দেহ নেই। তবে কালিদাসেও অনুরূপ ভাববস্তুর আবিষ্কার দুরূহ নয়। কঠিন-তপস্যারতা উমা চন্দ্রশেখরের মূর্তি অঙ্কন করে আপন মনে তার সঙ্গে কথা বলতেন, এমন চিত্র কালিদাস অঙ্কন করেছেন—

যদা বুধৈঃ সর্বগতস্ত্বমুচ্যসে
ন বেৎসি ভাবস্থমিমং কথং জনম্ ।
ইতি স্বহস্তোল্লিখিতশ্চ মুগ্ধয়া
রহস্যুপালভ্যত চন্দ্রশেখরঃ ।।

—কুমারসম্ভব ৫।৫৮

[স্বহস্তে আঁকিয়া মূর্তি মোর মুগ্ধা সখী
বসি নিরজনে কহিত নীলিমকণ্ঠে
শুনিয়াছি ঋষি মুখে তুমি অন্তর্যামী
আমার মনের ভাব তুমি কি জান না ?]

সহজেই মনে পড়ে বিরহিণী রাধার অনুরূপ কার্যকলাপ—

বিরহক বেদনে সো বরনারী।
নিরজনে বিরচই মুরতি তোহারি ॥

উর্বশীর প্রেমমুগ্ধ পুরূরবা বিদূষকের কাছে প্রণয়বেদনা জানাতে গিয়ে বলেছে—সখা, তুমি বলছ, একটু ঘুমাতে চেষ্টা কর, তাহলে ঘুমের ঘোরে হয়তো তাকে পেয়ে যাবে কিংবা উর্বশীর একখানা ছবি এঁকে সেইদিকে চেয়ে বসে থাকো, হৃদয় জুড়িয়ে যাবে। কথাটা নিতান্ত মন্দ বলনি। কিন্তু তা যে আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব, কারণ—

হৃদয়মিষুভিঃ কামস্যান্তঃ সশল্যমিদং সদা
কথমুপলভে নিদ্রাং স্বপ্নে সমাগমকারিণীম্।
ন চ সুবদনামালেখ্যেঽপি প্রিয়ামসমাপ্য তাং
মম নয়নয়োরুদ্বাষ্পত্বং সখে ন ভবিষ্যতি ॥

—বিক্রমোর্বশীয়, ২য় অঙ্ক

[পঞ্চবাণের বাণগুলির দ্বারা আমার হৃদয়মর্ম যেন সর্বদা শেলবিদ্ধ হয়ে আছে। এমন অবস্থায় ঘুমই বা যাব কেমন করে, আর ঘুমের ঘোরে স্বপ্নই বা দেখব কি উপায়ে ? তারপর ছবি ? তাও অসম্ভব। সেই সুমুখী উর্বশীকে যদি পটে আঁকতে বসি, অমনি দুই চোখ ভরে কি জল আসবে না ?]

'ভবিষ্যতি' নয় একেবারেই যে জল এসে যায় তার কথা দুষ্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছে (অবশ্য পূর্বরাগের প্রসঙ্গে নয়, শকুন্তলার বিরহে)—

প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৬ষ্ঠ অঙ্ক

[রাত্রে ঘুম হয় না, কাজেই স্বপ্নে যে তাকে দেখব তার আশা নেই। ছবিতে এঁকেও চোখের জলে তাকে দেখতে পাই না।]

মেঘদূতের বিরহসন্তপ্ত যক্ষ স্পষ্টভাবে তার প্রিয়ার চিত্র আঁকার কথা এবং তৎচিত্র চোখ ভরে দেখার অক্ষমতার কথা মেঘকে নিবেদন করেছে—

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্
আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্ মুহুরুপচিতৈ দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥

—২।৪৪

[শিলার উপরে চিত্রিত ক'রে
প্রণয়কুপিত বেশে
আপনারে চাই ভূমিতে নামাই
চরণের কাছে এসে,
আঁখিজল-ভার দৃষ্টি আমার
বিলোপ করিয়া লয় ;
এমন ভাবেও দোঁহে মিলনেও
ক্রূর বিধি বাধা হয়।]

কৃষ্ণের রাধা-মূর্তি-অঙ্কন, কিংবা রাধার কৃষ্ণ-মূর্তি-অঙ্কনের যে পরিচয় পদাবলী সাহিত্যে পাই—

বিরহক বেদনে সো বরনারী।
নিরজনে বিরচই মুরতি তোহারি ॥

—তা কালিদাসেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে বৈষ্ণব কবিরা রচনা করেছেন, এমনটি বলতে একটু বাধা আছে। পদাবলী সাহিত্যের আরম্ভ জয়দেবে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের একস্থলে আছে যে, বিরহিণী রাধা একান্তে বসে কৃষ্ণমূর্তি গড়ে তার চরণমূলে নমস্কার করছে—

বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্ ।।

— ৪।৬

[প্রিয়সখী একান্তে বসে কস্তূরীরস দ্বারা তোমার প্রতিমূর্তি এঁকে চরণমূলে মকরাঙ্কনপূর্বক করে অভিনব আম্রমুকুল দ্বারা শরবিন্যাস করে নমস্কার করছে।]

গীতগোবিন্দের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে হয়তো বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবিত করে থাকবে। তবে জয়দেব যে এখানে কালিদাসের উপরি-উক্ত মেঘদূতের শ্লোকের অনুসরণ করেছেন, তা সহজেই বোঝা যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের উপর কালিদাসের পরোক্ষ ভাবশাসন রয়েছেই। বৈষ্ণব কবিরা রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের ছবি রচনায় যে গাঢ়গভীরতা ফুটিয়ে তুলেছেন, কালিদাসে হয়তো সেই গভীরতা উপলব্ধ হবে না। তবে এজাতীয় অনুরাগের মধুর রূপ আঁকতে গিয়ে বৈষ্ণব কবিরা কালিদাসের প্রেমচিত্রগুলির কাছে বারে বারে দ্বারস্থ হয়েছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শঙ্করের প্রতি অনুরাগিণী উমার শরীর-মনের ক্লেশদীর্ণতার পরিচয় সখীদের উক্তিতে এরূপ ধ্বনিত—

অসহ্যহুঙ্কারনিবর্তিতঃ পুরা
পুরারিমপ্রাপ্তমুখঃ শিলীমুখঃ।
ইমাং হৃদি ব্যায়তপাতমক্ষিণোৎ
বিশীর্ণমূর্তেরপি পুষ্পধন্বনঃ ।।

—কুমারসম্ভব ৫।৫৪

[পূর্বে মদন যখন ত্রিপুরারিকে বাণ মারিয়াছিলেন, তখন রোষারুণ বিরূপাক্ষের এক বিষম হুঙ্কার-ধ্বনিতে সে বাণ আর ত্রিপুরারি পর্যন্ত পৌঁছিতেই পারিল না—মধ্যপথ হইতেই তাহা ফিরিয়া আসিল এবং উমার হৃদয়ের মর্মস্থল একেবারে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। পুষ্পবাণের বাণ তো ব্যর্থ হইবার নহে. তাই মদন ভস্ম হইল বটে, কিন্তু তার বাণ

ইহাকে কাঁচা কাঁচা করিয়া মারিতে লাগিল। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

কৃষ্ণপ্রণয়ে অনুরাগিণী রাধারও শরীর-মনের অনুরূপ ক্লেশক্লিষ্ট রূপের পরিচয় মিলে সখীদের উক্তিতে—

তোহারি সন্দেশ- আশে ধনি কুলবতি
খোয়ল কুল-তনু-কাঁতি।
নিকরুণ মদন বেদন নাহি জানই
হানই খরশর-পাঁতি ॥ (যদুনন্দন)
—পদকল্পতরু ৩৩৬

মদনকর্তৃক রাধার শরীর-মন দাহনের পরিচয় অজস্র বৈষ্ণব পদে পাওয়া যাবে এবং সংস্কৃত-প্রকীর্ণ কবিতা, জয়দেবের গীতগোবিন্দ ('অবিরলনিপতিত মদনশরাদিবঃ') ইত্যাদিতে এর ভাববীজও লক্ষিত হবে। তথাপি কালিদাসেই যেন এর প্রথম বাণীরূপতা, আমাদের ধারণা।

পূর্বরাগে রাধার তীব্র প্রেমক্লিষ্টতার একটি ছবি পদকর্তা কবিরঞ্জন এঁকেছেন এরূপ—

তুঁহু মনমোহন কি কহব তোয়।
মুগধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয় ॥
নিশিদিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম।
থরহরি কাঁপি পড়ই সোই ঠাম ॥
যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজে উঠয়ে তব রোয় ॥
সখীগণ যত পরবোধয়ে তায়।
তাপিনী তাহে ততহি নাহি ভায় ॥
—পদকল্পতরু ১৬০

বৈষ্ণব কবিদের চিত্রিত এই ছবি কালিদাস অঙ্কিত উমার প্রেমদহন-দাহনদীপ্ত রূপটিকে স্মরণ করায়। ব্রহ্মচারীবেশী শঙ্করের কাছে উমার সখীরা উমার প্রেমতাপস মূর্তিটি ফুটিয়ে তুলেছে এরূপ—

উপাত্তবর্ণে চরিতে পিনাকিন:
সবাষ্পকণ্ঠস্খলিতৈঃ পদৈরিয়ম্।
অনেকশ: কিন্নররাজকন্যকা
বনান্তসঙ্গীতসখীররোদয়ৎ॥
ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত
ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগ-
সত্যকণ্ঠার্পিত বাহুবন্ধনা॥

—কুমারসম্ভব ৫।৫৬-৫৭

[কাননকুঞ্জেতে যবে পিনাকীচরিত
করিতেন গান, কিন্নররাজার কন্যা
হেরি পার্বতীর ব্যথা অশ্রুরুদ্ধবাণী
স্খলিত অক্ষর কাঁদিতেন সাথে সাথে।
তৃতীয় প্রহর নিশি মুহূর্তের তরে
নয়ন মুদিয়া সখী সহসা জাগিত
কোথা যাও নীলকণ্ঠ, অসম্বদ্ধ কহি
বাঁধিতেন বাহু কার মিথ্যা কন্ঠ 'পরে।][১৬]

কবিরঞ্জনের উদ্ধৃত পদটিতে কালিদাসীয় প্রেমভাবনার সুরভি মিশান রয়েছে, একথা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়। পূর্বরাগিণী রাধার হৃদয়মন জুড়ে বিরাজ করে নবঘনশ্যাম কৃষ্ণের মূর্তি। গুরুজনের গঞ্জনা, প্রতিবেশীর দুর্নাম রটনা, খলজনের নিন্দা কোন কিছুতেই আজ তাকে কৃষ্ণপ্রেম থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। সখীরা যখন প্রেমের কুটিলতা ও দহন-জ্বালার কথা বলে প্রতিনিবৃত্ত করতে চায়, তখন রাধা দৃঢ়কণ্ঠে বলে—

১৬ পদাবলী সাহিত্যে স্বপ্নসমাগমের যে পদ পাওয়া যায়, তার মূল ভাববীজ কালিদাসের এই শ্লোকদুটিতে নিহিত পণ্ডিতেরা মনে করেন। "এই স্বপ্নসমাগম 'মোটিফ' আগেই সংস্কৃত কবিতায় দেখা দিয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের কবি বসুকল্পের এই কবিতাটি (সুভাষিতরত্নকোষ, দূতীপ্রবচন ব্রজ্যা ৮) তাহার প্রমাণ। অবশ্য বসুকল্পের অনেক কাল আগে কালিদাস উমার তপস্যা প্রসঙ্গে কুমারসম্ভবে এ ব্যাপার ভালো করিয়াই লিখিয়া গিয়াছিলেন।"—দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ (১৯৭০), পৃঃ ৪২১-৪২২।

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তাহে তুমি কি আর বুঝাও ॥
নয়নপুতলী করি লইলুঁ মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরিতি-আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতিকুলশীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরিতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥

—পদকল্পতরু ৭৫১

আশ্চর্য যে, শঙ্করের প্রেমে স্থিরচিত্ত উমা যখন কঠোর তপস্যায় নিজেকে ক্ষয় করে ফেলছে, সেই সময়ে ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে শঙ্কর নিজের দোষ কীর্তন করে উমাকে নিবৃত্ত হতে বললে উমা ঠিক এভাবেই মহাদেবের প্রতি তার প্রেমনিষ্ঠতা সোচ্চারে ঘোষণা করেছে—

অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া
তথাবিধস্তাবদশেষমস্তু সঃ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃস্থিতং
ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে ॥

—কুমারসম্ভব ৫।৮২

[অথবা এসব বাদানুবাদে লাভ কি ? থাক, তুমি তাঁহার সম্বন্ধে যেমন শুনিয়াছ বা জান, তিনি তেমনই হউন বা তার চেয়ে আরও খারাপই হউন, আমার হৃদয় তাঁহাকেই সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছি।

আমি স্ব-ইচ্ছায় তাঁহাকে হৃদয়দান করিয়াছি। ব্রাহ্মণ, যথেচ্ছাচারী যে, সে কি কখনো কাহারও স্তুতিনিন্দার ধার ধারে? নিন্দামন্দে সে দৃক্‌পাতও করে না। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

একথা সত্য যে, গভীর ও একনিষ্ঠ প্রেম একই ভাবনায় আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং একারণে হয়তো উমার প্রেমপ্রকাশে ও রাধার প্রেমপ্রকাশে এমন সাদৃশ্য দেখা দিয়েছে। তা অবশ্যই সম্ভব, তবে পদটির রচনামূলে উমার প্রেমের বীজমন্ত্র অনুকূল প্রেরণা সৃষ্টি করে থাকতেও পারে। অন্ততঃ এমনটি ঘটা অবিচিত্র নয়। উমার প্রেমব্যাকুলতা সংস্কৃত শ্লোকের ঘনকঠিন বন্ধনে উচ্ছলিত রূপ পায়নি কিন্তু মুরারি গুপ্তের পদে তাই যেন লোকভাষাকিরণস্পর্শে গলিততুষারধারা হয়ে স্বচ্ছপ্রবাহিণী হয়ে বিচিত্র তরঙ্গোৎক্ষেপ করতে করতে রাধা-হৃদয়ের বেদনার সাবলীল প্রকাশ ঘটিয়েছে। উমার প্রেমের আশ্চর্য শান্ত মহিমা এই পদটিতে দৃষ্ট হবে। রাধার এখানে দেহ-আসক্তি বা দেহলোলুপতার প্রসঙ্গমাত্র নেই। এক শুদ্ধ প্রেমমহিমার মন্ত্রোচ্চারণে সমস্ত পদটি পূত, পবিত্র। কালিদাসীয় প্রেমের পরিমণ্ডলে পদটি আগাগোড়া দীপ্ত, মণ্ডিত বলা চলে।

রাধাকৃষ্ণের রূপবর্ণনা ও প্রথম প্রেমের আবির্ভাবে উভয়ের দেহমনের আলোড়িত, চঞ্চল মধুর সৌন্দর্যঅঙ্কনে বৈষ্ণব কবিরা কিভাবে কালিদাসকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুসরণ করেছেন, দেখাবার চেষ্টা করেছি। পূর্বরাগের অন্তর্নিহিত রূপ ও ব্যঞ্জনা কবি কালিদাসে যেমনটি ফুটেছে, ধারণা যে বৈষ্ণব কবিদের রচনায় তা তেমনটি ফুটেনি। বিদ্যাপতিতে এ বিষয়ে উৎকর্ষ দেখা দিলেও পরচৈতন্য বৈষ্ণব কবিরা আলঙ্কারিক নির্দেশের অনুবর্তী হয়ে কেবল প্রথামিত পূর্বরাগের দশদশার রূপচিত্র অঙ্কনে আগ্রহী হয়েছেন। নরনারীর প্রেমে যে গভীর হৃদয়বিক্ষোভ, যে আত্মলীন ধ্যানতন্ময়তা, যে দুরূহ প্রেমক্লিষ্টতা স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ তারই বাস্তবসুন্দর রূপ কালিদাসে চমৎকার ফুটে উঠেছে। আর বৈষ্ণব কবিদের ক্ষেত্রে প্রথানুগত্যের ফলে

নরনারীর পূর্বরাগ-রক্তিম হৃদয়রূপ আপনার স্বতঃস্ফূর্ততা ও সহজতাকে হারিয়েছে ধারণা, যদিও চৈতন্যের দিব্য জীবনপ্রভায় তাতে একপ্রকার তীব্রতার সঞ্চার ঘটেছে। প্রথম প্রেম বা পূর্বরাগ কালিদাসে অনবদ্য বর্ণিত। বৈষ্ণব কবিরা কালিদাসীয় বহুবিচিত্র প্রণয়ের রূপরীতি অঙ্কনকে অতিক্রম করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। গ্রহনক্ষত্রের মত তাঁরা কালিদাসীয় প্রেমসৌরমণ্ডলের চারিপাশেই আবর্তন করেছেন।

কালিদাসে নায়কনায়িকার অভিসারগমনের পরিচয় পাই না, এমন কথা বলা চলে না। উর্বশী পুরূরবার দর্শনাভিলাষে অভিসারিকা হয়েছে, দেখতে পাই। প্রিয়মনোহর সাজে সজ্জিত করেছে নিজেকে— গলায় দুলিয়েছে মুক্তাহার, পরণে রয়েছে নীলাংশুক। বিক্রমোর্বশীয় নাটকের বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করি এখানে—

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেন কৃতাভিসরণবেষা। উর্বশী চিত্রলেখা চ)
উর্বশী। (আত্মানং বিলোক্য)—সহি, রোঅদি মে অঅং মোত্তহরণভূসিদো ণীলংসুঅ পরিগ্গহো অহিসারিআবেসো।

চিত্রলেখা। ণত্থি মে বাআবিহবো পসংসিদুম্। ইদং তু চিন্তেমি অবি ণাম অহং এব্ব পুরূরবা ভবেঅং ত্তি।

(আকাশযানে অভিসারিকার বেশে চিত্রলেখাসহ উর্বশীর প্রবেশ)

উর্বশী। (নিজের দিকে চেয়ে)—সখি, এই মুক্তার মালা গলায়, পরণে নীল বসন অভিসারিকার বেশে সেজেছি, এ তোর মনের মত হয়েছে ?

চিত্রলেখা। তোর বেশভূষার কি প্রশংসা করব; তোর এই সাজগোজ দেখে মনে হচ্ছে আমি যদি পুরূরবা হতাম।]

'অভিসারিকা' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের দুর্গমপথযাত্রিণী অভিসারিকা রাধার যে ছবি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেই অভিসারিকার সাধনদীপ্ত রূপ এখানে ফুটে ওঠেনি, একথা নিঃসন্দেহে সত্য। কালিদাস অন্যত্রও অভিসারিকার যে পরিচয়

দিয়েছেন, সেখানেও অনুরূপ ছবি। মেঘগর্জনমুখর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে অভিসারিকার পথ চলার পরিচয় আছে কোথাও কোথাও[১৭], তবে তাতে পথের দুর্গমতার আভাস নাই। বরং পথ সুগম হয়ে ওঠে এমন আভাসও আছে।[১৮] কালিদাস নবমেঘকে বর্ষণ-গর্জনমুখর হতে নিষেধ পর্যন্ত করেছেন অভিসার-যাত্রায় (মেঘদূত ১।৩৭)।

কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য রাধার যে অভিসার, তার যে সুদুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনা ও কষ্টভোগ, যে অসীম দুঃখবরণ পদাবলী সাহিত্যে বর্ণিত তা বৈষ্ণব কবিদের নিজস্বই। তথাপি একথা বিশেষভাবে বলা চলে যে, ভালোবাসার ধনকে লাভ করার জন্য যে কঠোর তপস্যা, কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনা, দুর্মর ত্যাগতিতিক্ষার পরিচয় কবি কালিদাস উমা-চরিত্রের মাধ্যমে অঙ্কন করেছেন, তা সর্বদেশের সর্বকালের সাহিত্যে তুলনারহিত। রাধার মধ্যে এইরূপ দুঃখজয়ী প্রেমতপশ্চর্যার পরিচয় পাই না। অবশ্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রকৃতিটি এমন স্বতন্ত্র ধরণের যে, এক্ষেত্রে তার অবসর ছিল না বলা যায়। কৃষ্ণের জন্য রাধার

---

১৭ রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ।
বসতিং প্রিয় কামিনাং প্রিয়াস্ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ॥

—কুমারসম্ভব ৪।১১

[তুমি নাই প্রিয়, কার সাথে আর
অভিসারে যাবে কিশোরী ?
তিমিররূপিণী ঘোমটায় ঘেরা
রাজপথে যেতে ভয় পায় এরা
মেঘ-গরজনে শিহরি।]

১৮ যত্রৌষধিপ্রকাশেন নক্তং দর্শিত-সঞ্চরাঃ।
অনভিজ্ঞাস্তমিস্রাণাং দুর্দিনেষ্বভিসারিকাঃ॥

—কুমারসম্ভব ৬।৪৩

[যেখানে যামিনীকালে ওষধি প্রদীপ জ্বালে
সঙ্কেতের পথ প্রকাশয়।
তাহে অভিসারিকার নাহি থাকে অন্ধকার
দুর্দিনেও সুদিন উদয়॥

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ]

দুঃখজয়ী প্রেমতাপস মূর্তি অঙ্কনের এই অবসরের অভাব বোধ করি বৈষ্ণব কবিরা রাধার অভিসারযাত্রার মধ্যে পরিপূরণ করে নিতে চেয়েছেন। অভিসারও এক অর্থে ভালোবাসার ধনকে আপন করে পাবার সাধনা। বিশেষ করে সমাজনীতিশাসনশাসিতা রাধার ক্ষেত্রে তো বটেই। গুরুজন-পরিজনের সামনে তো প্রণয়াস্পদের সঙ্গে মিলন সম্ভব নয়, তাই দূর সঙ্কেতকুঞ্জের উদ্দেশে পথের যাত্রা অনিবার্য। আর সে পথ তো সুগম, সহজ হতে পারে না কোনমতেই। এই দুর্গম পথের যাত্রাই তাই এক অগ্নিতপস্যা। এই অগ্নিতপস্যার দীপ্তরাগ ফুটিয়ে তোলার অবকাশ বৈষ্ণব কবিরা কালিদাস থেকেই পেয়েছিলেন, আমাদের অনুমান। শঙ্করকে লাভের জন্য উমার দুশ্চর কঠোর তপস্যাই রাধার দুর্মর অভিসারের আবেগপ্রেরণা, নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে। 'যৌবনে যোগিনী' উমার কাছ থেকে প্রেমের জন্য সর্বদুঃখকষ্টসহনের মন্ত্রদীক্ষা নিয়েই রাধা পথের চলায় নেমেছিলেন, এ আমাদের ঐকান্তিক প্রত্যয়। উমার পৌষরাত্রির কঠোর তপস্যার ছবি ও বৈষ্ণব কবিদের অঙ্কিত রাধার পৌষরাত্রির অভিসারের ছবি মিলিয়ে দেখলেই আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা প্রতিপাদিত হবে। কালিদাস দুরন্ত শীতরাত্রিতে উমার যে কঠিন তপস্যার ছবি এঁকেছেন, তা এবংরূপ—

শিলাশয়ং তামনিকেতবাসিনীং
নিরন্তরাস্বন্তরবাতবৃষ্টিষু।
ব্যলোকয়ন্নুন্মিষিতৈস্তড়িন্ময়ৈঃ
মহাতপঃ সাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ ॥
নিনায় সাত্যন্তহিমোৎকিরানিলাঃ
সহস্যরাত্রীরুদবাসতৎপরা।
পরস্পরাক্রন্দিনি চক্রবাকয়োঃ
পুরোবিযুক্তে মিথুনে কৃপাবতী ॥
মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি
প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।

তুষারবৃষ্টিক্ষতপদ্মসংপদাং
সরোজসন্ধানমিবাকরোদপাম্ ।।

—কুমারসম্ভব ৫।২৫-২৭

[শয়ন তাঁহার ছিল রূঢ় শিলাতলে
গৃহহীনা নিরন্তর ঝঞ্ঝায় বৃষ্টিতে—
সে মহাতপস্যাসাক্ষী রাত্রিদেবী তাঁরে
হেরিতেন সবিস্ময়ে বিদ্যুৎলোচনে।
হেমন্তের হিমরাত্রে শিশিরার্ত বায়ে
বসতি তাঁহার ছিল হিমজলমাঝে
অনন্তবেদনাভরে হরিতেন বালা
চক্রবাক-চক্রবাকী ক্রন্দিছে বিরহে।
সরোবরে পদ্ম যেথা গিয়াছে মরিয়া
তুষার-আঘাতে হায় সেথায় নিশায়
পদ্মগন্ধী মুখ তাঁর রহিত ফুটিয়া
কাঁপিত অধর পদ্ম-পল্লবের মত।]

দুরন্ত পৌষালি শীত-রাত্রিতে রাধার অভিসারের চিত্র বৈষ্ণব কবিরা এঁকেছেন এরূপ—

পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ ।।
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাপ।
জগজন শয়নে নয়নে রহু ঝাপ ।।
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময় অভিসারল রাই ।। (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ৩২৬

[ব্যাখ্যা—পৌষমাসের রাত্রি, ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে। হিমকর যে চন্দ্র (আজ সার্থকনামা) সে চারিদিকে যেন হিমকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঘরে বসিয়া থাকিলেও সকলের দেহ কাঁপে; পৃথিবীর সকলেই শুইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু বন্ধ করিয়া আছে। সখি, এমন সময়ে রাধা অভিসারে বাহির হইল দেখিয়া আমার আশ্চর্য

লাগিতেছে। —বিমানবিহারী মজুমদার: গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ১৭৭]

হিমকরকিরণ হিম অনিবার।
দিশি দিশি হিমগিরি-পবন বিথার ॥
চলিলা রমণি ধনি আকুল চিত।
সঙ্কেতকেলি নিকুঞ্জে উপনীত ॥ (কবিরঞ্জন)

—পদকল্পতরু ৩২৭

হিমঋতু হিমকর হিমময় বাত।
তাহে বিরহ-ভারে থরথর গাত ॥
এ হরি কত সহুঁ অবলা নারি।
বিরহক বেদন সহই না পারি ॥
দীঘল রজনি তুরিতে না পোহায়।
ছটফট করি নিশি জাগিয়া গোঙায় ॥ (উদ্ধবদাস)

—পদকল্পতরু ১৭৪৭

হিমঋতু যামিনি যামুনতীর
তরল লতাকুল কুঞ্জ কুটীর ॥
তহিঁ তনু থির নহে তুহিন সমীর।
কৈছে বঞ্চব শুন শ্যাম শরীর ॥
ধনি তুঁহু মাধব ধনি তুয়া নেহ।
ধনি ধনি সো ধনি পরিহর গেহ ॥ (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ৩৩৭

[ব্যাখ্যা—শীতের সময়কার রাত্রি। যমুনার তীরের কুঞ্জকুটীরের লতাসমূহও যেন শিশির পড়ার ফলে তরল হইয়া গিয়াছে। এই পরিবেশের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে শরীর স্থির থাকিতেছে না। এমন কাল কেমন করিয়া কাটাইব, হে শ্যামশরীর। ধন্য তুমি মাধব, ধন্য তোমার প্রেম। যে প্রেমের আকর্ষণে এমন রাত্রে সুন্দরী তাহার গৃহ ছাড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছে। সেও ধন্যা ধন্যা। —বিমানবিহারী মজুমদার: গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ১৭৭]

সহজই শীতসময় অতি হীম।
ততোধিক পবন বাঢ়ায়ত সীম ॥
কুঝটি ভেল তহিঁ দশদিশ ব্যাপি।
দিনমণিকিরণ সবহুঁ রহু ছাপি ॥

কছু নাহি দীশই গতি অনিবার।
সুপথ দেখায়ল মদন দিশার ॥
কুসুম পরশে যোই বরণিত হোই।
এতহুঁ তুহিনে পদ নিরাপদ সোই ॥ (রাধামোহন দাস)
—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৯২১

উমার পৌষরাত্রির কঠোর তপস্যার ছায়া উদ্ধৃত পদগুলিতে লক্ষ্যীভূত হয় না কি? পদাবলী সাহিত্যের জনৈক রসজ্ঞ সমালোচকের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণীয়। রাধার অভিসারপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"পদকর্তারা পৌখলী রজনীতে বনের মধ্যে প্রতীক্ষ্যমাণার বেদনাবর্ণনার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন। মন্দিরের সুখশয্যা পরিহার করিয়া হিমময়ী রজনীতে হেমময়ী রাধার শ্যামের জন্য প্রতীক্ষা রীতিমত হৈমবতীর মত তপস্যা" (কালিদাস রায়ঃ পদাবলী সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১০৬)। অভিসারপথে রাধার কষ্টের কথা উল্লেখ করে বৈষ্ণব কবি বলেছেন—

দেখ রাই করল অভিসার।
শিরিষকুসুম জিনি কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার ॥
যো থলকমল পরশে অতি কোমল
ঝামর ভই উপচঙ্ক।
সো অব যাহাঁ তাহাঁ কঠিন ধরণি মাহা
ডারত বড়ই নিশঙ্ক ॥ (রাধামোহন দাস)
—পদকল্পতরু ১০১৭

দেখ দেখ নব অভিসারিণি রাই।
চকিত বিলোকনে চাহই সব দিশ
প্রেমসিন্ধু অবগাই ॥

শিরীষকুসুম পরশে যো পদতলে
বরণিত হোত মৈলান ।
সো অব কণ্টক কঙ্কর বাটহি
রাগহি করত পয়ান ।। (রাধামোহন দাস)

—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৩

উদ্ধৃত পদ দুটি কুমারসম্ভবের নিম্নোক্ত শ্লোকদুটিরই ভাবনির্যাসে মণ্ডিত অনায়াসে বলা যায়। রাজনন্দিনী উমা প্রেমের জন্য যে কঠোর দুঃখের বেদনা বহন করেছে তা-ই এখানে অনুরূপভাবে বর্ণিত—

বিসৃষ্টরাগাদধরান্নিবর্তিতঃ
স্তনাঙ্গরাগারুণিতাচ্চ কন্দুকাৎ ।
কুশাঙ্কুরাদান-পরিক্ষতাঙ্গুলিঃ
কৃতোঽক্ষ-সূত্রপ্রণয়ী তয়া করঃ ।।
মহার্হশয্যাপরিবর্তনচ্যুতৈঃ
স্বকেশপুষ্পৈরপি যা স্ম দূয়তে।
অশেত সা বাহুলতোপধায়িনী
নিষেদুষী স্থণ্ডিল এব কেবলে ।।

—কুমারসম্ভব ৫।১১-১২

[....করের অঙ্গুলি
লেপে না অধরে আর অলক্তকরাগ,
খেলে নাকো আর ক্রীড়ার কন্দুক লয়ে
অরুণিত স্তন-অঙ্গরাগে ; কুশাঙ্কুর-
বিদ্ধ আজি বহিল তা মিত্র জপমালা ।
মহার্ঘ পালঙ্ক 'পরে পার্শ্বশয্যাকালে
আপন চিকুর হতে ভ্রষ্ট পুষ্পদলে
যে বালা লভিত ব্যথা, সে বালা আজিকে
বাহুলতা উপাধান করি, মরি মরি
অনাবৃত ভূমিতলে রচিলেন শেজ ।]

বর্ষাভিসারিকা রাধার অভিসার বর্ণনার পদগুলিতে মেঘগর্জনমুখর সূচীভেদ্য অন্ধকার রাত্রির যে পরিবেশ বৈষ্ণব কবিরা রচনা করেছেন, তা কালিদাসের ঋতুসংহারের নিম্নোক্ত শ্লোকে পরিদৃষ্ট হবে—

আভীক্ষ্ণমুচ্চৈর্ধ্বনতা পয়োমুচা
ঘনান্ধকারীকৃতশর্বরীষ্বপি।
তড়িৎপ্রভাদর্শিত মার্গভূময়ঃ
প্রয়ান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

—বর্ষাবর্ণন, ১০ম শ্লোক

[নিরন্তর মন্ত্রধ্বনি দ্বারা দশদিক আপূরিত করিয়া মেঘমালা রজনীর অন্ধকার যেন শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে, পথঘাট কিছুই দেখা যাইতেছে না। এতাদৃশ ঘনতিমিরাবৃত তামসী নিশিতেও অভিসারিকা কামিনীরা ক্ষণবিলসিত বিদ্যুৎপ্রভায় কোনমতে পথ দেখিতে পাইয়া অনুরাগান্ধ হৃদয়ে সঙ্কেতস্থানে ছুটিতেছে।—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

পরিচয় ও পূর্বরাগের পালান্তে অভিসারশেষে আসে মিলনের পালা। আকাঙ্ক্ষায় থরোথরো মরোমরো দুটি প্রাণভ্রমর দেহশতদলের সৌরভপানে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। নারীধর্মের মধ্যে একটা সহজ লজ্জা-নম্রতা রয়েছে, ফলে এই মিলনের আবেগ-আতুরতা তার মধ্যে থাকে গূঢ়। প্রকাশে সে উদ্যোগী হতে পারে না স্বভাব-ধর্মে। পুরুষই হয় এ ব্যাপারে উদ্যোগী। লজ্জার কোরকটুকু পুরুষের লুব্ধ নখরই প্রথম ছিন্ন করার চেষ্টা করে। প্রথম সমাগমে নারীর সলজ্জমধুর চলচ্চিত্ততা, ভয়বিহ্বল অনিচ্ছুকতা, ভীতকম্প্র বক্ষের স্পন্দনতা কবি কালিদাস পরম মাধুর্যে অঙ্কিত করেছেন। নারীর হৃদয়শতদলের প্রতিটি দলকে কবি ধীরে ধীরে উন্মোচিত করে তার অপার সৌন্দর্যরহস্যকে চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। প্রথম সমাগমের চিত্রগুলিতে কাব্যসৌন্দর্য ও মানবপ্রকৃতি-সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতার চরম পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। কালিদাসের এই প্রথম সমাগম ও মিলনের ছবিগুলি রাধাকৃষ্ণের প্রথম সমাগম ও সম্ভোগের ছবিগুলিতে গাঢ় উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করেছে, একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি। অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে এই ছায়াপাত ঘটেছে

কিনা সংশয়ের বিষয়। কারণ প্রথম সমাগম ও মিলন ভারতীয় শৃঙ্গার কাব্যের অন্যতম প্রিয় বর্ণনীয় বিষয়। এ জাতীয় বর্ণনা বহু সংস্কৃত-প্রকীর্ণ কবিতাতে পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে জয়দেবের গীতগোবিন্দ-এ। কামশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থগুলিতেও এই সম্ভোগের রীতিনীতি মিলবে। তবে একটি কথা স্মর্তব্য যে, 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক কোশগ্রন্থে 'নবোঢ়া-সম্ভোগ' বীচিপ্রবাহে যে পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, তার দুটি শ্লোকই কালিদাসের। আর যে তিনটি শ্লোক সঙ্কলিত হয়েছে, সেগুলি কালিদাস-পরবর্তী কবিদের রচিত। সুতরাং সমাগম ও সম্ভোগের গাঢ় বর্ণোজ্জ্বল রূপরচনায় কালিদাস নিঃসন্দেহে অগ্রণী ছিলেন বলা যায়। কামশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে যে বর্ণনা আছে, তা বর্ণনার কঙ্কালমাত্র। কল্পনার অস্থিমাংসযোগে তার লাবণ্যমধুর কাব্যসৌন্দর্য হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে কালিদাসের হাতে। সুতরাং বৈষ্ণব কবিদের রাধা ও কৃষ্ণের প্রথম মিলন ও সম্ভোগের চিত্ররচনায় কালিদাসের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকার যদি নাও ঘটে থাকে, পরোক্ষ ঋণী হবার সম্ভাবনাকে কিন্তু কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। আমাদের তো অনুমান যে, কালিদাসের প্রত্যক্ষ প্রচ্ছায়া বৈষ্ণব কবিদের অন্ততঃ বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে অনিবার্যরূপে পড়েছে। বিদ্যাপতি প্রথম সমাগমের যে শিল্পসুন্দর, সংযমিত রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন, তা কালিদাসেরই অঙ্কিত সংযমিত চিত্রণের অনুসরণের ফল। জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাবও অবশ্যই এক্ষেত্রে স্বীকার্য। তবুও জয়দেবের কেলিকথায় যা স্থূল মাংসলতা, কালিদাসে তা সৌন্দর্য ও সংযমের আবরণে পবিত্র কামজিৎ আনন্দকথা। কালিদাসের কাব্য ও নাটক থেকে প্রথম সমাগম ও সম্ভোগের চিত্রগুলি উদ্ধৃত করছি। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের প্রথম মিলনদৃশ্যের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন কবি কালিদাস—

পথি নয়নয়োঃ স্থিত্বা স্থিত্বা তিরোভবতি ক্ষণাৎ
সরতি সহসা বাহ্বোর্মধ্যং গতাপি সখী তব।

মনসিজরুজাক্লিষ্টৈস্যেবং সমাগম-মায়য়া
কথমপি সখে বিশ্রব্ধং স্যাদিয়াং প্রতি মে মনঃ ॥
—মালবিকাগ্নিমিত্র, ৪র্থ অঙ্ক

[নয়নের সম্মুখে একটু থাকিয়াই আড়ালে যাইতে চেষ্টা করিতেছে, যদি কোনোমতে ভুজবন্ধনে আবদ্ধ হয়, অমনি সরিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে। আসঙ্গলিপ্সায় আমি মদনদাহে তাপিত অথচ উহার এই ভাব, কেমন করিয়া মন উহাকে বিশ্বাস করিবে ?—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

হস্তং কম্পয়তে রুণদ্ধি রশনাব্যাপারলোলাঙ্গুলীঃ
স্বৌ হস্তৌ নয়তি স্তনাবরণতামালিঙ্গ্যমানা বলাৎ।
পাতুং পক্ষ্মলনেত্রমুন্নময়তঃ সাচীকরোত্যাননং
ব্যাজেনাপ্যভিলাষপূরণসুখং নির্বর্তয়ত্যেব মে ॥
—মালবিকাগ্নিমিত্র, ৪র্থ অঙ্ক

[যখন ইহার নিতম্বনিহিত রশনা স্পর্শ করিবার জন্য আমার অঙ্গুলীগুলি চঞ্চল হইয়া ছোটে, তখন হাত নাড়িতে থাকে, শেষে আমার হাতখানা চাপিয়া ধরে। যদি বলপূর্বক আলিঙ্গন করিতে যাই, অমনি নিজের হাত দুখানি দিয়া স্তনযুগল আবৃত করিয়া রাখে। কুটিলপক্ষ্ম-নয়নের দ্বারা মনোহর মুখখানি কোনমতে উন্নমিত করিয়া যদি অধরসুধা পান করিতে যাই, অমনি সে মুখ বাঁকাইয়া লয়। এই সকল প্রতিকূল ব্যবহারের দ্বারাই সখী আমার, যেন অনুকূল ব্যবহারের দ্বারা অভিলাষ পূরণ করিতেছে।—ঐ]

'প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া'-র এই মনোহরণ রূপ বৈষ্ণব কবিদের অজস্র পদে ফুটে উঠেছে। 'শৃঙ্গার-অনভিজ্ঞা'-র শঙ্কাতুরা রূপটি কবিরা পরমোল্লাসে বর্ণনা করেছেন—

পহিলহি রাধামাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি ॥
অনুনয় করইতে অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥

অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়ান ॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
করে কর বারিতে উপজিল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ॥[১৯]

—পদকল্পতরু ৫২

[অনুবাদ—রাধা ও মাধবের প্রথম মিলন হল। তাঁদের বিলাস দূরে থাকুক, আলাপ পরিচয় কঠিন হল (কেননা, শ্রীরাধা নিতান্ত মুগ্ধা বালিকা)। সে মুখ নীচু করে অনুনয় করতে লাগল, চকিত নয়নে মাটিতে নখ দিয়ে দাগ কাটতে লাগল (মাথা হেঁট করে পায়ের নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে, অথচ চোখ সতর্ক আছে, পাছে কোন্ দিক দিয়ে মাধব এসে তাকে ধরেন। চঞ্চল কানাই যেই তার অঞ্চল ছুঁল, অমনি রাই আধ পা সরে গেল। নায়ক রসিক তাই মনের ভাব বুঝে রাইয়ের পায়ে হাত দিল। হাতে হাত দিয়ে বারণ করতে গিয়ে প্রেম জাগল। দরিদ্র যেন ঘট ভরা সোনা পেল (ঘট শব্দের ধ্বনি কুচ)। গৌরাঙ্গী হেসে তাকিয়ে বস্ত্রে মুখ লুকাল—মনে হল যেন রত্নদান করে তা আবার চুরি করে নিল। প্রথম বিলাস এরূপ নিরুপম। গোবিন্দদাস আনন্দে তা দেখছেন।]

১৯ এই পদটি ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (জ্ঞানদাস ভণিতা) ছাড়া অন্যান্য পদসঙ্কলন গ্রন্থে (পদামৃতসমুদ্র—পৃঃ ৬৮, কীর্তনানন্দ—পৃঃ ১৭০, গীতচন্দ্রোদয়—পৃঃ ২৪২, সংকীর্তনামৃত—পদ ৯৯) সর্বত্রই গোবিন্দদাস ভণিতায় পাওয়া যায়। সুতরাং এটি গোবিন্দদাসেরই পদ বলে ধারণা হয়। এতগুলি প্রামাণিক পদসঙ্কলনের সাক্ষ্যকে অস্বীকার করা কঠিন।

সুরততিয়াসে ধয়ল পহুঁ পাণি।
করে কর বারই তরল-নয়ানী ॥
হঠ-পরিরম্ভনে পরশিতে গাত।
নহি নহি বোলি ঢুলায়ত মাথ ॥
অভিনব মদন-তরঙ্গিনি রাই।
শ্যামমতঙ্গ রঙ্গ অবগাই ॥
চুম্বনে সঙ্কুচ লোচন তার।
পিবইতে অধর রচই সিতকার ॥
নখরপরশে ধনি চমকই গোরি।
দশইতে চমকি উঠয়ে তনু মোড়ি ॥
কহইতে কহ গদগদ পদ-আধ।
অনঅনো-মনে মনসিজ-উনমাদ ॥
তৈখনে রোখ তবহিঁ পরসাদ।
গোবিন্দদাস কহ রসমরিয়াদ ॥

—পদকল্পতরু ৫৩

[অনুবাদ—সুরত আকাঙ্ক্ষায় প্রভু (কানাই) রাইয়ের হাত ধরল। চঞ্চল-নয়না রাই হাতে হাত দিয়ে বারণ করল। জোর করে আলিঙ্গনে গা ছুঁতে গেলে 'না' 'না' বলে মাথা নাড়ল। রাই অভিনব মদন-তরঙ্গিণী, শ্যামমাতঙ্গ তাতে অবগাহন করে রঙ্গে মাতল। চুম্বন করতে গেলে চোখ সঙ্কুচিত করল। অধরস্পর্শে 'সীৎকার' করে উঠল, নখস্পর্শে গৌরী চমকে উঠল। দংশন করতে গেলে গা ঘুরিয়ে নিল। কানাই কথা বললে রাই গদগদস্বরে এক আধটি কথা বলে। উভয়ের মনেই মদনের উন্মত্ততা। রাধার হৃদয়ে ক্ষণে ক্রোধ, ক্ষণে প্রসন্নতা।]

অধর মঁগইতে অওঁধ কর মাথ।
সহএ না পার পয়োধর হাথ ॥
বিঘটলি নীবি কর ধর জাস্তি।
অঙ্কুরল মদন ধরএ কত ভান্তি ॥
কোমল কামিনি নাগর নাহ।
কওনে পরি হোএত কেলি নিরবাহ ॥

কুচ কোরক তবে গহি লেল।
কাচ বদরি অরুনিম রুচি ভেল॥
লাবএ চাহিঅ নখর বিসেখ।
ভৌহঁনি আটএ চান্দক রেখ॥
তসু মুখ সোঁ লোভে রহু হেরি।
চান্দ ঝপাব বসন কত বেরি॥ (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ২৭৮

[অনুবাদ—অধর (চুম্বন) চাহিলে মাথা নীচু করে। কুচে হাত সহ্য করিতে পারে না। মুক্ত নীবিবন্ধ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া থাকে। অঙ্কুরিত কন্দর্প কতপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া থাকে। রমণী কোমলা, নাথ নাগর (রতিবিদ্যাবিশারদ)। কি প্রকারে কেলি সম্পন্ন হইবে? কুচকোরক হস্তে ধারণ করিল, কাঁচা বদরি (কুল) রক্তবর্ণ হইল। কুচে নখচিহ্ন দেখিয়া নায়িকা চাঁদের রেখার মতন ভ্রূ কুঞ্চিত করে। তাহার মুখের লোভে চাহিয়া রহিল, চন্দ্র কতবার বসনে ঢাকিবে অর্থাৎ নায়িকার বদন নাগর পুনঃ পুনঃ দেখিতে চাহিলেন, পুনঃ পুনঃ নায়িকা অঞ্চলে মুখ আবৃত করিতে লাগিল।]

বসন ঝপাএ বদন ধর গোএ।
বাদরতর সখি বেকত ন হোএ॥
ভুজযুগ চাঁপ জীব জোঁ সাচ।
কুচ কঞ্চন কোরী ফল কাঁচ॥
লগ নহিঁ সরএ, করএ কসি কোর।
করে কর বারি করহি কর জোর॥ (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৫৯

[অনুবাদ—মুখ বস্ত্রে ঢাকিয়া গোপন করিয়া রাখে, মেঘের নীচে চন্দ্র প্রকাশ পায় না অর্থাৎ নীলবস্ত্রের নিম্নে মুখশশী প্রকাশ পায় না। নব কাঁচা সুবর্ণ (নির্মিত) পয়োধরকে দুইটি বাহুর দ্বারা চাপিয়া প্রাণের মত রক্ষা করিতেছে। জোর করিয়া কোলে করিলেও কাছে আসে না, হাতের উপর হাত রাখিয়া যুক্ত হস্ত করে।]

উদ্ধৃত পদগুলিতে প্রথমসমাগমভীরু রাধার চিত্র কালিদাসের অঙ্কিত প্রথমসমাগমভীরু নায়িকাচিত্রের অনুলিপি বললে অত্যুক্তি করা হবে না। রাধাকে সঙ্কেতকুঞ্জে পৌঁছে দিয়েই মিলন-অবসর রচনার জন্য সখীরা যেমন দূরে চলে যায়, কালিদাসেও দুষ্যন্ত-শকুন্তলা, মালবিকা-অগ্নিমিত্রের প্রথমসমাগমের অবসর গড়ে দিয়ে সখীরা দূরে সরে গেছে, দেখতে পাই। এতো গেল প্রথমসমাগমের কথা, সম্ভোগমিলনের রূপসিদ্ধচিত্র প্রকৃতপক্ষে কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গেই যথার্থভাবে অঙ্কিত। কবি কালিদাস শঙ্কর ও উমার রতিমিলনের প্রতিটি স্তরকে অসামান্য সংযমে, অপূর্ব শিল্পমহিমায় উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছেন। নবপরিণীতা ভীতসন্ত্রস্তা উমাকে শঙ্করের মধুর সম্ভাষণ, তারপর দেহসান্নিধ্যে আকর্ষণ, তারপর শৃঙ্গারকেলির আয়োজন। উমার প্রাথমিক বিরূপতা, তারপর প্রেমানুভূতির জাগরণ, বিগতলজ্জা-অনুকূল আচরণ ও আসঙ্গে আনন্দ। রতিকেলিশেষে বিপর্যস্তা উমার শঙ্কর কর্তৃক প্রসাধনসাধন, উমা কর্তৃক নির্জনে উপভুক্ত স্বীয় অঙ্গ দর্পণে অবলোকন—একের পর এক মনোরম চিত্রের তরঙ্গপ্রবাহ সৌন্দর্যের লাবণ্যহিল্লোলে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব কবিদের অঙ্কিত রাধা ও কৃষ্ণের সম্ভোগমিলনের রূপচিত্রণে এই চিত্রপ্রবাহের অনিবার্য ছায়াপাত ঘটেছে, দৃঢ় অনুমান।

মিলনবাসরে কম্পিতবক্ষে নম্রনেত্রপাতে বসে রয় সুন্দরী উমা। কত মধুর বচনে সম্ভাষণ করে শঙ্কর। বস্ত্রাঞ্চল ধরে করে ধীর আকর্ষণ। আশঙ্কাতুরা উমা বিমুখী হয়ে ফিরে বসে শয্যা'পরে। শঙ্করের এতে বুকে ব্যথা বাজে না বরং আনন্দোদ্বেল হয়ে ওঠে আসঙ্গকাম হৃদয়—

ব্যাহৃতা প্রতিবচো ন সন্দধে
গন্তুমৈচ্ছদবলম্বিতাংশুকা।
সেবতে স্ম শয়নং পরাঙ্মুখী
সা তথাপি রতয়ে পিনাকিনঃ ॥

—কুমারসম্ভব ৮।২

চুম্বনেষ্বধরদানবর্জিতং
সন্নহস্তমদয়োপগূহনে।

ক্লিষ্টমন্মথমপি প্রিয়ং প্রভো
দুর্লভ প্রতিকৃতং বধূরতম্ ।।

—কুমারসম্ভব ৮।৮

['হে প্রিয়ে' বলিয়া ডাকে হর প্রিয়ে
বসিয়া শয়নোপান্তে ।
মৌন দাঁড়ায়ে রহে উমারাণী
শোনে সুর 'এস কান্তে'
ছাড়ায়ে বসন যেতে নাহি পারে
মুখ ফিরে বসে শয়নের ধারে—
কি মধুর ছল ! ঢেউ খেলে যায়
পিনাকীর হৃদিপ্রান্তে ।

—৮।২

ফিরায়ে দিল না উমার অধর
প্রিয়ের চুমার ভঙ্গী
শিথিল রহিল উমার দু বাহু
হরের বক্ষ-সঙ্গী
বাধা লজ্জার, বাধা সে মানের
বাধা হঠতার, সে দেহদানের
সকল সে বাধা—দিল তবু দিল
পিনাকীর চিত রঙ্গি ।

—৮।৮

সহজেই তুলনা করা চলে রাধা ও কৃষ্ণের প্রথম সমাগমের একটি চিত্র—

পহিলহি রাধামাধব ভেট ।
চকিতহি চাহি বয়ন করু হেট ।।
অনুনয় কাকু করতহি কাহ্ন ।
নবীন রমণি ধনি রস নহি জান ।।
হেরি হেরি নাগর পুলক ভেল ।
কাঁপি উঠি তনু সেদ বহি গেল ।। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৬০

[অনুবাদ—মাধবের প্রথম দর্শনেই রাধা চকিতে চাহিয়া বদন অবনত করিল। কানাই অনুনয় কাকুতি করিতে লাগিল; নবীন রমণী ধনী রস জানে না। (তাহা দেখিয়া) নাগর হরির পুলক হইল, তনু কাঁপিয়া উঠিল, স্বেদ বহিয়া গেল।]

রাধার বিমুখতাসত্ত্বেও কৃষ্ণ আনন্দিত। উমার বিমুখতাসত্ত্বেও শঙ্করের আনন্দিত রূপ আমরা লক্ষ্য করেছি।

প্রথম মিলনের শঙ্কা ধীরে ধীরে কাটে। কটিদেশের বসনগ্রন্থিতে শঙ্কর হাত দিলে পার্বতী হাত ধরে তা স্বভাবভীরুতায় রোধ করতে চেষ্টা করে কিন্তু দেহে আস্বাদিত পুলকানন্দসঞ্চারে নীবিবন্ধন আপনিই খুলে যায়। প্রিয়ের অধর গ্রহণে উমার আজ আপত্তি নেই, আপত্তি নেই পদ্মকোমল বক্ষে নখরাঘাতে। তবে সম্পূর্ণ ভয় যায়নি—তাই অধরদংশনে আপত্তি, নখরাঘাতের তীব্রতায় অনিচ্ছা। উমার দেহচেতনার জাগরণ ও মিলনভীতির আলো-আঁধারির ছায়া কবি কালিদাস দক্ষ তুলির টানে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। ইচ্ছাও আছে, অনিচ্ছাও আছে, বাধাও আছে, আবার বাধাও নেই—এইভাব নিম্নোক্ত শ্লোকগুলিতে অপূর্ব সুষমায় অঙ্কিত—

নাভিদেশনিহিতঃ সকম্পয়া
শঙ্করস্য রুরুধে তয়া করঃ।
তদ্দুকূলমথ চাভবৎ স্বয়ং
দূরমুচ্ছ্বসিতনীবিবন্ধনম্ ॥

—কুমারসম্ভব ৮।৪

যন্মুখগ্রহণমক্ষতাধরং
দানমব্রণপদং নখস্য যৎ।
যদ্রতং চ সদয়ং প্রিয়স্য
তৎপার্বতী বিষহতে স্ম নেতরৎ ॥

—কুমারসম্ভব ৮।৯

সস্বজে প্রিয়মুরোনিপীড়নং
প্রার্থিতং মুখমনেন নাহরৎ।

মেখলাপ্রণয়লোলতাং গতং
হস্তমস্য শিথিলং রুরোধ সা ।।

—কুমারসম্ভব ৮।১৪

[নাভিতটে একি ধেয়ে আসে কেন
প্রিয়ের নিদয় হস্ত
কম্পিত করে দুখানি কমল
গতিরোধে হল ব্যস্ত
প্রিয়ের করেতে একি এ রূঢ়তা
বধূয়ার বুঝি বোঝে না সে ব্যথা
দূরে খুলে গেল দুকূল আপনি
নীবিবন্ধন স্রস্ত ।

—৮।৪

উমার মুখানি তুলিয়া পিনাকী
চুম্বিল অধরোষ্ঠ
অতি সুকুমার, ক্ষত নাহি হয়
না করি দশন-দষ্ট
অঙ্গে না পড়ে নখরের দাগ
এমনি হল সে সদয় সোহাগ
পারে কি সহিতে নবোঢ়া বধূটি
রতি-অকরুণ কষ্ট ।

—৮।৯

আজিকে প্রিয়ের হৃদয়পীড়ন
ফিরায়ে দিল সে তন্বী
মুখখানি যবে মাগিল ভিখারী
জ্বালিল অধরে বহ্নি
দুটি হাত যবে মেখলাপ্রণয়ী
এল চঞ্চলি, কৌতুকময়ী
শিথিল আঙুলে রুধিল সে হাত
—ধন্যি পুষ্পধন্বী ।]

—৮।১৪

বিত্থাপতির বহু পদে রাধার দেহচেতনার জাগরণ, মিলনে অনিচ্ছা অথচ আকাঙ্ক্ষার বিকাশ, সুখের উল্লাস ও বেদনার আর্তি এইভাবেই ফুটে উঠেছে—

একে ধনি পদুমিনি সহজহি ছোটি।
করে ধরইত করুনা কর কোটি॥
হঠ পরিরম্ভনে নহি নহি বোল।
হরি ডরে হরিণী হরি-হিয়ে ডোল॥
বারি বিলাসিনি আকুল কান।
মদন-কৌতুকি কিএ হঠ নহি মান॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥

—বি. প. ৬৭১

[অনুবাদ—একে ধনি পদ্মিনী তাহাতে স্বভাবতঃ ছোট, হাত ধরিলে কোটি মিনতি করে। জোর করিয়া আলিঙ্গন (করিলে) না না বলে, সিংহের ভয়ে হরিণী হরির বক্ষে কাঁপিতে থাকে। বিলাসিনী বালা (বিলাসে লালসা আছে, কিন্তু বয়সে বালা), কামাকুল কানাই, মদন বিষয়ে কৌতূহলবশতঃ কোনপ্রকার বলপ্রকাশকে স্বীকার না করিয়া পারে না। নয়নের অঞ্চল অর্থাৎ সীমা (কটাক্ষ) চঞ্চল হইল, (সম্ভোগ—রসানুভূতি হেতু) নয়ন মুদিত হইল, মন্মথ জাগিল।]

সখি পরবোধি সয়নতল আনি।
পিয় হিয় হরখি ধএল নিজ-পানি॥
ছুত্মইত বালি মলিন ভৈ গেলি।
বিধু-কোর মলিন কুমুদিনি ভেলি॥
নহি নহি কহই নয়ন ঝর লোর।
সূতি-রহলি রাহি সয়নক ওর॥
আলিঙ্গএ নীবিবন্ধ বিনু খোরি।
কর কুচ পরস সেহ ভেল থোরি॥
আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপ।
থির নহি হোঅই থর থর কাঁপ॥

—বি. প. ৬৭৪

[অনুবাদ—সখী প্রবোধ দিয়া শয্যাতলে আনিল, প্রিয় আনন্দিত মনে নিজের হাতে নায়িকার হাত ধরিল। বালিকাকে ছুঁইতেই সে মলিন হইয়া গেল, (যেন) চাঁদের কোলে কমল ম্লান হইয়া গেল। না না বলিতে নয়নে অশ্রুধারা বহিল, রাই শয্যার প্রান্তে শয়ন করিয়া রহিল। নীবিবন্ধ না খুলিয়া আলিঙ্গন করিল। পয়োধরে অল্প করস্পর্শ হইল। সে অঞ্চল দিয়া মুখ আবৃত করিল। স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।]

থর থর কাঁপল লহু লহু ভাগ।
লাজে ন বচন করএ পরকাস॥
আজু ধনি পেখল বড় বিপরীত।
খন অনুমতি খন মানএ ভীত॥
সুরতক নামে মুদএ দুই আখি।
পাওল মদন মহোদধি সাখি॥
চুম্বন বেরি করএ মুখ বঙ্কা।
মিলন চাঁদ সরোরুহ অঙ্কা॥
নীবিবন্ধ পরসে চমকি উঠে গোরি।
জানল মদন ভণ্ডারক চোরী॥
ফুয়ল বসন হিয়া ভুজে রহু সাঁঠি।
বাহিরে রতন আচরে দেই গাঁঠি॥

—বি. প. ৬৭৫

[অনুবাদ—ধীরে ধীরে কথা বলিতে থরথর কাঁপিতে লাগিল। লজ্জায় বাক্য প্রকাশ করিতে পারিল না। আজ ধনীকে বড় অদ্ভুত দেখিলাম, ক্ষণে সম্মতি প্রকাশ করে, ক্ষণে ভয় পায়। সুরতের নামে দুই নয়ন মুদিয়া ফেলে। যেন সে মদনের মহাসমুদ্রের সাক্ষাৎ পাইল (অকূল সমুদ্র দেখিয়া ভীত হইল)। চুম্বন দিতে মুখ ফিরায়, পদ্ম যেন চাঁদের আলিঙ্গন পাইল (চন্দ্রের উদয়ে কমল মলিন হয়)। নীবিবন্ধ স্পর্শ করিতে সুন্দরী চমকিয়া উঠে, জানিল যে মদনের ভাণ্ডার চুরি যাইবে। বসন খুলিয়া গিয়াছে, বুক হাত দিয়া চাপিয়া রহিয়াছে।

(কিন্তু সে বুঝিতেছে না যে) এ (যেন) বাহিরে রত্ন রাখিয়া আঁচলে গেরো দেওয়া হইতেছে ।]

অনেক যতন করি আনলোঁ পাস ।
খেনে খেনে ধনি ছাড়য়ে নিশাস ।।
অধ সুধামুখি চুম্বন দান ।
রোগী করয়ে যৈছে ঔষধ পান ।।
না মিলয়ে আখি না কহে রসবাত ।
নিবিবন্ধ ফুয়ইতে চলে পদ আধ ।।
কুচযুগ পরসিতে মোড়ই অঙ্গ ।
মন্ত্র না মানে জনু বাল ভুজঙ্গ ।।

—বি. প. ৬৭৭

[অনুবাদ—অনেক যত্ন করিয়া (নায়িকাকে নায়কের) পার্শ্বে আনা হইল । ধনী ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে । নায়ক যখন চুম্বন করিতে যায়, তখন সে মুখ নীচু করে ; মনে হয় যেন রোগী ঔষধ পান করিতেছে । চোখে চোখ তাকায় না, রসের কথা বলে না । নীবিবন্ধ খুলিলে অর্ধপদ অগ্রসর হয় (চলিয়া যাইতে চায়), কুচযুগ স্পর্শ করিতে গেলে গা মোড়া দেয়—যেন তরুণ সর্প মন্ত্র মানে না ।]

হরি ধরি হার চঁওকি পরু রাধা ।
আধ মাধব কর গিম রহু আধা ।।
কপট কোপ ধনি দিঠি ধরু ফেরী ।
হরি হঁসি রহল বদন বিধু হেরী ।।
মধুরিম হাস গুপুত নহি ভেলা ।
তখনে সুমখি মুখ-চুম্বন দেলা ।।
কর ধরু কুচ আকুল ভেলি নারী ।
নিরখি অধর মধু পিবএ মুরারী ।।
চিকুর চমর ঝরু কুসুমক ধারা ।
পিবিকহু তম জনি বম নব তারা ।।

—বি. প. ৮৫৫

[অনুবাদ—হরি হার ধরিল, রাধা চমকিয়া পড়িল (উঠিল)। অর্ধ (হার) মাধবের হস্তে, অর্ধ কণ্ঠে রহিল। ধনী কপট কোপে (মাধবের দিকে) দৃষ্টি ফিরাইল। হরি (রাধার) চন্দ্রমুখ দেখিয়া হাসিতে লাগিল। মধুর হাসি গুপ্ত হইল না, তখন সুমুখী মুখচুম্বন দিলেন (রাধা যে কপট কোপ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মুখের হাসি গোপন করিতে পারিলেন না, তখন সুমুখী হরিকে মুখচুম্বন দিলেন)। করে কুচ ধারণ করিতে নারী (রাধা) আকুল হইল, (তাহা) দেখিয়া মুরারি অধরমধু পান করিল। চামরের ন্যায় চিকুর হইতে কুসুমের ধারা ঝরিতে লাগিল (আলিঙ্গনে রাধার মস্তক হইতে কুসুম খসিয়া পড়িতে লাগিল) উহা যেন অন্ধকার পান করিয়া নব তারারাজি বমন করিতে লাগিল।]

উমার হৃদয় থেকে একসময় প্রথম মিলনের ভয়, শঙ্কা, লজ্জা সব দূর হয়ে যায়। মিলনের তীব্র সুখোপলব্ধিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ক্ষণবিয়োগও তখন সহ্য হয় না।

ভাবসূচিতমদৃষ্টবিপ্রিয়ং
চাটুমৎ ক্ষণবিয়োগকাতরম্।
কৈশ্চিদেব দিবসৈস্তদা তয়োঃ
প্রেম রূঢ়মিতরেতরাশ্রয়ম্ ॥

—কুমারসম্ভব ৮।১৫

[ঘন হল প্রেম রূঢ় হল প্রেম
দিশাহারা দুটি চিত্তে
কথার শৈলী ভেসে চলে গেল
মিলনের মধু বিত্তে
হয়নিকো কিছু তবু হয় ভয়
ক্ষণিক বিরহ ঘটায় প্রলয়
এ যেন প্রণয় আঁকড়িয়া রয়—
অভেদ নিত্যানিত্যে।]

রাধারও প্রথম মিলনে ছিল ভয়, লজ্জা, শঙ্কা, সন্ত্রাস। তারপর

ভীতি যখন কেটে গেল, মিলনাস্বাদ লাভ করে রাধার আরতি সহস্রগুণে বেড়ে গেল, তখন রাধারও কৃষ্ণকে একতিলমুহূর্তও চোখের আড়াল করতে ইচ্ছা করছিল না।

পদ আধ চলত খলত পুন ফীরত
কাতরে নেহারই মুখ।
একই পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন
অতয়ে সে মানয়ে দুখ ॥
তিল এক বিরহ কলপ করি মানই
গায়ই দুহুঁ পরসঙ্গ। (রাধামোহন দাস)

—পদকল্পতরু ৬৬১

আমি যাই যাই বলি বলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল ॥
পদ-আধ যায় পিয়া চাহে পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া ॥
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেই মোরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটু বোলে ॥ (চণ্ডীদাস)

—পদকল্পতরু ৬৭১

এই ভাবকল্পনা কবিরা কালিদাস থেকে পেয়েছিলেন এমনটি মনে করা অহেতুক হবে কি ?

পুরুষের দেহপাত্রাধারে নারীর কামস্বপ্নের বাস্তবরূপায়ণ—নারীর উচ্ছল রঙ্গলীলায় পুরুষের মিলন-আর্তি বিকশিত, হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। অজ্ঞাতকামকেলি রাধাকে সখীরা তাই নানা উপদেশবাক্যে রতিরঙ্গনিপুণা করে গড়ে তোলার প্রযত্নে বলে—

সুন সুন এ সখি বচন বিশেস।
আজু হাম দেব তোহে উপদেস ॥
পহিলহি বৈঠবি সয়নক-সীম।
হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গীম।
পরসইত দুঁহু করে বারবি পানি।
মৌন রহবি পহু পুছইতে বানি ॥

জব হাম সোঁপব করে কর আপি।
সাধস ধরবি উলটি মোহে কাঁপি ।। (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৬৬৬

[অনুবাদ—হে সখি বিশেষ কথা শুন। আজ আমি তোমাকে উপদেশ দিব। প্রথমে শয্যার সীমায় বসিবে। প্রিয়ের মুখ দেখিয়াই গ্রীবা ফিরাইবে। স্পর্শ করিলে দুই কর দিয়া (তাহার) হাতকে বাধা দিবে। প্রভু কথা জিজ্ঞাসা করিলে মৌন হইয়া থাকিবে। যখন আমি (তাহার) করে (তোমার) কর দিয়া সমর্পণ করিব, (তখন) সভয়ে কাঁপিয়া উল্টিয়া ধরিবে।]

বিদ্যাপতি এই সখীশিক্ষা বিষয়ে ইঙ্গিত কি কালিদাস থেকে পেয়েছিলেন? কুমারসম্ভবেও দেখি, অজ্ঞাতরতিকেলিকলা উমাকে সখীরা কেলিবিষয়ে নানা উপদেশে অভিজ্ঞ করে তোলার চেষ্টা করছে—

এবমালি নিগৃহীতসাধ্বসং
শঙ্করো রহসি সেব্যতামিতি।
সা সখীভিরুপদিষ্টমাকুলা
নাস্মরৎ প্রমুখবর্তিনি প্রিয়ে ।।
—কুমারসম্ভব ৮।৫

[সখি, অত ভয় কিসের? একটু প্রকৃতিস্থ হ এবং যখন লোকজন না থাকিবে, তখন শঙ্করকে এইভাবে, এই রকম সেবা করিস' বলিয়া সহচরীরা উমাকে কত শিখাইয়া পড়াইয়া দেয়, উমাও অনেকটা মনে মনে ঠিকঠাক করিয়া রাখেন, কিন্তু রাখিলে কি হইবে? যেমন মহাদেব সম্মুখে আসেন আর অমনি ত্রাসে, ভয়ে, লজ্জায় পার্বতীর সব গোলমাল হইয়া যায়। সখীদের কোন কথাই আর মনে পড়ে না। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

রতিআনন্দ বৃদ্ধির আশায় অগ্নিবর্ণের সঙ্গে বিহারকালে প্রমদারাও এরূপ আচরণ করছে, দেখতে পাই—

চুম্বনে বিপরিবর্তিতাধরং
হস্তরোধি রশনা-বিঘট্টনে।
বিঘ্নিতেচ্ছমপি তস্য সর্বতো
মন্মথেন্ধনমভূদ্বধূরতম্ ॥

—রঘুবংশ ১৯।২৭

[চঞ্চল রাজা বধূদিগের সহিত প্রমোদে মাতিয়া চুম্বনে উদ্যত হইলে, তাঁহারা মুখ ফিরাইয়া লইতেন, জঘনাশ্রিত মেখলাগ্রন্থি ছিন্ন করিতে গেলে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিতেন। এইরূপে প্রতি পদে যতই বাধা পাইতেন, রাজার কামাগ্নি ততই প্রবলতর বেগে জ্বলিয়া উঠিত।—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

মিলনকালে নারীর স্বভাবধর্মবশতঃ লজ্জার হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াসকে কালিদাস একটি শ্লোকে তুলির ঈষৎ টানে সংযতসুন্দররূপে প্রকাশ করেছেন। শঙ্করের ক্ষুধারূপের কাছে অপহৃতবস্ত্র অরক্ষিত-সৌন্দর্য উমার অসহায় রূপটি কমনীয় মাধুর্যে ফুটে উঠেছে—

শূলিনঃ করতলদ্বয়েন সা
সন্নিরুধ্য নয়নে হৃতাংশুকা।
তস্য পশ্যতি ললাটলোচনে
মোঘযত্নবিধুরা রহস্যভূৎ ॥

—কুমারসম্ভব ৮।৭

[সহসা হরণ করে নিল হর
প্রিয়ার কটির বস্ত্র
দু হাতে হরের ঢাকে দুটি আঁখি
কোথা পাবে উমা অস্ত্র
প্রিয়ের সহিত পারা নাহি যায়
উমা ভাবে, হায় লুকাই কোথায়—
কপালের আঁখি ছি ছি দেখে ও কি
হানি রহস্যশস্ত্র !]

উমার এই আত্মরক্ষার প্রয়াসে কি সহজ সুন্দর বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। কবি কালিদাসের শিল্পনৈপুণ্যের ফলে উচ্ছল মিলনচিত্রটি

কেমন সংযমমিত সুস্থ লাবণ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ধারণা যে, বিদ্যাপতি এই শ্লোকটির প্রেরণাতে রাধা ও কৃষ্ণের মিলনকালীন সৌন্দর্যের কতিপয় চিত্র রচনা করেছিলেন। নারীর স্বভাবলজ্জাতুর সৌন্দর্যের মোহনরূপ এবং পুরুষের লুব্ধ কামনার কাছে তার অনাবৃত দেহসৌন্দর্যকে আবৃত রাখার প্রয়াসে আকুলি বিকুলি ভাব নিম্নোক্ত পদটিতে অপরূপ চারুত্ব পেয়েছে—

জখন লেল হরি কঁচুঅ অছোড়ি
কত পরজুগতি কয়ল অঙ্গ মোড়ি ॥
তখনুক কাহিনী কহহি ন জাএ ।
লাজে সুমুখি ধনী রহলি লজাএ ॥
কর ন মিঝায় দূর জর দীপ ।
লাজে ন মরএ নারি কঠ জীব ॥ (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৪৮৫

[অনুবাদ—যখন হরি কাঁচুলী কাড়িয়া লইল, (তখন সুন্দরী) অঙ্গ ঢাকিবার অনেক প্রযুক্তি করিল। তখনকার কথা বলা যায় না। সুন্দরী ধনী লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। দীপ দূরে জ্বলিতেছে। হাত দিয়া নিবান যায় না। লজ্জায় মরে না। রমণীর কঠিন পরাণ।]

উমা যেভাবে শঙ্করের দুটি নয়ন আবৃত করার চেষ্টা করেছে, সেভাবেও তো রাধা কৃষ্ণের দুটি নয়ন ঢেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারত। তা পারত, কিন্তু তাতে পদটির কাব্যসৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যেত, ধারণা। রাধার অনাবৃত দেহসৌন্দর্য কৃষ্ণ দেখুক এই তো কবির রসাভিপ্রায়। উমার দুটি হাত দিয়ে শঙ্করের নয়ন দুটি আবৃত হলেও শঙ্কর তৃতীয় নয়ন দিয়ে উমার দেহরূপসুধা পান করেছে। কালিদাসের যে সুযোগ ছিল, বিদ্যাপতির তা ছিল না। সুতরাং কবি সুকৌশলে রাধার অনাবৃত সৌন্দর্যটি কৃষ্ণের সম্মুখে উন্মোচিত রেখেছেন। দীপ নিভিয়ে রাধা যে লজ্জার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে তার সম্ভাবনা নেই। কারণ দীপ দূরে জ্বলছে, আর কৃষ্ণ মাঝখানে আগলে বসে। দীপের কাছাকাছি

যাবার উপায় নেই রাধার। দীপটিকে ফলে অনির্বাণ রাখা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির এই শিল্পদক্ষতার অসামান্যতা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। বিদ্যাপতির আর একটি পদে এই দেহপ্রেমের কম্প্রমধুর সৌন্দর্য অপূর্ব চিত্রিত। একদিকে লজ্জাগাঢ়তা, অপরদিকে পুলকানুভবের আনন্দময়তা সুন্দর রূপ পেয়েছে পদটিতে—

বসন হরইতে লাজ দুর গেল।
পিয়াক কলেবর অম্বর ভেল॥
অঞোধে মুহে নিহারিএ দীব।
মুদলা কমল ভমর মধু পীব॥

—বি. প. ৪৮৬

[অনুবাদ—বস্ত্রহরণ করিতে লজ্জা দূরে গেল, প্রিয়তমের কলেবর (আমার) বস্ত্র হইল। নতমুখে প্রদীপ দেখিতে লাগিলাম। ভ্রমর মুদিত কমলের মধুপান করিল।]

'প্রিয়তমের কলেবর বস্ত্র হইল'—এই কবিভাষাতে সমস্ত দেহমিলনের অনাবৃত রূপটি এক অপূর্ব কবিত্বময় ব্যঞ্জনায় চারু মাধুর্যে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির অনুসরণে গোবিন্দদাস অপহৃতবস্ত্রা রাধার লজ্জারক্তিমতার একটি চিত্র এঁকেছেন এরূপ—

বেনন সঞে যব বসন উতারলুঁ
লাজে লাজায়লি গোরি।
করে কুচ ঝাঁপিতে বিহসি বয়ন ধনি
অঙ্গ কয়ল কত মোড়ি॥
নিবিবন্ধ খসইতে করে কর ধরু ধনি
পুন বেকত কুচ জোরি।
দুয় সমাধানে বিকল ভেল শশিমুখি
তব হাম কোরে আগোরি॥
এত কহি বিষাদ ভাবি রহুঁ মাধব
রাই প্রেমে ভেল ভোর।
ভনয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পূরল ইহ রস ওর॥

—পদকল্পতরু ২৬১

কালিদাস তথা বিত্তাপতির কাব্যসৌন্দর্যের তুলনায় গোবিন্দদাস তেমন উৎকর্ষ দেখাতে পারেননি, সহজেই বলা চলে।

কোমলাঙ্গী উমা। সারা রজনীর রতিপীড়নে জর্জরিত, আহত। শ্রমক্লান্ত তনু অবশ, শিথিল হয়ে আসে। নয়নকমল মুদিত, মলিন হয়ে পড়ে। উমাকে এরূপ অবস্থায় দেখে শঙ্করের হৃদয়ে স্নেহনির্ঝর উদ্বারিত হয়। কঠিন আলিঙ্গন শিথিল করে দেন, সুপ্ত উমাকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করেন। উমার প্রতি শঙ্করের এই স্নেহানুভূতি দেখিয়ে কামতাড়িত মানুষের পশুসুলভ নগ্নলুব্ধতার উপরে শুচিশুভ্র প্রেমের পরম সৌন্দর্যের আবরণ টেনে দিতে সক্ষম হয়েছেন। দেহক্ষুধার্ত পুরুষের আসঙ্গলিপ্সু সত্তার মধ্যে স্নেহসোহাগের অমৃতরসে পূর্ণ যে এক মহৎ প্রেমিকসত্তা আছে, কালিদাসের কবিদৃষ্টি তা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে—

কেবলং প্রিয়তমাদয়ালুনা
জ্যোতিষামবনতাসু পঙ্‌ক্তিষু।
তেন তৎপ্রতিগৃহীতবক্ষসা
নেত্রমীলনকুতূহলং কৃতম্‌॥

—৮।৮৪

[তারপরে যবে দিকে পশ্চিমে
চলে গেল জ্যোতিসঙ্ঘ
উষার স্বর্ণ ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল
নিশার অলকভঙ্গ
বক্ষমাণিক প্রেয়সীটি বুকে
সদয়মহেশ কম্পিতসুখে
করিলেন ভোগ মধুক মধুর
আঁখি নিমীলন রঙ্গ।]

কালিদাসের এই কবিদৃষ্টি বিত্তাপতির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। তাই রাধাদেহ-মধুপানোন্মত্ত কৃষ্ণভ্রমরও একসময়ে 'শিরীষকুসুমকোঁঅলী' রাধাকে সস্নেহে নিরীক্ষণ করে। তার মধ্যে স্নেহপ্রেমের উদয় হয়। ভোগপিপাসা থামিয়ে মায়ামমতার এক বিচিত্র অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত হৃদয়ে রাধার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—

দেখলি কমলমুখি কোমল দেহ।
তিলা এক লাগি কত উপজল নেহ॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. পি. ২৮৬

[অনুবাদ—কোমলাঙ্গী কমলমুখীকে দেখিলাম, এক তিলের জন্য কত মমতা জন্মিল।]

রাধা ও কৃষ্ণের মিলনলীলার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ্যাপতি একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করেছেন—

তরুবর বলি ধর ডারে জাঁতি।
সখি গাঢ় আলিঙ্গন তেহি ভাঁতি॥

—বি. প. ৪৭৭

[অনুবাদ—তরুবর লতাকে ধরিয়া যেমন চাপিয়া ফেলে, হে সখি আমাকে সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিল।]

ললিত লতা জনি তরু মিলতী।
তহি পিঅ কণ্ঠ গহএ জুবতী॥

—বি. প. ২০৮

[অনুবাদ—ললিত লতা যেরূপ তরুর সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ যুবতী প্রিয়তমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতেছে।]

কবি এই উপমাটি খুব সম্ভবতঃ গ্রহণ করেছেন কালিদাস থেকেই। অকালবসন্তের বর্ণনায় তরু ও লতার আলিঙ্গনের কথা আছে—

পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ
স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপু-
র্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি॥

—কুমারসম্ভব ৩।৩৯

[কুসুমস্তবকগুলি স্তন যাহাদের
নবকিশলয়গুলি ওষ্ঠ মনোহর
বাঁধিল সে লতিকারা বাহু পাশ দিয়া
নম্রশাখা তরুদের গাঢ় আলিঙ্গনে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ]

[কেউ কেউ তরুর বাহু-পাশে লতা বাঁধা পড়ছে, এমন ব্যাখ্যা করেছেন—"গাছগুলি নবপল্লবে, নব নব শাখায় নুইয়া একেবারে যেন ঝুঁকিয়া পড়িল, আর তরুণ লতাগুলিও থোপা থোপা ফুলের ভারে যেন একটু ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে ঐ গাছগুলিকে জড়াইয়া নিমিষে নিমিষে গাছের উপর দিকে বাহিয়া উঠিতে লাগিল এবং বসন্তের মন্দ-সমীরণে লতার আরক্ত নবীন পল্লবনিচয় কাঁপিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মনে হইল, লতারূপিণী বধূরা যেন তাহাদের কুসুমগুচ্ছাকার পীনস্তনভারে ঈষৎ নম্রীভূত হইয়া তরুরূপ প্রিয়তমদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহাদের আরক্ত পল্লবরূপ মনোহর অধর, আবেগভরে তরতর করিয়া কাঁপিতেছে এবং বশংবদ প্রিয়তম তরুগণ তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া আলিঙ্গনার্থিনী আপন আপন মনোরমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে। বাহুপাশে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিতেছে।"[২০] রঘুবংশের 'অনন্তরাশোকলতাপ্রবালং প্রাপ্যেব চূতঃ প্রতিপল্লবেন', (৭।২১) ইত্যাদি শ্লোকের প্রেক্ষিতে এই ব্যাখ্যাই অধিকতর সম্ভব বলে মনে হয়। বিদ্যাপতিতে উভয় প্রকার অর্থই গৃহীত দেখতে পাই।]

অনুরূপ বর্ণনা পাই গোবিন্দদাসের একটি পদে—

বিনোদিনী মাধব কোর।
তমালে বেঢ়ল জনু কনকলতাবলি
দুহুঁরূপ আতি উজোর॥

—পদকল্পতরু ২৭৪৫

রাধামাধব দুহুঁ তনু মীলল
উপজল আনন্দকন্দ।
কনকলতায়ে তমাল জনু বেঢ়ল
রাহু গরাসল চন্দ॥

—পদকল্পতরু ২৮৩১

---

২০ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত ব্যাখ্যা—দ্রষ্টব্য: কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ বসুমতী সংস্করণ), পৃঃ ৪৯

অনুরূপ বর্ণনা পাই রায় শেখরের একটি পদে—

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব উপমা।
কুবলয় চান্দ মিলল একু ঠামা।।
শ্যামর নাগর নাগরী গোরি।
নীলমণি কাঞ্চনে লাগল জোরি।।
নিবিড় আলিঙ্গনে পিরীতি রসাল।
কনকলতা যৈছে বেঢ়ল তমাল।।

—পদামৃতমাধুরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬

উমাশঙ্করের মিলনেও কবি কালিদাস অনুরূপ চিত্র রচনা করেছেন—

পার্বতী তদুপযোগসম্ভবাং
বিক্রিয়ামপি সতাং মনোহরাম্।
অপ্রতর্ক্যবিধিযোগনির্মিতাম্
আম্রতেব সহকারতাং যযৌ।।

—কুমারসম্ভব ৮।৭৮

[না জানি কি ছিল সেই মধুরসে
না জানি সে কোন্ মন্ত্র
ঝঙ্কারি যেন উঠিল শিরায়
রতিসুবাদিনী যন্ত্র
আম্রের যেন ভাঙ্গিল স্বপন
সহকারে হল দ্রুত রূপায়ণ
যদিও বিকার তবু সে মোহন
দৈবের যোগতন্ত্র।]

সাগর-নদীর নিসর্গসম্ভোগ-কথা অপরূপ কাব্যসুষমায় কালিদাস বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে—

মুখার্পণেষু প্রকৃতি-প্রগল্ভাঃ
স্বয়ং তরঙ্গাধরদানদক্ষঃ।
অনন্যসামান্যকলত্রবৃত্তিঃ
পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ।।

—রঘুবংশ ১৩।৯

[প্রগল্ভা কামিনীর ন্যায় প্রবাহিণীগণ বীচিভরে নাচিতে নাচিতে আসিয়া যখন ইহার দিকে মুখ বাড়াইয়া দেয়, তখন সিন্ধুও অমনি স্বীয় তরঙ্গরূপ অধরদানপূর্বক তাহাদের আশা পূরণ করে। সিন্ধু প্রগাঢ়ভাবে যেমন ঐ নদীরূপিণী ললনাদিগের অধরসুধা পান করে, তেমনি তাহাদিগকেও নিজের অধর পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে।—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

ঘনশ্যাম দাসের নিম্নোক্ত রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ বর্ণনায় উপরি-উক্ত শ্লোকটির প্রচ্ছায়া পড়েছে, ধারণা—

ভাসল হাস কুমুদ পুলকাঙ্কুর
উয়ল স্বেদ-উদবিন্দু।
কহ ঘনশ্যাম দাস দুহু হোয়ল
যৈছে তটিনি অরু সিন্ধু ॥

—পদকল্পতরু ২০২১

প্রথমসমাগমকালীন ভীতচিত্ত রাধার কম্পিত দেহ বর্ণনা করতে গিয়ে নলিনীপাতাস্থিত জলের থরথর ভাবের সঙ্গে তুলনা করেছেন বিদ্যাপতি—

জইসে ডগমগ নলনিক নীর।
তইসে ডগমগ ধনিক সরীর ॥

—বি. প. ২৭৪

[অনুবাদ—যেমন পদ্মের উপর জল টলমল করে, সেইরূপ ধনীর অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।]

কালিদাসেও অনুরূপ বর্ণনা পাই। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের নায়িকা মালবিকা পরিণয়বেশে সজ্জিতা হয়ে আত্মগতভাবে নিজ অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছে—"জাণামি ণিমিত্তং কোদুআলংকারস্স, তহবি মে হিঅঅং বিসিণীপত্তগদং বিঅ সলিলং বেবদি" অর্থাৎ এই রহস্যপূর্ণ বেশভূষার কারণ কতকটা বুঝতে পারলেও কমলপত্রগত জলবিন্দুর মত আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কালিদাসের কবিভাষাকেই উত্তরাধিকার-সূত্রে বিদ্যাপতি হাত পেতে গ্রহণ করেছেন এখানে, মনে করি।

উপভুক্তা উমা প্রিয়তম পতিদেবতার মিলন-অত্যাচারের চিহ্নগুলি দেখার জন্য নির্জনে মুকুর নিয়ে বসে। সবেমাত্র অঙ্গ অনাবৃত করে দেখেছে, এমন সময়ে নিঃশব্দে শঙ্কর এসে পিছনে দাঁড়ায়। উমার করধৃত দর্পণে বিম্বিত হয় শঙ্করের হাসিহাসি মুখ। আরক্ত, নতনেত্র হয়ে পড়ে উমা—

দর্পণে চ পরিভোগদর্শিনী
পৃষ্ঠতঃ প্রণয়িনো নিষেদুষঃ।
প্রেক্ষ্য বিম্বমনু বিম্বমাত্মনঃ
কানি কানি ন চকার লজ্জয়া ॥

—কুমারসম্ভব ৮।১১

[মুকুর-ফলকে দেখে সখী উমা
দেহে পরিভোগচিহ্ন
রজনীর কথা মনে পড়ে যায়
কপোলপুলকস্বিন্ন
সহসা মুকুরে দেখিল চমকি
নিজমুখপাশে মুখ জাগে একি
'সখীরা রয়েছে হে প্রিয় কর কি' ?
—লতা বুঝি হয় ছিন্ন।]

কালিদাস অন্যত্রও অনুরূপ চিত্র রচনা করেছেন—

দর্পণেষু পরিভোগদর্শিনী
র্নর্মপূর্বমনুপৃষ্ঠসংস্থিতঃ।
ছায়য়া স্মিতমনোজ্ঞয়া বধূ
র্হ্রীনিমীলিতমুখীশ্চকার সঃ ॥

—রঘুবংশ ১৯।২৮

[রাজার চাঞ্চল্যে কোনো ললনা বিব্রত হইয়া গিয়া মুকুরে স্বীয় অঙ্গের পরিভোগ-চিহ্নগুলি একান্তে বসিয়া যখন দেখিতেন, তখন ক্ষিতীশ্বর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গিয়া সেই উপভোগবিধুরা কামিনীর পশ্চাদ্দেশে

দাঁড়াইতেন আর রাজার হাসিভরা মুখের ছায়া সেই মুকুরে নিপতিত হইত। তখন কামিনী লজ্জায় নয়ন মুদ্রণ করিয়া রহিতেন।—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

কাচিদ্ বিভূষয়তি দর্পণসক্তহস্তা
বালাতপেষু বনিতা বদনারবিন্দম্ ।
দন্তচ্ছদং প্রিয়তমেন নিপীতসারং
দন্তাগ্রভিন্নমবকৃষ্য নিরীক্ষতে চ ॥

—হেমন্তবর্ণন, ১৩শ শ্লোক

[কোনও সুন্দরী দর্পণ হাতে নিয়ে প্রভাতরৌদ্রে তাতে মুখ দেখে অলঙ্কৃত করছে এবং প্রিয়তমের দ্বারা নিঃশেষে চুম্বিত ও দন্তাগ্রের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত অধরটি হাত বুলাতে বুলাতে দেখছে।]

সঙ্কীর্ণসম্ভোগ রসোদ্গারের নিম্নোক্ত পদটিতে কালিদাসীয় বর্ণনার অনুসরণ রয়েছে, ধারণা। পদটি এই—

বিনহি সাধনে ভাঙ্গিলে কানাই
মানিনীর মানপনা।
মুখের সিঙ্গার করিতে আছিনু
মুকুর লইয়া মুঠে।
টোট কানাই অঙ্গ নিরখয়ে
দাড়াঞা আমার পিঠে ॥
চিকণ কাদিয়া আধেক দেখিনু
আধ মুকুরের পাশে।
গিম মোড়া দিয়া ফিরিয়া চাহিতে
চুম্ব দিয়া দিয়া হাসে ॥ (অজ্ঞাত)

—পদকল্পতরু ৬০৯

রসোদ্গারের একটি পদে রাধা কৃষ্ণের কৌতুকলীলার কথা সখীদের কাছে বর্ণনা করছে এরূপ—

সজনী কি কহব কৌতুক ওর।
অলখিতে হাত হাত মোর সরবস
মান-রতন গেও চোর ॥

অবনত বয়নে যবহুঁ হাম বৈঠলুঁ
বিগলিত কুন্তলভার।
উরু অম্বর করি সূত চরণে ধরি
গাঁথিয়ে মোতিম হার॥
লহু লহু পদ করি নূপুর পরিহরি
কৈছে আওল সেই ঢীট।
শীর শপথি দেই সখিগণে নিষেধই
লুকি রহল মঝু পীঠ॥
মৃগমদ চন্দনে মন চঞ্চল ভেল
হেরইতে বঙ্কিম গীম।
চিবুক চিকুর ধরি মুখ সমুখে করি
চুম্বয়ে বয়নক সীম॥ (কবিশেখর)

—পদকল্পতরু ৬১০

এই পদের সঙ্গে তুলনীয় কালিদাসের নিম্নোক্ত শ্লোকটি—

তেন দূতিবিদিতং নিষেদুষা
পৃষ্ঠতঃ সুরতবাররাত্রিষু।
শুশ্রুবে প্রিয়জনস্য কাতরং
বিপ্রলম্ভপরিশঙ্কিনো বচঃ॥

—রঘুবংশ ১৯।১৮

[বহু কামিনীবল্লভ অগ্নিবর্ণের যে রাত্রিতে যে কামিনীর নিকট উপগত হইবার প্রতিশ্রুতি পূর্ব হইতেই স্থির থাকিত, তিনি দূতীদিগের জ্ঞাতসারে অলক্ষিতে গিয়া সেই অপ্রত্যাশহৃদয়া বিরহিণীর পশ্চাদ্দেশে সেই রাত্রিতে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহারই বিরহাশঙ্কায় কাতরা সেই রমণীর দূতীর নিকটে 'সত্বর যাও, যেভাবে পার তাঁহাকে আনিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও—' প্রভৃতি বিলাপলহরী শ্রবণপূর্বক প্রচুর আমোদ পাইতেন।—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

পদটিতে কালিদাসের উপর্যুক্ত শ্লোকের প্রচ্ছায়া লক্ষ্য করা যায় না কি? রসোদ্গারের আর কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করি—

মো যদি সিনাও আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া
বাহু পসারিয়া রয় ॥
বসনে বসন লাগিব লাগিয়া
একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ আখর পাইলে
হরিষ হইয়া লেয়।
ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে
সে মখে সেদিন থাকে ॥ (রায়শেখর)

—পদকল্পতরু ৬৭৯

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম ॥
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিগে ধায় ॥ (জ্ঞানদাস)

—পদকল্পতরু ৬৮৭

উদ্ধৃত পদদুটির শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি মেঘদূতের—

আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ।
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥

[হিমাদ্রির যে বায়ু দক্ষিণে বয় তা হয়তো পূর্বে তোমার অঙ্গ স্পর্শ করেছে এই ভেবে আমি সেই বায়ু আলিঙ্গন করি।]

—ইত্যাদি এই শ্লোক এবং জয়দেবের 'বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গত পবনচলিতমপি রেণুম্'—এই চরণ মনে পড়ায়। পদকর্তাদের উপরে

জয়দেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়া অধিকতর সম্ভব। তাই-ই যদিও হয়, তাহলেও কালিদাসের পরোক্ষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

অবশ্য এই ভাবকল্পনা কালিদাসের মৌলিক নয়, রামায়ণে অনুরূপ ভাবকল্পনার পরিচয় পাই—

বাহি বাতঃ যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ।
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ॥

—যুদ্ধকাণ্ড ৫।৬

[সমীরণ! কান্তা যেখানে আছেন, তুমি সেখানে যাও। তাঁকে স্পর্শ করে এসে আমাকে স্পর্শ কর। তাপতপ্ত চোখ চাঁদ দেখে যেমন শীতল হয়, সেরূপ প্রিয়স্পর্শকারী তুমি আমাকে স্পর্শ করলে শরীর শীতল হবে।]

সম্ভোগান্তে নায়কনায়িকার অবসাদ বা আলস্যই রসালস। এই পর্যায়ে কুঞ্জকুটীরে সম্ভোগরজনী যাপনের ফলে রাধাকৃষ্ণের দেহমনে যে বিপর্যয় ঘটেছে তারই বর্ণনা রয়েছে। পূব আকাশে ঊষার অরুণরাগ দেখা দেয়। বনে বনে শুরু হয় পাখির কলকূজন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের অলস আঁখিতে ঘুমের ঘোর লেগে থাকে তখনো। সখীদের ডাকাডাকিতে, শুকসারীদের কলকাকলিতে শেষ পর্যন্ত কুঞ্জভঙ্গ ঘটে। বৈষ্ণব কবিদের রসালসের পদরচনার প্রেরণা-উৎস নিঃসন্দেহে জয়দেবের 'মধুরকোমলকান্তপদাবলী' গীতগোবিন্দ। তবে এ প্রসঙ্গে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এ উমা-শঙ্করের রসালসের বর্ণনা অবশ্যই উল্লেখ্য। জয়দেবে কেবল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কিন্তু কালিদাসে অনবদ্য কাব্যসুষমায় হিল্লোলিত সৌন্দর্যরূপের পরিচয় লাভ করি। প্রাসঙ্গিক শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা হল—

স ব্যবুধ্যত বুধস্তুবোচিতঃ
শাতকুম্ভকমলাকরৈঃ সমম্।
মূর্চ্ছনাপরিগৃহীত-কৈশিকৈঃ
কিন্নরৈ রুষসি গীতমঙ্গলঃ॥

তৌ ক্ষণং শিথিলিতোপগূহনৌ
দম্পতী চলিতমানসোর্ময়ঃ ।
পদ্মভেদনিপুণাঃ সিষেবিরে
গন্ধমাদনবনান্তমারুতাঃ ॥

ঊরুমূলনখমার্গরাজিভিঃ
তৎক্ষণং হৃতবিলোচনো হরঃ ।
বাসসঃ প্রশিথিলস্য সংযমং
কুর্বতীং প্রিয়তমামবারয়ৎ ॥

স প্রজাগরকষায়লোচনং
গাঢ়দন্তপরিতাড়িতাধরম্ ।
আকুলালকমরংস্ত রাগবান্
প্রেক্ষ্য ভিন্নতিলকং প্রিয়ামুখম্ ॥

তেন ভঙ্গি বিষমোত্তরচ্ছদং
মধ্যপিণ্ডিতবিসূত্রমেখলম্ ।
নির্মলেঽপি শয়নং নিশাত্যয়ে
নোজ্ঝিতং চরণরাগলাঞ্ছিতম্ ॥

—কুমারসম্ভব ৮।৮৫-৮৯

[ক্রমে ভোর হল ; দেবদল মিলি
গাহিলেন উষাসূক্ত
কনক-পদ্ম-আকরের সাথে
তন্দ্রারে করি লুপ্ত
কিন্নরদল উঠিল গাহিয়া
সহসা কাননে উদয় লভিয়া
কৈশিক রাগে মূর্ছনা দিয়া
জাগাল শিবেরে সুপ্ত ।

শিথিল করিল ধীরে দম্পতি
মিলনে নিবিড় ছন্দ
বক্ষে বক্ষে বাহুতে বাহুতে
কঠিন মধুর বন্ধ

কমলের কলি ফোটাতে নিপুণ
মানসেতে ঢেউ তোলা যার গুণ
সে বনবাতাস সেবিল দোঁহারে
ছড়ায়ে ফুলের গন্ধ।

প্রভাতে প্রথম নিজেরে হেরিয়া
উমা হল লাজে ভিন্ন
দুষ্ট বাতাস উড়ায় বসন
উরুমূলে একি চিহ্ন!
যেমনি বিথারি কর অনুপম
আনিবে সে উমা বাসে সংযম
অমনি সে কর রোধে প্রিয়তম
হায় সুমধুর বিঘ্ন।

'জাগর-অরুণ লোচনে তোমার
কোরো নাকো বাধা সৃষ্টি
আকুল অলক ও মুখে তোমার
মরুক এ মম দৃষ্টি
নাহি জানি প্রিয়ে কেন ভাল লাগে
উরসে উরুতে ও নখের দাগে
অধরেতে তব যে ব্যথাটি জাগে
মর্মে মাধুরী বৃষ্টি।'

মদনের রীতি বোঝা নাহি যায়
কতখানি তার শক্তি
সে মধুশয়ন ত্যজিতে প্রভাতে
হল না হরের ভক্তি
ভঙ্গিবিষম শয়ন-দুকূলে
রত্নমেখলা পড়েছিল খুলে
সে শয়ন ছিল ধরি প্রেয়সীর
চরণের অনু-রক্তি।]

—এই শ্লোকগুলির সঙ্গে তুলনায় বৈষ্ণব কবিদের প্রাসঙ্গিক রচনাংশ উদ্ধৃত হল—

বৃন্দাবচনহিঁ সব দ্বিজ-কুল ।
কূজয়ে চৌদিশে হোই আকুল ॥
শারিশুক তহিঁ কোকিল মেলি ।
কপোত ফুকারত অলিকুল কেলি ॥
... ...
ঐছন শবদ ভেল বন মাহ ।
জাগল দুঁহুজন নাগরি নাহ ॥
আলসে দুঁহু তনু দুহুঁ নাহি তেজে ।
শুতি রহল পুন কিশলয়-সেজে ॥ (বলরাম দাস)
—পদকল্পতরু ২৪৭৯

বিকসিত কুসুম ঝরই মকরন্দ ।
সব বন পবন পসারল গন্ধ ॥
মধু পিবি ধাবই মধুকর পুঞ্জ ।
গাবই ভ্রমি ভ্রমি কেলিনিকুঞ্জ ॥
কূজই কোকিল মধুকর নাদ ।
শুনি শুনি মনমথ মদ-উনমাদ ॥
উয়লহি হিম-কর উজর রাতি ।
ঝলকই তরুকুল কিশলয়-পাঁতি ॥
দশ দিশ পূরল খগ-গণ-গানে ।
বলরাম জানল নিশি অবসানে ॥ (বলরাম দাস)
—পদকল্পতরু ২৪৯৮

ঝঙ্করু বন ভরি মধুকর-মধুকরি
কূজই কোকিল বৃন্দ ।
শুনি তনু মোরি গোরি পুন শুতল
মুদি রহু নয়ন অরবিন্দ ॥ (বলরাম দাস)
—পদকল্পতরু ২৪৮৯

লহু লহু ছোড়ি গোরি তনু বৈঠলি
জাগল নাগর-রাজে ।
ও সুখ লাগি জাগি পুন নাগরি
শূতলি ঘুম-বিয়াজে ॥

হরি হরি অব সুখ-যামিনি-শেষে।
রতি-রসে ভোরি জোরি তনু শূতল
বিগলিত অম্বর কেশে ॥ (বলরাম দাস)
—পদকল্পতরু ২৪৮৩

হরি হরি অব দুহুঁ ঘুমক লাগি।
কোরে আগোরি ছরমভরে শুতলি
রতিরসে যামিনি জাগি ॥
রতিরসে অবশ কলেবর নাগর
উঠত থোরহি থোর।
প্রাণ পেয়ারি নেহারি বদন পুন
ভোরি রহল তছু কোর ॥ (বলরাম দাস)
—পদকল্পতরু ২৪৮৭

উদ্ধৃত পদগুলিতে কালিদাসেরই বর্ণনার দূরগত ছায়া লক্ষিত হয় না কি? পদগুলির সঙ্গে কালিদাসের উমাশঙ্করের রসালসের বর্ণনা মিলিয়ে পড়লে মনে হয়, বলরাম দাস কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এর সঙ্গে নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং সেই সূত্রে তাঁর রসালসের বর্ণনা মৌলিক হয়েও কালিদাসের বর্ণনার দ্বারা অনুরঞ্জিত, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।

রতিশ্রান্ত রাধার নিদ্রাভঙ্গান্তে বেশরচনা করে দেয় কৃষ্ণ। কৃষ্ণ-কর্তৃক বেশভূষাপ্রসাধিত এই রাধাকে অলঙ্কারশাস্ত্রানুযায়ী বলা চলে স্বাধীনভর্তৃকা রাধা। কৃষ্ণ-কর্তৃক রাধার বেশবাসসজ্জার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন বৈষ্ণব কবিরা—

আদর করি ধনি বৈঠায়ল পাশে।
নিজ হাথে বীজন লেই করই বাতাসে ॥
জল দেই ধোয়ত সো মুখ ইন্দু।
বসনে মুছায়ল ঘামক বিন্দু ॥
সরস চন্দন অঙ্গে আপনে মাখাই।
নিরখি বদনে কহত বলিহারি জাই ॥
কর্পূর তাম্বুল বদনে ধরি পুর।
গোপাল দাস তহি হেরই দূর ॥

করতলে কঙ্কুমে ও মুখ মাজই
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোকনে পুন পুন হেরই
আকুল গদগদ বোল॥
লোচন খঞ্জনে অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতি মূল।
অতসি কুসুম সরি ললিত হৃদয়ে ধরি
কৃপণ সম হেমতুল॥
যাবক চীত চরণ পর লীখই
মদন পরাজয় পাত।
গোবিন্দদাস কহই ভালে হোয়ল
কানুক আরকত হাত॥ (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ২০১৩

আনন্দে সুবদনি কছু নাহি জান।
বেশ বনায়ত নাগর কান॥
সিন্দুর দেয়ল সীঁথি সঙারি।
ভালহি মৃগমদপত্রক সারি॥
চিকুরে বনাওল বেণি ললীত।
কুঙ্কুম কুচযুগে করল রচীত॥
যাবক লেখল রাতুল চরণে।
জিবন নিছাই লেওল তছু শরণে॥
তাম্বুল সাজি বদন মাহা দেল।
পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল॥ (নরোত্তম দাস)

—পদকল্পতরু ২০১৪

—এ জাতীয় বহু পদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, বাহুল্য ভয়ে তা করা হল না। স্বাধীনভর্তৃকা রাধার পরিচয় জয়দেবের গীতগোবিন্দে পাই। কৃষ্ণ সুরতক্রীড়াশেষে রাধার নির্দেশমত প্রসাধন করে দিয়েছেন—

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়ো-
র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভরম্।

কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা-
বিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ ।।
—গীতগোবিন্দ ১২।২৫

[পয়োধরদ্বয় কস্তূরিকাপত্রে ও গণ্ডদেশ চন্দনে অনুলিপ্ত কর। জঘনদেশে কাঞ্চীদাম, কবরীতে পুষ্পমাল্য, হস্তে বলয় ও পদে নূপুর দাও। রাধা পীতাম্বরকে এরূপ বললে তিনি তাই করলেন।]

গীতগোবিন্দে রাধার ফরমায়েসের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এস্থলে বাহুল্যবিধায় তা উদ্ধৃত হল না। বৈষ্ণব কবিরা জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুসরণে স্বাধীনভর্তৃকা রাধার চিত্রাঙ্কন করেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তবে উল্লেখ্য যে, কালিদাসের নামে প্রচলিত কুমারসম্ভবের নবমসর্গে (কুমারসম্ভব ৮ম সর্গে সমাপ্ত, অধিকাংশ পণ্ডিতদের ধারণা) রতিক্রীড়ায় শ্রান্তাক্লান্তা বিস্রস্তবেশা উমার শ্রমাপনোদন ও প্রসাধন-রচনা করে দিচ্ছেন শঙ্কর, এরূপ পরিচয় পাই—

হরো বিকীর্ণং ঘনঘর্মতোয়ৈ-
র্নেত্রাঞ্জনাঙ্কং হৃদয়প্রিয়ায়াঃ ।
দ্বিতীয়কৌপীনচলাঞ্চলেনা-
হরন্মুখেন্দোরকলঙ্কিনোঽস্যাঃ ।।

মন্দেন খিন্নাঙ্গুলিনা করেণ
কম্প্রেণ তস্যা বদনারবিন্দাৎ।
পরামৃশন্ ঘর্মজলং জহার
হরঃ সহেলং ব্যজনানিলেন ।।

রতিশ্লথং তৎকবরীকলাপম্
অংসাবসক্তং বিগলৎপ্রসূনম্ ।
স পারিজাতোদ্ভবপুষ্পময্যা
স্রজা ববন্ধামৃতমূর্তিমৌলিঃ ।।

কপোলপাল্যাং মৃগনাভিচিত্র-
পত্রাবলীমিন্দুমুখঃ সুমুখ্যাঃ ।

স্মরস্য সিদ্ধস্য জগদ্বিমোহ-
মন্ত্রাক্ষরশ্রেণিমিবোল্লিলেখ ।।

রথস্য কর্ণাববিভ তন্মুখস্য
তাটঙ্কচক্রদ্বিতয়ং ন্যধাৎ সঃ ।
জগজ্জিগীষুর্বিষমেষুরেষ
ধ্রুবং যমারোহতি পুষ্পচাপঃ ।।

তস্যাঃ স কণ্ঠে পিহিতস্তনাগ্রং
ন্যধত্ত মুক্তাফলহারবল্লীম্ ।
যা প্রাপ মেরুদ্বিতয়স্য মূর্দ্ধি
স্থিতস্য গঙ্গৌঘযুগস্য লক্ষ্মীম্ ।।

নখব্রণশ্রেণিবরে ববন্ধ
নিতম্ববিম্বে রশনাকলাপম্ ।
চলস্বচেতোমৃগবন্ধনায়
মনোভুবঃ পাশমিব স্মরারিঃ ।।

ভালেক্ষণাগ্নৌ স্বয়মঞ্জনং স
ভঙ্ক্ত্বা দৃশোঃ সাধু নিবেশ্য তস্যাঃ ।
নবোৎপলাক্ষ্যাঃ পুলকোপগূঢ়ে
কণ্ঠে বিনীলেহঙ্গুলিমুজ্জঘর্ষ ।।

অলক্তকং পাদসরোরুহাগ্রে
সরোরুহাক্ষ্যাঃ কিল সন্নিবেশ্য
স্বমৌলিগঙ্গাসলিলেন
হস্তারুণত্বমক্ষালয়দিন্দুমৌলিঃ ।।

—কুমারসম্ভব ৯।১৯-২৭

[সুরতশ্রমে পার্বতীর ললাটদেশ হইতে বিগলিত স্বেদবিন্দুধারা নয়নাঞ্জন ধৌত করত যে অকলঙ্ক মুখচন্দ্রের চারিদিক কালিমাময় করিয়াছিল, প্রেমিকবর শঙ্কর ভাবাবেশে অবসন্ন, স্বেদযুক্ত, কম্পিত করে উত্তরীয়াঞ্চল দিয়া তাহা ধীরে ধীরে মুছাইয়া পুনশ্চ নিষ্কলঙ্ক করিলেন এবং শ্রমাপনোদনের জন্য ব্যজন সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

রতিরঙ্গে পার্বতীর কবরী শিথিল হইয়া স্কন্ধদেশে পড়িয়াছে এবং তাহা হইতে পুষ্পদামও বিগলিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর তাহা পুনর্বার পারিজাত কুসুমমালা দ্বারা সাজাইয়া বাঁধিয়া দিলেন।

চন্দ্রশেখর সেই সুমুখী উমার দুই গণ্ডে মৃগনাভি দ্বারা বিচিত্র সুরতব্যাপারে প্রোঞ্ছিত পত্রাবলী পুনশ্চ রচনা করিলেন। বোধ হয়, যেন, সুদক্ষ মদনের জগদ্বিমোহন মন্ত্রের অক্ষরশ্রেণী বিন্যস্ত হইয়াছে।

তৎপরে তাঁহার মুখরূপ রথের কর্ণদ্বয়ে চক্রাকৃতি তাটঙ্কদ্বয় (কানবালা) সন্নিবেশিত করিলেন। মনে হয়, নিশ্চয়ই বিশ্বরূপী মহাদেবের জয়াভিলাষে মদন দ্বিচক্ররথে আরোহণ করিলেন।

মহাদেব যখন পার্বতীর কণ্ঠে মুক্তামাল্য স্তনদ্বয়ের উপর লম্বিত করিয়া দিলেন, তখন তাহার শোভা একমাত্র পাশাপাশি দুইটি মেরুর শৃঙ্গদ্বয়ের উপর প্রবাহিত মন্দাকিনী প্রবাহদ্বয়েই সম্ভব।

সুরতকালীন উদ্দাম নখক্ষতশোভিত উমার নিতম্বদেশে প্রেমময় হর পুনশ্চ যে কাঞ্চীদাম বন্ধন করিলেন, তাহা মদনের চঞ্চল চিত্তহরণের বন্ধনার্থ পাশ বলিয়া মনে হইয়াছিল।

নিজ ললাটাগ্নিশিখায় স্বয়ং অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সেই পদ্মনয়নার ধৌতাঞ্জন নয়নযুগলে পুনশ্চ নিবেশিত করিলেন, পরে রোমাঞ্চিত সাতিশয় নীলবর্ণ স্বীয়কণ্ঠে ঐ অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিলেন।

শঙ্কর সেই সরোজাক্ষীর চরণকমলের অগ্রভাগ নিজহস্তে অলক্তরঞ্জিত করিয়া হস্তলগ্ন সেই অলক্তরাগ স্বীয় মস্তকস্থিত গঙ্গাসলিলে ধৌত করিলেন। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

জয়দেবের গীতগোবিন্দে কালিদাসের নামে প্রচলিত এই নবম সর্গের উদ্ধৃত শ্লোকগুলির প্রভাব রয়েছে, ধারণা। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে বৈষ্ণব পদকর্তাদের ক্ষেত্রে কালিদাসের (যদি তিনি এই অংশের রচয়িতা হন) পরোক্ষ প্রভাব স্বীকার করা চলে।[২১]

---

২১ কুমারসম্ভব বর্তমান আকারে যা পাওয়া যায়, তার সম্পূর্ণ অংশ কালিদাসের রচনা নয় বলে পণ্ডিতদের ধারণা। সপ্তমসর্গ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে কালিদাসের রচনা

সম্ভোগ ও মিলনের রূপ-অঙ্কনে কালিদাস বৈষ্ণব কবিদের কতটা প্রেরণাস্থল ছিলেন, তা আমাদের আলোচনায় আভাসিত হয়েছে। একথা ঠিক যে, এই রতির আরতির উজ্জ্বল আলোকদীপ্তি জয়দেবেই সমধিক বিচ্ছুরিত। পদাবলী সাহিত্যের জনৈক রসজ্ঞ সমালোচকের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি—"পরিণত যৌবন এবং কামপূর নায়ক-নায়িকার মিলনের কথা বলিতে গেলে সহজেই গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গের কেলিকোবিদ জয়দেব কবির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে স্মরশরজর্জর কৃষ্ণকে, সসাধ্বস সানন্দা রাধাকে, শ্যামল মৃদুল কলেবর কৃষ্ণের উল্লাসহাস্য, লোললোচনা পরিরম্ভণ-পুলকিত-মুকুলিত রাধার গুরুহর্ষের অব্যক্ত কূজন। দ্বাদশ সর্গের চরম মিলনের স্তরগুলি একে একে উপস্থিত হয়, প্রথমে কৃষ্ণের স্নিগ্ধ চাটুবচন, তারপর রাধাকে আকর্ষণ—তারপর শৃঙ্গার—তারপর রতিরণ—বিহার—বিপরীত বিহার—রতিক্লান্তি, বিগলিত বিমুক্ত দেহদর্শনে সুখবোধ—উপভুক্তা স্খলিতাঞ্চলা রাধার প্রৌঢ় প্রগল্‌ভতা—অলজ্জ ও আদরিণী ভাষায় কৃষ্ণকে স্বীয় দেহের বেশবিন্যাসে নির্দেশ—সুপ্রীত দামোদর কর্তৃক স্নিগ্ধ কামনায় রাধার তনুরচনা ও অর্চনা—এই সকলই—ভারতীয় শৃঙ্গারকাব্যের এই সমগ্র মিলনগীতি—জয়দেব তাঁহার শেষ সর্গে ধরাইয়া দিয়াছেন" (শঙ্করীপ্রসাদ বসু: চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৯৪)।

তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, শঙ্করউমার মিলনগীতিই জয়দেবের রাধাকৃষ্ণের মিলনগীতির আদর্শস্থল। কুমারসম্ভবের অষ্টম ও নবম সর্গে কালিদাস-অঙ্কিত উমাশঙ্করের মিলনমধুর আলেখ্যটি অনুধাবনে রসজ্ঞ সহৃদয় পাঠক আমাদের মতের সারবত্তা অনুভব করবেন।

বলে স্বীকৃত। অষ্টমসর্গও অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে কালিদাসেরই রচনা। নবম সর্গ থেকেই বাকী সর্গগুলির রচনাকার হিসাবে কালিদাসের উল্লেখ সংশয়পূর্ণ ব্যাপার। অধুনাতন কালে কোন কোন পণ্ডিত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে নবম থেকে সপ্তদশসর্গও কালিদাসের রচনা। এবিষয়ে অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় রচিত 'The Authorship of the Latter Half of the Kumarsambhava' (J. A. S. B. Vol. XX No. 2) শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব কাব্যে রাধার মানের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাসে মানিনী নায়িকার মানের পরিচয় অল্পই। এতদ্‌সত্ত্বেও মানিনী রাধার চিত্রঅঙ্কনে কালিদাসের ভাবপ্রচ্ছায়া কোথাও কোথাও কার্যকরী হয়েছে, আমাদের ধারণা। কৃষ্ণবক্ষে মরকতমণি শোভা পায়। স্বচ্ছ সেই মণিতে বিম্বিত হয় রাধার কমতনু। কিন্তু রাধা সেই বিম্বিত নিজ তনুকে ভাবে অন্য কোন ভামিনীর তনু বলে। অমনিই কঠিন মানে মানিনী হয় রাধা।

মরকত-দরপণ শ্যাম-হৃদয় মাহা
আপন মুরুতি দেখি রাই।
গুরুয়া কোপ অধর ঘন কাঁপই
অরুণ নয়ান ভৈ যাই ॥
দেখ দেখ কানুক রঙ্গ।
আনহি রমণি হৃদয়ে করি বঞ্চই
ঐছন না দেখিয়ে ঢঙ্গ ॥
এত অনুমানি বিমুখি ভৈ বৈঠলি
কানু সে পড়লহিঁ ধন্দ।
কাহে কমলমুখি মোহে উপেখসি
তুহুঁ হাম নহ কিছু দন্দ ॥
কত পরকারে মিনতি করু মাধব
তব ধনি উতর না দেল।
দর দর হৃদয় নয়নযুগ ছলছল
মনমথে জর জর ভেল ॥
চরণ-কমল করে পরশি মাথে ধরু
সরস পরশ অভিলাষ।
তুয়া বিনু রাতি দিবস নাহি জানত
কহতহিঁ প্রেমক দাস ॥

—পদকল্পতরু ৫৯২

অনুরূপ ভাবের আর একটি পদ উদ্ধৃত হল—

রসবতি যাই রসিক-বর ঠাম।
শ্যাম-তনু-মুকুরে হেরই অনুপাম ॥

নিজ প্রতিবিম্ব শ্যাম-অঙ্গে হেরি ।
রোখি কহত ধনি আনন ফেরি ।।
নাগর এক কিয়ে চঞ্চল ভেলি ।
হামারি সমুখে করু আন সঞে কেলি ।।
এত কহি রাই করল তহি মান ।
আন ঠামে চললি উপেখিয়া কান ।।
সহচরিগণ তব কতয়ে বঝায় ।
উদ্ধব দাস মিনতি করু পায় ।।

—পদকল্পতরু ৫৮৭

বৈষ্ণব কবিদের এই কল্পনা মৌলিক নয়, অনুমান। ধারণা যে, কালিদাসের নামে প্রচলিত কুমারসম্ভবের নবম সর্গের একটি শ্লোক এই জাতীয় পদগুলি রচনার মৌল প্রেরণা। শ্লোকটি এই—

বিলোক্য যত্র স্ফটিকস্য ভিত্তৌ
সিদ্ধাঙ্গনাঃ স্বপ্রতিবিম্বমারাৎ ।
ভ্রান্ত্যা পরস্যা বিমুখীভবন্তি
প্রিয়েষু মানগ্রহিলা নমৎসু ।।

—কুমারসম্ভব ৯।৪০

[এখানে সিদ্ধরমণীগণ দর্পণায়িত স্ফটিক ফলকে প্রতিফলিত নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দূর হইতে দর্শন করত অন্য কামিনীভ্রমে অভিমানিনী হইয়া পাদপ্রণত প্রণয়ীর কাতর প্রার্থনা গ্রাহ্য করে না।—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

রাধা মানিনী হয়েছে। বৈষ্ণব কবিরা রাধাকে মানভঙ্গের জন্য মিনতি জানিয়ে বলে—জীবনযৌবন সবই চঞ্চল। সুতরাং যৌবনের মদিরমুহূর্ত যদি মান করাতেই কেটে যায় তাহলে জীবন যে বৃথাই যাবে। সুতরাং রাধার অবিলম্বে মান ত্যাগ করা উচিত—

মানিনি কুসুমে রচলি সেজা মান মহৎ তেজ
জীবন জউবন ধনে ।

আজু কি রয়নি জদি বিফলে জাইতি
পুনু কালি কে জান জিবনে ॥ (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৮৩৮

[অনুবাদ—হে মানিনি, কুসুম দিয়া শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছি। মহার্ঘ মান ত্যাগ কর, জীবনে যৌবনই ধন। আজিকার রাত্রি যদি বিফলে যায়, কাল জীবনে কি হইবে কে জানে?]

গেল জৌবন পুনু পলটি ন আবএ
কেবল রহ পছতাবে। (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ২৬০

[অনুবাদ—যৌবন একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না; কেবল পশ্চাত্তাপ থাকে।]

জউবন জীবন বড় নিরাপন
গেলে পলটি ন আব। (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ১৬১

[অনুবাদ—যৌবন জীবন বড় পর (নিরাপন—আপন নয়) গেলে ফিরিয়া আসে না।]

বিদ্যাপতির এই উদ্ধৃত পদাংশগুলি কালিদাসের নিম্নোক্ত শ্লোকার্ধের প্রতিধ্বনি মনে হয়—

ত্যজত মানমলং বত বিগ্রহৈ-
র্ন পুনরেতি গতং চতুরং বয়: ।
—রঘুবংশ ৯।৪৭

[মানিনীগণ, আর কেন, মান পরিত্যাগ কর, কেন বৃথা কলহ? ভুলিও না যে, উপভোগক্ষম এই দুর্লভ নবীন যৌবন বড়ই চঞ্চল, একবার গেলে আর ফিরিবে না। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

রাধার রোষকুটিল, কঠিন তীব্র মানের পরিচয় বলরাম দাসের একটি পদে অতি সুন্দর ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণ পায়ে ধরে রাধাকে শান্ত

করতে চেয়েছে কিন্তু রাধা পা দুটি ছাড়িয়ে নিয়ে অবজ্ঞাভরে চলে যায়। কৃষ্ণ হতমান, বিষণ্ণ দাঁড়িয়ে থাকে একাকী—

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
করযোড়ে মাধব মাগে পরসাদ ॥
নয়নে গলয়ে লোর গদ গদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
চরণযুগল ধরি করু পরিহার।
রোই রোই বচন কহই নাহি পার ॥
মানিনি না হেরই নাহ-বয়ান।
পদতলে লুঠয়ে নাগর কান ॥
চরণ ঠেলি চলি যায়ত রাই।
বলরাম দাস কানু-মুখ চাই ॥

—পদকল্পতরু ৪১৪

একেবারে যেন কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যের ছবি। প্রমোদউদ্যানে অগ্নিমিত্রকে মালবিকার প্রতি প্রেমনিবেদন করতে দেখে রাণী ইরাবতী ক্রোধারুণ হয়ে ওঠে। অগ্নিমিত্র নিজ অপরাধ বুঝতে পেরে চাটুবাক্যে ইরাবতীকে প্রসন্ন করার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু ইরাবতী তাতে প্রসন্ন হয় না। অগ্নিমিত্র তখন পায়ে লুটিয়ে পড়ে "পাদয়োঃ পততি"। ইরাবতী তাতেও গলে না। "শঠ ণ কৃখু ইমে মালবিকাএ চলণা, জে দে বিসেসেণ দোহলং পুরয়িস্সন্তি" অর্থাৎ "শঠ, এ তো মালবিকার চরণ নয়, যে মনের মতন করে দোহদ পূরণ করবে"—এই বলে রাণী ইরাবতী চেটীসহ নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। বিদূষক এই ঘটনার কালে উপস্থিত ছিল। রাজাকে এরূপ অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে সকৌতুকে বলে—ঢের হয়েছে, উঠে পড়। রাজাও তখন উঠে দাঁড়ায়।

এখানে অতি সহজে অগ্নিমিত্রকে কৃষ্ণরূপে, রাণী ইরাবতীকে রাধারূপে আর বিদূষককে যেন সকৌতুকে রাধাউপেক্ষিত কানুর দুর্দশা প্রত্যক্ষকারী পদকর্তা বলরাম দাস রূপে ভেবে নিতে পারি।

মানিনী রাধার মানভঞ্জনে কবি জয়দেব যে চরম কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, সেই কবি জয়দেব কালিদাসের পদতলে বসেই মানিনীর মানভঞ্জনের বাণী আহরণ করেছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই উচ্চারণ করিয়ে জয়দেব বৈষ্ণব সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। সর্বশক্তীশ্বর হয়েও প্রণয়িনীর মানভঙ্গের জন্য পদপল্লব মস্তকে ধারণের প্রার্থনা অসামান্য সন্দেহ নেই—তবে এর মূলে কালিদাসের প্রেমিক শঙ্করের একটি উক্তি প্রেরণা জুগিয়েছে, ধারণা। জয়দেব যে কালিদাসের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন তা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনার মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরা: জয়দেবের এই ভাবকল্পনায় কালিদাসের প্রভাব থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। পার্বতীর তপস্যায় মুগ্ধ মহাযোগীশ্বর শঙ্কর যখন উমার সুকোমল দুর্বল সুন্দর বাহুর করুণ আকর্ষণে ধরা দিলেন, তখন তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হল প্রেমের সুদুর্লভ বাণী—

অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ
ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।

—কুমারসম্ভব ৫।৮৬

[তখন সেই স্বমূর্তিধর চন্দ্রশেখর বললেন—হে অবনতাঙ্গি! তুমি তপস্যা দ্বারা আমাকে ক্রয় করেছ। আজ হতে আমি তোমার দাস হলাম।]

আমাদের দৃঢ় ধারণা, প্রেমিক মহাদেবের এই বাণীমন্ত্রেই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন জয়দেবের প্রেমিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ আর তাই সহজেই তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে ঐ স্মরণীয় উক্তি।

পাদপতিত কৃষ্ণকে ফিরিয়ে দিয়ে মানিনী রাধা প্রিয়ের করুণ মুখ স্মরণ করে অনুতাপানলে দগ্ধা হয়। মান করার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে। এই রাধাই কলহান্তরিতা রাধা। 'কলহান্তরিতা'-তে মিশে রয় বিপ্রলম্ভের সুর—বেদনার আর্তি। বৈষ্ণব কবিরা কলহান্তরিতা

রাধার কণ্ঠে বেদনার্তির যে বাণীরূপ দিয়েছেন, তার কোথাও কোথাও কালিদাসের রতিবিলাপের ভাষা ও সুর প্রতিধ্বনিত দেখতে পাই—

লাগল কুদিন কয়ল হাম মান।
অবহুঁ না নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥ (বিদ্যাপতি)

—পদকল্পতরু ৪৫২

কাতর দীঠে মীঠ বচনামৃতে
কতরূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ সীম নাহি আনলুঁ
অব হিয়ে তুষ-দহ দাহ ॥
সে হেন রসিক পিয়া কাহাঁ রহু কাহাঁ করু
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর। (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ৪৫৩

হরকোপানলে দগ্ধ মদনকে দেখে রতির বিলাপের ভাষা "তদিদং গতমীদৃশীং দশাং ন বিদীর্য্যে কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ"—এরই মুক্তানুবাদ "অবহুঁ না নিকসয়ে কঠিন পরাণ" বলা চলে না কি?

প্রিয়সঙ্গসুখস্মৃতির কথা উল্লেখ করে রতি অশ্রুভরা কণ্ঠে বলে—

শিরসা প্রণিপত্য যাচিতানি
উপগূঢ়ানি স বেপথূনি চ।
সুরতানি চ তানি তে রহঃ স্মর
সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে ॥

—কুমারসম্ভব ৪।১৭

[প্রিয়তম মোর! শান্তি না পাই
মনে পড়ে কথা যত গো
পরশের লাগি চরণে লুটিতে
মাগিতে মিলন এ বাহু দুটিতে
গোপনে বিহার কত গো।]

প্রসঙ্গ ভিন্ন হলেও ভাবে-ভাষায়, সুরে আশ্চর্যরকমের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না কি?

সে হেন রসিক পিয়া কাহাঁ রহু কাহাঁ করু
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।

—ইত্যাদি গোবিন্দদাসের পদের উক্ত অংশটুকু উপরি-উদ্ধৃত 'সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে'-রই অনুবাদ মনে হয়।

বাৎসল্যরসের বর্ণনাতেও কবি কালিদাসের বর্ণনাভঙ্গী লক্ষণীয়। কৃষ্ণকে দেখে যশোদার স্তনক্ষরণের যে চিত্র বৈষ্ণব কবিরা এঁকেছেন—

স্তনক্ষীরে আঁখিনীরে বসন ভিজিয়া পড়ে
বেশ বনাইতে কাঁপে কর। (অজ্ঞাত)
—পদকল্পতরু ১১৭৯

স্তনক্ষীরে ভিজিল রাণীর সব বাস। (ঘনরাম দাস)
—পদকল্পতরু ১১৮০

স্তন খিরে ভীগল পহিরণ-চীর। (মোহন)
—পদকল্পতরু ১২১১

—তাতে কালিদাসের নিম্নোক্ত বর্ণনারই প্রভাব অনুস্যূত মনে হয়। পুত্র আয়ুকে দেখে উর্বশীর স্তনক্ষরণের চিত্র এবংরূপ—

ইয়ং তে জননীপ্রাপ্তা ত্বদালোকনতৎপরা।
স্নেহপ্রস্নবনির্ভিন্নমুদ্বহন্তী স্তনাংশুকম্॥
—বিক্রমোর্বশীয়, ৫ম অঙ্ক

প্রেমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিরহ। কাজেই সর্বদেশে ও সর্বকালে বিরহ বর্ণনাতেই প্রেমকবিতায় চরম উৎকর্ষ দেখা গেছে। সুতরাং বৈষ্ণব কবিরাও বিরহবর্ণনাতে যে কাব্যসৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন, তা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক। "বৈষ্ণব পদাবলীর পট একটিমাত্র মূর্তির দ্বারা অঙ্কিত। সে মূর্তি বিরহিণী রাধার।" পদাবলী গান রাধার বিরহবেদনার নয়নজলে সিক্ত, আর্দ্র। রাধার এই অশ্রুম্লান বিরহিণী মূর্তি অঙ্কনেও বৈষ্ণব কবিরা সেই একজনের কাছে ঋণী মনে করি, তিনি কবি কালিদাস। রাধাকৃষ্ণের দেহরূপ-

সৌন্দর্য, পূর্বরাগ, সম্ভোগমিলন ইত্যাদি বর্ণনাতে বৈষ্ণব কবিরা যেরূপ কালিদাসকে অনুসরণ করেছেন, রাধাকৃষ্ণের বিরহবেদনা বর্ণনাতেও সেরূপ কালিদাসকে যে আদর্শরূপে বরণ করেছিলেন, তার পরিচয় মিলে। সত্য যে, কৃষ্ণবিরহবিধুর চৈতন্যের ভাবাবস্থার ছায়া বৈষ্ণব কবিদের রাধাতে গভীরভাবে পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এও স্বীকার্য যে প্রাক্‌চৈতন্য বৈষ্ণব কবির বিশেষ করে বিদ্যাপতির রাধা চৈতন্যের আদল পায়নি। অথচ বিরহক্লেশক্ষীণ রাধার চিত্রণে বিদ্যাপতিই সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী। বিদ্যাপতির এই সাফল্যের মূলে কালিদাসের অবদান রয়েছে, মনে করি। বিদ্যাপতির তথা বৈষ্ণব কবিদের রাধার বেদনাময় গানে কালিদাসেরই নায়িকাদের বিপ্রলম্ভ বেদনাগানের সুরভিনির্যাস মাখানো। অবশ্য কালিদাসের নায়িকাদের বিপ্রলম্ভ-বেদনায় রাধার বিরহবেদনার উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাববিশুদ্ধি খুঁজে পাওয়া যাবে না সত্য কিন্তু তাতে যে ক্ষীণমাত্র আভাসও ফুটে ওঠেনি, এমন কথা বলা চলে না। প্রচলিত ধারণায় কালিদাস কেবলমাত্র সৌন্দর্য ও সম্ভোগের কবি, তাঁর বিপ্রলম্ভে সম্ভোগের আর্তি প্রবল। কিন্তু এ বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মত গভীরভাবে অনুধাবনীয়। কবিগুরু বলেছেন—'কালিদাসের সৌন্দর্যচাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্যবিলাসেই শেষ হইয়া যায় না—তাহাকে অতিক্রম করিয়া কবি তবে ক্ষান্ত হইয়াছেন' (কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা – প্রাচীন সাহিত্য)।

কালিদাসের কাব্যলোকে কবিগুরু যা খুঁজে পেয়েছেন, তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার হেতু আমরা দেখি না। বরং আমরা তা সমর্থনই করি। দুষ্যন্তশকুন্তলার রূপসম্ভোগকে বিরহের অনলস্নানে শুদ্ধ করে এক উচ্চতর প্রেমলোকে স্থাপিত করেছেন। কঠোর

তপশ্চর্যায় উমার দেহনিষিক্ত রক্তিম প্রণয়াকাঙ্ক্ষা ধূসর ম্লান হয়ে শুদ্ধ পবিত্র রূপ ধারণ করেছে। যক্ষের আর্তির মধ্যে সম্ভোগের বাসনা থাকলেও বিরহের অশ্রুপ্লাবনে প্রেমের ভোগলিপ্সা ও স্থূলবস্তুতন্ত্রতা ধুয়ে মুছে এক বিশুদ্ধ উচ্চতর প্রেমচেতনায় বিলীন হয়ে গেছে। তাঁর প্রথম রচনা বলে অনুমিত ঋতুসংহারেও সম্ভোগ অপেক্ষা বিপ্রলম্ভই প্রধান হয়ে উঠেছে।[২২] প্রেম প্রকৃষ্ট ও প্রগাঢ় হলে দেহকে অতিক্রম করে। তখন দেহাভিলাষশূন্য প্রেমই উচ্চলোকগামী হওয়ায় লৌকিক বিরহ অধ্যাত্মবিরহের মহিমা লাভ করে। ঐ অধ্যাত্মবিরহ মানবিক প্রেমেরই সমুন্নত রূপমাত্র বলা যায়। এরূপ বিরহের গান-রচনায় কালিদাস অসফল, একথা বলা সঙ্গত হবে না। কবি-অঙ্কিত প্রিয়বিরহিত নারীর বেদনাহত মূর্তি সংক্ষিপ্তরেখ হলেও বিরহের প্রগাঢ়গভীরতা তাতে সহজ প্রতিভাসিত। মারীচ-আশ্রমে শকুন্তলাকে কবি যখন 'বসনে পরিধূসরে বসনা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী' করে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করান, তখন তার এক উচ্চতর বিরহরূপ নিঃসন্দেহে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কালিদাসের এই সমুন্নত বিরহবেদনার রূপটি বৈষ্ণব কবিরা রাধার বিরহরূপ অঙ্কনে আদর্শরূপে সামনে রেখেছিলেন, এমন অনুমানে অযথার্থতা দেখি না। বৈষ্ণব-কবিদের রাধাবিরহে ভাগবতের ব্রজযুবতীদের কৃষ্ণবিরহিত গভীর প্রেমার্তির অনুরঞ্জন আছে সত্য, তবুও কালিদাসের অঙ্কিত বিরহের

---

২২ উচ্ছ্বাসয়ন্ত্যঃ শ্লথবন্ধনানি
গাত্রাণি কন্দর্প-সমাকুলানি।
সমীপবর্তিষ্বধুনা প্রিয়েষু
সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্য্যঃ ॥

—ঋতুসংহার, বসন্তবর্ণন, ৮ম শ্লোক

[প্রিয়তমে! বসন্তের এমনই প্রভাব যে, ঐ দেখ, স্ব স্ব প্রণয়ভাজন সমীপে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কামিনীরা কেমন যেন সমুৎসুক, উৎকণ্ঠিত ও বিরহাতুরবৎ হইয়া উঠিতেছে; তাহাদের মদনসন্তাপক্লিষ্ট কলেবর থাকিয়া থাকিয়া কেমন যেন উচ্ছ্বসিত ও পরক্ষণেই আবার শিথিলগ্রন্থি, একেবারে অলস-অধীর হইয়া পড়িতেছে।—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

আদর্শও যে তাঁদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল, তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। পদাবলীর বিরহিণী রাধার অশ্রুসিক্ত যে ম্লান মূর্তিটি অঙ্কিত পাই, তার পশ্চাতে একটিমাত্র মূর্তিকে আবিষ্কার করা চলে তা কালিদাসের বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার মূর্তি। বৈষ্ণব কবিদের রাধার বিরহগান রচনায় ছায়া ফেলেছে মেঘদূতের বিরহগান। বিদগ্ধ সমালোচকের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি—"ভারতীয় সাহিত্যে প্রেমকবিতার (অথবা গীতিকবিতার) ইতিহাসে মেঘদূতের একটি বিশেষ মূল্য আছে। নরনারীর প্রেমসম্পর্কে শুধু বিরহ লইয়া বিরচিত ইহাই প্রথম কাব্য, এমন কি মূল কবিতা (মেঘদূতের এই মূল্য রবীন্দ্রনাথই নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন)। মেঘদূতে যাহার প্রথম পদক্ষেপ ভারতীয় সাহিত্যের সেই প্রেমকবিতা বৈষ্ণব পদাবলীতে বিচরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মেঘদূতে প্রিয়াবিরহ, বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রিয়বিরহ, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে নিখিল বিরহ" (সুকুমার সেন : ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম সং, পৃঃ ২৮২)। আমাদের উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা এই মন্তব্য থেকে সমর্থিত হয়।

কৃষ্ণবিরহে বেদনালীনা রাধার যে ছবি বৈষ্ণব কবিরা এঁকেছেন, তার পরিচয় এরূপ –

মাধব অনুদিনে খিনি ভেলি রাহি।
চৌদসি চান্দহু চাহি ॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৫৪২

[অনুবাদ—মাধব, রাহী (রাধা) দিনে দিনে (কৃষ্ণপক্ষের) চতুর্দশীর চন্দ্র অপেক্ষাও ক্ষীণ হইল।]

তুঅ গুণ কহি কহি মুরুঝি পলএ
মহি রয়নি গমাবএ জাগী ॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৫৪৫

[অনুবাদ—তোমার গুণ কহিয়া কহিয়া মূর্ছিত হয়, মাটিতে শুইয়া জাগিয়া রাত্রি কাটায়।]

মলিন কুসুম তনু চীরে।
করতল কমল নয়ন ঢর নীরে।। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৫৪৮

[অনুবাদ—তাহার দেহ, বস্ত্র ও কুসুম মলিন; মুখকমল করতলে লগ্ন, নয়নে অশ্রু বহিতেছে।]

সয়ন মগন ভেল তাহেরি দেহা।
কুহু তিথি মগনি জইসনি সসিরেহা।। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৫৪৯

[অনুবাদ—তাহার দেহ শয্যায় মগ্ন (লীন) হইয়াছে, অমাবস্যা তিথিতে যেমন শশী-রেখা (লীন হয়)।

দিবসে দিবসে খিনী বালী
চাঁদ অবথাএँ জাঈ। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৫৫০

[অনুবাদ—বালা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া (কৃষ্ণপক্ষের) চন্দ্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে।]

করতল লীন সোভএ মুখচন্দ।
কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ।। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ১৭০

[অনুবাদ—করতললীন মুখচন্দ্র শোভিতেছে, (যেন) অভিনব অরবিন্দে কিশলয় মিলিত হইয়াছে।]

এব ভেল বিপরিত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদক রেহা।।
বাম করে কপোল লুলিত কেস-ভার।
কর-নখে লিখ মহি আঁখি-জলধার।। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ১৭৬

[অনুবাদ—দিবসে যেমন চন্দ্র-লেখা মলিন দেখায়, সেইরূপ তাহার দেহ মলিন হইয়াছে। তাহার গালে হাত, কেশভার অবিন্যস্ত, চোখের জলে করনখ দিয়া ভূমিতে লিখিতেছে।]

ধরনী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠই
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিস হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা ॥
তোহারি বিরহ দিন খেণে খেণে তনু খিণ
চৌদসি চাঁদ সমান। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ১৭৯

[অনুবাদ—মাটিতে ভর দিয়া কত বার বসে, আর সেখান হইতে উঠিতে পারে না। কাতর নয়নে চারিদিকে তাকায়, চোখ দিয়া জলধারা বহিতে থাকে। তোমারই বিরহে দিন দিন (কৃষ্ণা) চতুর্দশীর চাঁদের সমান ক্ষীণ তনু হইতেছে।]

করহি মিলল রহু মুখ নহি সুন্দর
জনি খিন দিবসক চন্দা।
প্রকৃতি ন রহ থির নয়ন গরঅ নির
কমল গরএ মকরন্দা ॥
হে মাধব তুঅ গুণে ঝামরি রামা।
দিনে দিনে খিন তনু পিড়এ কুসুমধনু
হরি হরি লে পএ নামা ॥

নিন্দঅ চন্দন পরিহর ভূসন
চাঁদ মানএ জনি আগী। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ১৮৪

[অনুবাদ—(সর্বদা) করতললগ্ন মুখের সৌন্দর্য নাই, যেন দিবা-ভাগের ক্ষীণ চন্দ্র। প্রকৃতি স্থির নাই, নয়নে অশ্রু বহিতেছে, (যেন) কমল হইতে মধু ক্ষরিতেছে। হে মাধব, তোমার গুণে সুন্দরী মলিন (হইয়াছে), দিনে দিনে তনু ক্ষীণ, মদন পীড়া দিতেছে, হরি হরি নাম

লইতেছে। চন্দনের নিন্দা করে, ভূষণ পরিহার করে, চন্দ্রকে যেন অগ্নি মনে করে।]

মাধব সো অব সুন্দরি বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নিঝর
জনু ঘন-সাওন মালা।
পুনমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সে ভেল অব সসি-রেহা।
কলেবর কমলকাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে খীন ভেল দেহা॥ (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৭৩৫

[অনুবাদ—মাধব, সেই সুন্দরী বালার নয়ন হইতে শ্রাবণ মেঘমালার মত অবিরত অঝোরে বারি ঝরিতেছে। পূর্ণিমার চন্দ্রবিনিন্দিত সুন্দর মুখ এখন (প্রতিপদের) শশিরেখার ন্যায় হইয়াছে। কমলের সৌন্দর্যকে জয় করে এমন যে কামিনীর কলেবর তাহা দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে।]

হিম হিমকর পেখি কাঁপয়ে খন খন
অনখন ঝরয়ে নয়ান।
হরি হরি বোলি ধরণি ধর লুঠই
সখি-বোধে ন পাতয়ে কান॥
....
নব কিশলয় রচি শয়নে সুতায়ই
অধিক ভেল জনু আগি।
কিয়ে ঘর বাহির পড়য়ে নিরন্তর
অহনিশি খেপায় জাগি॥ (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৭৩৬

[অনুবাদ—শীতল চন্দ্র দেখিয়া ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠে; নয়ন হইতে অনুক্ষণ জল ধারা বহে। হরি হরি বলিয়া ধরণীতলে লুণ্ঠিত হয়; সখীদের প্রবোধে কান দেয় না। ...নব কিশলয় দিয়া শয্যা রচনা করিয়া শোয়ানো হইল, কিন্তু তাতে আগুনের চেয়ে বাড়া হইল।

এ সব সময়ে ঘর আর বাহির করিয়া বেড়ায়; অহর্নিশি জাগিয়া কাটায়।]

সুন সুন মাধব পড়ল অকাজ।
বিরহিনী রোদিতি মন্দির মাঝ॥
অচেতন সুন্দরী ন মিলএ দিঠি।
কনক পুতলি জৈসে অবনীএ লোঠি॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৭৩৯

[অনুবাদ—মাধব, শুন শুন অকাজ (অন্যায় কাজ) হইল। গৃহাভ্যন্তরে বিরহিণী ক্রন্দন করিতেছে। সুন্দরী অচৈতন্য হইয়া রহিল, চোখ খুলে না। সোনার পুতুল যেন ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেছে।]

ফুয়ল কবরি ন বান্ধে সম্বরি
ধনি জে অবস এতা।
রুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
সখিনি-সঙ্ঘ সমেতা॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৭৪১

[অনুবাদ—সে আলুলায়িত কুন্তল সংবৃত করে না, ধনি এতই দুর্বল (অবশ)। সখীগণের মধ্যে তাহাকে দেখিলাম—রুক্ষ, ক্ষুধার্ত ও দুঃখে ম্রিয়মাণা।]

নিরস কমল-মুখ করে অবলম্বই
সখি মাঝে বৈঠল রাই।
নয়নক নীর থির নহি বাঁধই
পঙ্ক করল মহি রোই॥
মরমক বোল বয়ানে নাহি বোলত
তনু ভেল কুহু-সসি খীনা। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৭৪৩

[অনুবাদ—নীরস (উদাস) কমলমুখ করকে অবলম্বন করিয়া সখীগণের মধ্যে রাই বসিল। নয়নের জল স্থির থাকিল না, রোদন

করিয়া মৃত্তিকাকে পঙ্ক করিল। মর্মের কথা মুখে বলে না, দেহ অমাবস্যার শশীর ন্যায় ক্ষীণ হইল।]

মরকতস্থলি সুতলি আছলি
বিরহে সে খীন দেহা।
নিকস পাষাণে যেন পাঁচ বানে
কসিল কনক রেহা ॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৭৪৪

[অনুবাদ—মরকতনির্মিত হর্মতলে সে বিরহক্ষীণ দেহে শুইয়াছিল, মদন যেন নিকষ-পাষাণে (কষ্টিপাথরে) কনক-রেখা কষিয়াছে।]

তো বিনু সুন্দরি ঐছন ভেলহি
যৈছে নলিনী পর পালা। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৭৪৫

[অনুবাদ—তোমার বিরহে সুন্দরী সেইরূপ হইয়াছে যেরূপ নলিনীর উপর তুষারপাত হইলে হয়।]

জাগিয়া জাগিয়া হইল খিন।
অসিত চান্দের উদয় দিন ॥

—জ্ঞানদাস

চাঁদকলাসম দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল
হাস শ্বাস ভেল সার।

—গোবিন্দদাস

ও নিতি চাঁদ-কলা-সম খীয়ত।

—গোবিন্দদাস

করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীঝর ॥

—গোবিন্দদাস

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে
অধর নিরস ঘন শ্বাস।
করতলে বদন সঘনে অবলম্বই
গুণি গুণি জিবন নৈরাশ ॥

-গোবিন্দদাস

নুনিক পুতলি তনু মহিতলে শুতলি
দারুণ বিরহ হুতাশে।

—গোবিন্দদাস

করতলে বদন-চাঁদ রহু থীর।
অহনিশি লোচনে ঝরতহি নীর।।
বিগলিত নিন্দ বহই ঘন শ্বাস।
দিনে দিনে খিণ তনু জীবন নৈরাশ।।

—গোবিন্দদাস

হিমঋতু হিমহত জনু অরবিন্দ।
হেমবরণ মুখ ভেল তছু মন্দ।।

—রাধামোহন

এই বিরহদীনা রাধার মূর্তিতে বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার গভীর ছায়া বিদ্যমান। বস্তুতঃ বলা চলে যক্ষপ্রিয়ার আদলে রাধার এই বিরহিণী মূর্তি আঁকা। কালিদাস বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার পরিচয় এরূপ—

গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্।

—মেঘদূত ২।২২

[উৎকণ্ঠায় কত দিন যায়
জানি না তাহার তাই
বুঝি হিমহত পদ্মের মত
সেইরূপ আর নাই।]

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূনেনেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্তি।।

—মেঘদূত ২।২৩

[কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠেছে ফুলিয়া
আঁখি দুটি তার জানি,

শ্বাসেতে মলিন হয়েছে শ্রীহীন
তাপেতে অধরখানি,
হস্তে চিবুক আধো ঢাকা মুখ,
না-বাঁধা তাহার কেশ,
সে যেন গো ক্ষীণ মেঘেতে বিলান
চাঁদ বিমলিন বেশ।]

মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশাথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ।।

—মেঘদূত ২।২৭

[অবনি-শয়না সাধ্বী ললনা
নয়নেতে ঘুম নাই,
আমার খবরে প্রীতি দান করে
রাতে দেখা কোরো তাই।]

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্ ।।

—মেঘদূত ২।২৮

[পূব কোণে লীন বুঝি অতি ক্ষীণ
কলাশেষ চাঁদসম
বিরহশয়নে অভিভূত মনে
পাশে শুয়ে প্রিয়া মম,
যে নিশীথ রাতি পেয়ে মোরে সাথী
যাপিত ক্ষণের মত,
সেই রাতি ঘোর, বিরহ-কঠোর
কাটায় কাঁদিয়া কত।][২৩]

২৩ 'কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ তনুমিব' বলায় প্রকৃতিসৌকুমার্য ধ্বনিত হয়েছে, 'তাদৃশকৃশত্বেঽপি অবিলুপ্তলাবণ্যত্বম্'। এই ভাবব্যঞ্জনা জ্ঞানদাসের একটি পদাংশে স্পষ্ট বিম্বিত। রাধার বিরহবর্ণায় কবি বলেছেন—

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব ।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিচ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্ ॥

—মেঘদূত ২।২৯

[অ়ৃত শিশির আলোক সমীর
জানালার পথে আসে,
করে পরিহার, পরশ তাহার
এবে নাহি ভালবাসে,
বারিপাতে ভারি পল্লব তারি,
আঁখি মুদে বেদনায়,—
হেরি মেঘদল স্থলের কমল
নাহি জাগে, না ঘুমায় ।]

নিশ্বাসেনাধরকিসলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্ ।

—মেঘদূত ২।৩০

[কিসলয় সম অধর নরম
তাপি নিশ্বাস তার
গণ্ডের তলে দোলায় সবলে
রুক্ষ কেশের ভার ।]

সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্

—মেঘদূত ২।৩২

উঠিতে শকতি নাহি তার ।
জীবন মানয়ে ভার ॥
চৌদসি চাঁদ সমান ।
মলিন না ধরল বয়ান ॥

গোবিন্দদাস এই ভাবব্যঞ্জনার আশ্রয়ে লিখেছেন—

কো জানে কাঁতি তবহি নাহি ছুটত
জনু অবধিক শশিরেহা ।

[আভরণহীন তনুখানি ক্ষীণ
দুঃখের ভারে তার
শয্যার পরে নিক্ষেপ করে
হেরি তাহা বার বার]

উদ্ধৃত পদাংশগুলির সঙ্গে শ্লোকগুলির ভাবে ও ভাষাতে কোন পার্থক্যই যে নেই, তা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হবে। বিরহিণী রাধার উল্লেখপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যক্ষপ্রিয়ারও উল্লেখ করেছেন, এমন পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন, মানসীর 'একাল ও সেকাল', 'পত্র' প্রভৃতি কবিতা। এ থেকেও ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথও যক্ষপ্রিয়া এবং রাধার বিরহরূপে হয়তো অভিন্নতা লক্ষ্য করেছিলেন। কেবল যক্ষপ্রিয়া নয়, কালিদাসের অপরাপর নায়িকার বিরহরূপাভাসও রাধার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। যখন বৈষ্ণব কবিরা রাধার বর্ণনা করেন, 'দিবসে মলিন জন্থু চাঁদক রেহা' (বিদ্যাপতি), 'জনি খিন দিবসক চন্দা' (বিদ্যাপতি) ইত্যাদি, তখন মদনবিরহকৃশা রতির বর্ণনা 'শশিন ইব দিবাতনস্য লেখা' (কুমারসম্ভব ৪।৪৬) ইত্যাদি স্মরণে আসে। স্মরণে আসে শিবপ্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী কঠিন তপস্যালীনা 'শশাঙ্কলেখামিব পশ্যতো দিবা' (কুমারসম্ভব ৫।৫৮) কৃশাঙ্গী উমার বর্ণনা।

বিরহে রাধার বলয় খসে পড়ার বর্ণনা—

কঙ্কণ বলয়া গলিত দুহু হাত।

—বিদ্যাপতি

কৃশ ভুজ ভুসন খিতিতলে গেল।

—বিদ্যাপতি

অঙ্গুরি বলয় গলিত দুই পাণি।

—গোবিন্দদাস

বিগলিত বলয় বাহু বিসবল্লরি।

—গোবিন্দদাস

বিগলিত কম্ব-বলয় কর-কিশলয়।

—গোবিন্দদাস

—ইত্যাদি মেঘদূতের 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ'-রই অনুকরণ মাত্র। বিরহিণী রাধাকে চিত্রপুত্তলিকারূপে বর্ণনা করা—

মাধব পেখলুঁ সো ধনী রাই।
চিতপুতলি জনু এক দিঠে চাই॥

—বিদ্যাপতি

সহচরি চিত্রপুতুলি সম চায়।

—গোবিন্দদাস

ঘন ঘন ঘুরত ঘন ঘন রোই।
চীতপুতলি সম তব ভেল সোই॥

—রাধামোহন

—কালিদাসের বর্ণনাকেই স্মরণ করায়। দুষ্যন্তবিরহিতা সখী শকুন্তলার অবস্থা অনুরূপ ভাষায় প্রিয়ংবদা অনসূয়াকে জানাচ্ছে—'অণসূএ পেক্‌খ দাব বামহত্থোবহিদবঅণা আলিহিদা ইব' (৪র্থ অঙ্ক) অর্থাৎ, অনসূয়া, একবার চেয়ে দেখ, বাঁ হাতে মুখ রেখে শকুন্তলা কিভাবে বসে আছে, যেন পটে আঁকা ছবি।

বিদ্যাপতির আর একটি পদে বিরহিণী রাধার এই অবস্থাই বর্ণিত—

করকিসলয় সয়ন রচিত
গগন মডল পেখী।
জনি সরোরুহ অরুন সুতল
বিনু বিরোধে উপেখী॥
নব ঘন জঞো নির বরীসএ
নয়ন উজ্জল তোরা।
জনি সুধাকর করেঁ কবলিত
অমিয় বম চকোরা॥
কহ কমলবদনী
কমন পুরুসে হর অরাধিঅ
জসু কারনে তোঞে খিনী॥
উত্তঙ্গ পীন পয়োধর উপর
লম্বিঅ অধর ছায়া।

কনক গিরি পবার উপজল
বাপু মনোভব মায়া ॥
তৌঁ পুনু সে নারি বিরহে ঝামরি
পলটি পরলি বেনী ।
সাঁস সমীরন পিবএ ধাউলি
জনি সে কারি নগিনী ॥

—বি. প. ২৪৬

[অনুবাদ—কিশলয়ের মতন করে মুখ রাখিয়া (কররূপে শয্যায় মুখ থুইয়া) গগনমণ্ডল দেখিতেছে—যেন কোন বিরোধ না থাকা সত্ত্বেও উপেক্ষা করিয়া কমল (মুখ) অরুণে (করের রক্তিম আভার সহিত উপমিত) শয়ন করিল। তোমার উজ্জ্বল নয়ন—নবমেঘের মতন বারি বর্ষণ করিতেছে, যেন চন্দ্রকরে কবলিত হইয়া চকোর অমৃত উদ্‌গীরণ করিতেছে। কমলবদনি, বল কোন পুরুষের জন্য শিবকে আরাধনা করিতেছ ও ক্ষীণ হইতেছ ? তোমার উত্তুঙ্গ পীন পয়োধরের উপর অধরের ছায়া দেখিতেছি, যেন মদনদেবের শ্রেষ্ঠ মায়ায় কনক-গিরির উপর প্রবাল উৎপন্ন হইল। তাহাতে আবার বিরহে মলিনা রমণীর বেণী পালটিয়া পড়িয়াছে, যেন কালনাগিনী নিঃশ্বাস সমীরণ পান করিবার জন্য ধাবিত হইল।]

পদটিতে কঠিন তপস্যাবিশীর্ণা উমার দেহকান্তি বর্ণনার ছায়াও যেন লক্ষ্যীভূত হয়। শিবের জন্য তপস্যায় মগ্না উমাও তো একপ্রকার বিরহিণীই। সুতরাং বিরহিণী উমার ভাবসুন্দর মূর্তি রাধার বিরহিণী মূর্তির মধ্যে অনায়াসে স্থান পেয়েছে, মনে করি। কোন পুরুষের জন্য হর-আরাধনা 'কমন পুরুসে হর অরাধিঅ'—স্পষ্টতঃই উমার প্রতি ব্রহ্মচারীবেশী শঙ্করের প্রশ্নের প্রতিবিম্ব বলা চলে—

অথোপযন্তারমলং সমাধিনা
ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ ॥

নিবেদিতং নিশ্বসিতেন সোষ্মণা
মনস্তু মে সংশয়মেব গাহতে ।

ন দৃশ্যতে প্রার্থয়িতব্য এব তে
ভবিষ্যতি প্রার্থিতদুর্লভঃ কথম্ ॥

অহো স্থিরঃ কোঽপি তবেপ্সিতো যুবা
চিরায় কর্ণোৎপলশূন্যতাং গতে।
উপেক্ষতে যঃ শ্লথলম্বিনীর্জটাঃ
কপোলদেশে কলমাগ্রপিঙ্গলাঃ ॥

মুনিব্রতৈস্ত্বামতিমাত্রকর্শিতাং
দিবাকরাপ্লুষ্টবিভূষণাস্পদম্ ।
শশাঙ্কলেখামিব পশ্যতো দিবা
সচেতসঃ কস্য মনো ন দূয়তে ॥

—কুমারসম্ভব ৫।৪৫-৪৮

[যদি কাম্য পতিলাভ—এ সমাধি কেন ?
রত্ন নাহি খোঁজে কারে, রত্নে খোঁজে সবে ।
তপ্ত নিশ্বাসেতে তব মনের কামনা
পড়িয়াছে ধরা, তথাপি আমার মনে
জাগিছে সংশয়—তব যোগ্য পতি আমি
না হেরি ধরায়, প্রার্থিত দুর্লভ হেন
কিরূপে সম্ভবে ? নিষ্ঠুর সে যুবা যারে
করিছ কামনা। কেমনে নিশ্চল আছে
হেরিয়া তোমার ধান্যমঞ্জরীর ন্যায়
স্রস্ত দীর্ঘ জটা আঘাত করিছে গণ্ড
শূন্য কর্ণোৎপল ? তোমারে নেহারি
কার না কোমল মন হয় গো ব্যথিত—
তপস্যায় অতিকৃশরৌদ্রদগ্ধ তনু
দিনের ললাটে যেন ম্লান চন্দ্ররেখা।]

কবি বিদ্যাপতি পূর্বরাগানন্তর বিরহমূর্ছিত রাধাকে একটি পদে এঁকেছেন এরূপ—

মদনসরে মুরছলী
চিরচেতন বালা।

দেখিল সে ধনি হে
বাসি মালতি মালা ॥

—বি. প. ১৬৮

[অনুবাদ—সেই ধনিকে দেখিলাম যেন বাসি মালতী-মালার মত পড়িয়া রহিয়াছে।]

—স্পষ্টতঃই সখী সমাহিতিকা অগ্নিমিত্রের প্রেমে কাতরমলিন মালবিকার যে বর্ণনা দিয়েছে, তারই পদ্যানুবাদ বলা চলে। কবি কালিদাস বিরহমলিন মালবিকাকে বাসি মালতীফুলের মালার সঙ্গেই তুলনা করেছেন, 'মালবিআবি ইমেসু দিঅসেসু অণুহূদমুক্তা বিঅ মালদীমালা মিলাঅমাণা লক্‌খীঅদি,, অর্থাৎ মালবিকাও এই কদিনের মধ্যে গলায় পরে তারপর ফেলে দেওয়া মালতীমালার মত যেন কেমন শুকিয়ে ম্লান হয়ে গেছে। বিদ্যাপতিতে অবশ্য বর্ণনার সৌন্দর্য ব্যঞ্জনাগূঢ়তায় চমৎকারী হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাপতি রাধার আর একটি বিরহচিত্র এঁকেছেন এরূপ—

মাধব জানল ন জিবতি রাহী।
জত বা জকর লেলে ছলি সুন্দরী
সে সবে সোপলক তাহী ॥
সরদক সসধর মুখরুচি সোপলক
হরিনকে লোচনলীলা।
কেসপাস লএ চমরিকে সোপল
পাএ মনোভব পীলা ॥
দসন দসা দালিবকে সোপলক
বন্ধু অধর রুচি দেলী।
দেহদসা সউদামিনি সোপলক
কাজর সনি সখি ভেলী ॥
ভঞু হেরি ভঙ্গ অনঙ্গ চাপ দিহু
কোকিলকে দিহু বানী।
কেবল দেহ নেহ অছ লওলে
এত বা অএলাহু জানী ॥

—বি. প. ১৮১

[অনুবাদ—মাধব, জানিলাম রাই আর বাঁচিবে না। সুন্দরী যাহার যাহা লইয়াছিল তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছে। মনোভবের পীড়া পাইয়া (বিরহ-ব্যথিত হইয়া) শরতের চাঁদের ন্যায় মুখশোভা চাঁদকে, হরিণকে লোচনলীলা ও চামরীকে কেশপাশ ফিরাইয়া দিল। দাড়িম্বকে দন্তশোভা, বান্ধুলিকে অধররুচি, সৌদামিনীকে দেহরুচি ফিরাইয়া দিল এবং সখী কাজলের ন্যায় (মলিন) হইয়াছে। ভ্রূভঙ্গ দেখিয়া অনঙ্গ (পরাভব মানিয়াছিল এখন তাহাকে সেই) ধনু দিল, কোকিলকে কণ্ঠস্বর দিল ; কেবল তাহার দেহ প্রীতিমাত্র লইয়া রহিল।]

রাধা বিরহের চরম অবস্থায় প্রকৃতি ও প্রাণীজগতে যার যার কাছে অতুলনীয় সৌন্দর্যের উপাদানগুলি লাভ করেছিল, সেইগুলি প্রত্যেককে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এই ভাবপরিকল্পনা কবির সুকুমার সৌন্দর্যজ্ঞানের নিদর্শন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ভাববস্তু কালিদাস থেকেই গৃহীত। কুমারসম্ভব ও রঘুবংশে প্রকৃতি ও প্রাণীতে উমা ও ইন্দুমতীর স্ব স্ব দেহরূপলাবণ্য প্রত্যর্পণের কথা কালিদাস বলেছেন—

পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া
দ্বয়েঽপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ম্।
লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতং
বিলোলদৃষ্টং হরিণাঙ্গনাসু চ ॥

—কুমারসম্ভব ৫।১৩

[ব্রতকালে যেন বালা রাখিলেন ন্যাস
তাঁহার সে ঐশ্বর্য সে দুটির কাছে,
বিলাসবিভ্রমলীনা তন্বী লতিকায়
চঞ্চল চাহনিখানি—হরিণবধূতে।]

কলমন্যভৃতাসু ভাষিতং
কলহংসীষু মদালসং গতম্।
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং
পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ ॥

—রঘুবংশ ৮।৫৯

[কোকিলকণ্ঠে তোমার কলভাষণ, কলহংসীতে মদালস গতি, হরিণীতে চঞ্চল দৃষ্টি, বায়ুকম্পিত লতায় বিলাসলীলা (রেখে গেছ)।]

কেবল বিরহের বহিঃরূপ অঙ্কনে নয়, বিরহের অন্তর্গহন রূপ পরিস্ফুটনেও বৈষ্ণব কবিরা কালিদাস দ্বারা প্রাণিত হয়েছেন। বিরহ বেদনাকালে প্রকৃতির মধ্যে প্রিয়জনের অনুভবকল্পনা সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্যরীতি এমন বলা অনুচিত হবে না। রামায়ণে রামচন্দ্র সীতাবিরহে তাবৎ বস্তুপুঞ্জে সীতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন—

পদ্মকোশ-পলাশানি দ্রষ্টুং দৃষ্টিহি মন্যতে।
সীতায়াঃ নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশাণীতি লক্ষ্মণ ॥

—কিষ্কিন্ধাকাণ্ড

[লক্ষ্মণ! ঐ পদ্মপলাশগুলি সীতার নয়নতুল্য বলে ঐদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। ঐ বৃক্ষসমূহ থেকে বিনির্গত এবং পদ্মকেশর সংসর্গে সুবাসিত এই মনোহর বায়ু, সীতার নিঃশ্বাসের ন্যায় প্রবাহিত হচ্ছে।]

এই ভাববীজই পরবর্তী সংস্কৃতসাহিত্যে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে কালিদাসের কাব্যে তা অতুলনীয় সৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে। রামগিরিপ্রবাসী যক্ষ পত্নীবিরহে প্রকৃতির মধ্যে প্রিয়তমাকে অন্বেষণ করছে। বিরহীর দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীতে প্রিয়তমা মিশে আছে—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥

—মেঘদূত ২।৪৩

[লতায় তোমার দেহ সুকুমার,
হরিণ নয়নে হেরি
আঁখি মনোলোভা, শশী মাঝে শোভা
সুন্দর বদনেরি,

শিখীর পালক তোমার অলক,
ভ্রূবিলাস জলে ঢেউ,
কি বলিব হায় হয় না কোথায়
তুলনা তোমার কেউ।]

ঋতুসংহারেও দেখা যাবে, বিরহী পথিকেরা জলেস্থলে প্রিয়া-অবয়বের চারু মাধুরী দর্শনে প্রিয়তমাকে স্মরণে রোদনভারাক্রান্ত হয়েছে—

অসিত-নয়ন-লক্ষ্মীং লক্ষয়িত্বোৎপলেষু
ক্বণিতকনককাঞ্চীং মত্তহংসস্বনেষু।
অধররুচিশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং
পথিকজন ইদানীং রোদিতি ভ্রান্তচিত্তঃ ॥

—শরদ্বর্ণন, ২৪শ শ্লোক

[প্রিয়তমে! আজ প্রেয়সীবিরহকাতর পথিকদের দুর্দশার অন্ত নেই। প্রফুল্ল কমলদলে তাদের অসিতনয়না প্রিয়তমার নয়নকান্তি, মদমুখর কলহংসকূজনে তাদের কনককাঞ্চীগুণের রুণুধ্বনি ও বাঁধুলি-কুসুমে তাদের অধরের মনোহর আরক্তকান্তি দেখে আত্মবিস্মৃত হয়ে পথিকেরা কতই না কাঁদছে।]

বৈষ্ণব কবির রাধা ও কৃষ্ণ এই ভাবরসেই আর্দ্রহৃদয়। বিরহে রাধা দিকচক্রে আবিষ্কার করে কৃষ্ণদেহকান্তি, অনুরূপভাবে কৃষ্ণ রাধার। কালিদাসীয় ভাবসম্পদের ছায়ায় বৈষ্ণব কবির রাধা ও কৃষ্ণ স্থাবরজঙ্গমে পরস্পরকে পরস্পর দর্শন করেছে, ধারণা—

থাবর জঙ্গম মনহি অনুমান।
সবহিক বিসর তোহর হয় ভান ॥

—বিদ্যাপতি

বনউপবন কুঞ্জ-কুটীরহি
সবহি তোহে নিরূপ।

—বিদ্যাপতি

গগনে ভুবনে দশদিক গণে
তোমারে দেখিতে পাই।

—জ্ঞানদাস

কৃষ্ণবিরহাতুরা রাধার গভীর অন্তর্বেদনার প্রকাশে কবিরা কালিদাসেরই ভাব ও ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। রাধার বিলাপে মিশে আছে রতির বিলাপ, শকুন্তলার নিবিড় বেদনা, উমার সকরুণ হৃদয়ার্তি।

কালিদাসের রতিবিলাপের—

অলিপঙ্‌ক্তিরনেকশস্ত্বয়া
গুণকৃত্যে ধনুষো নিযোজিতা।
বিরুতৈঃ করুণস্বনৈরিয়ং
গুরুশোকামনুরোদিতীব মাম্‌॥

—কুমারসম্ভব ৪।১৫

[হায় ভ্রমরেরা ;—যাদের সাজায়ে
ধনুগুণ হত রচনা
আমার এ দুখ দেখি হের তারা
গুণ গুণ করি কেঁদে হল সারা
কি করুণ সমবেদনা !]

—ইত্যাদির প্রতিধ্বনি—

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥

—গোবিন্দদাস

আর 'ত্বদধীনং খলু দেহিনাং সুখম্‌'—এর প্রতিধ্বনি বিদ্যাপতির 'সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ'-এ স্পষ্ট আভাসিত।

কৃষ্ণের মথুরা যাবার কথা শুনে যখন রাধা বিলাপ করে বলে—

সজনি জানলুঁ কঠিন পরাণ।
ব্রজপুরি পরিহরি যাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরাণ॥

—গোবিন্দদাস

কিংবা কৃষ্ণের মথুরা চলে যাবার পর রাধা যখন বলে—

হৃদয় বড় দারুন রে
পিয়া বিনু বিহরি ন জায়ে।

—বিদ্যাপতি

[অনুবাদ—(আমার) হৃদয় অত্যন্ত কঠিন যে, এখনও প্রিয়বিরহে বাহির হইয়া যায় নাই।]

তখন রতিবিলাপই স্মরণে আসে—

উপমানমভূদ্বিলাসিনাং
করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং ন
বিদীর্যেৎ কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ॥

—কুমারসম্ভব ৪।৫

[হে প্রিয়, কবিরা যে তনুর সাথে
রূপের দিতেন তুলনা
সে তনুর হেরি দীন দশা হেন
ফাটে না আমার এ পরাণ কেন ?
পাষাণে কি গড়া ললনা ?

রাধার ক্রন্দন যখন উচ্ছ্বসিত হয় অসহ্য বেদনায়, মৃত্যুকামনায় সখীদের কাছে নিবেদন করে—

সন সেজ হিয় সালয়রে
পিয়াএ বিনু মরম মোয়ে আজি।
বিনতি করঞো সহি লোলিনি রে
মোহি দেহে অগিহর সাজি॥

—বি. প. ১৫৮

[অনুবাদ—আজ আমার ঘরে প্রিয় নাই, শূন্য শয্যা হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। প্রিয়বিরহে আজ আমি মরিব। সখি মিনতি করিতেছি, আমার দেহ আগুনে সাজাইয়া দাও।]

—তখনও রতির বিলাপের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে মদনসখা বসন্তকে রতির করুণ মিনতি বচন—

কুসুমাস্তরণে সহায়তাং
বহুশঃ সৌম্য গতস্ত্বমাবয়োঃ।
কুরু সংপ্রতি তাবদাশু মে
প্রণিপাতাঞ্জলি-যাচিতশ্চিতাম্ ॥

তদনু জ্বলনং মদর্পিতং
ত্বরয়ের্দক্ষিণবাতবীজনৈঃ।
বিদিতঃ খলু তে যথা স্মরঃ
ক্ষণমপ্যুৎসহতে ন মাং বিনা ॥

—কুমারসম্ভব ৪।৩৫-৩৬

[কত সহায়তা করিতে মাধব
পুষ্পশয়ন রচনে
করজোড় করি কহিতেছে রতি
রাখ তার কথা, রাখ এ মিনতি
রচি দাও শেষ শয়নে।
সে শয়ন রচি, দিও তুমি দিও
অনল দিও এ শরীরে
দখিন সমীরে জাগায়ো অনল
মোরে না দেখিলে হয় সে বিকল
সহে না তিলেক দেরি রে।]

কৃষ্ণ মথুরায় যাবার জন্য প্রস্তুত হলে রাধা দুঃখে কাতর হয়ে বলে—

রাখব আপন পরান।
হমকে করব জলদান ॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ১৫৭

[অনুবাদ—নিজের প্রাণ রক্ষা করিবে। আমাকে জলদান করিবে (তুমি বিদেশে গেলে আমি বিরহে মরিয়া যাইব ; আমার উদ্দেশ্যে এক অঞ্জলি জল দিও)।]

শকুন্তলাও দুষ্যন্তের প্রেমে কাতর হয়ে অদর্শনজনিত বিরহে সখীদের জলাঞ্জলি দেবার অনুরোধ করেছে দেখা যায়—'অণ্ণহা অবস্সং সিঞ্চহ মে তিলোদঅং' অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্যে এক গণ্ডূষ জল দে। এর ব্যঞ্জিত অর্থ এই যে, রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে মিলন না ঘটলে বিরহে মৃত্যু নিশ্চিত এবং সেই কারণে মৃত্যুযাত্রীর উদ্দেশ্যে জল দেওয়ার রীতিটুকু সখীরা যেন পালন করে।

রতিও মদনবিরহে মৃত্যু হলে বসন্তকে সলিলাঞ্জলি দেবার কথা বলেছে দেখা যায়—

ইতি চাপি বিধায় দীয়তাং
সলিলস্যাঞ্জলিবেক এব নৌ।

—কুমারসম্ভব ৪।৩৭

[একবার শুধু অঞ্জলি ভরি
জলদান কোরো হে সখা]

কৃষ্ণের প্রেমসুখস্মৃতিকাতর রাধা যখন বিলাপ করে বলে—

সো সব পিরিতি আরতি চরিত
সে কথা কহিব কায়।
সোঙরি সোঙরি সে সব কাহিনী
পরাণ ফাটিয়া যায়॥

—বলরাম দাস

—তখন মনে হয় রতির বিলাপের ভাষাই যেন রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। রতিও ঠিক অবিকল এই ভাষাতেই বলছে—

শিরসা প্রণিপত্য যাচিতানি
উপগূঢানি সবেপথূনি চ।
সুরতানি চ তানি তে রহঃ
স্মর সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে॥

—কুমারসম্ভব ৪।১৭

[হে দয়িত, সেই যে অতি সঙ্গোপনে মাটিতে কত মাথা কুটিয়া, কত কাকুতিমিনতি জানাইয়া তুমি আমার সকম্পন আলিঙ্গন প্রার্থনা

করিতে, সম্ভোগের জন্য লালায়িত হইতে আজ তাহা মনে করিয়া আমি যে আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না, আমার যে কিছুতেই স্বস্তি হইতেছে না। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

আর একটি পদে রাধা বলছে—তোমার বিরহে এখনও যে বেঁচে আছি, তাতে বড়ই লজ্জা—

বিরহ দহনদহ তইও জীব রহ
সব তহ ই বড়ি লাজে। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৫৩৬

[অনুবাদ—বিরহাগ্নি দগ্ধ করিতেছে, তথাপি জীবন রহিয়াছে, সকলের অপেক্ষা এই বড় লজ্জা।]

রতিও ঠিক অনুরূপ ভাষায় বলছে—মদনকে ছেড়ে ক্ষণমাত্রও যে জীবিত আছি এই পরম অপবাদ চারিদিকে ঘোষিত হয়েছে! এর চেয়ে বড়ো লজ্জার আর কিছু নেই—

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ
ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে।
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং
রমণ ত্বামনুযামি যদ্যপি॥

—কুমারসম্ভব ৪।২১

[যাব যাব আমি সাথে যাব তব
রব না তোমারে ছাড়িয়া
মদনবিহীন তিলেকের তরে
রতি ছিল বাঁচি ? হায় চিরতরে
অপবাদ গেল রহিয়া।]

কৃষ্ণ ক্ষণমাত্র আগে মথুরায় চলে গেছে। রাধা সেই কারণে আলুলায়িতকুন্তলা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে আকুল স্বরে কাঁদছে। রোদনকারিণী রাধার চিত্র বৈষ্ণব কবি এঁকেছেন এরূপ—

আলাঞা কবরীভার দূরে করে অলঙ্কার
ভূমে পড়ি কান্দে উচ্চস্বরে।

প্রাণনাথ বলি কান্দে ধৈরজ নাহিক বান্ধে
সঘনে কান্দয়ে কলরবে।

—গোপাল দাস

স্পষ্টতঃই মদনভস্মের পর বিলাপিনী রতির চিত্র স্মরণে আসে। কালিদাস মদনশোকে বেদনাকুল রতির বর্ণনা করেছেন এরূপ—

অথ সা পুনরেব বিহ্বলা
বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তনী।
বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা
সমদুঃখানিব কুর্বতী স্থলীম্ ॥

—কুমারসম্ভব ৪।৪

[বিহ্বলা হল পুনঃ কামবধূ
কাঁদিয়া উঠিল পরাণী
ধরণী পরশে ধূসরিত হিয়া
ঘনকেশভার পড়ে আকুলিয়া
সাথে কাঁদে তার বনানী।]

এরই ছায়ায় গোবিন্দদাস রাধার বিরহীরূপ নিম্নোক্ত পদাংশে ফুটিয়ে তুলেছেন, অনুমান—

ধূলি ধূসর ধনী ধৈরজ না রহ
ধরণী শুতল ভরমে।
মুকত কবরী ভার হার তেয়াগল
তাপিত তিসিত পরাণে ॥

বস্তুতঃ, বিরহের পদগুলিতে রাধা-হৃদয়ের যে বিলাপ শুনতে পাই, তাতে কান পাতলে রতির বিলাপের তীব্র করুণ আর্তির ভাষাই শোনা যাবে, আমাদের বিশ্বাস।

যক্ষ যখন বিরহের প্রগাঢতায় বলে—

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেণাশ্রুদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।

উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্তী
সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥

—মেঘদূত ২।৪১

[তোমার সহচর দূরে রয়েছে, প্রতিকূল বিধি তার পথ রুদ্ধ করেছে, সে তার কৃশ সন্তপ্ত অশ্রুযুক্ত উৎকণ্ঠিত দীর্ঘনিঃশ্বাসী শরীর দ্বারা তোমার অতিকৃশ তপ্ত অশ্রুক্লিন্ন অবিরত উৎকণ্ঠিত উষ্ণ নিঃশ্বাসময় শরীরে মনে মনে প্রবেশ করছে।— রাজশেখর বসু কৃত অনুবাদ]

তখন তার যে প্রেমোৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়, সেই প্রেমোৎকণ্ঠার তীব্র রূপ জ্ঞানদাসের রাধার মধ্যেও অবিকল দেখতে পাই। তাঁর রাধার কণ্ঠেও ঠিক এই আবেগতীব্রময় ভাষাই ধ্বনিত হয়—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥

—পদকল্পতরু ৭৪৮

কালিদাসের প্রেরণায় জ্ঞানদাসের পক্ষে উদ্দীপিত হওয়া অসম্ভব মোটেই নয়। রবীন্দ্রনাথে কালিদাসীয় ভাবই বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে রূপ পেয়েছে—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে।
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ 'পরে।

—দেহের মিলন, কড়ি ও কোমল

কালিদাসে দেহমিলনের আকূতি তীব্রতা পেয়েছে, আর রবীন্দ্রনাথে মিলনে দেহের আকূতি থাকলেও তা ইন্দ্রিয়জমিলনের ঊর্ধ্বাভিমুখীন। দেহসরোবরের তীরে কবি হৃদয়ের জন্য ক্রন্দন করেছেন। কবি যেন এখানে ভোগ হতে ভোগবিরতির প্রতি উন্মুখ। মেঘদূতের ভাববস্তুর প্রভাব বৈষ্ণব পদাবলীতে আরও লক্ষ্য করা যাবে। 'স্বপ্নে সমাগম'—

পদাবলীর এই বিষয় ব্যবহার মেঘদূতেই আভাসিত। স্বপ্নে প্রিয়ার উপস্থিতি অনুভব করে বাহুপ্রসারণে যক্ষ তাকে বাঁধতে চায়। কিন্তু স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় ক্ষণমুহূর্তে। আলিঙ্গন আর হয় না। দুটি বাহু শূন্যে বিফল প্রসারিত হয়ে থাকে। তাই দেখে বনদেবতারা করুণ কান্নায় নয়নপল্লব আর্দ্র করে—

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতো
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিসলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥

—মেঘদূত ২।৪৫

[স্বপন মাঝারে হেরিয়া তোমারে
আলিঙ্গনের লাগি,
আকাশের গায় প্রসারি বৃথায়
হস্ত মিলন মাগি ;
হেরিয়া কাতর সে প্রয়াস মোর
বনদেবতার দল
অশ্রু ঝরায় শিশির কণায়
কিসলয়ে অবিরল।]

বসু রামানন্দের একটি পদে এই স্বপ্নে দর্শনের করুণ বেদনা মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করেছে। রাধা স্বপ্নে দেখে কৃষ্ণ তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে সযত্ন স্নেহপরশে চুম্বন করছে। আনন্দে রাধা পুলকিত হয়ে ওঠে। সত্যি ভেবে লজ্জায় মুখ ফেরাতে চায়, এমন সময় স্বপ্ন যায় ভেঙ্গে। রূঢ় বাস্তবতায় রাধার চোখে চারিদিক শূন্যময় হয়ে ওঠে। নিদারুণ বেদনায় রাধার চোখের জল বন্যার ধারায় ঝরে পড়ে—

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।
পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি ॥
শাঙন মাসের দে রিমিঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।

শ্যাম-বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন ।।
বলি সুমধুর বোল পুন পন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই ।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন যাচিয়া বিকাই ।।
চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিলুঁ সেহ নহে সতি ।
আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি ।। (বসু রামানন্দ)

—পদকল্পতরু ১৪৫

রাধার এই বিরহোন্মত্ত রূপে প্রেমের তপস্যায় আত্মলীনা উমারও ছায়া প্রত্যেক্ষ হবে। ঘুমের ঘোরে রাধার প্রলাপ, কৃষ্ণকে আলিঙ্গনের জন্য বাহুপ্রসারণ ইত্যাদির বর্ণনা গোবিন্দদাসের একটি পদে সংলক্ষ্য হয়। কৃষ্ণের কাছে গিয়ে রাধার এই উন্মাদরূপের পরিচয় তুলে ধরে সখীরা বলছে—

ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ ।
রভসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ ।
জাগরে নিয়ড়ে না হেরি তোহে কান ।
সো রস-পরশ সপন করি মান ।।

—পদকল্পতরু ১৮৩০

স্পষ্টতঃই ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশী শঙ্করের কাছে উমার অবস্থা বর্ণনা করে সখী যা বলছে, তারই ভাবানুসরণ ধারণা হবে। সখী উমার প্রেমবেদনার পরিচয় দিচ্ছে এরূপ—

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক্ব নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাক্
অসত্যকণ্ঠার্পিত বাহুবন্ধনা ।।

—কুমারসম্ভব ৫।৫৭

[সখী আমাদের রাত্রিতে ত ঘুমায়ই না, যদিও বা শেষরাত্রিতে কখনও একটু চোখ বোজে, সামান্য একটু তন্দ্রা আসে, অমনি হঠাৎ জাগিয়া উঠে, ওহে নীলকণ্ঠ, আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও, বলিয়া ঘুমের ঘোরে, আপনা-আপনি কত কি বলিতে বলিতে যেন কার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিবার নিমিত্ত ভুজলতা বাড়াইয়া দেয়। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

বিরহজ্বরে আতুর রাধাকে পদ্মপত্রে শুইয়ে দিলেও শান্তি হয় না। সখীরা বলে দেহের শীতলতা আনা তো দূরের কথা, দেহের তাপে পদ্মপত্রই ধূসর ম্লান হয়ে যায়—

তাপে তাপিত তনু জৈঠহি মাহ।
কতয়ে সহব আর বিরহক দাহ॥
যতনে লেপয়ে যব মলয়জ পঙ্ক।
জ্বলি যায়ত তাহে বিরহ আতঙ্ক॥
কতয়ে কহব দুখ নিঠুব মাধাই।
তুয়া আশোয়াসে খোয়লঁ ধনি রাই॥
কিশলয় তলপে শুতায়ই কোই।
হা হরি শবদে উঠয়ে তব রোই॥
ভসম সমান যব হোয়ত সোই।
কালিন্দিনীরে সিনায়ই কোই॥
কত পরকারে শিতল করু অঙ্গ।
বাঢ়য়ে দ্বিগুণ দহন অনঙ্গ॥ (রাধাবল্লভ দাস)

—পদকল্পতরু ১৭২৫

কমলিনি-কিশলয় শেজ বিছাই।
সহচরি মেলি শুতায়লি তাই॥
শতগুণ মদন-দহন তহিঁ ভেল।
সো তনু পরশে ভসম ভই গেল॥ (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ১৭২৭

কোই নলিনিদলে শেজ বিছাওই
তাহি সুতাওলি রাই।

অঙ্গকি তাপ ভসম ভোই জাওত
উঠত মদন চিতাই ॥

—গোবিন্দদাস

প্রেমবিবশা উমার সম্পর্কে সখীরাও ব্রহ্মচারীকে অনুরূপভাবে জানাচ্ছে—

তদা প্রভৃত্যুন্মদনা পিতুর্গৃহে
ললাটিকা-চন্দন-ধূসরালকা।
ন জাতু বালা লভতে স্ম নির্বৃতিং
তুষারসঙ্ঘাত শিলাতলেষ্বপি।

—কুমারসম্ভব ৫।৫৫

[তদবধি পিতৃগৃহে উমা বাস করিতেছিলেন বটে, কিন্তু মদনের প্রাদুর্ভাবে ইঁহার প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল। দেহ মন সব যেন পুড়িয়া খাক হইতেছিল। মদনের তাপাধিক্যে এই বালা ললাটে গাঢ় চন্দনের এমন তিলক পরিতেন যে, তাহাতে ইঁহার চূর্ণকুন্তলগুলি একেবারে ধূসর হইয়া যাইত। উমা কঠিন পাথরের মত বরফের চাপের উপর পড়িয়া থাকিতেন, যদি এততেও শরীর একটু জুড়ায়, কিন্তু কিছুতেই সে হৃদয়ের জ্বালা নিবৃত্ত হইত না। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

রাধা বিরহের দুঃখতাপকে ভুলতে চায় স্মৃতিরোমন্থনে। প্রিয়সখীদের সঙ্গে হাস-পরিহাসে আর রত হয় না। কেবল কৃষ্ণের গুণগান করে। কৃষ্ণের কথা বলতে বলতে অশ্রুমুখী হয়—

নয়নকমলে জল গলয়ে সদায়।
বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গায় ॥

—ঘনশ্যাম দাস

কি কহব রাইক লেহা।
তুয়া গুণ গণিগণি দশমী দশাশ্রমী
দুরবল ভেল নিজ দেহা।
মাধব তহুঁ যব আওলি মধুপুর
রাইক অথির পরাণ।

কানু কানু করি ফুকরই সুন্দরী
দিন রজনী নাহি জান ॥

—গোবিন্দদাস

অনুরূপভাবে দেখতে পাই তপস্যালীনা উমাও নীলকণ্ঠ-মাহাত্ম্য গান করে। গান করতে করতে অশ্রু স্খলিত হয়। তাই দেখে সখীরাও অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করে—

উপাত্তবর্ণে চরিতে পিনাকিনঃ
সবাষ্পকণ্ঠস্খলিতৈঃ পদৈরিয়ম্।
অনেকশঃ কিন্নররাজকন্যকা
বনান্তসঙ্গীতসখীররোদয়ৎ ॥

—কুমারসম্ভব ৫।৫৬

[কাননকুঞ্জেতে যবে পিনাকীচরিত
করিতেন গান, কিন্নররাজার কন্যা
হেরি পার্বতীর ব্যথা অশ্রুরুদ্ধবাণী
স্খলিত-অক্ষর কাঁদিতেন সাথে সাথে।]

রাধা যখন বিরহের গভীর বেদনায় বলে—কৃষ্ণ বিচ্ছেদে আমার চোখে ঘুমই আসে না, স্বপ্নে সমাগম হবে কি প্রকারে ?

অবিরল পরএ মদন সরধারা।
একল দেহ কত সহত হমারা ॥
সপনেহু তিলা এক তহ্নি সঞো রঙ্গে।
নিন্দ বিদেসল তহ্নি পিয়া সঙ্গে ॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ১৬২

[অনুবাদ—মদনের শরধারা অবিরল (আমার উপর) পড়িতেছে, আমার এই একা দেহ কত সহিবে। স্বপ্নেও যদি তিলেকের (জন্য) তাঁহার সঙ্গে (আর) রঙ্গ (কেলিকৌতুক হইত)। (কিন্তু তাহা হয় না কেননা) আমার নিদ্রা তাঁহার সঙ্গে বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। (যেদিন হইতে প্রিয়তম বিদেশে গিয়াছেন, সেইদিন হইতে নিদ্রাও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কাজেই স্বপ্নেও তাঁহার দর্শন দুর্লভ)।]

—তখন দুষ্মন্তের উক্তিরই প্রতিধ্বনি মনে হয়। শকুন্তলাকে হারিয়ে যখন দুষ্মন্ত বিরহব্যথায় তীব্র কাতর, তখন বিদূষককে বলছে—স্বপ্নে যে প্রিয়াকে দেখব তার উপায় নেই কারণ ঘুমই হয় না—'প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ' অর্থাৎ জাগরণহেতু স্বপ্নের সম্ভাবনাই যেখানে নেই, সেখানে আর স্বপ্নে দেখার কথা ওঠে না।

মেঘদূতেও অনুরূপ ভাব পরিলক্ষিত হয়। যক্ষ বলছে—

মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোঽপীতি নিদ্রা
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্।

—মেঘদূত ২।৩০

[যদি স্বপ্নেও আমার সঙ্গলাভ হয়—এই আশায় সে নিদ্রা কামনা করছে, কিন্তু আঁখিজলের প্রবাহ বাধা দিচ্ছে।]

বিরহতাপিত রাধা হৃদয়ের শান্তি খুঁজে। মনের বেদনা-জ্বালা জুড়াবার জন্য তাই যমুনাতীরে ছুটে যায়। কুঞ্জকুটীরে, কদম্ববনে তাপিত প্রাণ শীতল করার বাসনায় উতলা ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তাতে বিপরীতই ঘটে, রাধার বিরহ-বেদনা প্রশমিত না হয়ে বরং দ্বিগুণতর জ্বলে ওঠে—

মরমক বিরহজ দহন নিবারিতে
যমুনাতীর যব গেলা।
কুঞ্জকুটীর কদম্ববন নিরখিতে
দ্বিগুণ উতাপিত ভেলা॥ (অজ্ঞাত)

—পদকল্পতরু ১৮৬৩

এই ভাববস্তু স্পষ্টতঃই কালিদাস থেকে আহৃত, ধারণা। উর্বশীর প্রেমোন্মত্ত পুরূরবাও বিরহে শান্তি পাবার জন্য প্রমোদ-উদ্যানে প্রবেশ করে কিন্তু তাতে বিচ্ছেদব্যথা প্রশমিত না হয়ে দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে দেখতে পাই। পুরূরবা বিদূষককে বলছে—'বয়স্য সাধু মনসা সমর্থিত আপৎপ্রতীকারঃ কিল মমোদ্যানপ্রবেশঃ। তচ্চান্যথৈবোপপন্নম্, বিবিক্ষোর্য্যদিদং নূনমুদ্যানং তাপশান্তয়ে। স্রোতসেবোহ্যমানস্য প্রতীপতরণং হি তৎ" অর্থাৎ বয়স্য, উদ্যানপ্রবেশ আমার অস্থির হৃদয়ের শান্তির কারণ

হবে বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন যে তা একেবারে বিপরীত হল, দেখছি। মনে ভাবলাম এক, হল অন্য। খরস্রোতে যাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, তার পক্ষে ঐ স্রোতের প্রতিকূলে যাবার বৃথা চেষ্টার ন্যায়, আমার এই উদ্যান প্রবেশ একেবারে নিরর্থক হল।

মিলনে যে চাঁদ প্রীতিসঞ্চার করত, বিরহে সেই চাঁদকে দেখে রাধা মুখ আনত করে, মূর্ছিত হয়—

হিমকর পেখি অনত কর আনন
রহত করুণাপথ হেরি। (বিদ্যাপতি)
—পদকল্পতরু ১৮৭৯

চন্দন পরশে চমকি ধনি উঠই।
হিমকর-কিরণে মুরছি মহী লুঠই॥ (গোবিন্দদাস)
—পদকল্পতরু ১৭২৭

মলয়ানিল বিষ পবনসমান।
হিমকর-দরশনে হরয়ে গেয়ান॥ (রাধাবল্লভ দাস)
—পদকল্পতরু ১৭২৫

কালিদাসও বলেছেন—

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
—মেঘদূত ২।২৯

[অমৃতশিশির আলোক শশীর
জানালার পথে আসে,
করে পরিহার, পরশ তাহার
এবে নাহি ভালবাসে।]

মিলনের রাত্রিতে যে চাঁদ আনন্দের উদ্দীপন করত, বিরহে সেই চাঁদকে দেখে যক্ষপ্রিয়া মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বিরহের বেদনার মাঝে লুকিয়ে থাকে আশার বাণী। তাই বিরহ যাতনা শেষ পর্যন্ত হয় সহনীয়, জীবনধারণেও তাই থাকে ঈপ্সা। রাধার

মুমূর্ষু প্রাণের পরিচয় দিয়ে কবি বলছেন—মৃত্যু আসন্ন, সহচরীরা শেষ গণনা করছে, কেউ মুখে জল দিচ্ছে, কেউ নীরবে বাতাস দিচ্ছে। রাধা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসেও একমাত্র আশার আশায় প্রাণধারণ করে রয়েছে—

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জিউ করব সমাধা ॥
ধরণী ধরিয়া ধনি জতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিনি জগমাহা তাপিনি
বৈরি-মদন-সর ধারা ॥
অরুননয়ন লোরে তীতল কলেবর
বিলুলিত দীঘল কেসা।
মন্দির বাহির করইতে সংসয়
সহচরি গনতহি সেসা ॥
আনি নলিনি কেও ধনিক স্তুতাওলি
কেও দেই মুখ পর নীরে।
নিসবদ হেরি কোই শাস নেহারত
কোই দেই মন্দ সমীরে ॥
কি কহব খেদভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভনই বিদ্যাপতি সোই কলাবতি
জিবন-বন্ধন-আশ পাশ ॥ (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৭৪২

[অনুবাদ—মাধব, রাধাকে কত প্রবোধ দিব। বারবার সে হা হরি, হা হরি বলে, এখনই জীবন শেষ করিবে। ধরণী ধরিয়া কোন-রূপে বসে, কিন্তু পুনরায় উঠিতে পারে না। সহজেই (একে) বিরহিণী, জগতের মধ্যে দুঃখিনী (তাপিনী), (তাহার উপর) মদনের শরধারা হইয়াছে তাহার শত্রু। তাহার অরুণ নয়নের জলে দেহ সিক্ত হইল। গৃহের বাহিরে যাতায়াত করাও সংশয় (অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে),

সহচরীরা শেষ গণনা করিতেছে (মৃত্যু আসন্ন বিবেচনা করিতেছে)। কেহ নলিনীদল আনিয়া ধনীকে শোয়াইল, কেহ মুখে জল দিতেছে। নিঃশব্দ দেখিয়া কেহ শ্বাস বহিতেছে কিনা দেখে, কেহ আস্তে আস্তে বাতাস করে। খেদ (তাহার খেদের কথা) কি কহিব যেন হৃদয় (অন্তর) ভেদ করিয়া ঘন ঘন উত্তপ্ত শ্বাস বহিতেছে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, একমাত্র আশাপাশে সেই কলাবতীর জীবনবন্ধন রহিয়াছে (আশাপাশে বদ্ধ না থাকিলে এতদিনে দেহ হইতে প্রাণ মুক্ত হইত)।]

ঠিক অনুরূপ ভাষাতেই যক্ষও মেঘকে বলছে তার প্রিয়া বিরহে মুমূর্ষু হলেও আশাতেই প্রাণধারণ করে রয়েছে। আশাই ফুলের মত কোমল নারীদের প্রাণকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখে—

আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি।

—মেঘদূত ১।১০

[আশাবন্ধন কুসুম যেমন
বৃন্তরে ধরি থাকে,
বিরহের ক্ষণে প্রণয়িনী জনে
জীবনে জিয়ায়ে রাখে।]

বিদ্যাপতি নিঃসন্দেহে মেঘদূতের এই শ্লোকের ভাববস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অন্যত্রও বিদ্যাপতি অনুরূপভাবে বলেছেন—

বিরহে দগধ মন কত দূর ধওলা।
মাগল মনোরথ কওনে সখি পওলা ॥
কত খন ধরব জাইতে জিব রাখি।
আসা বাঁধ পড়ল মন সাখি ॥

—বি. প. ৫৫৩

[অনুবাদ—বিরহে দগ্ধ হইয়া মন কতদূরে দৌড়িয়াছিল (যেখানে প্রিয় আছে সেইখানে)? মনোরথ প্রার্থনা করিয়া কেই বা পায়? যে প্রাণ যাইতে বসিয়াছে তাহাকে কতক্ষণ ধরিয়া রাখিব? আশার বন্ধনে মন সাক্ষী হইল।]

বিরহে যে সব বস্তু বেদনাদায়ক হয়েছিল, মিলনে তাই আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। প্রিয়তমের দর্শনে তখন আকাশবাতাস, জলস্থল আবার সব মধুময় হয়ে ওঠে। তখন উল্লাসমুখর কণ্ঠে বলে—

দুসহ বিয়োগ দিবস গেল বীতি।
প্রিয়তম দরসন অনুপম প্রীতি ॥
আব লগইছতি বিধু অনুকূল।
নয়ন কপূর আঁজন সমতূল ॥
গাবথু পঞ্চম কোকিল আবি।
গুঞ্জথু মধুকর লতিকা পাবি ॥ (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৮৩২

[অনুবাদ—দুঃসহ বিরহ-দিবস অতীত গেল, প্রিয়তমের দর্শনে অনুপম প্রীতি। এখন নয়নে কর্পূরাঞ্জন তুল্য চন্দ্র অনুকূল লাগিতেছে (বোধ হইতেছে)। কোকিল আসিয়া পঞ্চমে গান করুক, মধুকর লতিকা পাইয়া গুঞ্জন করুক।]

উর্বশীর সঙ্গে পূর্বরাগকালে বিরহের পর মিলন হলে পুরূরবাও ঠিক এই ভাবেতেই বলছে—

পাদাস্ত এব শশিনঃ সুখয়ন্তি গাত্রং
বাণাস্ত এব মদনস্য মনোঽনুকূলাঃ।
সংরম্ভরুক্ষমিব সুন্দরি যদ্‌বদাসীৎ
ত্বৎসঙ্গমেন মম তত্তদিবানুনীতম্‌ ॥
—বিক্রমোর্বশীয়, ৩য় অঙ্ক

[সেই চন্দ্রকিরণ—ইহার বিরহকালে যাহা আমার গাত্রে আগুনের বৃষ্টি করত—সেই কৌমুদী আজ শরীরটাকে যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে। মদনের সেই বিরহকালের শত দুঃখের নিদারুণ বাণ আজ সত্যই ফুলের আঘাতের মত মনোরম মনে হচ্ছে। সুন্দরি, যে জিনিষগুলি পূর্বে যেন কত বিপক্ষ ছিল, আজ এক তোমাকে পেয়ে সে সমস্তই আমার পক্ষে অনুকূল বলে বোধ হচ্ছে।—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

নিঃসন্দেহে এই শ্লোকের ভাবপ্রেরণা বিদ্যাপতির উক্ত পদটির ক্ষেত্রে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। রাধার বিরহ-বেদনার বাহ্যরূপ ও অন্তররূপ অঙ্কনে এবং পরিস্ফুটনে কালিদাসের প্রভাব যে কতদূর গভীরপ্রসারী তা এতাবৎ আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে। রাধাবিরহক্লিষ্ট কৃষ্ণের হৃদয়ের বেদনাপ্রকাশেও যে কালিদাসের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান তাই এখন আলোচিত হচ্ছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরহ মূলতঃ রাধারই প্রকাশ পেয়েছে—কৃষ্ণের নয়। তবুও কৃষ্ণের বিরহ আছে এবং সেই বিরহের গভীরতাও অসামান্য। পুরুষের প্রেমে মধুকরবৃত্তি সুতরাং তার প্রেমে নিষ্ঠার অভাবহেতু তার বিরহবেদনায় মর্মস্পর্শী কারুণ্য ফুটে উঠতে পারে না মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে রাধার জবানীতে এই অভিযোগ কখনও কখনও ফুটে উঠেছে। তৎসত্ত্বেও বিরহের উৎকর্ষরূপ কৃষ্ণের মধ্যে আশ্চর্য রকমের আভাসিত। এই বিরহী কৃষ্ণের উন্নততম রূপ অঙ্কনে কবিরা কালিদাসের নিকটই ঋণী। কালিদাসের বিরহগান মূলতঃ পুরুষের কণ্ঠেই গীত হয়ে উঠেছে—মেঘদূতে যক্ষের, রঘুবংশে অজের, বিক্রমোর্বশীয়তে পুরূরবার, অভিজ্ঞানশকুন্তলে দুষ্যন্তের। তন্মধ্যে উর্বশীকে হারিয়ে পুরূরবার যে বিলাপগীতি কবি কালিদাসের কাব্যবীণায় বেজে উঠেছে, তা তুলনারহিত। বিরহোন্মত্ত প্রেমিকের এই ধরণের ক্রন্দনরোল সাহিত্যজগতের দুর্লভ সৃষ্টি। বিরহে কৃষ্ণের দেহমনের অস্থিরতা, স্থাবরজঙ্গমে রাধামূর্তিদর্শন, বিনিদ্র রজনীজাগরণ, অশ্রুবিসর্জন, দেহকৃশতা—সবই কালিদাসের বিরহক্লিষ্ট নায়কদের সঙ্গে মিলবে। কৃষ্ণ-বিরহের পদগুলিতে এদেরই বেদনার ভাবছায়া ক্ষণে ক্ষণে ঝলকিত হয়ে উঠেছে, ধারণা।

বিদ্যাপতি একটি পদে কৃষ্ণের বিরহখিন্ন বেদনামূর্ছিত রূপটি চমৎকার এঁকেছেন—

সপনহু হরি পুনুপুনু কএ
লএ উঠ তোরিএ নাঞো।

আলিঙ্গন দএ পাছু নেহারএ
তোহি বিনু সূন কোর ॥
অকথ কথা আপু অবথা
নয়নে তেজয়ে লোর ॥

—বি. প. ৪২

[অনুবাদ—স্বপ্নের মধ্যে হরি তোমারই নাম লইয়া বারবার উঠেন, আলিঙ্গন দেন, পিছনে ফিরিয়া তাকান কিন্তু তোমার বিহনে তাঁহার শূন্য ক্রোড়। তাঁহার অবস্থা কহা যায় না, নয়নে নীর বহিতে থাকে।]

রাধাবিরহে বেদনাতুর কৃষ্ণের এই মূর্তি স্পষ্টতঃই প্রিয়াবিরহোন্মত্ত যক্ষেরই সদৃশ। যক্ষও এমনিভাবে প্রিয়ার অনুধ্যানে রত, স্বপ্নে দর্শন করে প্রেয়সীকে। আলিঙ্গনের জন্য বাহু বাড়িয়ে দেয় কিন্তু স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনায় আহত হয়। পূর্বোদ্ধৃত 'মামাকাশপ্রণিহিত ভুজং··· পতন্তি,' শ্লোকটির স্পষ্ট ভাবছায়া পড়েছে এখানে।

কৃষ্ণবিরহের অন্য একটি রূপ কবি বিদ্যাপতি এভাবে ফুটিয়েছেন—

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান ॥
কারণ বিনু খেনে হাস।
কি কহয়ে গদগদ ভাস ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল ॥
কাঁপএ দুরবল দেহ।
ধরই ন পারই কেহ ॥

—বি. প. ৪৪

[অনুবাদ—হে ধনি, শুন, তোমাকে না পাইয়া কানাই পাগল হইয়াছে। বিনা কারণে কখন হাসে, কখনও গদগদস্বরে কি বলে। আকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হা ধিক, হা ধিক বলে। তাহার দুর্বল দেহ কাঁপিতে থাকে, কেহ ধরিয়া (কম্পন) থামাইতে পারে না।]

আর একটি পদে অনুরূপ অবস্থা বর্ণিত—

তোহরি বিরহ বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
খনে অচেতন খনে সচেতন
খনে নাম ধরু তোর ।।

....

তোহরি কহিনি কহইত জাগয়
সুতই দেখয় তোয়।
এ ঘর বাহির ধৈরজ না ধর
পথ নিরখয়ে রোয় ।। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৬৫৭

[অনুবাদ—আমার সুন্দর মাধব তোমার বিরহবেদনে পাগলের মতন হইয়াছে। সে কখনও চেতন, কখনও অচেতন থাকে, কখনও তোমার নাম ধরিয়া ডাকে। ···সে তোমার কথা বলিয়া জাগিয়া উঠে, শুইয়া তোমাকেই যেন দেখে। ঘরে ও বাহিরে ধৈর্য ধরে না, পথের দিকে তাকাইয়া কাঁদে।]

স্পষ্টতঃই স্মরণে আসে উর্বশীবিরহী-পাগল পুরূরবাকে। উর্বশীর বিরহে পুরূরবার আচরণেও দেখা দিয়েছে এমনই উন্মত্ততা।

বন-উপবনে রাধার মূর্তিদর্শন, পুনঃ পুনঃ বিরহে মূর্ছা—এই প্রেমোন্মত্তরূপ একটি পদে বিরলরেখায় চমৎকার অঙ্কিত। সখীরা রাধার কাছে গিয়ে কৃষ্ণের এই অবস্থা নিবেদন করছে—

জখন যতএ জাহি নিহারএ
তাহি তাহি তোহি ভান।
মালতি সফল জীবন তোর।
তোর বিরহে ভুঅন ভমএ
ভেল মধুকর ভোর ।।
জাতকি কেতকি কত ন অছএ
সবহি রস সমান।
সপনহু নহি তাহি নিহারএ
মধু কি করত পান ।।

বন উপবন কঞ্জ কুটীরহি
সবহি তোহি নিরূপ।
তোহি বিনু পুনু পুনু মুরুছএ
অইসন প্রেম-স্বরূপ ॥

—বি. প. ৪৩

[অনুবাদ—যখন যাহা যেখানে দেখে, তাহাতেই তোর কথা মনে হয়। মালতি, তোর জীবন সফল, তোর বিরহে ভুবন ভ্রমণ করিয়া ভ্রমর বিহ্বল হইল। জাতী, কেতকী কত আছে, সকলেরই রস সমান। স্বপ্নেও তাহাদের দেখে না, মধু কি করিয়া পান করিবে ? বন, উপবন, কুঞ্জকুটীর সব স্থানেই তোকে নিরূপণ করে। তোর বিরহে পুনঃ পুনঃ মূর্ছা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রেমের স্বরূপ।]

শুধু মানসদর্শন নয়, লতা-তরুবরকে রাধাভ্রমে কৃষ্ণ আলিঙ্গনও করছে -

কুসুমলতা ধরি আলিঙ্গএ
তুয়া কলেবর ভানে।

—বিদ্যাপতি

রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি
তয়া ভ্রমে তরু দেই কোর।

—গোবিন্দদাস

এই ভাব কালিদাস থেকেই যে আহৃত, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রিয়াদেহ-অনুরূপ লতা দেখে দুষ্যন্ত মন জুড়াতে চেয়েছে—'প্রিয়ায়াঃ কিঞ্চিদনুকারিণীষু লতাসু দৃষ্টিং বিলোড়য়ামি,' আর পুরূরবা প্রিয়াদেহ-সদৃশী অরণ্যের লতাকে আলিঙ্গনে সমুৎসুক হয়েছে—'যাবদস্যাং প্রিয়ানুকারিণ্যাং লতায়াং পরিষ্বঙ্গপ্রণয়ী ভবামি'। লতাকে আলিঙ্গন করেছে উন্মত্ত আবেগে যেমনটি করেছে কৃষ্ণ। কবি কালিদাস এই বিরহরূপ চরম নৈপুণ্যে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছেন বিক্রমোর্বশীয় নাটকের চতুর্থ অঙ্কে, যেখানে পুরূরবা বনে বনে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার হারানো প্রিয়াকে। কৃষ্ণ যেন অবিকল পুরূরবারই প্রতিলিপি। বনে-উপবনে, কুঞ্জকুটীরে সর্বত্র কৃষ্ণ রাধাকে প্রত্যক্ষ করে। পুরূরবাও ঠিক এমনি-

ভাবেই বর্ষার নবজলধারায় উদ্গত কুন্দলী কুসুমে প্রিয়ার ক্রোধারুণ নয়নকমলকে প্রত্যক্ষ করে—

আরক্তকোটিভিরিয়ং কসুমৈঃ নবকন্দলী সলিলগর্ভৈঃ।
কোপাদন্তর্বাষ্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তস্যাঃ ॥

—বিক্রমোর্বশীয়, ৪র্থ অঙ্ক

[এই যে রক্তবর্ণ নবকন্দলী, এর মধ্যে জলবিন্দু, আমার প্রিয়ার রাঙা সজল চোখের ছবি মনে করিয়ে দিচ্ছে।]

এঁকে বেঁকে যাওয়া প্রবহমান নদীর গতিতে মরালগমনা প্রিয়ার গতিভঙ্গি খুঁজে পায়—

তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণিরশনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্।
যথা জিহ্মং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহুশো
নদীভাবেনেয়ং ধ্রুবমসহমানাপরিণতা ॥

—বিক্রমোর্বশীয়, ৪র্থ অঙ্ক

[মনে হচ্ছে, বুঝি আমার প্রিয়তমা রোষবশে এই নদীর রূপ ধরে বয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তার ভ্রূভঙ্গ, চঞ্চল পাখীদের কলকূজন যেন মেখলার ঝঙ্কার, এদিক ওদিক সরে যাওয়া ফেনা তার বস্ত্র—যেন নিতম্ব হতে স্খলিত হচ্ছে আর টেনে টেনে ধরছে।]

কৃষ্ণের বিরহ-মূর্ছিত রূপ অঙ্কনে বৈষ্ণব কবিরা নিঃসন্দেহে কালিদাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, ধারণা।

রাধাবিরহে কৃষ্ণের যথার্থ বেদনার রূপ একটি পদে গভীর আন্তরিকতায় ফুটে উঠেছে। এই বেদনাপ্রকাশ বৈষ্ণব কবিদের অনুভূতিনিবিড় আবেগময়তারই ফল। কিন্তু প্রকাশের ভাষাতে কথঞ্চিৎ কালিদাসের ছায়া আছে, ধারণা। কৃষ্ণ দূতীর কাছে তার রাধাগতপ্রাণ মনের কথা নিবেদন করছে এভাবে—

বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরণ যায়।
করে ধরি মাথুর অনুমতি মাগিতে
ততহি পড়ল মুরছায়।

কিছু গদ গদস্বরে লহু লহু আখরে
যে কিছু কহল বর রামা।
কঠিন কলেবর তেঁই চলি আওল
চিত রহল সোই ঠামা। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৭৪৮

[অনুবাদ—হে সুন্দরি, তাহাকে কি বিস্মৃত হওয়া যায়? হাত ধরিয়া মথুরায় যাইবার অনুমতি মাগিবার সময় সেখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িল? গদগদস্বরে স্খলিত অক্ষরে রাধা যাহা বলিল (তাহা শুনিয়াও) আমার কঠিন কলেবর, তাই চলিয়া আসিলাম। কিন্তু মন সেই জায়গায় রহিয়া গেল।]

পদটির 'কঠিন কলেবর....সোই ঠামা' অংশে দুষ্যন্তের উক্তির দূরগত প্রতিধ্বনি শ্রুত হবে। শকুন্তলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর কার্যানুরোধে বিদায় নিয়ে দুষ্যন্ত যখন তপোবনের অদূরে যেতে উদ্যত, তখন বলছে—'গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ' অর্থাৎ শরীর অগ্রে যাচ্ছে কিন্তু মন পেছনে ছুটেছে। মনে হয় যে, বিদ্যাপতি এক্ষেত্রে কালিদাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণবিরহে রাধা বারমাসের যে দুঃখ বর্ণনা করেছে, তাতে কালিদাসের প্রভাব রয়েছে, মনে করা যেতে পারে। বারমাসিয়া গানের মূল উৎস কালিদাসের ঋতুসংহার এমনটি কেউ কেউ মনে করেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "একদা মনে করিয়াছিলাম, বারমাসিয়া গানের মূল উৎস কালিদাসের 'ঋতুসংহার'। ঋতুসংহারে নায়কনায়িকার কাছে প্রকৃতির বারমাসের ভোগসম্ভার উপাহৃত হইয়াছে ঋতুপর্যায়ের পরিবেশনে। বারমাসিয়ায় (এবং চউমাসিয়ায়) প্রধানত বিরহব্যথারই ফিরিস্তি। কিন্তু ঋতুসংহারের সঙ্গে প্রকারান্তরে এই মিল থাকিলেও ঋতুসংহার হইতে সোজাসুজি আসে নাই, আসিয়াছে প্রাচীনতর লোকগীতি হইতে। কালিদাসও লোকগীতি হইতেই ঋতুসংহারের কল্পনা পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে করিতে বাধা কি" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৫ম সং,

পৃঃ ৯৫)। কালিদাস ঋতুসংহারের কল্পনা স্বাধীনভাবেই করে থাকুন কিংবা লোকগীতি থেকে প্রেরণা পেয়ে করে থাকুন, বৈষ্ণব কবিদের রাধার বারমাস্যা বর্ণনায় এর প্রভাব যথেষ্ট বর্তমান। কালিদাস ঋতুসংহারে যে ঋতু-বর্ণনা করেছেন, তার প্রধানতঃ দুটি দিক। এক, ঋতুপর্যায়ের বহিরঙ্গ চিত্র এঁকেছেন, আর মানবমনের উপর ঋতুপ্রকৃতির প্রভাব দেখিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কালিদাসের এই ঋতু-বর্ণনা সম্ভোগ বা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের সঙ্গে জড়িত। বৈষ্ণব পদাবলীতেও ঋতু-বর্ণনা অনেকটা এই প্রকৃতির। রাধার বারমাসের দুঃখ বর্ণনার মাঝে স্থান পেয়েছে কামবিলাসের স্মৃতি কিংবা কামবিরহিত জীবন-যাপনের দুঃখ। রাধার বারমাস্যাতে যে ঋতুর বর্ণনা রয়েছে, তাতেও মাঝে মাঝে কালিদাসের ঋতুবর্ণনার ছাপ পাওয়া যাবে। বৈষ্ণব কবিরা নিজেদের চোখে দেখা ঋতুর রূপ বর্ণনা করতে গিয়েও আশ্চর্য ব্যাপার যে, কবি কালিদাসেরই ঋতুবর্ণনাকে উপজীব্য করেছেন।

বর্ষাকালীন বিরহবেদনার দাহন জানিয়ে সখীদের কাছে রাধা বলছে—

দেখ সখি বরিষারঙ্গ।
কোন অপরাধে আনায়ল মনমথ
কাটিতে বিরহিণি অঙ্গ ॥
চড়ি রহু কুম্ভ কদম্ব-গজেন্দ্রহি
বান্ধল কেতকি-তূণ।
ধরি ধনরাজ সাজ করি নীরদ
গরজল সমরে নিপুণ ॥
ধরি খরশান তড়িত-অসি চঞ্চল
চমকই বারহি বার।
চাতকচয় জয়- শঙ্খ-শবদ করু
দেখি সুখি শিখি-পরিবার ॥
মণ্ডুকগণ ঘন করু রণবাজন
সারস হংস বিষাণ।
পবনক অঙ্গ সঙ্গ করি উড়ত
নব বকপাঁতি নিশান ॥

কো কহে নীর তীর জনু বরিখত
মুরছিত বিরহিণিবৃন্দ।
নাসা-পবনে কেমনে ধনি বারব
অপশোসই দ্বিজ নন্দ ॥

—পদকল্পতরু ১৭৩৩

কালিদাসেরই বর্ণনা অনুসৃত এখানে। ঋতুসংহারের নিম্নোক্ত বর্ষা-বর্ণনার ছায়া উপরি-উক্ত পদটিতে লক্ষিত হবে, ধারণা—

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরঃ
তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতিঃ
ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥

—১ম শ্লোক

তৃষাকুলৈশ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ
প্রযাচিতাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ।
প্রয়ান্তি মন্দং বহুধারবর্ষিণো
বলাহকাঃ শ্রোত্রমনোহরস্বনাঃ ॥

—৩য় শ্লোক

বলাহকাশ্চাশনিশব্দমর্দলাঃ
সুরেন্দ্রচাপং দধতস্তড়িদ্‌গুণম্।
সুতীক্ষ্ণধারাপতনোগ্রসায়কৈঃ
তুদন্তি চেতঃ প্রসভং প্রবাসিনাম্ ॥

—৪র্থ শ্লোক

[প্রিয়ে, জলকণাবর্ষী মেঘ যার মদবর্ষী মত্তমাতঙ্গ, বিদ্যুৎ পতাকা এবং বজ্রধ্বনি হল মাদল, কামীজনের প্রিয় উজ্জ্বলকান্তি সেই বর্ষা রাজার ন্যায় সমাগত। ১।

তৃষার্ত চাতকপক্ষীদের প্রার্থিত হয়ে জলরাশি সঙ্গে নিয়ে অজস্র ধারাবর্ষণকারী মেঘরাজি কর্ণসুখকর শব্দ করতে করতে ধীরে যাচ্ছে। ৩।

বজ্রধ্বনি যাদের মাদল, সেই মেঘসমূহ বিদ্যুতের গুণযুক্ত ইন্দ্রধনু

ধারণ করে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারাবর্ষণের ন্যায় উদগ্র বাণরাজির দ্বারা বিরহীদের চিত্তকে সবলে বিদীর্ণ করছে। ৪।]

বর্ষার আবির্ভাবে নিখিল প্রকৃতি ও প্রাণীজগতে যে আনন্দের, উল্লাসের চিত্র কালিদাস এঁকেছেন (ঋতুসংহার, বর্ষাবর্ণন ৬-১৫ শ্লোক), তারই প্রভাবে বৈষ্ণব কবিরাও বর্ষাগানে প্রাণীকুলের আনন্দমুখর উল্লাসের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন, অনুমান। বিশেষ করে নববর্ষাগমে ময়ূরের কলাপ বিকাশ করে আনন্দ-নৃত্যের যে চিত্র বৈষ্ণব কবিরা যথেচ্ছ ফুটিয়েছেন—

গগনে গরজে ঘন ফকরে ময়ূর।

—বিদ্যাপতি

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।

—বিদ্যাপতি

শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরের নাট।

—লোচনদাস

পাপ ডাহুকি ডহুকে ডাকই
মউর নাচত মাতিয়া।

—অজ্ঞাত

তা কালিদাসেরই কাব্যবিধৃত ময়ূরের আনন্দ-প্রকাশকে স্মরণ করায়—

সদা মনোজ্ঞং স্বনদুৎসবোৎসুকং
বিকীর্ণ-বিস্তীর্ণকলাপশোভিতম্।
সসংভ্রমালিঙ্গনচুম্বনাকুলং
প্রবৃত্তনৃত্যং কুলমদ্য বর্হিণাম্॥

—৬ষ্ঠ শ্লোক

[আজ ময়ূরকুল সর্বদাই কেকাধ্বনি করছে, তারা আনন্দপ্রকাশে উন্মুখ এবং পুচ্ছ প্রসারিত করে শোভা পাচ্ছে। হর্ষের আতিশয্যে আলিঙ্গন ও চুম্বনে আকুল হয়ে তারা নৃত্য আরম্ভ করেছে।]

বর্ষাঋতুর আবির্ভাবে পুরূরবা যেমন উর্বশীবিরহে মদনসন্তাপিত হয়ে জর্জরিত হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করেছে, "অহো অপরাবৃত্তভাগধেয়ানাং দুঃখং দুঃখানুবন্ধমেব। কুতঃ অয়মেকপদে তয়া বিয়োগঃ প্রিয়য়া চোপনতঃ সুদুঃসহো মে। নববারিধরোদয়াদহোভির্ভবিতব্যঞ্চ নিরাতপত্বরম্যৈঃ" অর্থাৎ হায়রে, কপাল যাদের মন্দ, তাদের একটা দুঃখ যায়, দশটা দুঃখকে টেনে আনে। কেন না, আজ একসময়ে দুটি বস্তুর উদয় হল। প্রিয়তমা উর্বশীর সঙ্গে বিরহ, যা সইবার শক্তি আমার নেই, আবার এই নব জলধরের আবির্ভাব যার ফলে দিনের অসহ্য তাপ দূর হয়েছে, দিনগুলি পরম উপভোগ্য, কিন্তু উর্বশীর বিরহে এ আমার নিকট নিতান্ত অসহ্য।

রাধাও ঠিক তেমন আকাশে মেঘের আবির্ভাব দেখে কামসন্তাপিত হয়ে বলছে—

হম ধনি তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নহি সঙ্গ।
বরিসা পরবেস পিয়া গেল দূরদেস
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ॥
সজনি আজু শমন দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিগে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসএ মোয়॥
ঘন ঘন গরজিত সুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পাপিহা দারুন পিউ পিউ সোঙর
ভ্রমি ভ্রমি দেই তসু কোর॥
বরিখএ পুন পুন আগিদহন জনু
জানলু জীবন অন্ত। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৭১৮

[অনুবাদ—হে ধনি! আমি মন্দিরে একাকিনী তাপ (বিরহের উত্তাপ) সহ্য করিতেছি, দ্বিতীয় কোনজনের সঙ্গ নাই। বর্ষা আসিল,

প্রিয় দূরদেশে গেল, উন্মত্ত অনঙ্গ আমার শত্রু হইল। সখি, আজ শমনের (মৃত্যুর) দিন আসিল। নবীন জলধরে চারিদিকে আবৃত করিল, তাহা দেখিয়া আমার প্রাণ বাহির হইতেছে। ঘন মেঘের গর্জন শুনিয়া আমার প্রাণ চমকিত ও হৃদয় কম্পিত হইতেছে। দারুণ পাপিয়া মেঘের কোলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিউ পিউ শব্দে প্রিয়তমকে স্মরণ করিতেছে, অগ্নিদহনের মতন বারবার বৃষ্টি হইতেছে। জানিলাম জীবনের শেষ হইল।]

গোবিন্দদাসের নিম্নোক্ত পদগুলিতে বর্ষাবির্ভাবে বিরহিণী নারীর জীবনের হতাশা, মেঘগর্জনে ভয়চকিত, ভীতিবিহ্বল রূপ চমৎকার ফুটে উঠেছে—

উয়ল নব নব মেহ।
দুরে রহু শ্যামর দেহ॥
তঁহি ঘন বিজুরি উজোর।
হরি রহু নাগরি কোর॥
চাতক পিউ পিউ বোল।
শুনইতে জিউ উতরোল॥
দাদুরি উনমত ভাষ।
বিরহিণি জিবন নৈরাশ॥
দারুণ পাউখ কাল।
জীবন ভেল জনজাল॥

—পদকল্পতরু ১৭৩১

শাঙনে সঘনে গগনে ঘন গরজন
উনমত দাদুরি বোল।
চমকিত দামিনি জাগরে কামিনি
জীবন কণ্ঠহি লোল॥

—পদকল্পতরু ১৮১৪

কালিদাসেও অনুরূপ বর্ণনা পাই—

পয়োধরৈর্ভীমগভীরনিস্বনৈ
স্তড়িদ্ভিরুদ্বেজিতচেতসো ভৃশম্।

কৃতাপরাধানপি যোষিতঃ প্রিয়ান্
পরিষ্বজন্তে শয়নে নিরন্তরম্ ।।

বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুভিঃ
নিষিক্তবিম্বাধরচারুপল্লবাঃ ।
নিরস্তমাল্যাভরণানুলেপনাঃ
স্থিতা নিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাসিনাম্ ।।

—বর্ষাবর্ণন, ১১শ ও ১২শ শ্লোক

[ভীম গর্জনকারী মেঘ এবং বিদ্যুচ্ছটার দ্বারা উদ্বিগ্নচিত্ত হয়ে রমণীরা প্রিয়জন পূর্বে অপরাধ করলেও তাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করছে। ১১।

প্রবাসীদের পত্নীরা হতাশ হয়ে পদ্মতুল্য নয়নের অশ্রুর দ্বারা পল্লব ও বিম্বফলতুল্য অধরকে ধৌত করে মালা, অলঙ্কার ও অনুলেপন পরিত্যাগ করে অবস্থান করছে। ১২।]

এক্ষেত্রে বর্ষাঋতুকে শৃঙ্গারের উদ্দীপনরূপে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গিতে সাধর্ম্য লক্ষণীয়। বৈষ্ণব কবিরা শুভ্র নির্মল আকাশে জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল রাত্রির, কাশফুলে আকীর্ণ বনভূমির, বর্ষাজলে পূর্ণ নদনদীর কলতরঙ্গের যে চিত্র শরদ্বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতেও কালিদাসের শরদ্বর্ণনার প্রচ্ছায়া গোচর হবে। শরদ্বর্ণনায় কালিদাসে আছে—

কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো
হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি ।

কারণ্ডবাবলিবিঘট্টিতবীচিমালাঃ
কাদম্বসারসকুলাকুলতীরদেশাঃ।
কুর্বন্তি হংসবিরুতৈঃ পরিতো জনস্য
প্রীতিং পরাং কমলরেণুবৃতাস্তটিন্যঃ ।।

নেত্রোৎসবো হৃদয়-হারি-মরীচি-মালঃ
প্রহ্লাদকঃ শিশিরশীকর-বারিবর্ষী ।
পত্যুর্বিয়োগ-বিষ-দিগ্ধ-শরক্ষতানাং
চন্দ্রো দহত্যতিতরাং তনুমঙ্গনানাম্ ।।

—শরদ্বর্ণন ২য়, ৮ম ও ৯ম শ্লোক

[শরৎকালে পৃথিবী কাশফুলে, রাত্রি শুভ্র চাঁদে, নদীজল হাঁস দ্বারা এবং সরোবর কুমুদ দ্বারা শোভা পায়। ২।

বেলে হাঁসগুলি যাদের ঢেউকে দোলাচ্ছে, কালোপাখা হাঁস ও সারসের দ্বারা যাদের তীরভূমি ছেয়ে গেছে, পদ্মপরাগে ভরা সেই নদীগুলি সকলদিকে হাঁসগুলির কলধ্বনির দ্বারা জনগণের প্রীতি বাড়াচ্ছে। ৮।

চোখের আনন্দদায়ক, স্নিগ্ধকিরণযুক্ত, হিমশীতল জলকণাবর্ষী চাঁদ পতিবিচ্ছেদের বিষে জর্জর, ব্যথাবাণে আহত সুন্দরীদের ক্ষীণ অঙ্গকে আরও পোড়াচ্ছে। ৯।]

গোবিন্দদাসে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা পাই—

আশিন মাসে বিকাশিত পদমিনি
সারস হংস নিশান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
ঝরি ঝুরি না রহে পরাণ।।

—পদকল্পতরু ১৮১৪

চম্পতিপতিও অনুরূপভাবে শরদ্বর্ণনা করেছেন—

আওল শরদ নিশাকর নিরমল
পরিমল কমল-বিকাশ।

—পদকল্পতরু ১৭৪৪

ঋতুসংহারে শরদ্বর্ণনায় আছে—

তারাগণ-প্রবর-ভূষণমুদ্বহন্তী
মেঘাবরোধ-পরিমুক্ত-শশাঙ্কবক্ত্রা।
জ্যোৎস্নাদুকূলমমলং রজনী দধানা
বৃদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বালা।।

কহ্লারপদ্ম-কুমুদানি মুহুর্বিধুন্বন্
তৎসঙ্গমাদধিকশীতলতামুপেতঃ।
উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে
পত্রান্তলগ্ন-তুহিনাম্বু-বিধূয়মানঃ।।

স্ফুটকুমুদচিতানাং রাজহংসশ্রিতানাং
মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্ ।
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং
বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্ ॥

শরদি কুমুদসঙ্গাদ্বায়বো বান্তি শীতা
বিগতজলদবৃন্দা দিগ্বিভাগা মনোজ্ঞাঃ ।
বিগতকলুষমম্ভঃ শ্যানপঙ্কা ধরিত্রী
বিমলকিরণচন্দ্রং ব্যোম তারাবিচিত্রম্ ॥

—শরদ্বর্ণন ৭ম, ১৫শ, ২১শ ও ২২শ শ্লোক

[মেঘের অবরোধ থেকে বিমুক্ত চাঁদ যার মুখ, সেই রাত্রি তারারূপ শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার পরে এবং অমলধবল জ্যোৎস্নারূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরে যুবতী বিলাসিনীর মত দিন দিন বেড়ে উঠছে । ৭ ।

প্রভাতকালে বায়ু কহ্লার, পদ্ম এবং কুমুদসমূহকে বার বার কাঁপিয়ে তুলে তাদের সংস্পর্শে শীতল হয়ে পাতার ডগার শিশিরকণাকে টলিয়ে (মানবহৃদয়কে) অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত করে তুলছে । ১৫ ।

মেঘশূন্য এবং চাঁদ ও তারাখচিত আকাশ, প্রস্ফুটিত কুমুদ, রাজহাঁস এবং মরকতমণির মত উজ্জ্বল জলে ভরা সরোবরের শোভাকে পরাজিত করে, এমন সৌন্দর্য ধারণ করছে । ২১ ।

শরৎকালে কুমুদ-সংসর্গে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় । দিঙ্মণ্ডল মেঘশূন্য এবং মনোজ্ঞ জলরাশি নির্মল । পৃথিবীর কাদা শুকনো । আকাশ চাঁদের কিরণে ধোয়ানো এবং তারাভরা । ২২ ।]

অনুরূপ বর্ণনা পাই পদাবলীতে—

আওল আশ্বিন বিকসিত সব দিন
থল-জল-পঙ্কজ ভাল ।
মুকুলিত মল্লি কুসুমভরে পরিমলে
গন্ধিত শারদকাল ॥ (ভুবনদাস)

—পদকল্পতরু ১৭৯৭

সময় শারদ চাঁদ নিরমল
দীঘ দীপতি রাতিয়া।
ফুটল মালতি কুন্দ কুমুদিনি
পড়ল ভ্রমরক পাঁতিয়া।। (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ১৮০৮

উজোর হিমকর নভতল নিরমল
চাঁদনি রজনি উজোর।
উনমত ভ্রমর ভ্রমরি সহ বিলসই
বিকসিত পদুমিনি-কোর।। (বলরাম দাস)

—পদকল্পতরু ১৮৪৫

হেমন্তবর্ণনায় কালিদাস প্রকৃতির মনোহর রূপেরই ছবি এঁকেছেন—

প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিতানি
সোন্মাদকাদম্ববিভূষিতানি।
প্রসন্নতোয়ানি সুশীতলানি
সরাংসি চেতাংসি হরন্তি পুংসাম্।।

—হেমন্তবর্ণন, ৯ম শ্লোক

[ফোটা নীলপদ্মের দ্বারা শোভমান, সানন্দ শ্যামপাখা কলহাঁসের দ্বারা ভূষিত জলভরা সুশীতল সরোবরগুলি মানুষের চিত্তকে হরণ করছে।]

বলরাম দাসের কার্তিক-বর্ণনায় উপরি-উক্ত বর্ণনারই ছায়া পড়েছে, ধারণা—

বিহরই বিহগ সুভগ তটিনীতট
জল-সরসিজ পরকাশ।
জগ-জন-লোচন তনু-মন-মোহন
আওল কাতিক মাস।।

—পদকল্পতরু ১৮৪৬

বিষ্ণুপ্রিয়ার দ্বাদশমাসিক বিরহবর্ণনাতে কবি লোচন দাস পৌষ

মাসের শীতজনিত বেদনামোচনের উপায় বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে জানাচ্ছেন এরূপ—

পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে।
কান্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে।।

—পদকল্পতরু ১৭৮৭

কবি কালিদাসও অনুরূপভাবে শীতপীড়িত জনের অগ্নিতে, সূর্যকিরণে, প্রিয়তমা-আলিঙ্গনে শীত দূরীভূত হতে পারে, এমনটি বলেছেন—

নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরং
হুতাশনো ভানুমতো গভস্তয়ঃ।
গুরূণি বাসাংস্যবলাঃ সযৌবনাঃ
প্রয়ান্তি কালেঽত্র জনস্য সেব্যতাম্ ।।

—শিশিরবর্ণন, ২য় শ্লোক

[এ সময়ে বিশেষভাবে জানালা-বন্ধ-করা গৃহের অভ্যন্তরভাগ, অগ্নি, সূর্যের কিরণরাজি, মোটা বস্ত্র ও যৌবনবতী সুন্দরী রসিক মানুষের উপভোগ্য হয়ে ওঠে।]

ভুবনদাস বিষ্ণুপ্রিয়ার দ্বাদশমাসিক বিরহবর্ণনাকালে গ্রীষ্মঋতুর রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন, এরূপ—

দুখময় কাল কাল করি মানিয়ে
আওল পাপ বৈশাখ।
দিনকর-কিরণ দহন সম দারুণ
ইহ অতি কঠিন বিপাক ।।
খরতর পবন বহই সব নিশিদিন
উমরি গুমরি গৃহমাঝ।
....
মন্দ তরঙ্গিত গন্ধ সুগন্ধিত
আওত মারুত মন্দ।

—পদকল্পতরু ১৭৯২

গণি গণি মাহ জৈঠ অব পৈঠল
আনলসম সব জান।

কানন গহন দাব-ঘন দাহন
ভয়ে মৃগি করত পয়ান ॥

—পদকল্পতরু ১৭৯৩

—এই বর্ণনা কালিদাসকেই স্মরণ করায়। কালিদাস গ্রীষ্মের যে অপরূপ তপ্ত দিনের ছবি এঁকেছেন তার কিছু পরিচয় দেওয়া হল—

অসহ্যবাতোদ্ধতরেণুমণ্ডলা
প্রচণ্ডসূর্যাতপ-তাপিতা মহী।

গ্রীষ্মবর্ণন, ১০ম শ্লোক

[অসহ্য তপ্ত বায়ুর ঝড়ে ধূলিরাশি উড়ছে, প্রখর সূর্যের তাপে উত্তপ্ত পৃথিবী।]

পটুতরদবদাহোচ্ছুষ্ক-শস্যপ্ররোহাঃ
পরুষপবনবেগোৎক্ষিপ্তসংশুষ্কপর্ণাঃ।
দিনকরপরিতাপক্ষীণতোয়াঃ সমন্তাদ্
বিদধতি ভয়মুচ্চৈর্বীক্ষ্যমাণা বনান্তাঃ ॥

জ্বলতি পবনবৃদ্ধঃ পর্বতানাং দরীষু
স্ফুটতি পটুনিনাদৈঃ শুষ্কবংশীস্থলীষু।
প্রসরতি তৃণমধ্যং লব্ধবৃদ্ধিঃ ক্ষণেন
গ্লপয়তি মৃগবর্গং প্রান্তলগ্নো দবাগ্নিঃ ॥

—গ্রীষ্মবর্ণন, ২২শ ও ২৫শ শ্লোক

[বনাগ্নির অধিকতর দাহে শস্যের অঙ্কুরসমূহ শুষ্ক, খরবায়ুর বেগে পর্ণরাশি বিপর্যস্ত, সূর্যের প্রচণ্ডতাপে জলরাশি বিশুষ্ক—অরণ্যের প্রান্তভাগ সকলদিকে এইপ্রকার অত্যন্ত ভয়দায়করূপে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২২।

বায়ুসহায়ে বিবর্ধিত বনানল পর্বতসমূহের কন্দরে কন্দরে জ্বলছে, উচ্চধ্বনিসহকারে শুষ্ক বংশবন স্ফুটিত হচ্ছে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষণকালের মধ্যেই তৃণভূমিতে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে এবং বনপ্রান্তে প্রজ্জ্বলিত হয়ে মৃগকুলকে আকুল করে তুলছে। ২৩।]

কৃষ্ণের দ্বাদশমাসিক বিরহবর্ণনাতে গ্রীষ্মে চন্দনলেপন ও বীজনে বিরহানল জ্বলে ওঠার বর্ণনা রয়েছে এরূপ—

কত ঘন চন্দন কত·কত বীজন
সজল জলদ বিষ-শঙ্কা।
জৈঠহি পৈঠল হিয়ে বড়বানল
কিয়ে দুরবিহি ভেল বঙ্কা।।

—পদকল্পতরু ১৮৪১

কালিদাসেও অনুরূপ বর্ণনা পাই—

স-চন্দনাম্বু-ব্যজনোদ্ভবানিলৈঃ
সহারযষ্টিস্তনমণ্ডলার্পণৈঃ।
সবল্লকী-কাকলিগীতনিস্বনৈ
বিবোধ্যতে সুপ্ত ইবাদ্য মন্মথঃ।।

—গ্রীষ্মবর্ণন, ৮ম শ্লোক

[চন্দনজলসিক্ত ব্যজনের পবনের দ্বারা, স্তনমণ্ডলে হারলতা অর্পণের দ্বারা এবং বীণাধ্বনি সহযোগে সঙ্গীতের দ্বারা আজ (বিলাসিনীরা) নিদ্রিত কন্দর্পকে যেন জাগাচ্ছে।]

পদটির প্রথম ছত্রের ভাষার সঙ্গে শ্লোকটির প্রথম ছত্রের ভাষার হুবহু সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়। বৈষ্ণব কবিদের বসন্তঋতু বর্ণনাতেও কালিদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা চলে। তবে এই প্রভাব কতটুকু প্রত্যক্ষ এবং কতটুকুই বা পরোক্ষ তা নির্ণয় করা কঠিন। বসন্ত ঋতুর বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদিগের প্রিয় কাব্যবিষয়বস্তু। শীতের রিক্ততা, নিঃস্বতার পর প্রকৃতির বুকে নবজীবনের যে আনন্দহিল্লোল বসন্ত ঋতুতে দৃষ্ট হয়, অন্য কোন ঋতুতে তা প্রত্যক্ষীভূত হয় না। আকাশ-বাতাস, জল-স্থল আনন্দের রঙে রাঙা হয়ে ওঠে এ সময়। তাই বসন্ত ঋতু যুগে যুগে কবিচিত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে, ধারণা। রামায়ণে বসন্তের অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১ম সর্গ)। সেই বর্ণনার প্রভাব কালিদাসে স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। তদুপরি কালিদাসের বসন্তবর্ণনার নিবিড় রঙের পাত্রে তাঁর পরবর্তী

বহু কবি বসন্তবর্ণনার তুলিকাটি ডুবিয়ে নিয়ে আরও নিবিড় উজ্জ্বল করে এঁকে তুলেছেন বসন্ত-আলেখ্য। এঁদের সকলেরই বসন্ত-প্রকৃতির বর্ণনা বৈষ্ণব কবিদের বসন্তবর্ণনায় অল্পবিস্তর ছায়া ফেলেছে। তবে কালিদাসের ঋতুসংহারের এবং কুমারসম্ভবের অকালবসন্তবর্ণনার ছায়াপাত যেটুকু ঘটেছে, তাই দেখিয়ে কালিদাসের নিকট বৈষ্ণব কবিদের প্রত্যক্ষ ঋণ নির্ণয়ের চেষ্টা করছি। বিদ্যাপতি একটি পদে বসন্তের আনন্দশিহরিত রূপ এঁকেছেন এরূপ—

মলয়ানিলে সাহর ডার ডোল।
কল কোকিল রবে মঅন বোল॥
হেমন্ত হরন্তা দুহুক মান।
ভমি ভমর করএ মকরন্দ পান॥
রঙ্গু লাগএ রিতু বসন্ত।
সানন্দিত তরুনী অনরু কন্ত॥
সারঙ্গিনি কউতুকে কামকেলি। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৮৪৩

[অনুবাদ মলয়ানিলে সহকারশাখা দুলিতেছে, কোকিল কলরবে মদনের ভাষা বলিতেছে। হেমন্ত উভয়ের (কোকিলের ও বসন্তের) গৌরব হরণ করিয়াছিল, ভ্রমর ঘুরিয়া মধুপান করিতেছে। বসন্ত ঋতুতে রঙ্গ লাগিয়াছে, তরুণী এবং কান্ত আনন্দিত। সারঙ্গিণী (মৃগী) কৌতুকে কামকেলি করিতেছে।]

এই বর্ণনা পড়লে কালিদাসের অকালবসন্তবর্ণনা স্মরণে আসে। বিশেষ করে 'সারঙ্গিনি কউতুকে কামকেলি' ছত্রটি পাঠ করলেই কালিদাসের এই অপূর্ব শ্লোকটির কথা মনে হয়—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥

—কুমারসম্ভব ৩।৩৬

[একটি ফুলের পাত্রে ভ্রমর
ভ্রমরীরে অনুসরি
মধু তারে আগে পান করাইয়া
লইল প্রসাদ করি
হরিণ আপন হরিণীর গায়
সোহাগের ভরে শৃঙ্গ বুলায়
সে পরশসুধা পান করে মৃগী
আঁখি নিমীলন করি।]

আমাদের অনুমান যে, বিদ্যাপতি এস্থলে কালিদাসের এই শ্লোকটিকে নিশ্চয়ই স্মৃতিতে রেখে বসন্ত-বর্ণনা করেছিলেন। উপরি-উক্ত শ্লোকের প্রথম ছত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বিদ্যাপতির অন্য একটি বসন্ত-বর্ণনার পদের কিছু ঐক্য দেখা যাবে—

সাহর সউরভ গগন ভরে।
ভমরভমরি দুহু বাদ করে॥

[অনুবাদ—সহকারের সৌরভে গগন ভরিয়াছে। ভ্রমরভ্রমরী কলহ করিতেছে।]

বসন্তে উল্লসিত প্রকৃতি। নববৃন্দাবনে নবীন বৃক্ষ, সেই বৃক্ষে নবনব বিকশিত ফুল। আমের শাখায় ধরেছে নতুন মউল। কোকিল সেই মউল চিবিয়ে তার রসপান করে কণ্ঠস্বরকে করে আরও সুমধুর।

নবল রসাল-মুকুল-মধু মাতল
নব কোকিল কুল গায়। (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৭১২

[অনুবাদ—নূতন আম্রমুকুলের মধু পান করিয়া কোকিলকুল মত্ত হইয়া গান করিতেছে।]

কালিদাসেরই উত্তরাধিকার বর্তেছে এখানে। অকালবসন্তের বর্ণনায় কালিদাস বলছেন—

চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ
পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকূজ ।

—কুমারসম্ভব ৩।৩২

[অচিরবিকশিত সহকারমঞ্জরী চিবাইয়া চিবাইয়া কোকিলগুলির মধুর কণ্ঠ আরও মধুরতর হইল এবং তাহারা সুমধুর কুহুস্বরে তপোবন যেন মাৎ করিয়া দিল। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

ঋতুসংহারেও বসন্তবর্ণনায় এই কথাই বলা হয়েছে—

পুংস্কোকিলশ্চূতরসাসবেন
মত্তঃ প্রিয়াং চুম্বতি রাগহৃষ্টঃ।

—১৪শ শ্লোক

[আম্রমঞ্জরীর রস থেকে নির্মিত মদ্যপানে মত্ত অনুরাগমুগ্ধ পুং-স্কোকিল প্রিয়াকে চুম্বন করছে।]

ঋতুসংহারের বসন্তবর্ণনার একটি শ্লোকে নববধূর ন্যায় মোহন-সুন্দর পুষ্পসজ্জিত উপবন দেখে মুনিদের চিত্তচাঞ্চল্যের কথা কবি কালিদাস বলেছেন—

কুন্দৈঃ সবিভ্রমবধূহসিতাবদাতৈ-
রুদ্যোতিতান্যুপবনানি মনোহরাণি।
চিত্তং মুনেরপি হরন্তি নিবৃত্তরাগং
প্রাগেব রাগমলিনানি মনাংসি যূনাম্ ॥

—২৩শ শ্লোক

[নববধূর বিলাসসুন্দর হাসির ন্যায় শুভ্র কুন্দকুসুমে শোভিত উপবনগুলি মুনিদের নিরাসক্ত চিত্তকে হরণ করছে, যুবাদের আসক্তিভরা হৃদয়কে তো আগেই হরণ করেছে।]

বসন্তপ্রভাবে মুনিদের ধৈর্যচ্যুতি, বিষাদমগ্নতার কথা বিদ্যাপতিও জানিয়েছেন—

বসন্তসহ মুনিহুঁক মন হী লোভে ।

—বি. প. ১২৩

[অনুবাদ—বসন্তকালে মুনির মন হরণ করে।]

ঋতুরাজ আজ বিরাজ হে সখি
নাগরীজন বন্দিতে।
নব রঙ্গ নব দল দেখি উপবন
সহজ সোভিত কুসুমিতে॥
আরে কুসুমিত কানন কোকিল নাদ
মুনিহুক মানস উপজু বিসাদ।

—বি. প. ৮৬৮

[অনুবাদ—নাগরিজনবন্দিত ঋতুরাজ আজ উপস্থিত। নূতন রঙ্গ ও নব দল দেখিয়া উপবন আজ স্বভাবতঃ সুন্দর ও কুসুমিত। প্রস্ফুটিত কাননে কোকিলের রব শুনিয়া মুনিজনেরও মনে বিষাদ উপস্থিত হয়।]

বিদ্যাপতি ঋতুসংহারের উপরি-উক্ত শ্লোকটিকে যে অনুসরণ করেছেন, তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

ঋতুসংহারের বসন্তবর্ণনার একটি শ্লোকে আছে, বিরহী পথিক আম্রমঞ্জরী দর্শনে বিরহবেদনাতাপ বেড়ে ওঠার জন্য চোখ ঢেকে আম্রমঞ্জরী যাতে আর দেখতে না হয়, তার চেষ্টা করছে—

নেত্রে নিমীলয়তি রোদিতি যাতি শোকং
ঘ্রাণং করেণ বিরুণদ্ধি বিরৌতি চোচ্চৈঃ।
কান্তাবিয়োগপরিখেদিতচিত্তবৃত্তিঃ
দৃষ্ট্বাধ্বগঃ কুসুমিতান্ সহকারবৃক্ষান্॥

—২৬শ শ্লোক

[কমনীয়া প্রেয়সীর বিরহে বিশেষভাবে বিষণ্ণচিত্ত পথিক পুষ্পিত সহকার-তরুরাজি দেখে চোখ বন্ধ করছে, ক্রন্দন করছে, শোকার্ত হচ্ছে, আপনার হাতের দ্বারা (নাসিকা রুদ্ধ করে আম্রমঞ্জরীর) ঘ্রাণ নিরুদ্ধ করছে এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করছে।]

ঠিক এই ভাববস্তুর প্রচ্ছায়া বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত পদে দেখা যাবে—

কুসুমিত কানন হেরি কমলমুখী
মুদি রহএ দুই নয়ান।
কোকিল কলরব মধুকর ধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপল কান॥

....

ধরণী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠই
পুন তহি উঠই ন পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিস হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা॥

—বি. প. ১৭৯

[অনুবাদ—কমলমুখী কুসুমিত কানন দেখিয়া দুই নয়ন বন্ধ করিয়া থাকে, কোকিলের কলরব ও ভ্রমরের গুঞ্জন শুনিয়া দুই কান হাত দিয়া বন্ধ করে।...মাটিতে ভর দিয়া কতবার বসে, আর সেখান হইতে উঠিতে পারে না। কাতর নয়নে চারিদিকে তাকায়, চোখ দিয়া জলধারা বহিতে থাকে।]

বসন্তে রমণীদের বেশভূষার বর্ণনা কালিদাসে নিম্নরূপ পাই—

প্রিয়ঙ্গুকালীয়ককুঙ্কুমাক্তং
স্তনেষু গৌরেষু বিলাসিনীভিঃ।
আলিপ্যতে চন্দনমঙ্গনাভিঃ।
মদালসাভির্মৃগনাভিযুক্তম্॥

—বসন্তবর্ণন, ১২শ শ্লোক

[সুতনু যৌবনমদালসা বিলাসিনীরা প্রিয়ঙ্গুপরাগ, কৃষ্ণচন্দন এবং কুঙ্কুমযুক্ত ও কস্তুরীমেশানো চন্দনের দ্বারা গৌরবর্ণ স্তনমণ্ডলে (পত্রলেখা) আঁকছে।]

গুরূণি বাসাংসি বিহায় তূর্ণং
তনূনি লাক্ষারসরঞ্জিতানি।
সুগন্ধিকালাগুরুধূপিতানি
ধত্তেঽঙ্গনা কাম-মদালসাঙ্গী॥

—বসন্তবর্ণন, ১৩শ শ্লোক

[কামজনিত মদে অলসাঙ্গী সুন্দরীরা সত্বর স্থূল বসনাদি পরিত্যাগ করে লাক্ষারস-রঞ্জিত এবং সুগন্ধ কালাগুরু ধূপের দ্বারা বাসিত সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করছে।]

বিদ্যাপতি অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন—

নাচহু রে তরুনীহু তেজহু লাজ।
আএল বসন্ত রিতু বনিক-রাজ।
হস্তিনি চিত্রিনি পদুমিনি নারি।
গোরি সামরি এক বূঢ়ি বারি॥
বিবিধ ভাঁতি কএলহি সিঙ্গার।
পহিরল পটোর গৃম ঝুল হার।
কেও অগরচন্দন ঘসি ভর কটোর।
ককরহু খোইছা করপুর তমোর॥
কেও কঙ্কুম মরদাব আঁগ।
ককরহু মোতিঅ ভল ছাজ মাঁগ।

—বি. প. ৮০৪

[অনুবাদ - তরুণি, লজ্জা ত্যাগ কর, নৃত্য কর। বণিকরাজ বসন্ত ঋতু আসিল। বৃদ্ধা ছাড়া আর সকলে—হস্তিনী, চিত্রিণী, পদ্মিনী নারী, গৌরী, শ্যামাঙ্গিনী বিবিধ প্রকার শৃঙ্গার করিয়াছে। পরিধানে পট্ট বস্ত্র, গ্রীবায় হার ঝুলিতেছে। কেহ অগুরুচন্দন ঘসিয়া বাটীতে ভরিতেছে, কাহারও কোচড়ে (অঞ্চলে) কর্পূর, তাম্বূল। কেহ অঙ্গে কুঙ্কুম মর্দন করিতেছে, কেহ মুক্তার অলঙ্কার পরিতেছে।]

অকালবসন্তবর্ণনার প্রভাব বিদ্যাপতির আরও একটি পদে দেখা যাবে। এই বসন্তবিষয়ক পদটিতে কবি বসন্তকে শীতকে পরাজিত করে প্রকৃতিরাজ্যে বিজয়ঘোষণা করতে দেখেছেন। বসন্ত তার জয়ের নিদর্শন লিখেছে নবপল্লবে, ভ্রমরমালা যেন তার অক্ষররাজি—

নবপল্লব জয়পত্রস ভাতি।
মধুকরমালা আখর-পাতি॥

—বি. প. ১৪১

[অনুবাদ—নবপল্লব জয়পত্রের তুল্য হইল, মধুকরমালা অক্ষর-পঙ্‌ক্তি।]

এর সঙ্গে তুলনীয় অকালবসন্তের নিম্নোক্ত বর্ণনা—

সদ্যঃ প্রবালোদ্‌গমচারুপত্রে
নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে।
নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্
নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য ॥

—কুমারসম্ভব ৩।২৭

[গড়িল নবীন আম্রমুকুলে
শায়ক আপন কাম
চারু নব পাতা হল সে বাণের
দুটি পাখা অনুপাম
এই বাণ মধু নির্মাণ করি
বসাল তাহাতে ভ্রমরভ্রমরী
তারা যেন দুটি শ্রীকামদেবের
অক্ষরভরা নাম।]

ঋতু-বর্ণনাতে কালিদাসের যে প্রভাব, তা বহিরঙ্গ প্রভাব মাত্র। কালিদাসের সুসূক্ষ্ম প্রকৃতিদৃষ্টির ভাবগভীর পরিচয় এঁদের পদে বিধৃত হয়ে ওঠেনি। এঁরা ঋতুগুলিকে কেবল রাধা বা কৃষ্ণের শৃঙ্গার উদ্দীপনরূপে দেখেছেন মাত্র, প্রকৃতির স্বতন্ত্র রূপ পরিস্ফুটনে ও তার সৌন্দর্যসন্ধানে এঁদের মনোযোগিতার পরিচয় পাই না। কালিদাসের ভাব ও ভাবনা, প্রকাশ ও বর্ণনাভঙ্গিকে বৈষ্ণব কবিরা যেমন অনুসরণ করেছেন, তেমনি তাঁর কবিভাষাকেও নিজেদের ভাব-ভাবনার প্রকাশে ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, ঘনশ্যামদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা যে পূর্বসূরীদের রচিত কাব্যঅধ্যয়ন ও অনুশীলনে নিজেদের কবিপ্রতিভাকে মার্জিত ও শীলিত করেছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং পূর্ববর্তী কবির ব্যবহৃত ভাষা এঁদের ভাব-ভাবনা প্রকাশে যে বহুস্থলে প্রযুক্ত হবে, তা আশ্চর্যজনক কিছু

নয়। এতে বৈষ্ণব কবিদের প্রতিভার দীনতা প্রকাশিত হয় না। বরং এঁরা যদি পূর্বসূরীর কবিভাষা প্রয়োগে আপনাদের ভাবনার সুন্দরতম প্রকাশে সিদ্ধি অর্জন করেন, তবে তা এঁদের প্রতিভার গুণ হয়েই দাঁড়ায়। কালিদাসের কবিভাষা প্রয়োগে বৈষ্ণব কবিরা বহুক্ষেত্রে এ জাতীয় সিদ্ধি অর্জন করেছেন। বৈষ্ণব কবিদের ক্ষেত্রে কালিদাসের এই কবিভাষার প্রভাব যেখানে যেখানে পরিদৃষ্ট হয়েছে, তা উল্লেখ করছি।

সিরিসি কুসুম খগে খেলৌলহি
ভমর ভরে জে ভীর। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৭৩

[অনুবাদ - যে শিরীষ কুসুম ভ্রমরের ভয়ে ভীত, তাহাতে পাখী খেলা করিল।]

রাধা নবীনা বালা, রতিকেলি-অনভিজ্ঞা। ফলে প্রথম মিলনকালে সে স্বাভাবিক ভাবেই ভীতি পেয়েছে, অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। কিন্তু কৃষ্ণের ক্ষুধাবাসনা থেকে শেষপর্যন্ত রক্ষা পায়নি। মিলন ঘটেছে। বিদ্যাপতি অতি সুকৌশলে সেই মিলনটুকু ব্যক্ত করেছেন। রাধারূপী কুসুমে কৃষ্ণরূপী পাখী খেলা করল, এই কথা বলেছেন। ফুল অতি কোমল, তাতে বড়জোর ভ্রমর বসতে পারে। পাখী বসা অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভব ঘটেছে, ব্যঞ্জনাটুকু সুন্দর। বিদ্যাপতির এই বর্ণনা ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে, মনে করি, কালিদাসের নিম্নোক্ত শ্লোক থেকে কবিভাষা-আহরণে। শঙ্করকে লাভের জন্য উমার কঠিন তপস্যার সঙ্কল্প দেখে মা মেনকা কন্যাকে বলছেন—

পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ।।

—কুমারসম্ভব ৫।৪

[পেলব শিরীষফুল ভ্রমরের পদভার সইতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি পাখীর পদভার সইতে পারে ?]

উমা কুসুমপেলবা। নবনীতবৎ তার কোমলতনু। তপস্যার কঠিনতা তার পক্ষে কি সওয়া সম্ভব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, শিরীষকুসুমপেলবা তপস্যার কঠিন গুরুভার সহজে বহন করেছে। বিদ্যাপতির উপরি-উক্ত পদাংশে যে ব্যঞ্জনামাধুর্য ফুটে উঠেছে তার মূলে প্রেরণা জুগিয়েছে কবি কালিদাসেরই বাক্‌বৈভব। এরই সঙ্গে তুলনা করা চলে রাধার এই নিম্নোক্ত উক্তিটি—

হাম নলিনী উহ কুলিসক সার।
নলিনী সহব কৈছে গিরিবর ভার ॥ (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৬৮০

[অনুবাদ—আমি নলিনী আর সে বজ্রের সার। নলিনী কি পর্বতশ্রেষ্ঠের ভার সহ্য করিতে পারে ?]

রাধা অভিসারে চলেছে। হঠাৎ আকাশে চাঁদ ওঠায় অন্ধকার রাত্রিতে অভিসার বাধা পায়। রাধা সঙ্কেতকুঞ্জে যেতে সাহস করে না। ভয়, পাছে লোকে দেখে ফেলে। ঘরে ফিরতেও পারে না। জ্যোৎস্নার আলোকে গুরুজনেরা দেখে ফেলবে। রাধা এক বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বলে—

ন পরে পৌলিহুঁ ন ঘরে গেলিহু
দুহু কুল ভেল হানি। (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৯১

[অনুবাদ—আমি ঘরেও যাইতে পারিলাম না, পরের সঙ্গে মিলিত হইতেও পারিলাম না। দুই দিকই নষ্ট হইল।]

এখানে চমৎকারভাবে রাধার মনের দ্বন্দ্বটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এর পেছনে কালিদাসেরই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' এই কবিভাষার প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়।

রাধা কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রেয়সী। কিন্তু রাধা তা ঠিক বোঝে না। কৃষ্ণের অন্য নারীসঙ্গ দেখলেই হাহুতাশ করে। সখীরা তখন

তাকে বলে—রাধামালতী, যাই বল, কৃষ্ণভ্রমর তোমা ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে পারে না—

ভমরা ভেল ঘুরএ সব ঠাম।
তোহে বিনু মালতী নহি বিসরাম ॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ২৫৪

এর অনুরূপ ভাবাশ্রয়ী কবিভাষা কালিদাসে পাই—

অনন্তপুষ্পস্য মধোর্হি চূতে
দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা।

—কুমারসম্ভব ১।২৭

[বসন্তকালে নানাফুল ফুটলেও ভ্রমরেরা কিন্তু আমের মুকুলেই আকৃষ্ট হয়।]

নহি প্রফুল্লং সহকারমেত্য
বৃক্ষান্তরং কাঙ্ক্ষতি ষট্পদালী।

—রঘুবংশ ৬।৬৯

[প্রফুল্ল সহকার বৃক্ষ ছেড়ে ভ্রমর কখনো অন্য বৃক্ষ আকাঙ্ক্ষা করে না।]

বিদ্যাপতি যখন বলেন—

এক পরাণ কএল দুই দেহ
....
দেহ বিভিন্ন বিধাতা আইতি
তোরা মোরে একে পরাণে।

অথবা জ্ঞানদাস বলেন—

এক জিউ দুই কৈল বিধি।

কিংবা রাধামোহন বলেন—

একু পরাণ ভিন দেহ।

তখন কালিদাসের—'জদো এক্কং এব্ব ণো জীবিদং তুহাষ্ঠিঅং সরীরং' (শরীর আলাদা হলেও আমাদের উভয়ের প্রাণ কিন্তু এক)—এরই

অনুবাদ মাত্র মনে হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে দুই সখী পরভৃতিকা ও মধুকরিকা বাগানে ফুল তোলার উদ্যোগ করছে। মধুকরিকা ফুল তুলে কন্দর্প পূজা করবে বলাতে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানাতে পরভৃতিকা বলে যে, পূজার অর্ধেক পুণ্য দিলে সে সাহায্য করতে প্রস্তুত। উত্তরে তখন মধুকরিকা উপরি-উক্ত কথা বলে। মধুকরিকার বক্তব্য এই যে, তারা দেহে ভিন্ন হলেও প্রাণ তাদের এক। সুতরাং পুণ্যভাগের কোন কথা ওঠে না। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের প্রগাঢ়তা বোঝাতে বৈষ্ণব কবিরা যে কবি-ভাষার প্রয়োগ করেছেন, তাতে কালিদাসেরই কবিভাষার অনুসরণ ঘটেছে এমনটি যদি বলি, তা বলা অসঙ্গত হবে কি?

রাধা কৃষ্ণের কথায় অভিমান প্রকাশ করলে সখী বলে—

কত তুহু যুবতি কলামতি জানে।
তোহি মানএ জনি দোসরি পরাণে।। (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ২৫৮

[অনুবাদ—কত কলাবতী যুবতী আছে, তোকে যেন দ্বিতীয় প্রাণ মনে করে।]

জে পিয়া মানএ দোসরি পরান।
তকরাহু বচন অইসন অভিমান।। (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৩৮৯

[অনুবাদ—যে প্রিয় তোমাকে দ্বিতীয় জীবনরূপে গণ্য করে, তার কথাতে এমন অভিমান।]

'দোসরি পরাণ' স্পষ্টতঃই মেঘদূতের যক্ষের প্রিয়ার উদ্দেশে উক্ত 'দ্বিতীয়ং জীবিতং' কথারই অনুবাদ। যক্ষ মেঘকে বলছে—প্রিয়াকে আমার দ্বিতীয় জীবন জানবে—

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্।
—মেঘদূত ২।২২

নির্ধারিত কাল অতিক্রান্ত। কৃষ্ণ আসে না, রাধার কাছে এক

একটি প্রহর এক এক যুগ মনে হয়। বিরহে রাধা প্রলাপ বকে। মূর্ছিত হয়ে পড়ে। রাধার বিরহবেদন মূর্তি দেখে কবি বলেন—

কেও জনু অনুভব জগজন
বিরহ পরাভব রে।

—বিদ্যাপতি

[অনুবাদ জগতে কেউ যেন বিরহ-যন্ত্রণা অনুভব না করে।]

মনে পড়ে মেঘের উদ্দেশ্যে যক্ষের শেষ ভাষণটি। প্রিয়াবিরহে যে কী দুর্বিষহ জ্বালা যক্ষ তিলে তিলে তা বুঝেছে। তাই মেঘকে বলে—কামনা করি তোমার যেন কোনদিন প্রিয়া বিদ্যুতের সঙ্গে বিচ্ছেদ না হয়—

মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ।

—মেঘদূত ২।৫৪

গূঢ়ার্থ যে, বিরহের যন্ত্রণা যেন মেঘকে কখনো সইতে না হয়। যক্ষের ভাষার অবিকল অনুবাদ না হলেও গূঢ়ার্থটুকুকেই যে বিদ্যাপতি অবলম্বন করেছেন, তা অনায়াসে বোঝা যায়। মানিনী রাধাকে মানভঙ্গে মিনতি জানিয়ে কৃষ্ণ বলে—মানিনী, প্রভাত তো হল, আর বৃথা মান কেন?

চন্দা পছিম গেলা পরগাসা।
অরুণ অলঙ্কৃত পুরন্দর ভাসা॥
মানিনি মান কওন এহু বেরী। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৮০২

[অনুবাদ—চন্দ্র পশ্চিমে গেল (মলিন হইল), পূর্বদিকে অরুণ অলঙ্কৃত হইল। মানিনি, এ সময় মান কি ?]

বিদ্যাপতির প্রভাতের এই বর্ণনা কালিদাসেরই নিম্নোক্ত প্রভাত বর্ণনাকে স্মরণ করায়—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪র্থ অঙ্ক

[একদিকে ওষধিপতি অস্তশিখরের দিকে চলেছেন, আর অন্যদিকে অরুণকে সামনে রেখে সূর্য দেখা দিচ্ছেন।]

কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের গাঢ়তা বোঝাতে গিয়ে রাধা সখীদের বলছে—জলে তেল ফেললে যেমন প্রসারিত হয়, তেমনি আমার প্রেম গাঢ় হতে গাঢ়তর হচ্ছে—

তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল
তৈছন তুয়া অনুরাগে। (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৯২০

দুর্মুখের কাছ থেকে জানকীর অপবাদ শুনে রামচন্দ্র বলছেন—বুঝি এই অপবাদ তৈলে জলবিন্দুর মত পুরবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে—

পৌরেষু সোঽহং বহুলীভবন্ত
-মপাং তরঙ্গেষ্বিব তৈলবিন্দুম্।
—রঘুবংশ ১৪।৩৮

[জলের তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দুর মত এই অপবাদ দেখতে দেখতে সারা পৌরজনপদে ছড়িয়ে পড়ছে।]

উপরি-উক্ত পদাংশে রাধার প্রেমের প্রগাঢ়তা বোঝাতে কালিদাসেরই কবিভাষাকে বিদ্যাপতি ব্যবহার করেছেন, মনে হয়।

অন্যত্র রাধা বলছে, আমার ক্ষণ-অদর্শনও তার কাছে নিদারুণ মনে হয়—'হেরইতে নিমিখ বৈরি করি মানিয়ে' অর্থাৎ আমাকে দেখার সময় নিমেষপাতকে শত্রু বলে মনে করেন। এর সঙ্গে তুলনীয়—

মন্যতে স্ম পিবতাং বিলোচনৈঃ
পক্ষ্মপাতমপি বঞ্চনাং মনঃ।
—রঘুবংশ ১১।৩৬

[চোখ দিয়ে পান করতে লাগল। সে সময়ে নিমেষ-পতনকেও তারা দৃষ্টির ঘোর প্রতিবন্ধক মনে করল।]

কৃষ্ণ দানী সেজেছে। রাধা ও তার সখীদের কাছে দান চাওয়াতে রাধা বিদ্রূপ করে বলছে—

বাওনেতে চান্দ যেন ধরিতে করয়ে মন
সেই দেখি তোমার কাহিনী। (অজ্ঞাত)

—পদকল্পতরু ১৩৬১

মনে আসে রঘুবংশ রচনাকালে কবির উক্তি—

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

—রঘুবংশ ১।৩

[আমি মূঢ় হয়ে কবিকুলের যশ চেয়ে দীর্ঘকায় পুরুষলভ্য ফললাভের লোভে উদ্বাহু খর্বকায় পুরুষের ন্যায় উপহাসাস্পদ হব।]

কালিদাসের বিনয়দীনতার ভাষা রাধার বিদ্রূপ প্রকাশের চমৎকার উপযোগী হয়ে উঠেছে এখানে।

কৃষ্ণের অন্যনারীসঙ্গহেতু রাধা মানিনী হলে সখীরা রাধাকে বলে—চাঁদ নিখিল জগতের অন্ধকার দূর করে, নরনারীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করে। কুমুদিনীর অধরে হাসি ফোটায়, অবশ্য পদ্মের মুখ মলিন করে। পদ্মকে বিষাদগ্রস্ত করে ঠিকই, তবে চাঁদের বহুগুণের কাছে তা নিতান্ত তুচ্ছ। এজন্য চাঁদের নিন্দা করা উচিত নয়—

অখিল-লোচনতম তাপ-বিমোচন
উদয়তি আনন্দ-কন্দে।
এক নলিন মুখ মলিন করয়ে যদি
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে॥
সুন্দরি বুঝল তুয়া প্রতিভাতি।
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি
অন্তর অহিরিণি জাতি॥ (চম্পতিপাত)

—পদকল্পতরু ৪৮০

সখীদের কাঙ্ক্ষিত অভিপ্রায় এই যে, কৃষ্ণ বহু গুণের আকর, প্রেমরত্নাকর। সামান্য নারীসঙ্গজনিত দোষটুকু তার ধর্তব্যই নয়। ঐ সামান্যতম দোষটুকুকে রাধার উপেক্ষা করাই উচিত। চমৎকার

কাব্যমাধুর্য ফুটে উঠেছে সখীদের উক্তিতে। এই কাব্যমাধুর্য সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছেন কবি কালিদাস, ধারণা। স্মরণে আসে 'কুমারসম্ভব'-এ হিমালয়বর্ণনাকালে কবির সেই প্রথিত শ্লোক—

অনন্তরত্ন প্রভবস্য যস্য
হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্ ।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ।

—১।৩

[অনন্তমণি-খনি হিমালয় ;—
শুধু হিমদোষ তাঁর
পারে কি কখনও বিলোপ করিতে
মাহাত্ম্য মহিমার ?
একটিমাত্র দোষ যদি রয়
গুণরাশিমাঝে হয় তার লয়
চাঁদের এত যে কিরণ, সেথা কি
কলঙ্ক নয় ছার ?]

অন্যত্র সখীরা রাধাকে বলছে এই কবিভাষাকে অনুসরণ করে—

তুহুঁ রসবতী জগতে খেয়াতি
রূপে গুণে নাহি সীমা ।
সে বহু-বল্লভ আনের দুর্লভ
জানিয়া না দেহ ক্ষমা ।।
শত গুণ যার এক দোষ তার
ছাড়িতে উচিত নয় । (কবিশেখর)

—পদকল্পতরু ৪৮৭

সখীরা রাধার বিরহবেদনমূর্ছিতরূপ কৃষ্ণের কাছে তুলে ধরে বলে—তোমার বিরহে রাই ধরণীতলশায়িনী। কখনো বা মূর্ছিতা, কখনো ঈষৎ চেতন-যুক্তা। কেউ তোমার নাম কানের কাছে উচ্চারণ করলে মূর্ছা থেকে জেগে ওঠে, আবার তোমায় না দেখে মূর্ছাতুরা

হয়ে পড়ে। সে জেগে, কি না জেগে, চেতন কি অচেতন কিছু বোঝা যায় না, এমন তার অবস্থা—

মাধব কি কহব সো অনুরাগ।
ঐছন ভাতি দিশই মোহে পুন পুন
না বুঝিয়ে জাগে না জাগ॥

—রাধামোহন

তুলনীয় মেঘদূতের এই বিখ্যাত শ্লোকাংশ—

সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্।

—২।২৯

[মেঘলা দিনে যেন মলিন কমলিনী জেগেও নেই, নেই ঘুমিয়ে।]

প্রভাত হয়েছে কিন্তু সূর্য মেঘে ঢাকা বলে কমলিনী পূর্ণ সূর্যালোকের অভাবে পরিপূর্ণ বিকশিত হতে পারছে না। আবার রাত্রিতো নেই, মেঘে ঢাকা হলেও সূর্য উঠেছে, ফলে পুরো নিমীলিতও থাকতে পারছে না। মেঘলা প্রভাতে স্থলকমলিনীর আধো বোজা রূপের তুলনা দিয়ে, যক্ষ তার প্রিয়ার দুঃখমলিন অবস্থাটি মেঘকে বোঝাতে চেয়েছে। বিরহখিন্ন রাধার রূপটিও সখীরা যক্ষের মুখের ভাষার সাহায্যেই চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছে কৃষ্ণের কাছে। কালিদাসের কবিভাষাকে আশ্রয় করে রাধামোহন ঠাকুর অপরূপ কাব্যময়তা ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে।

রাধা মানিনী হয়েছে। তাকে মানভঙ্গের জন্য সখীরা নানাপ্রকারে বোঝাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই রাধা বুঝছে না। কৃষ্ণের কাছে গিয়ে সখীরা তাদের এই বিফলপ্রয়াসের কথা নিবেদন করছে এইভাবে—

তোহারি মধুর গুণ কত পরথাপলুঁ
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর
কমলিনি না সহে পরাণে॥ (জ্ঞানদাস)

—পদকল্পতরু ৫০২

হিম থেকে কমলিনীর বিপত্তির কথা কালিদাসে পাই—

হিমসেকবিপত্তিরত্র মে
নলিনী পূর্ব নিদর্শনং মতা।

—রঘুবংশ ৮।৪৫

মথুরাগমনকারী কৃষ্ণের দুঃখে বিলাপ করতে করতে রাধা বলছে—শ্যামের স্মৃতি-জড়িত আজ যা কিছু দেখি, তাতেই প্রাণ নিদারুণ কান্নায় ভরে ওঠে। শ্যামের হাতে লাগানো সেই নীপ গাছটি আজ কত বড় হয়েছে, ফুল ধরেছে। গাছটি দেখলেই মন হুহু করে ওঠে—

শ্যামের হাতের নীপতরু সেহ এবে ফল ধরু
তাহা যে দেখিতে প্রাণ ফাটে।

—গোপালদাস

তুলনা করা চলে—

যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ।

—মেঘদূত ২।১৪

[পাবে পাশে তার বালমন্দার
স্তবকনমিত দেহ
যারে বর্ধিল প্রিয়া অনাবিল
বরষি পুত্রস্নেহ।]

এখানে কালিদাসেরই বর্ণনার ক্ষীণ ছায়া লক্ষিত হয় না কি?

দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে উপেক্ষা করার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে—'ধিঙ্ মামুপস্থিতশ্রেয়োঽবমানিম্'। এর অর্থ যে, দুষ্যন্ত বলছে—লক্ষ্মী স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছিল আর সেই হাতের লক্ষ্মীকে আমি বিদায় দিয়েছি। ধিক, আমাকে শত ধিক। সখীরা মানিনী রাধাকে বলছে—

যাচিত সখিনি উপেখয়ে যে জন
কভু নহে তাক কল্যাণ।

অর্থাৎ কৃষ্ণ নিজে এসে পায়ে ধরে সাধছে, আর তুমি উপেক্ষা করছ, এতে তোমার কখনো কল্যাণ হবে না। কবি কালিদাসেরই ভাষার প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পাই।

পদকল্পতরু-সঙ্কলক বৈষ্ণব দাস ঘনশ্যাম দাস ও বলরাম দাসের চরণ-বন্দনা করতে গিয়ে বলছেন—

কবি নৃপবংশজ ভুবনবিদিত যশ
ঘনশ্যাম বলরাম।

মনে পড়ে যায় যক্ষের মেঘস্তুতির ভাষা—

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাম্।

—মেঘদূত ১।৬

রাধা ক্ষণমাত্র কৃষ্ণকে না দেখলে ব্যাকুল হয়ে ওঠে—

আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল।

—জ্ঞানদাস

উমাও শঙ্করের ক্ষণমাত্র বিয়োগে কাতর হয়ে পড়ে—'ক্ষণবিয়োগ-কাতরং'। এক্ষেত্রে কালিদাসের কবিভাষা জ্ঞানদাসের স্মৃতিতে ক্রিয়াশীল থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

রাধা সখীদের কাছে কৃষ্ণের অনুরাগের কথা জানাতে গিয়ে বলছে—তার প্রেমের কথা কি আর বলব—

যবে দেখাদেখি হয় হেন তার মনে লয়
নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে। (জ্ঞানদাস)

—পদকল্পতরু ৬৮৯

উর্বশী পুরূরবার প্রেমমুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে—হাঁ করে কি দেখছিস—সখীদের এই জিজ্ঞাসায় বলছে—'ণং সমদুক্খগদো পিবীঅদি লোঅণেহিং' অর্থাৎ আমার ব্যথায় ব্যথিত যে জন তাকে নয়ন দিয়ে পান করছি।

নয়নের দর্শনগুণ রয়েছে কিন্তু অনুরাগাধিক্য প্রকাশের জন্য তাতে

বিরুদ্ধ ধর্ম আস্বাদনের উল্লেখ করেছেন কবি কালিদাস। জ্ঞানদাস কালিদাসেরই কবিভাষাকে অনুসরণ করেছেন, ধারণা।

জ্ঞানদাস রাধা ও কৃষ্ণের যুগলমিলন বর্ণনা করতে গিয়ে একটি পদে বলছেন—

চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক মেলি।
চকোরে ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি ॥
শিখি কোরে ভুজঙ্গিনি নাহি দুখ শোক।
যমুনার জলে গিয়ে ডুবল কোক ॥

—পদকল্পতরু ২৭৪৬

এখানে 'শিখি কোরে ভুজঙ্গিনি নাহি দুখ শোক'—এই চরণের তাৎপর্য এই যে, ময়ূরপুচ্ছ যাঁর চূড়ায় সেই কৃষ্ণের কোলে যেন রাধার বেণীরূপ ভুজঙ্গিনী খেলা করছে, তারা খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ভুলে গেছে। স্পষ্টতঃই ঋতুসংহারের গ্রীষ্মবর্ণনার একটি শ্লোক স্মরণে আসে। শ্লোকটি এই—

রবের্ময়ূখৈরভিতাপিতো ভৃশং
বিদহ্যমানঃ পথি তপ্তপাংশুভিঃ।
অবাঙ্মুখোঽজিহ্মগতিঃ শ্বসন্মুহুঃ
ফণী ময়ূরস্য তলে নিষীদতি ॥

—গ্রীষ্মবর্ণন, ১৩শ শ্লোক

[সূর্যকিরণে অতিমাত্র তাপিত এবং পথিমধ্যে প্রতপ্ত ধূলিপটলে দগ্ধপ্রায় হইয়া সর্প স্বীয় কুটিলগতি পরিত্যাগপূর্বক আনতমুখে আসিয়া ময়ূরের কলাপনিবহের নিম্নদেশে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে পড়িয়া রহিয়াছে। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

গ্রীষ্মঋতুর বর্ণনার ভাষাকে যে সুকৌশলে মিলনের বর্ণনার ভাষারূপে ব্যবহার করেছেন, তা নিঃসন্দেহে কবিচাতুর্যের পরিচয় বহন করে।

কৃষ্ণরূপপ্রেক্ষণে উল্লাখমুখর রাধা সখীদের কাছে বলছে—যে রূপ দেখেছি, তা অবর্ণেয়।

চিকণ চিকণরে চিকণ কালা দে।
এক অঙ্গের লাবণ্য কহিতে পারে কে ॥ (জ্ঞানদাস)
—সংকীর্তনামৃত ১১৫

উর্বশীর রূপবর্ণনায় অক্ষমতা জানিয়ে পুরূরবাও অনুরূপ ভাষায় বিদূষককে বলছে দেখতে পাই -'মাণবক, প্রত্যবয়বমশক্যবর্ণনাং তামবেহি' অর্থাৎ মানবক, তার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা অসাধ্য। এখানে কালিদাসের কবিভাষার প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়।

বৈষ্ণব কবিদের প্রৌঢ়োক্তিতেও কবি কালিদাসের প্রভাব লক্ষণীয়। মূলতঃ কবি কালিদাসের অনুকরণে এগুলি যে রচিত তা পাশাপাশি তুলনীয় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে প্রতিপন্ন করছি—

মলিন মুকুর নহে বিম্ব বিকাশা।
—গোবিন্দদাস

তুলনীয়: ছায়া ন মূর্ছতি মলোপহতপ্রসাদে দর্পণতলে।
—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৭ম অঙ্ক

করএ কৃপা বড় পর দুখ দেখি।
—বিদ্যাপতি

তুলনীয়: প্রায়: সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা।
—মেঘদূত ২।৩২

রোপি ন কাটিএ বিসহুক গাছ।
—বিদ্যাপতি

তুলনীয়: বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।
—কুমারসম্ভব ২।৫৫

কুদিবস হিতকর অনহিত কাজ।
—বিদ্যাপতি

তুলনীয়: সর্বথা উপপদ্যতে পরিভবাস্পদং বিধিবিপর্যয়:।
—বিক্রমোর্বশীয়, ৪র্থ অঙ্ক

দীপকলোভে শলভ জনু ধায়ল ।

—বিদ্যাপতি

তুলনীয় : পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ ।

—কুমারসম্ভব ৩।৬৪

দীপ দেলে ঘর ন রহ আঁধার ।

—বিদ্যাপতি

তুলনীয় : সূর্যে তপত্যাবরণায় দৃষ্টেঃ কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা ।

—রঘুবংশ ৫।১৩

গগনে উগয়ে কত তারা ।
চাঁদ আনহি অবতারা ॥

—বিদ্যাপতি

তুলনীয় : নক্ষত্রতারাগ্রহসঙ্কুলাপি জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ ।

—রঘুবংশ ৬।২২

জকরা জাসঁ রীতী ।
দুরহুক দূর গেলেঁ দো গুণ পিরীতী ॥

—বিদ্যাপতি

তুলনীয় : যো যস্য মিত্রং ন হি তস্য দূরম্ ।

—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, তৃতীয়োপাখ্যান

সে জীবন যে পর উপকার ।

—বিদ্যাপতি

তুলনীয় : সুজনাঃ সুধনাস্তে হি কৃতিনঃ সুখিনস্তথা ।
জন্তবো যে হি জীবন্তি পরস্য হিতকাম্যয়া ॥

—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, চতুর্থোপাখ্যান

বড়াক বচন কবহু নহি বিচলয় ।

—বিদ্যাপতি

তুলনীয় : ন ভবতি পুনরন্যভাষণং সজ্জনানাম্ ।

—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, চতুর্বিংশোপাখ্যান

ন থির জীবন ন থির যউবন
ন থির এহে সঁসার ।

—বিদ্যাপতি

তুলনীয় : চলা লক্ষ্মীশ্চলাঃ প্রাণাশ্চলো দেহোঽথ যৌবনম্ ।
—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, অষ্টবিংশোপাখ্যান

গেল অবসর পুনু ন পাইঅ
কিরিতি অমর সার ।

—বিদ্যাপতি

তুলনীয় : চলাচলশ্চ সংসারঃ কীর্তির্ধর্মশ্চ নিশ্চলঃ ।
—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, অষ্টবিংশোপাখ্যান

উদ্ধৃত শেষের পাঁচটি পদাংশে কালিদাসের প্রভাব সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। কারণ যে গ্রন্থ হতে প্রতি-দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে, তা কালিদাসের রচিত কিনা এবিষয়ে সংশয় বর্তমান। আধুনিক গবেষকদের মতে এ একেবারে অর্বাচীন কালের রচনা—কালিদাসের নামে আরোপিত হয়ে কালিদাসের রচিত বলে চলে এসেছে। শুধু এই গ্রন্থটি নয়, এরূপ আরো কতকগুলি গ্রন্থ কালিদাসের নামে চলে এসেছে, যেগুলির রচনাকর্তা হিসাবে কালিদাসকে কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না। তবে উল্লেখযোগ্য, কালিদাসের নামে প্রচলিত এই গ্রন্থগুলিরও কোন কোনটির শ্লোকের ভাববস্তু নিয়ে বৈষ্ণব কবিরা পদ-রচনা করেছেন। এগুলিকে অর্বাচীন কালে রচিত বলা হলেও বৈষ্ণব কবিদের আবির্ভাবের বহুপূর্বেই যে এ গ্রন্থগুলি বর্তমান ছিল, তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এপর্যন্ত বৈষ্ণব কবিদের উপর কালিদাসের প্রামাণিক গ্রন্থগুলির প্রভাব কতদূর পড়েছে, এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন কালিদাসের নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলির প্রভাব বৈষ্ণব কবিদের উপর কতখানি পড়েছে, তা আলোচনা করা হচ্ছে।

॥ ৩ ॥

কালিদাসের নামে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও প্রায় পনের-কুড়িখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এগুলির নামের তালিকা দেওয়া হল—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, শৃঙ্গারতিলক, দুর্ঘটকাব্যচিত্রকা, ঢুক্করমালা, চিদ্‌গগনচন্দ্রিকা, ভ্রমরাষ্টক, শ্রুতবোধ, অম্বাস্তব, কালীস্তোত্র, লঘুস্তব, বিদ্বদবিনোদকাব্য, গঙ্গাষ্টক, বৃন্দাবনকাব্য, শৃঙ্গারসার, মঙ্গলাষ্টক, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গাররসাষ্টক ও নলোদয়।[২৪]

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতায় একান্ত সন্দিগ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেও পাদটীকায় উল্লিখিত গ্রন্থগুলিকে তাঁর সম্পাদিত কালিদাসের রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২৫]

---

২৪ Aufrecht—Catalogus Catalogorum, Vol. I., p. 99

২৫ পুষ্পবাণবিলাস—কতকগুলি পরস্পরসম্বন্ধবিহীন আদিরসমূলক কবিতার সমষ্টি। কালিদাসের লেখার সহিত যাঁহারা সুপরিচিত, এই উদ্ভট শ্লোকবৎ কবিতা সমষ্টিকে তাঁহারা কদাচ কালিদাস-রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না।

শৃঙ্গারতিলক—কালিদাসের নামে চালাইয়া কোন্ অভাগ্য যেন নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া ধন্য হইয়াছে। ইহা কদাচ কালিদাসের নহে।

শৃঙ্গাররসাষ্টক—অন্যান্য কবির এক আধটা কবিতা লইয়া আটটি কবিতা পুরাইয়া শৃঙ্গাররসাষ্টক নামে ইহা প্রচলিত হইয়াছে। কালিদাসের ত আর কাজ ছিল না, তিনি এই সব তিলক ও অষ্টক লিখিয়াছেন।

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা—বত্রিশসিংহাসন নামক গল্পপুস্তক। ইহা শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক প্রভৃতির ন্যায় কালিদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে। ইহা কালিদাসের রচিত কিনা, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই গল্পপুস্তকে নানা কবির শ্লোক উদ্ধৃত এবং নানা উদ্ভট কবিতা সঙ্কলিত। কেন যে ইহা কালিদাসের স্কন্ধে চাপিল, তাহা বুঝা দায়।

শ্রুতবোধ—এখানি ছন্দোমঞ্জরী-জাতীয় গ্রন্থ। খুব রসাল কতকগুলি বিশেষণ ইহাতে আছে। এক কথায় নবীন প্রেমিক তাঁহার নবোঢ়া প্রিয়তমকে যত রকমে সম্বোধন করিতে চান, তাহার একটা তালিকা ইহাতে পাইতে পারেন। তাহা ছাড়া, আর কিছুই ইহাতে নাই। তবে কবি কালিদাসের অন্ত ছিল না, এই যা একটা কথা।

নলোদয়—এই গ্রন্থখানি রঘু-শকুন্তলা-কুমার-মেঘদূতের রচয়িতা কালিদাসের নহে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

বর্তমান আলোচনাতে কেবলমাত্র এই গ্রন্থগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কালিদাসের নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে পুষ্পবাণবিলাস গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে কৃষ্ণ-গোপীপ্রেমের উল্লেখ পাই। শ্লোকটি এই –

শ্রীমদ্গোপবধূস্বয়ংগ্রহপরিষ্বঙ্গেষু তুঙ্গস্তন-
ব্যামর্দাদ্ গলিতেঽপি চন্দনরজস্যঙ্গে বহন্ সৌরভম্।
কশ্চিজ্জাগরজাতরাগনয়নদ্বন্দ্বঃ প্রভাতে শ্রিয়ং
বিভ্রৎ কামপি বেণুনাদরসিকো জারাগ্রণীঃ পাতু ব ॥

[যে রসময় পুরুষের চন্দনরাগরঞ্জিত কলেবর হইতে, শ্রীমতী গোপকামিনীদের স্বেচ্ছাকৃত আলিঙ্গনকালে পীন পয়োধরের বিমর্দন-বশতঃ চন্দনরেণু বিগলিত হইলেও সেই বরাঙ্গের প্রকৃতিসিদ্ধ সৌরভ বিলুপ্ত হয় না এবং যে চিরসুন্দরের নয়নযুগল সারারাত্রি জাগরণের ফলে আরক্ত আভায় সুরঞ্জিত হইয়া প্রভাতে কি অপূর্ব শোভা ধারণ করে, সেই বংশীবাদন-রসিক প্রত্যক্ষ রসস্বরূপ গোপিকাগণের জারশ্রেষ্ঠ তোমাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

আর দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে, "নন্দসূনোঃ" অর্থাৎ নন্দনন্দনের প্রেমলীলাবৈচিত্র্য বর্ণনার জন্যই এই রচনাপ্রয়াস। শ্লোকটি এই—

ভুবনবিদিতমাসীৎ যচ্চরিত্রং বিচিত্রং
সহ যুবতিসহস্রৈঃ ক্রীড়তো নন্দসূনোঃ।
তদখিলমবলম্ব্য স্বাদু-শৃঙ্গারকাব্যং
রচয়িতু-মনসো মে শারদাস্তু প্রসন্না ॥

—পুষ্পবাণবিলাস, ২য় শ্লোক

[দেবি বীণাপাণি! যাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্র স্বর্গমর্তরসাতল ত্রিজগতে বিখ্যাত, শতসহস্র যুবতিগণের সহিত যিনি ক্রীড়ারত, সেই নন্দনন্দনের চারিত্রসম্পদ উপজীব্য করিয়া শ্রুতিমনোহর এই শৃঙ্গার-

রসাত্মক কাব্যনির্মাণে বাসনা করিয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও, একবার মুখ তুলিয়া তোমার এই সেবকের দিকে চাও। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

কৃষ্ণ-গোপীপ্রেমের উল্লেখ ছাড়াও পদাবলী সাহিত্যের অভিসারিকা, খণ্ডিতা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি নায়িকাবস্থার এবং মিলন, মান, বিরহ প্রভৃতি বিষয়পর্যায়ের পরিচয় এর কতকগুলি শ্লোকে ফুটে উঠেছে। যদিও এগুলি সাধারণ নরনারীর প্রেমবৈচিত্র্যেরই প্রকাশ মনে হবে, তথাপি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি পদাবলী সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার ভবিষ্যৎ বিকাশেরই আভাস দেয়। যদি প্রকৃতই এই শ্লোকগুলি কালিদাসের রচিত হয়, তাহলে তা যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আরও উল্লেখযোগ্য যে, পুষ্পবাণবিলাসের কতকগুলি শ্লোকের প্রত্যক্ষ ভাবছায়া গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির পদে সংলক্ষ্য হবে। এবিষয়ে নিম্নে আলোচিত হল—

নায়ককে আনার জন্য বিরহিণী নায়িকা দূতী পাঠিয়েছিল। নায়ক এল না, ফিরে এল কেবল দূতী। দূতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্দশা দেখেই নায়িকা বুঝল সব কিছুই। তখন ঈষৎ ব্যঙ্গ করে দূতীকে নায়িকা বলছে—

> দূতীদং নয়নোৎপলদ্বয়মহো তান্তং নিতান্তং তব
> স্বেদাম্ভঃকণিকা ললাটফলকে মুক্তাশ্রিয়ং বিভ্রতি।
> নিশ্বাসাঃ প্রচুরীভবন্তি নিতরাং হা হন্ত চন্দ্রাতপে
> যাতায়াতবশাদ্ বৃথা মম কৃতে শ্রান্তাসি কান্তাকৃতে ।।
>
> —পুষ্পবাণবিলাস, ১১শ শ্লোক

> দূতি ত্বয়া কৃতমহো নিখিলং মদুক্তং
> ন ত্বাদৃশী পরহিতপ্রবণাস্তি লোকে।
> শ্রান্তাসি হন্ত মৃদুলাঙ্গি গতা মদর্থং
> সিধ্যন্তি কুত্র সুকৃতানি বিনা শ্রমেণ ।।
>
> —পুষ্পবাণবিলাস, ১৭শ শ্লোক

[আহা দূতি! আমার জন্য আজ তোর কি কষ্টভোগই করিতে হইয়াছে। তোর এমন সুন্দর চোখ দুটো যেন ছুটিয়া পড়িতেছে, সারা কপালে ঘামের শতসহস্র বিন্দু মুক্তার মত দেখা যাইতেছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। ওলো সুন্দরি! আমার জন্য এই প্রখর চন্দ্রকিরণের আতপে গমনাগমনে শুধু শুধু আজ কি কষ্টই তুই ভোগ করিলি। ১১।

আহা দূতি! তোর মতন আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী আর কে আছে? যা যা বলিয়াছিলাম, তুই আমার সেসব কথাই পালন করিয়াছিস, দেখিতেছি। সংসারে কয় জন বল, তোর মত পরহিতহৃদয়া আছে? আহা কোমলাঙ্গি! আমার জন্য তার কাছে যাইতে তোর কত শ্রমই না হইয়াছে? দেখ দূতি, শ্রম না করিলে কি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়। ১৭।
—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

কৃষ্ণের কাছে প্রেরিতা দূতীকে বিবর্ণা হযে ফিরে আসতে দেখে অবিকল এই সুরে ও ভঙ্গীতে, ভাবে ও ভাষায় রাধা বলে—

এ ধনি জনি কহ কানুক সন্দেশ।
বেকত তুহারি মুখ কহই সবহুঁ দুখ
কী ফল বচন বিশেষ॥
সো ষটপদসম সবহুঁ কুসুমে রম
হম তাহে এ হেন গঙারি।
জানি তিহ্নিক সুধি আরতি পঠাওলুঁ
তো হেন প্রাণপিয়ারি॥
এ তুয় অধর ভ্রমর পয়ে দংশল
লোরে কাজর ঝরি গেল।
জানলুঁ পন্থ ছুরম জলে ধোয়ল
অলক তিলক দূরে গেল॥
নীল-নিকুঞ্জ কণ্টক হিয়ে লাগল
ঝামর ভেলহি জোতি।
গোবিন্দদাস ভণ আন করিতে আন
বিহি সঞে কিয়ে নহি হোতি॥

[ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে সখীকে পাঠাইয়াছিলেন, সে উপভুক্তা হইয়া আসিলে শ্রীরাধা বলিতেছেন—কানুর খবর যেন বলিও না, তোমার মুখের ভাবেই ব্যক্ত হইতেছে যে, তাহার কত দুঃখ হইয়াছে—আর কথা বলিয়া কি হইবে? সে ভ্রমরের মতন সব ফুলেই রমণ করিয়া বেড়ায়; আমি আবার গ্রাম্যা, তাই আমাকে মনে লাগে না। তাহার মতিগতি জানি বলিয়াই তোমার মতন প্রাণের সখীকে পাঠাইলাম। তারপর তীব্র বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন— আহা! তোমার কত কষ্ট হইয়াছে। অধর ভ্রমরে দংশন করিয়াছে, চোখের জলে কাজল ধুইয়া গিয়াছে, পথের শ্রমে ঘাম বাহির হইয়াছিল, তাই তোমার অলকাতিলক বিলুপ্ত হইয়াছে। কদম্বকুঞ্জে বুকে কাঁটা বিঁধিয়াছিল, তাই দেহের জ্যোতি ম্লান হইয়াছে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, কি করিবে ও বেচারা। এক করিতে যাইয়া অন্য ঘটিল। শ্রীকৃষ্ণরূপ বিধাতার সঙ্গে পড়িলে কিই বা না ঘটিতে পারে? —বিমান-বিহারী মজুমদার: গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ২২৮]

শ্লোক দুটির ভাব ও ভাষার সঙ্গে এই পদের সাদৃশ্য-দৃষ্টে গোবিন্দ-দাস পুষ্পবাণবিলাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এমন অনুমান হয়। অবশ্য প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতাসংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে এই জাতীয় শ্লোকের পরিচয় পাই এবং গোবিন্দদাসের পক্ষে এগুলির ভাববস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তথাপি গোবিন্দদাস কালিদাসের প্রসিদ্ধ রচনাবলীর সঙ্গে যেখানে পরিচিত ছিলেন, সেখানে কালিদাসের নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলিরও সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এমনটি অনুমান করা চলে। বিদ্যাপতিও অনুরূপভাবে নিম্নলিখিত পদটি রচনা করেছেন। তবে এই পদের বৈশিষ্ট্য এই যে, নায়িকার প্রশ্নের চমৎকার চাতুরীপূর্ণ উত্তর দিয়েছে দূতী।

দূতি সরূপ কহবি তুহুঁ মোহে।
মুঞি নিজ কাজে সাজি তুয়া ভুখন
বিরচি পঠাওল তোহে॥

মুখজ তাম্বুল দেই অধর সুরঙ্গ লেই
সো কাহে ভেল ধুমেলা।
তুয়া গুণ কহইতে রসনা ফিরাইতে
ততিহুঁ মলিন ভৈ গেলা॥
মুঞি নিজ কর দেই সিমন্ত সোঙারলুঁ
সো কাহে ভেল কুবেশা।
তুয়া ইথে লাগি পাও দুহু পড়ইতে
ততহি উধসি ভৈ কেশা।
বিনহি ছরমে উর ধক ধক ধকি কর
উসসি উসসি ভৈ শাসা।
তোহারি বচন দেই উনক বচন লেই
তুরিতে আয়লুঁ তুয়া পাশা॥
অপন বসন দেই উনক বসন লেই
আয়লি কোন চরীতে।
গেলি ন গেলি যব হি উপজায়ব
আনলুঁ তুয়া পরতীতে॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৮৪

[অনুবাদ—(নায়িকার সহিত দূতীর কথোপকথন) দূতি! আমাকে সত্য করিয়া বলো, আমি নিজের কাজে তোমাকে সাজাইয়া পাঠাইলাম। মুখের তাম্বূল দিয়া অধর সুরঞ্জিত করিয়া পাঠাইলাম, তাহা কেন ধূসর হইল? তোমার গুণ বলিতে রসনা চালাইতে হইল, তাই মুখ মলিন হইয়া গেল। আমি নিজের হাতে তোমার সীঁথি সাজাইলাম, তাহা এমন বিশ্রী হইল কিরূপে? তোমার জন্য (নায়কের) পায়ে পড়িতে হইল, তাই কেশ আলুথালু হইল। বিনা শ্রমে তোমার বুক ধক ধক করিতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছ। তোমার কথা তাহাকে বলিয়া তাহার কথা তোমাকে বলিতে তাড়াতাড়ি আসিতে হইয়াছে। নিজের বসন দিয়া, তাহার বসন লইয়া আসিলে এ তোমার কেমন ব্যবহার? গিয়াছিলাম কিনা তাহা তোমাকে দেখাইবার জন্য তাহার বস্ত্র আনিয়াছি।]

বক্রোক্তি-চাতুর্যে পদটি অপূর্ব হলেও বিদ্যাপতির মৌলিকতা এতে নেই। নিম্নোক্ত সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকের ভাবছায়ায় পদটি যে রচিত তা নিঃসন্দেহে বলা যায় –

কস্মাৎ দূতি শ্বসসি বিষমং সত্বরাবর্তনেন
ভ্রষ্টো রাগঃ কিমধরপুটে তৎকথাজল্পনেন।
লুপ্তো রাগঃ কিমু কুচতটে তৎপদে লুণ্ঠনেন
বাসস্তস্য ত্বয়ি কথমিদং প্রত্যয়ার্থং তবৈব ।।

[হে দূতি, কেন ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছ? সত্বর ফিরে আসার জন্য। তোমার অধরের রাগ কেন নষ্ট হল? তোমার কথা বলতে গিয়ে। স্তনতটের রাগ এমন মলিন কেন? তারে পায়ে লুটিয়ে পড়ার ফলে। তার বসন তোমাতে কেন? তার কাছে গেছলাম কিনা এই প্রত্যয়ের জন্য (তার বসন পরে এসেছি)।]

নায়কের হঠাৎ সান্নিধ্য ও স্পর্শ পেয়ে নায়িকার দেহমনের বিস্রস্ততার পরিচয় একটি শ্লোকে এবংরূপ পাই—

কান্তে দৃষ্টিপথঙ্গতে নয়নয়োরাসীদ্বিকাসো মহান্
প্রাপ্তে নির্জনমালয়ং পুলকিতা জাতা তনুঃ সুভ্রুবঃ।
বক্ষোজগ্রহণোৎসুকে সমভবৎ সর্বাঙ্গকম্পোদয়ঃ
কণ্ঠালিঙ্গনতৎপরে বিগলিতা নীবী দৃঢ়াপি স্বয়ম্ ।।
—পুষ্পবাণবিলাস, ৩য় শ্লোক

[অকস্মাৎ সেই ত্রিভুবনকান্ত কান্তকে দেখিতে পাইয়া ভ্রূবিলাসিনী এক সুন্দরীর আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নকমল সম্যক্ভাবে বিকশিত, বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, পরে সেই প্রাণকান্তকে নির্জন স্থানে পাইয়া আপাদমস্তক কলেবরে রোমাঞ্চ দেখা দিল, রসময় স্তনকমল গ্রহণের নিমিত্ত যেমন করপ্রসারণ করিলেন, অমনি আবার সেই সুনয়নার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, ক্রমে প্রাণবল্লভ কর্তৃক কণ্ঠদেশে আলিঙ্গিত হইয়া সুন্দরী এতই অবশ হইয়া পড়িলেন যে, তাহার নাভিমূলস্থিত সুদৃঢ় পরিধেয় গ্রন্থিও খুলিয়া গেল। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

অনুরূপভাবে হঠাৎ কৃষ্ণসাহচর্যে এসে রাধার দেহমনের বিস্রস্ততার পরিচয় বৈষ্ণব কবিদের বহুপদে ফুটে উঠেছে, দেখতে পাই—

সাজনি মাধব দেখল আজ।
মহিমা ছাড়ি পলাএল লাজ॥
নীবী সসরি ভূমি পলি গেলি।
দেহ নুকাবিঅ দেহক সেরি॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ২৪০

[অনুবাদ—সজনি, আজ মাধবকে দেখিলাম। লজ্জা মহিমা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। নীবি স্রস্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল, (আমার) দেহ (তাহার) দেহের শরণে লুকাইল।]

পহিলহি সরস পয়োধর কুম্ভ।
আরতি কত না করএ পরিরম্ভ॥
অধর সুধারস দরসএ লোভ।
রাঙ্কক হাথ রতন নহি সোভ॥
সজনি কি কহব কহইত লাজ।
কাহুক আইতি পলহু আজ॥
নীবি সসরি কতএ দহ গেলি।
অপনাহু আঙ্গ অনাইতি ভেলি॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৪৮৮

[অনুবাদ—প্রথমেই সরস পয়োধরকুম্ভ স্পর্শ করিয়া আগ্রহবশে কত না আলিঙ্গন করে। অধরে সুধারস দেখিয়া লুব্ধ হয়, দরিদ্রের হাতে রত্ন শোভা পায় না। সজনি কি কহিব, কহিতে লজ্জা হয়, আজ কানাইয়ের আয়ত্তে পড়িলাম। নীবি স্রস্ত হইয়া কোথায় গেল, আপনার অঙ্গ অনায়ত্ত হইল।]

পেখলুঁ নাগর পন্থকি মাঝ।
হাম নারী অবলা একলি পথে যাইতে
বিছুরল সব নিজ কাজ॥
নয়ান-সন্ধান-বাণে তনু কৈল জরজর
কাতর বিনি অবিলম্বে।

বসন খসয়ে ঘন পুলকে পরল তনু
পানি না পূরল কুম্ভে ।। (জ্ঞানদাস)
—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৭

নাহিতে যাইতে রঙ্গে জলদ শ্যামের সঙ্গে
দিঠি পড়িয়া গেল মোর ।
শ্যামরূপ নিরখিতে সব দুখ গেল দূরে
সুখের সায়রে নাহি ওর ।।
. . . .
অঙ্গের ভূষণ কটীর বসন
গলিয়া গলিয়া পড়ে ।
মুকুত কবরী পিঠে লোটায়ল
পরাণ না রহে ধড়ে ।। (অনন্ত দাস)
—পদামৃতমাধুরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪

লোকজনের সম্মুখে উপস্থিত নায়ককে নায়িকা কেমন চাতুর্যসহকারে আড়নয়নে দেখছে, তারই বর্ণনা নায়ক সখীদের কাছে একটি শ্লোকে এবংরূপ দিচ্ছে —

মাং দূরাদরবিন্দসুন্দরদরস্মেরাননা সম্প্রতি
দ্রাগুত্তুঙ্গস্তনাঙ্গনগলচ্চারুত্তরীয়াঞ্চলা ।
প্রত্যাসন্নজনপ্রতারণপরা পাণিং প্রসার্যান্তিকে
নেত্রান্তস্য চিরং কুরঙ্গনয়না সাকূতমালোকতে ।।
—পুষ্পবাণবিলাস, ৪র্থ শ্লোক

[ঐ দেখ সখে ! অরবিন্দসুন্দরমুখী ঐ কুরঙ্গনয়না কামিনী নিকটস্থিত লোকলোচনে ধূলিনিক্ষেপপূর্বক কেমন সস্মিতবদনে নয়নোপান্ত হাতে আড়াল দিয়া দূর হইতে আড়নয়নে আমাকে দেখিতেছে, যুবতীর পীনপয়োধরের উপর হইতে মনোহর কাঁচলী খসিয়া পড়ায় সৌন্দর্য যেন তরঙ্গে তরঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতেছে । —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

প্রায় অনুরূপ বর্ণনাই বিদ্যাপতির একটি পদে পাই । সখীজনের

সামনে হঠাৎ উপস্থিত কৃষ্ণকে রাধার আড়নয়নে দেখা বর্ণিত হয়েছে এখানে—

লোচন চপল বদন সানন্দ।
নীল নলিনি দলে পূজল চন্দ ।।
পীন পয়োধর রুচি উজরী।
সিরিফলে ফললি কনক মঁজরী ।।
গুনমতি রমণী গজরাজ-গতী।
দেখলি মোয়ঁ জাইত বর জুবতী ।।

....

সম্ভ্রম সকল সখীজন বারি।
পেম বুঝাওলক পলটি নিহারি ।।
আওর চতুরপন কহহি ন জাএ।
নয়ন নয়ন মিলি রহলি লুকাএ ।। (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ৮২৫

[অনুবাদ—চপল নয়ন, সানন্দ বদন (যেন) নীল নলিনীদল (চক্ষু) চন্দ্রকে (মুখকে) পূজা করিল। রুচি (দেহলাবণ্য) উজ্জ্বল, পয়োধর পীন, (যেন) কনকমঞ্জরীতে শ্রীফল ফলিল। গুণবতী, গজেন্দ্রগামিনী যুবতীশ্রেষ্ঠা রমণীকে যাইতে দেখিলাম।···সকল সখীর সম্ভ্রম নিবারণ করিয়া (লুকাইয়া) সে ফিরিয়া চাহিয়া প্রেম বুঝাইল। আর চতুরপনা কহা যায় না, নয়নে নয়ন মিলাইয়া লুকাইয়া রহিল।]

একটি শ্লোকে আছে, ফুল তোলার অছিলায় সখীকে সঙ্গে নিয়ে লতাকুঞ্জে এসে নায়িকা প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সখী কুঞ্জদ্বার আগলে দাঁড়িয়ে থাকবার কালে নায়িকার ননদকে আসতে দেখে কৌশলে নায়িকাকে সাবধান করে দিচ্ছে—

দষ্টং বিম্বধিয়াধরাগ্রমরুণং পর্য্যাকুলো ধাবনা-
দ্ধম্মিল্লস্তিলকং শ্রমাম্বুবিগলিতং ছিন্না তনুঃ কণ্টকৈঃ।
তাঃ কর্ণজ্বরকারিকঙ্কণঝনৎকারং করৌ ধুন্বতী
কিং ভ্রান্ত্যসাটবীশুকায় কুসুমান্যেষা ননান্দাগ্রহীৎ ।।

—পুষ্পবাণবিলাস, ৬ষ্ঠ শ্লোক

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শ্লোকটির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—"ফুল তুলিবার নাম করিয়া এক সখীকে সঙ্গে লইয়া কোন যুবতী উদ্যান-বাটিকার মধ্যবর্তী লতাকুঞ্জে প্রবেশপূর্বক তত্রত্য প্রিয়তমের সহিত অতি গোপনে মিলিত হইয়াছেন এবং অসংযত নায়কের অত্যাচারে তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, সঙ্গিনী সখী কুঞ্জদ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত, এমন সময়ে, অদূরে ঐ যুবতী গোপবধূর ননদও ফুলের সাজি হাতে লইয়া আসিতেছেন দেখিয়া দ্বাররক্ষিকা সখী কুঞ্জমধ্যবর্তিনী যুবতীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে ও তাঁহার দোষ ঢাকিয়া লইতেছে। বউদিদি, তুমি কি ন্যাকা? পাকা তেলাকুচা ভাবিয়া তোমার অধর পাখীতে ঠোকরাইল, আর ঠেকাইতে পারিলে না? ছুটে ছুটে এমন সুন্দর খোঁপাটি এলাইয়া ফেলিলে! লাভের মধ্যে শ্রমজনিত ঘর্মজলে কপালের তিলক ধুয়ে গেল, কাঁটায় গা ছড়িয়া গেল; আর তুমি অনবরত হাতের কঙ্কণ নাড়িয়া এমনই বেসুরো শব্দ করিতেছ যে, কান যেন ফাটিয়া যাইতেছে, ঐ রকম শব্দ করিয়া কি বনের শুকপক্ষী ধরা যায়? কেন শুধু শুধু ঘুরিতেছ? ঐ দেখত, তুমিই বা কি করিতেছ, আর তোমার ননদ কেমন নীরবে ফুল তুলিতে তুলিতে এইদিকে আসিতেছেন।"

কৃষ্ণের দ্বারা উপভুক্তা রাধাকে যে চাতুর্যপূর্ণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে ননদিনী ও সখীদের কাছে গোপন মিলনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আবৃত করতে দেখি, সেই বাগ্‌বৈদগ্ধ্য রাধা এই শ্লোকোক্ত সখীটির বচনকৌশল থেকেও আয়ত্ত করে থাকতে পারে, এমন অনুমান করা যায়।

বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত পদগুলি অনুধাবন করলে আমাদের এই অনুমানের যৌক্তিকতা বোঝা যাবে—

ননদী সরুপ নিরূপহ দোসে।
বিনু বিচার বেভিচার বুঝওবহ
সাসু করতহি রোসে॥

কৌতুক কমল নাল সয়ঁ তোরল
করএ চাহল অবতংসে ।
রোস কোস সয়ঁ মধুকর আওল
তেঁহি অধর করু দংসে ।।
সরবর-ঘাট বাট কণ্টক-তরু
দেখহি ন পারল আগূ ।
সাঁকরি বাট উবটি কহু চললহু
তেঁ কুচ কণ্টক লাগূ ।।
গরুঅ কুম্ভ সির থির নহিঁ থাকএ
তেঁ উধসল কেস পাস ।
সখিজন সয়ঁ হম পাছে পড়লিহু
তেঁ ভেল দীঘ নিসাস ।।
পথ অপবাদ পিসুন পরচারল
তথিহু উতর হম দেলা ।
অমরখ চাহি ধৈরজ নহি রহলে
তেঁ গদগদ সব ভেলা ।।

—বি. প. ৭০

[*অনুবাদ—ননদি,* (আমার) আকৃতি (দেহ) দেখিয়া আমাকে দোষী নিরূপণ করিতেছে। বিনা বিচারে (আমাকে) ব্যভিচারিণী বুঝাইবে, শাশুড়ী রাগ করিবেন। কৌতুকবশতঃ আমি মৃণাল হইতে পদ্ম ছিন্ন করিয়া শিরোভূষণ করিতে চাহিলাম ; ক্রুদ্ধ মধুকর পদ্মকোষ হইতে ধাবিত হইয়া (আমার) অধরে দংশন করিল। সরোবরের ঘাটে পথের কণ্টকতরু আগে দেখিতে পাই নাই। সঙ্কীর্ণ পথে ফিরিয়া চলিলাম সেইজন্য কুচে কণ্টক লাগিল। জলপূর্ণ কলসী মস্তকে স্থির থাকে না, সেইজন্য (আমার) কেশপাশ আলুথালু হইল। সখীজনের পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য (দৌড়িয়া আসিতে) দীর্ঘ নিশ্বাস হইল। পথে খল ব্যক্তি আমার নিন্দা প্রচার করিল, তাহাতে আমি উত্তর দিলাম, অমর্ষবশত ধৈর্য রহিল না ; সেইজন্য আমার কণ্ঠস্বর গদগদ হইল।]

কুসুম তোরএ গেলাহু জাহাঁ।
ভমর অধর খণ্ডল তাহাঁ ॥
তেঁ চলি অয়লাহুঁ জমুনা তীর।
পবন হরল হৃদয় চীর ॥
এ সখি সরুপ কহল তোহি।
আনু কিছু জনি বোলসি মোহি ॥
হার মনোহর বেকত ভেল।
উজর উরগ সংসঅ গেল ॥
তেঁ ধসি মজুরে জোড়ল ঝাঁপ।
নখর গাড়ল হৃদয় কাঁপ ॥

—বি. প. ৩৫০

[অনুবাদ—যেখানে কুসুম তুলিতে (পাড়িতে) গেলাম, সেইখানে ভ্রমর অধর খণ্ডন করিল। সেইজন্য যমুনাতীরে চলিয়া আসিলাম, পবনে হৃদয়ের (বক্ষের) বস্ত্র হরণ করিল। হে সখি, তোকে সত্য কহিলাম, অন্য কিছু যেন আমাকে বলিস না। (বক্ষের বস্ত্র অপহৃত হওয়াতে) মনোহর হার ব্যক্ত হইল, তাহা উজ্জ্বল সর্পের মতন দেখাইল। সেইজন্য ময়ূর বেগে ঝাঁপ দিল, নখর বিদ্ধ করিল, (তাহাতে এখনও) হৃদয় কম্পিত হইতেছে।]

খরি নরি-বেগ ভাগলি নাই।
ধরএ ন পারথি বাল কহ্নাই ॥
তেঁ ধসি জমুনা ভেলহু পার।
ফুটল বলয়া টুটল হার ॥
এ সখি এ সখি ন বোল মন্দ।
বিরহ বচনে বাঢ়এ দন্দ ॥
কুণ্ডল খসল জমুন মাঝ।
তাহি জোহইতে পড়লি সাঁঝ ॥
অধর তিলক তেঁ বহি গেল।
সুধ সুধাকর বদন ভেল ॥

তটিনি তট ন পাইঅ বাট।
তেঁ কুচ গাড়ল কঠিন কাঁট॥

—বি. প. ৩৫১

[অনুবাদ—খরস্রোত নদীর বেগে নৌকা ভাসিল, বালক কানাই নৌকা সামলাইতে পারিল না। সেইজন্য জলে পড়িয়া যমুনা পার হইলাম, বলয় ভাঙ্গিল, হার ছিঁড়িল। এ সখি, এ সখি মন্দ কথা বলিও না। বিরহের কথায় দ্বন্দ্ব বাড়িয়া গেল। কুণ্ডল যমুনার মাঝে খসিয়া পড়িল। তাহা খুঁজিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেইজন্য অলকা-তিলকা বহিয়া (ধুইয়া) গেল, মুখ শুদ্ধ (নির্মল) চন্দ্র (চন্দ্রের তুল্য) হইল। তটিনী-তটে পথ পাই না, সেইজন্য কুচে কঠিন কণ্টক ফুটিয়া গেল।]

সখি হে কিলয় বুঝাএব কন্তে।
জনিকা জনম হোইত হম গেলহুঁ
ঐলেহুঁ তনিকর অন্তে॥
জাহি লয় গেলহুঁ সে চল আএল
তেঁ তরু রহিলি ছপাই।
সে পুনি গেল তাহি হম আনলি
তেঁ হম পরম অন্যাঈ॥
জৈতহিঁ নাল কমল হম তোরলি
করয় চাহ অবশেখে।
কোহ কোহাএল মধুকর ধায়ল
তেঁহি অধর করু দঁশে।
লেলি ভরল কুম্ভ তেঁ উর গাসলি
সসরি খসল কেশপাশে।
সখি দস আগুপাছু ভয় চললিহি
তেঁ উধ খাস ন বাকে॥

—বি. প. ৩৫২

[অনুবাদ—হে সখি, কেমন করিয়া কান্তকে বুঝাইব ? যাহার (দিবসের) জন্ম (প্রভাত) হইতে আমি গেলাম, তাহার (দিবসের) অন্তে (সন্ধ্যায়) আসিলাম। যাহার জন্য গেলাম সে আসিয়া পড়িল (জল আনিতে গেলাম, কিন্তু বৃষ্টি আসিয়া পড়িল) তাই গাছের তলায় মাথা বাঁচাইয়া থাকিলাম। বৃষ্টি থামিলে জল আনিয়াছি, ইহাতে কি আমার অন্যায় হইল ? জল আনিতে যাইয়া কমলের নাল ছিঁড়িতে লাগিলাম, স্নান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। যখন পুকুরে স্নান করিতেছিলাম, তখন জল উছলিয়া পড়িল। তাহাতে মধুকর (আমার দিকে) ধাবিত হইল এবং আমার অধরে দংশন করিল। কলসী ভরিয়া (মাথায়) লইলাম, তাহাতে বুকে (দীর্ঘ) শ্বাস লইতে হইল। কেশপাশ খসিয়া পড়িল। দশজন সখী আগে ও পশ্চাতে চলিল—সেইজন্য (তাহাদের ধরিয়া লইতে) ঘন ঘন নিঃশ্বাসে (শ্বাসে) বাক্‌রোধ হইল।]

বিদ্যাপতির এই পদগুলির ভঙ্গী ও সুর উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের ভঙ্গী ও সুরের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়—পার্থক্য নায়িকা এখানে স্বয়ং ভূমিকা নিয়েছে, শ্লোকটিতে তা নয়।

পুষ্পবাণবিলাসের একটি শ্লোকে নায়িকা সুকৌশলে নায়ক-প্রেরিত দূতীকে অভিসারসঙ্কেত এরূপ জানাচ্ছে—

কাচিৎ সার্বজনীনবিভ্রমপরা মধ্যে সখীমণ্ডলং
লোলাক্ষিভ্রূবসংজ্ঞয়া বিদধতী সখ্যা সহাভাষণম্।
অক্ষ্ণোরঞ্জনমঞ্জসা শশিমুখী বিন্যস্য বক্ষোজয়োঃ
স্থূলস্তাবুকয়োঃ স্থিতং মণিসরঞ্চেলাঞ্চলেন প্যধাৎ ॥

—১৫শ শ্লোক

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—"কখন সঙ্কেতস্থানে আমি যাইব ? তুমিই বা তথায় কখন আসিবে —এই কথা দূতীমুখে নায়ক নায়িকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। সখীদিগের মধ্যে প্রকাশ্যে উত্তর দিতে না পারিয়া অভিসারিকা

কৌশলক্রমে নায়কপ্রেরিত দূতীকে অভিসারের সময় ইঙ্গিতে জানাইতেছে—সর্বলোকমোহনবিভ্রমশালিনী কোন উৎকট-মদা ইন্দুবদনা যুবতী সখীগণের মধ্যে বসিয়া চঞ্চল নয়ন ও ভ্রূদ্বয়ের কম্পনের দ্বারা দূতীর সহিত নীরব ভাষায় আলাপ করিবার অভিলাযে সহসা নেত্রদ্বয়ে কজ্জল পরিতে লাগিল ও পীনোন্নত পয়োধরযুগলে বিলুণ্ঠিত মণিহার বসনাঞ্চলে ঢাকিয়া ফেলিল। এই দুই ক্রিয়া দ্বারা কামিনী দূতীকে জানাইল যে, যখন জগদ্বাসীর চক্ষুতে কজ্জলবৎ অন্ধকারের আবরণ পড়িবে এবং স্তনপদ্মের উপরিস্থিত মুক্তার মালার ন্যায় গৃহমধ্যবর্তী মঞ্চস্থিত দীপশিখার আলোক নির্বাপিত হইবে—সেই সময়ে আমি প্রিয়তমের নির্দেশমত সঙ্কেতস্থানে গমন করিব।"

বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত দুটি পদে এই শ্লোকেরই ভাবছায়া লক্ষ্যগোচর হবে—

প্রথমই দূতি পঢ়ায়লি আঁখি।
দোয়জহিঁ মন্দ হাসি ভেল সাখি॥
তেয়জহি পুরল পুলকিত দেহ।
বঙ্ক নয়নে হরি বুঝায়ে সেহ॥
কামিনী কোরে পরসায়ল হাথ।
পুন পুন কেশ উতাঁরয়ে মাথ॥
তাহে জানল হেঁা নিশি আন্ধিআর।
আপন কাহ্ন করব অভিসার।

—বি. প. ৮৭

[অনুবাদ—দূতী প্রথমেই চোখের ইঙ্গিত করিল; দ্বিতীয়তঃ (রাধার) মন্দহাসি সাক্ষী হইল; তৃতীয়তঃ (তাহার) দেহ পুলকে পূর্ণ হইল। বঙ্কিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে হরিকে বুঝাইল। কামিনী নিজের বুকে হাত দিল এবং বারংবার মাথার কেশ নামাইল। তাহাতে জানা গেল যে অন্ধকার নিশিতে কানাই যেন নিজে অভিসার করে।]

সুরুজ সিন্দুরবিন্দু চাঁদনে লিখএ ইন্দু
তিথি কহি গেলি তিলকে।
বিপরিত অভিসার অমিয় বরিস ধার
অঙ্কুস কএল অলকে ॥
মাধব ভেটলি পসাহন বেরী।
আদর হেরলক পুছিও ন পুছলক
চতুর সখীজন মেরী ॥
কেতকি দল দএ চম্পক ফুল লএ
কবরিহি থোএলক আনী।
মৃগমদ কুঙ্কুম অঙ্গরুচি কএলক
সময় নিবেদ সয়ানী ॥

—বি. প. ৮৮

[অনুবাদ—(দূতী রাধার সহিত অভিসারের সঙ্কেত করিয়া মাধবকে জানাইতেছে) সিন্দুরবিন্দুর দ্বারা সূর্য, চন্দনের দ্বারা ইন্দু বুঝাইয়া তিলকের দ্বারা (তিলকের সংখ্যা অনুসারে) তিথি বুঝাইল (যেমন ত্রয়োদশী তিথিতে অভিসারের সঙ্কেত করিলে তেরটি তিলকবিন্দু ধারণ করিল)। বিপরীত অভিসার যেন অমৃতের ধারা বর্ষণ করে ; অলকে অঙ্কুশ করিল (মদনকে দমন করিবার জন্য)। মাধব! তাহার সহিত প্রসাধন কালে দেখা হইল। আমাকে সাদরে অবলোকন করিল ; চতুরা সখীজন সঙ্গে ছিল বলিয়া ভাল করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। কবরীতে কেতকীফুল দিয়া এবং মৃগমদকুঙ্কুমে অঙ্গরাগ করিয়া চতুরা সময় জানাইল (মৃগমদ, কুঙ্কুম কৃষ্ণবর্ণের সুতরাং অন্ধকার রাত্রে কেতকী ও চাঁপাফুল ফুটিবার সময়ে অভিসারে যাইবে এই সঙ্কেত করিল)।]

জ্ঞানদাসের একটি পদে অনুরূপভাবে অভিসার-সঙ্কেতের বর্ণনা পাই—

দুহুঁ দিঠি অঞ্চল বচন সমাপল
চৌদিশে কত আছে আনে।

দুহুঁজন বুঝল কেহো নাহি সমুঝল
ঐছন দুঁহু যে সিয়ানে ॥
ভুজে ভুজ বান্ধি উরহি দরশায়ল
রমণী সমুঝল কাজে ।
আনন সররুহ করে পরশায়ল
সময় বুঝায়ল সাঝে ॥
করকমলে মুখ- কমল লুকায়ল
আন সমুঝায়ল নাহ ।
জ্ঞানদাস কহ তরুণী উন নহ
তৈছন করল নিরবাহ ॥

—পদকল্পতরু ৭১৮

[টীকা—চোখের ইসারায় দুইজনে কথা শেষ করিল, কেননা চারিদিকে কত অন্য লোক রহিয়াছে। দুইজনেই শুধু বুঝিল, আর কেহ নহে; এমনই চতুর তাহারা দুইজন। দুইজনের মনের কামভাব মনেই বুঝাইল, দুইজনেই কি অপরূপ সঙ্কেত সৃষ্টি করিল। কানাই ভুজে ভুজ বাঁধিয়া বুক দেখাইল, রমণী কাজ বুঝিল। নিজের মুখপদ্ম হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া সজ্জার দ্বারা সময় বুঝাইয়া দিল (রাত্রিতে কমল মুদিত হয়)। নায়িকা করকমলে মুখকমল স্পর্শ করিল (মুখ ঢাকিয়া অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারের ইঙ্গিত করিল) কিন্তু নাথ অন্যরকম বুঝিল (নায়িকা সন্ধ্যায় আসিবে বুঝিল)। জ্ঞানদাস বলেন, নায়িকা কম নহে, সেইরূপই নির্বাহ করিল (অর্থাৎ সন্ধ্যাতেই অভিসার করিল)। —বিমানবিহারী মজুমদার: জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী, পৃঃ ৭৩-৭৪]

জ্ঞানদাসের মিলনের একটি পদে আছে, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা রাত্রিযাপন করেছে। প্রভাতে সখীরা রাধার দেহে কোন মিলনচিহ্নের প্রকাশ না দেখে বিস্মিত হয়ে বলছে—সখি কি ব্যাপার? শ্যামনগর কিঁ শিশু, নাকি অনঙ্গরণে ভঙ্গ দিয়েছ তুমি—

একলি মন্দিরে আছিলা সুন্দরী
কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহুঁ তাকর পরশ না ভেল
এ বড়ি মরমে ধন্দ॥
সজনি পাওলুঁ পিরিতিক ওর।
শ্যাম সুনাগর শৈশব কিবা
কঠিন হৃদয় তোর।
কস্তুরী চন্দন অঙ্গে বিলেপন
দেখিয়ে অধিক জোর।
বিবিধ কুসুমে বান্ধল কবরী
শিথিল না ভেল তোর॥
অমল কমল বদন মাধুরী
না ভেল মধুপ সাথ।
পুছইতে ধনী ধরণী হেরসি
হাসি না কহসি বাত॥
কিবা রতি-পতি বসতি বিষযে
দেখিয়া দেয়লি ভঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে এ দোষ কাহার
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ॥

—পদকল্পতরু ৭৩৭

বৈষ্ণব সাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' নামক গ্রন্থে এই পদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন—"বৈষ্ণব পদবিষয়ে সাধারণ অভিযোগ -ইহাতে দেহালুতার আতিশয্য, জ্ঞানদাস অন্ততঃ এমন একটি পদ লিখিয়াছেন, যেখানে শ্যাম রাধাকে সারারাত্রি কোলে রাখিয়াও মন্থন করেন নাই। কেন করেন নাই—কবি কোনো উত্তর দেন নাই—ইঙ্গিত পর্যন্ত না। কিন্তু ঐ প্রকার আচরণ যে সম্ভব এই তথ্যে আমরা চমৎকৃত। অবশ্য ইহার দ্বারা "বৈষ্ণব কবিতার কামগন্ধহীন নিষ্কলুষ প্রেমের আদর্শ রূপায়িত"—সম্পাদক মহাশয়ের (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত জ্ঞানদাসের পদাবলী) এই ব্যাখ্যা মানিতে পারি না। যদি মানি, তাহা হইলে সম্ভোগাখ্য বিপুল পরিমাণ বৈষ্ণবপদ দারুণ রকম "কাম-কলুষিত" হইয়া পড়ে। না, তাহা নয়,— দেহমন্থনে বৈষ্ণবকাব্যে কলুষ ওঠে না, কিন্তু দেহমন্থনের পূর্ণ সুযোগ সত্ত্বেও, নায়কনায়িকা একত্র নির্জনবাস করিয়াও, নিবৃত্ত থাকিতে পারে— ইহার একটিমাত্র কারণই সম্ভব—সুখ বা তৃপ্তি কেবল দেহেই নাই, দেহেও আছে, দেহের বাহিরেও আছে ;—এক অপূর্ব ভাবাচ্ছন্নতায় প্রেমিক-প্রেমিকা একই শয্যায় অমথিত রাত্রিযাপন করিল—এই কল্পনায় কী না রসের সত্য ! প্রচলিত তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক প্রেমের ঐ আশ্চর্য রূপটিকে ক্ষুণ্ণ না করাই ভাল। অন্ততঃ স্বয়ং রাধা তেমন কোনো ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত নন। ঐরূপ বিচিত্র আচরণের কারণ বিষয়ে সখীরা যখন প্রশ্ন করিল, তখন —

পুছইতে ধনী ধরণী হেরসি
হাসি না কহলি বাত ।

ঐ নিগূঢ় হাসি রাধার। কবিরও।"

কিন্তু পদকল্পতরু-ধৃত (৭৩৭ সংখ্যক) এই পদটির পরেই জ্ঞানদাসের আর একটি পদ বৈষ্ণব দাস উদ্ধৃত করেছেন যেটির সঙ্গে এই পদটির যোগসূত্র বিরাজমান। এই ৭৩৮ সংখ্যক পদটিতে সখীদের পীড়াপীড়িতে মিলন না হবার কারণ নির্দেশিত। সুতরাং উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা সমালোচক কল্পিত-মাত্র, যা তথ্যনিষ্ঠ বিচারে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। পদটি এই—

সজনি ও কথা কহিল নয় ।
শ্যাম সুনাগর গুণের সাগর
পড়িলু কোরে ঘুমায় ।।
কত পরকারে চেতন করায়
চেতন না ভেল মোর ।

অভিমান করি পাশ মোড়ি ফেরি
দুখে ত চলল ভোর ॥
উঠিলু জাগিয়া দেখি নাহি পিয়া
হৃদয়ে বাজিল শেল ।
আহা মরি মরি মদনবাণেতে
জর জর ভৈ গেল ।
সে সব সোঙরি চিত বেয়াকুল
কেমনে আছয়ে পিয়া ।
জ্ঞানদাস কহে একথা শুনিতে
বিদরয়ে মোর হিয়া ॥

—পদকল্পতরু ৭৩৮

এর চেয়েও বড় কথা, জ্ঞানদাসের এই 'একলি মন্দিরে আছিলা সুন্দরী' ইত্যাদি পদটি শৃঙ্গারতিলক-এর নিম্নোক্ত শ্লোকটির আধারে রচিত মনে হয়—

কস্তূরীবরপত্রভঙ্গনিকরো ভ্রষ্টো ন গণ্ডস্থলে
নো লুপ্তং সখি চন্দনং স্তনতটে ধৌতং ন নেত্রাঞ্জনম্ ।
রাগো ন স্খলিতস্তবাধরপুটে তাম্বূলসংবর্ধিতঃ
কিং রুষ্টাসি গজেন্দ্র-মন্দ-গমনে কিংবা শিশুস্তে পতিঃ ॥

—৩য় শ্লোক

[একি সখি ? সারারাত্রি দয়িতকক্ষে যাপন করিয়া গজেন্দ্রের ন্যায় মন্দ-মন্দ-গমনে বাহির হইতেছ, অথচ তোমার একি দশা ! তোমার কপোলতলে মৃগনাভিরচিত পত্রভঙ্গ রচনা যেমন তেমনই রহিয়াছে, একটুও ভ্রষ্ট বা বিমর্দিত হয়নি, চোখের কাজল যেমন তেমনই রহিয়াছে, অধরের তাম্বূলরাগ একটুও স্খলিত বা বিগলিত হয়নি, এসব কি ? তুমি কি ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলে ? না, তোমার পতি অত্যন্ত বালক, নর্মক্রীড়ার মর্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ব্যাপার কি বলত ?—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

জ্ঞানদাসের 'শ্যামনাগর শৈশব কিবা কঠিন হৃদয় তোর' স্পষ্টতঃই

'কিং রুষ্টাসি······কিংবা শিশুস্তে পতিঃ'—এরই মুক্তানুবাদ বলা চলে। বিদ্যাপতি এই শ্লোকেরই আধারে নিম্নোক্ত দুটি পদ লিখেছেন, এরূপ ধারণা হয়। পদ দুটি এই—

সিরিহি মিলিল দেহা ন কুচে চান রেহা
ঘামে ন পিউল সুগন্ধা।
অধর মধুরি ফুল দেখিঅ তাহেরি তুল
ধয়েলহি অছ মকরন্দা॥
রামা অইলি হে পিয়া বিসরাই।
পুরুস কেসরি জনি দমন-লতা ধনি
ছুঅইত জা অসিলাই॥
গেলহি কয়লহ মান কী অবসর আন
কী সিসু বালভুঁ তোরা।
মুসএ গেলিহে ধন জাগল পরিজন
লগহি কলাওক চোরা॥

—বি. প. ৮০

[অনুবাদ—তনু শিরীষ ফুলে মিশিয়াছে, পয়োধরে চন্দ্র-রেখা নাই, ঘাম সুগন্ধ পান করে নাই অর্থাৎ দেহ পূর্বে যেমন শিরীষ ফুলের ন্যায় কোমল ছিল সেইরূপ আছে, উহাতে কোন মলিনতা নাই, স্তনে নখ-রেখাও হয় নাই, গাত্রঘর্মে সুগন্ধ মুছিয়া যায় নাই। মাধুরী অর্থাৎ বান্ধুলী ফুলের ন্যায় অধর দেখিতেছি অর্থাৎ অধরের রক্তিমাও বিনষ্ট হয় নাই। মধু (ও) রাখা আছে অর্থাৎ কেহ অধরের মধু পান করে নাই। রামা (তুই কি) প্রিয়তমকে বিস্মৃত হইলি, পুরুষ যেন সিংহ, সুন্দরী যেন দ্রোণলতা, স্পর্শ করিতেই আউলাইয়া যায়। যাইতেই কি মান করিয়াছিলি কিংবা অবকাশে অন্য (মন্দ) কথা বলিয়াছিলি? অথবা তোর কান্ত শিশু? সম্পত্তি হরণ করিতে গিয়াছিলি (এমন সময়) পরিজনেরা জাগিয়া উঠিল, (তাহাতে) চোরের কালিমা লাগিল (চুরি করিতে গিয়া চুরি করিতে পারিলি না, ধরা পড়িয়া চোরের কলঙ্ক লইলি।]

কুন্তল কুসুম নিমাল ন ভেল।
নয়নক কাজর অধর ন গেল ॥
কনক ধরাধর নহি সসিরেহ।
কোনে পরি কামে প্রকাসল নেহ ॥
এ সখি এ সখি পুরুষ অঞান।
ভুজগঁ ভনাবথি রঙ্গ ন জান ॥
দুরসোঁ সুনিঅ সময় পচবান।
পরতখ চাহি নহি কে অনুমান ॥
উপগতি ভেলিহু ই ভেলি সাতি।
অনুসয় ছিতহি পোহাইল রাতি ॥

—বি. প. ৭৯

[অনুবাদ—(সখীর উক্তি) কুন্তলের কুসুম মথিত হয় নাই, নয়নের কজ্জল অধরে যায় নাই (আলিঙ্গনে পীড়িত হইয়া কুসুম মলিন হয় নাই, চুম্বনে নয়নের কজ্জল অধরে লাগিয়া যায় নাই)। পয়োধরে নখক্ষত নাই, কেমন করিয়া কাম স্নেহ প্রকাশ করিল (কাম নির্দয়ভাবে যুদ্ধ করিল না)। (নায়িকার উত্তর) হে সখি, হে সখি, পুরুষ অজ্ঞান, লোকে বলে ভুজঙ্গের ন্যায় তীব্র; (কিন্তু) রঙ্গ জানে না। দূর হইতে শুনা যায় যে, পঞ্চবাণের সময়। প্রত্যক্ষ না চাহিয়া কে অনুমান করে? (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মদনের কোন প্রভাবই নাই)। নিকটে উপস্থিত হইলাম, এই শাস্তি হইল। আশা না মিটিতেই রাত্রি পোহাইল।]

বিদ্যাপতির আর একটি পদে নায়িকা নায়কের সঙ্গে মিলন না হবার এবংরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছে—

নূতন নেহ সসারক সীমা
উপচিত কইসনি চোরী।
ব্যাধ কুসুমসর সঞো বিঘটাউলি
রঙ্গ কুরঙ্গিনি মোরী ॥

চারিভাবে হমে ভরমিহ অছলাহ
চারিভাবে ন ভেল মোহি সেবা।
—বি. প. ৭৭

[অনুবাদ—নূতন প্রেম সংসারের সার; যাহা বর্ধিত হইতেছে তাহা কেমন করিয়া গোপন রহিবে? মদনরূপী ব্যাধ কর্তৃক কুরঙ্গিণী-রূপিণী আমার রঙ্গ নষ্ট হইল। (মদনের উত্তেজনায় আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই কারণে আনন্দ উপভোগ করিতে পারি নাই)। আমি চারিভাবে (অর্থাৎ স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ ও স্বরভঙ্গে) পূর্ণ হইলাম। আমার দ্বারা তাহার সেবা ভাল করিয়া হইল না।]

বিদ্যাপতির নায়িকার এই উক্তি শৃঙ্গারতিলকের সখীর কৌতূহল-প্রশ্নে নায়িকা যে উত্তর দিয়েছে, তা-ই স্মরণ করায়। শৃঙ্গারতিলকের নায়িকা নিম্নরূপ উত্তর দিয়েছে—

এতেষাং শৃণু কারণং সখি পুনর্বক্ষ্যামি সর্বঞ্চ তে
নো রুষ্টা রতিমন্দিরে প্রিয়তমে বালো ন মে বল্লভঃ।
মাং দৃষ্ট্বা নবযৌবনাং সচকিতাং কন্দর্প-দর্পাপহং
.... প্রিয়েণ সহসানঙ্গ-প্রসঙ্গঃ কৃতঃ ।।
—৪র্থ শ্লোক

[সখি, এই ব্যাপারের কারণ সব খুলিয়া বলিতেছি—শোন, আমি গত রাত্রিতে রতিমন্দিরে গিয়া প্রিয়তমের উপর ক্রোধ করি নাই বা আমার প্রাণেশ্বর বালকও নহেন। বহুদিন পরে প্রবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমার প্রিয়তমা সহসা নবযৌবনোল্লসিত সচকিত ও কন্দর্পের দর্পহারী মদীয় রূপদর্শনে এতই শিথিলকায় ও নিরীহহৃদয় হইয়া পড়িলেন যে, আমাদের উভয়ের সমস্ত আমোদপ্রমোদই মাটি হইয়া গেল। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

শ্লোকটির স্থূলতা বিদ্যাপতিতে নেই, বিদ্যাপতি তাঁর কবিপ্রতিভার অনলদহনদাহনে এর ভাববস্তুকে শুদ্ধ করে নিয়েছেন।

নায়িকা আরও কারণ নির্দেশ করেছে তা এই—

সমায়াতে কান্তে কথমপি চ কালেন বহুনা
কথাভির্দেশানাং সখি রজনিরর্ধং গতবতী।
ততো যাবল্লীলাকলহ-কুপিতাস্মি প্রিয়তমে
সপত্নীব প্রাচী দিগিয়মভবত্তাবদরুণা ॥

—শৃঙ্গারতিলক, ৫ম শ্লোক

[প্রাণকান্ত ফিরিয়া আসিবার পর এতদিন কোন্ কোন্ দেশ পর্যটন করিলেন, কি কি করিলেন, কি কি দেখিলেন ইত্যাদি গল্প-গুজবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, রাত্রির অর্ধেক প্রায় অতীত হইল। তারপর যেমন আমি প্রিয়তমের উপর একটু কৃত্রিম কোপাদি প্রকাশের সবে সূত্রপাত করিতেছি, ইহারই মধ্যে প্রাচীদিক সতীনের মত লাল হইয়া উঠিল। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

'বিদ্যাপতির 'অনুসয় ছিহি পোহাইলি রাতি' (পূর্বোদ্ধৃত ৭৯ সংখ্যক পদ)-পদাংশের কবিভাষাতে এই শ্লোকের অন্ত্য চরণের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

'পুষ্পবাণবিলাস' ও 'শৃঙ্গারতিলক'-এর দুটি শ্লোকে খণ্ডিতা নায়িকা নায়ককে সম্বোধন করে ব্যঙ্গবিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলছে—

সত্যং তদ্‌যদবোচথা মম মহান্ রাগস্ত্বদীয়াদিতি ত্বং
প্রাপ্তোঽসি বিভাত এব সদনং মাং দ্রষ্টুকামো যতঃ।
রাগং কিঞ্চ বিভর্ষি নাথ হৃদয়ে কাশ্মীরপত্রোদিতং
নেত্রে জাগরজং ললাট-ফলকে লাক্ষা-রসাপাদিতম্ ॥

—পুষ্পবাণবিলাস, ২২শ শ্লোক

[এতদিন তুমি যে বলিয়া আসিতেছ—তোমার রাগ হইতে আমার রাগ (অনুরাগ ও অঙ্গরাগ) অনেক অধিক—সে কথা দেখিতেছি, বর্ণে বর্ণে সত্য। কেননা, কৃপাপূর্বক আমাকে এই প্রভাতকালে দেখা দিতে যদিও তুমি আসিয়াছ, কিন্তু এত দেরীতেও তোমার বক্ষের কুঙ্কুমরাগরচিত পত্রের শোভা, নয়নে সারারাত্রি জাগরণের ক্লান্তির

ছবি এবং ললাটপট্টে লাক্ষারসরক্তিমা জ্বল জ্বল করিয়া দীপ্তি পাইতেছে। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

কিং কিং বক্ত্রমুপেত্য চুম্বসি বলান্নির্লজ্জ লজ্জা ক তে
বস্ত্রান্তং শঠ মুঞ্চ মুঞ্চ শপথৈঃ কিং ধূর্ত বাগ্‌বন্ধনৈঃ।
খিন্নাহং গতরাত্রিজাগরবশাৎ তামেব যাহি প্রিয়াং
নির্মাল্যোজ্ঝিত পুষ্পদামনিকরে কিং ষট্‌পদানাং রতিঃ ॥

—শৃঙ্গারতিলক, ১১শ শ্লোক

[নির্লজ্জ কাছে ঘেঁসিয়া জোর করিয়া আমার মুখচুম্বন করিবে? লজ্জা করে না? অথবা তোমার আবার লজ্জা কোথায়? ছাড় লম্পট, আমার আঁচল ছাড়, কপট, এত বাগাড়ম্বরপূর্ণ শপথে লাভ কি? তোমার শপথ ঢের দেখিয়াছি, সারারাত্রি জাগিয়া অত্যন্ত খিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে জ্বালাইতে এলে কেন? তোমার সেই নবীন প্রিয়তমের কাছে যাও। গন্ধহীন কুসুমের মালায় কি ভ্রমর তৃপ্তি পায়? —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

বিদ্যাপতির খণ্ডিতা রাধার কণ্ঠেও অনুরূপ কথা শুনি—

লোচন অরুন বুঝলি বড় ভেদ।
রজনি উজাগর গরুঅ নিবেদ ॥
ততহি জাহ হরি না করহ লাথ।
রঅনি গমওলহ জন্থিকে সাথ ॥
কুচকুঙ্কুম মাখল হিয় তোর।
জনি অনুরাগ রাঁগি করু গোর ॥
আনক ভুসন লাগল অঙ্গ।
উকুনিত বেকত হোঅ আনক সঙ্গ ॥

—বি. প. ৩৭১

[তোমার অরুণ লোচন (দেখিয়া) সকল রহস্য বুঝা গেল; রাত্রি জাগরণের গুরুতর কথা জানা যাইতেছে। হরি, মিথ্যা ছলনা করিও না; যাহার সহিত রাত্রি কাটাইলে তাহার কাছেই যাও। তোমার বুক কুচকুঙ্কুম মাখিয়াছে, যেন অনুরাগের রঙে তোমায় গৌরবর্ণ

করিয়াছে। অন্যের ভূষণ তোমার অঙ্গে রহিয়াছে, তাহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে, তুমি অন্যের সঙ্গ করিয়াছ।]

নয়ন কাজর অধর চোরাওল
নয়নে চোরাওল রাগে।
বদন বসন লুকাওব কতিখন
তিলা এক কৈতব লাগে॥
মাধব কি আবে বোলবঅ সতাহে।
জাহি রমণী সঙ্গে রয়নি গমওলহ
ততহি পলটি পুনু জাহে॥
সগর গোকুল জিনি সে পুনমতি ধনি
কি কহব তা হেরি বিভাগে।
পদযাবক রস জাহেরি হৃদয় অছ
আও কি কহব অনুরাগে॥

—বি. প. ৩৭২

[অনুবাদ—নয়নের কাজল অধর চুরি করিয়া লইল; আর অধরের রাগ নয়ন চুরি করিল। তোমার বদন বসনে কতক্ষণ লুকাইয়া রাখিবে; এক তিল সময় মাত্র ধোঁকা দিতে পার। মাধব এখন আর সত্য কথা কি বলিবে? যে রমণীর সঙ্গে রজনী কাটাইয়াছ, তাহার কাছেই ফিরিয়া যাও। তাহার ভাগ্যের কথা আর কি বলিব, সকল গোকুল জিনিয়া সে ধনী পুণ্যবতী। পদের অলক্তকরাগ যাহা হৃদয়ে আছে সে অনুরাগের কথা আর কি বলিব।]

মনসিজ বানে মোর হরল গেয়ানে।
বোললহ তোহে মোরি দোসরি পরানে॥

....

ভাঁগিলে ভাসা তোলিসে আসা।
অবে ককেঁ করসি তোয়ঁ মখ পরগাসা॥
লাজক অপগমে চীহ্নলী জাতি।
পেম করহ অনতএ গেলি রাতী॥

—বি প. ১১৪`

[অনুবাদ—মনসিজের বাণ আমার জ্ঞান হরণ করিল, তুই আমাকে (তোর) দ্বিতীয় প্রাণ বলিলি।...কথা ভাঙ্গিলি, আশা ভঙ্গ করিলি, এখন কেন তুই মুখ দেখাইতেছিস। (তোর চক্ষু) লজ্জা দূর হইল, (তোর) জাতি (স্বভাব) চিনিলাম, গতরাত্রে অন্যত্র গিয়া প্রেম করিয়াছিলি।]

বচন নুকাবহ বকতও কাজ।
তোয় হঁসি হেরহ মোয় বড় লাজ॥
অপথহু সপথ বুঝাবহ রাধে।
কোন পরি খেওম সঠ অপরাধে॥

—বি. প. ১১৫

[অনুবাদ—কথায় লুকাইতে চাহিতেছ কিন্তু কাজে ব্যক্ত হইতেছে। তুমি হাসিতেছ, কিন্তু আমার লজ্জা করিতেছে। অন্যায় কাজ করিয়া শপথের দ্বারা রাধাকে বুঝাইতেছ, শঠের অপরাধ কিরূপে ক্ষমা করিব।]

গোবিন্দদাসের খণ্ডিতা রাধাও অনুরূপভাবে বলে—

রজনি উজাগর লোচনে কাজর
অধরহি ভেল ত সোঙরা।
নিম্বর বপু সিন্দূর মিটায়ল
অলিকে পৈঠল ভ্রমরা॥
মাধব চল চল কপট অনুরাগি।
সো পুণ্যবতি হোয যতনে আরাধব
যো রহু তুয়া মনে লাগি॥
....
সো বর নাগরি রসময়ি সাগরি
তোহু তোহু রস পরকাশ।
যাঁহা সোই নাগরি তাঁহা অব চল হরি
কহতহি গোবিন্দদাস॥

—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ২২০

যামিনি জাগি অলস দিঠি-পঙ্কজে
কামিনি অধরক রাগ।
বান্ধুলি অরুণ অধরে ভেল কাজর
ভাল পরি অলতক দাগ ॥
মাধব দূর কর কপট সুনেহ।
হাতক কঙ্কণ কিয়ে দরপণ হেরি
চল তুহুঁ তাকর গেহ ॥
সো স্মর-সমর সুধীর কলাবতি
রতিরণে বিমুখ না ভেল।
নখর কৃপাণে হানি উর অন্তর
প্রেম রতন হরি নেল ॥
প্রেমধনহীন পুরুষে অব কো ধনি
জানি করব বিশোয়াস।
গুণ বিনু হার সাখি এক তুয়া হিয়ে
দোসর গোবিন্দদাস ॥

—পদকল্পতরু ৪০৯

[ব্যাখ্যা— রাত্রি জাগিয়া তোমার নয়ন-কমল অলস হইয়াছে অর্থাৎ ঘুমে ঢুলুঢুলু করিতেছে, তাহার উপর আবার কামিনীর পান খাওয়া ঠোঁটের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। যে অধর ছিল তোমার বাঁধুলি ফুলের মতন লাল, তাহা এখন সেই কামিনীর চোখের কাজল লাগিয়া কাল হইয়াছে। কপালে তোমার আলতার দাগ। মাধব! এখন কপট প্রেমে আর দরকার নাই। হাতের কঙ্কণ কি আবার আয়নায় দেখিতে হয় নাকি? তোমার বেশভূষাতেই সব বুঝা গেল। তুমি তার বাড়ীতেই যাও। সে রতিযুদ্ধে ধীরা ও কৌশলময়ী ; সেই যুদ্ধে সে বিমুখ হয় না। সে তাহার নখরূপ কৃপাণ তোমার বুকের মধ্যে হানিয়া প্রেমরত্ন চুরি করিয়া লইল। এখন সেই প্রেমধনহীন পুরুষকে কোন্ সুন্দরী বিশ্বাস করিবে? তোমার বুকে যে বিনা সূতার হার (নখের চিহ্নের মালা) রহিয়াছে, তাহাই সাক্ষী দিতেছে। আর সাক্ষী

গোবিন্দদাস। —বিমানবিহারী মজুমদার : গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ২২৬]

পুষ্পবাণবিলাসের একটি শ্লোকে মানিনী নায়িকাকে প্রসন্ন করার জন্য নায়ক এরূপ চাটুবাক্য বলছে—

চক্ষুর্জাড্যমপৈতু মানিনি মুখং সন্দর্শয় শ্রোত্রয়োঃ
পীযূষস্ফূতিসৌখ্যমস্তু মধুরাং বাচং প্রিয়ে ব্যাহর।
তাপঃ শাম্যতু মে প্রসাদশিশিরাং দৃষ্টিং শনৈঃ পাতয়
ত্যক্ত্বা দীর্ঘমভূতপূর্বমচিরাদ্রোষং সখীদোষজম্ ॥

—২৪শ শ্লোক

[মানিনি! বিনা দোষে এ অধীনের উপর এত মান কেন? পূর্বে কখনো তো এত ক্রোধ দেখি নাই। দোষ করিল তোমার সখীরা, আর রোষ করিতেছ আমার উপর? প্রসন্ন হও, একবার মুখ তুলিয়া চাও, আমার নয়নের জড়তা কাটিয়া যাক। প্রিয়ে, অন্ততঃ দু একটা মধুর কথা কহিয়া আমার কর্ণে অমৃত বর্ষণ কর। তোমার প্রসাদরূপ শিশিরশীতল দৃষ্টিদানে আমার হৃদয়ের তাপ দূর কর। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

মানিনী রাধাকেও অনুরূপভাবে প্রসন্ন করার চেষ্টা করে কৃষ্ণ—

পরিহর সুন্দরি দারুন মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান ॥
এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ ন করহ মহত রাখ মোর ॥ (বিদ্যাপতি)

—পদকল্পতরু ৫১০

দুরজন বচন শ্রবণে তুহুঁ ধারলি
কোপহি রোখলি মোয়।
তুয়া বিনে শয়নে সপনে নহি জানিয়ে
স্বরূপে কহল সব তোয় ॥

মানিনি মোহে চাহি কর অবধান
দারুণ শপথি করিয়ে তুয়া গোচরে
যাহে তুহুঁ পরতিত মান ।। (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ৫০৭

কত না লাবণ্যে সাজাইয়া অঙ্গ
বিধি নিরমিছু তোরে ।
একটি বচন অমিয়া সেচন
শুনিতে হৃদয় ভোলে ।। (জ্ঞানদাস)

—জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী, পৃঃ ২৩৯

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি ।
পরশিতে চাহি তুয়া চরণের ধূলি ।।
অভিমান দূরে করি চাহ একবার ।
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আন্ধার ।। (জ্ঞানদাস)

—পদকল্পতরু ৪৪৬

'শৃঙ্গারতিলক'-এর একটি শ্লোকে নায়িকার ভ্রূকে ধনুকের সঙ্গে ও ও তার কটাক্ষকে শরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

ইয়ং ব্যাধায়তে বালা ভ্রূরস্যাঃ কার্মুকায়তে ।
কটাক্ষাশ্চ শরায়ন্তে মনো মে হরিণায়তে ।।

—১৪শ শ্লোক

[এই বালিকা দেখিতেছি, সাক্ষাৎ ব্যাধ, ইহার ভ্রূদ্বয় ব্যাধের ধনু ও কুটিল কটাক্ষ যেন সুতীক্ষ্ণ বাণ। হায়রে! আমার মনটা এই ব্যাধের হাতে হরিণের মত হইল। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

অনুরূপ বর্ণনা বৈষ্ণব কবিদের রচনায় অজস্র পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল—

জোড় ভুরু যেন কামের কামান
কে না কৈল নিরমাণ ।
তরল নয়নে তেরছ চাহনি
বিষম কুসুম বাণ ।। (দ্বিজ ভীম)

—পদকল্পতরু ৩৪

ভাঙ ধনু-ভঙ্গী ঠাম নয়ানকোণে পূরে বাণ। (চণ্ডীদাস)

—পদকল্পতরু ১৫৩

কতহুঁ বিষম শর নয়ন-তূণ ভর
সঞ্চরু ভাঙ-কামানে। (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ৭৪

ভাঙ ধনুয়া জনু ভঙ্গ।
খরশর নয়ন তরঙ্গ ॥ (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ১৩৮০

দুই ভুরু কামের কামান। (বলরাম দাস)

—পদকল্পতরু ৭৮২

রাধাকৃষ্ণের নামবর্জিত একশ্রেণীর পদে বিদ্যাপতি শৃঙ্গাররসের মধুর উল্লাস প্রকাশ করেছেন, যাতে নায়িকার অবৈধ প্রেমবিলাসের মনোজ্ঞ ইঙ্গিত ব্যক্ত। এই জাতীয় পদরচনায় শৃঙ্গারতিলকের শ্লোকের ভাবছায়া লক্ষণীয়—

বাণিজ্যেন গতঃ স মে গৃহপতির্বার্তাপি ন শ্রূয়তে
প্রাতস্তজ্জননী প্রসূততনয়া জামাতৃগেহং গতা।
বালাহং নবযৌবনা নিশি কথং স্থাতব্যমস্মদগৃহে
সায়ং সম্প্রতি বর্ততে পথিক হে স্থানান্তরে গম্যতাম্ ॥

—১২শ শ্লোক

যামিন্যেষা গহনজলদৈর্বদ্ধভীমান্ধকারা
নিদ্রাং যাতো মম পতিরসৌ ক্লেশিতঃ কর্মদুঃখৈঃ।
বালা চাহং মনসিজভয়াৎ প্রাপ্তগাঢ়প্রকম্পা
গ্রামশ্চৌরৈরয়মুপহতঃ পান্থ নিদ্রাং জহীহি ॥

—১৩শ শ্লোক

[হে পথিক, আমার পতি বাণিজ্যের নিমিত্ত বহুদিন বিদেশে গিয়াছেন, তাঁহার কোনই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না; আমার ননদের ছেলে হওয়ায়, আজ ভোরে আমার শাশুড়ীও তাঁহার জামাইবাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। আমি নবযৌবনা বালিকা, সন্ধ্যার

অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছে; কি করিয়া এমন অবস্থায় আমাদের এই জনহীন গৃহে তোমাকে থাকিতে দিব? সুতরাং ভাবিয়া দেখ, অন্যত্রই তোমার যাওয়া উচিত। ১২।

পথিক নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠ। ঘনকৃষ্ণ জলদজালে চাহিয়া দেখ, রাত্রি কি ভয়ানক গাঢ় অন্ধকারে আবৃত, কোলের লোককেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পতি আমার সারাদিনের পরিশ্রমে কাতর হইয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বালিকা আমি কন্দর্পের ভয়ে থরথর কাঁপিতেছি। গ্রামটি আবার নানাপ্রকার তস্করাদিতে নিরন্তর বিড়ম্বিত! এমন দুর্যোগে কি ঘুমাইতে আছে? —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যা-ভূষণ কৃত অনুবাদ]

বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত পদগুলিতে উপরি-উক্ত শ্লোক দুটির ভাববিম্ব লক্ষিত হবে—

হম জুবতি পতি গেলাহ বিদেস।
লগ নহি বসএ পড়োসিয়াক লেস॥
সাসু দোসরি কিছুও নহিঁ জান।
আঁখ রতৌধি সুনএ নহিঁ কান॥
জাগহ পথিক জাহ জনু ভোর।
রাতি অঁধার গাম বড় চোর॥

—বি. প. ৫৮৩

[অনুবাদ—আমি যুবতী, পতি বিদেশে গিয়াছেন। নিকটে একটিও পড়শী বাস করে না। আমা ছাড়া, বাড়ীতে শাশুড়ী ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, সেও কিছু জানে না। চোখে রাতকাণা; কানেও শুনে না। পথিক, জাগিয়া থাক, নিদ্রায় যেন বিভোর হইয়া থাকিও না। রাত্রি আঁধার, গ্রামে বড় চোর।]

হমে একসরি পিয়তম নহি গাম।
তেঁ মোহি তরতম দেইতে ঠাম॥

অনতহু কতহু দেঅইতহু বাস।
জোঁ কেও দোসরি পড়উসিনি পাস ॥
চল চল পথুক চলহ পথ মাহ।
বাস নগর বোলি অনতহু যাহ ॥

....

ঘোর পয়োধর জামিনি ভেদ।
জেকর বহ তাকর পরিছেদ ॥

—বি. প. ৫৮৪

[অনুবাদ—আমি একাকিনী, প্রিয়তম গ্রামে নাই। সেইজন্য স্থান দিতে আমার দ্বিধা হইতেছে। যদি কেহ পড়শিনী কাছে থাকিত, তাহা হইলে আর কোথাও বাসস্থান দেওয়াইতাম। যাও, যাও পথিক, পথের মধ্যে (রাস্তায় যাও); বাস করিবার নগর (খুঁজিয়া) অন্যত্র যাও।...যামিনী ঘোর জলধরে ভিন্ন (বিদ্ধ) হইয়াছে। যাহার ঐরূপ (মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে বাহির হইতে হয়) তাহার পরিচ্ছেদ (জীবনান্ত) হয়।]

বালম নিঠুর বসয় পরবাস।
চেতন পড়োসিয়া নহি মোর পাস ॥
ননদী বালক বোলউ ন বুঝ।
পহিলহি সাঁঝ সাসু নহি সূঝ ॥
হমে ভরে জৌবতি রয়নি অন্ধার।
সপনেহুঁ নহি পুর ভম কোটবার ॥
পথিক বাস অনতয় ভমি লেহ।
হমরা তৈসন দোসর নহি গেহ ॥

—বি. প. ৮৮০

[অনুবাদ—বল্লভ নিষ্ঠুর বিদেশে বাস করে। চতুর পড়শী আমার নিকটে নাই। ননদী বালিকা কথা বুঝে না। প্রথম সাঁঝে (সন্ধ্যা হইতে) শাশুড়ী দেখিতে পায় না। আমি ভরা যুবতী, রজনী অন্ধকার। স্বপ্নেও কোটাল সহরে ভ্রমণ করে না। হে পথিক, অন্যত্র

ভ্রমিয়া বাসস্থান লও। আমার সেরকম দ্বিতীয় গৃহ নাই (যেখানে তোমার বাসা হইতে পারে)।

রমণীর মুখলাবণ্যের প্রশংসা একটি শ্লোকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে—

প্রবিশ ঝটিতি গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কান্তে
গ্রহণ-সময়বেলা বর্ততে শীতরশ্মেঃ।
অয়ি সুবিমলকান্তি বীক্ষ্য নূনং স রাহুঃ
গ্রসতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায়॥

—শৃঙ্গারতিলক, ৯ম শ্লোক

[কান্তে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর যাও। এখন আর বাহিরে থেকো না, শীতদ্যুতি শশাঙ্কের রাহুগ্রাসের সময় আগতপ্রায়। প্রিয়ে, তোমার মুখের এ নিষ্কলঙ্ক কান্তি দেখিতে পাইলে, রাহু কলঙ্কী শশধরকে ত্যাগ করিয়া তোমার মুখেন্দুই হয়তো গ্রাস করিয়া বসিবে। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত পদাংশে এই শ্লোকেরই প্রতিচ্ছায়া স্পষ্ট লক্ষণীয়—

লোচুঅ বদন সিরী রছি ধনি তোরি।
জনু লাগিঅ তোহি চাঁদক চোরি॥
দরসি হলহ জনু হেরহ কাহু।
চাঁদভরম মুখ গরাসত রাহু॥

—বি. প. ৩০০

[অনুবাদ—তোমার মুখশ্রী এতই সুন্দর যে, ভয় হয় পাছে লোকে বলে তুমি চাঁদকে চুরি করিয়াছ। তুমি কাহাকেও যেন মুখ দেখাইও না, কাহারও মুখ যেন দেখিও না ; রাহু তোমার মুখকে চাঁদ মনে করিয়া গ্রাস করিবে।]

একটি শ্লোকে ভ্রমরের বহুকুসুমলুব্ধতার করুণ দুর্দশার ছবি চমৎকার বর্ণিত—

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত ।
অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈর্লূনপক্ষঃ
স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ ।।

—শৃঙ্গাররসাষ্টক, ৬ষ্ঠ শ্লোক

[সখে দেখ, দেখ মধুলোলুপ ভ্রমরের দুর্দশা। পদ্মফুল মনে করিয়া ভ্রমর এই হেমবরণী সৌরভময়ী, জগদ্বিদিতা কেতকী কুসুমিকার মধ্যে পড়িয়া কেমন জব্দ হইয়াছে। কেতকীর পরাগে উহার চক্ষু অন্ধ ও কণ্টকে উহার পক্ষ ছিন্নভিন্ন হওয়ায় বেচারী থাকিতে পারিতেছে না, বাহির হইয়া যে উড়িয়া যাইবে, তাহাও পারিতেছে না। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

এই শ্লোকেরই ভাববস্তু অবলম্বনে বিদ্যাপতি নিম্নোক্ত পদটি রচনা করেছেন, এমন অনুমান হয়—

কমলিনি এড়ি কেতকি গেলা
সৌরভে বহু ঘুরি
কণ্টকে কবলু কলেবর
মুখ মাখল ধূরি ।
অবে সখি ভেল হে রতি রভসে সুজান ।
পরিমলকে লোভে ধাওল
পাওল নহি পাস ।
মধু পুনু ডিঠিহু ন দেখল হে
আবে জন উপহাস ।।

—বি. প. ৩৭৩

[অনুবাদ—কমলিনীকে ছাড়িয়া ভ্রমর সৌরভে মুগ্ধ হইয়া কেতকী (কেয়াফুলের) নিকট গেল। তাহার দেহ কণ্টকে কবলিত হইল, মুখে ধূলি লাগিল। সখি, এখন সে রতিরসের আশায় সুজন হইয়াছে। পরিমলের লোভে যেখানে ধাইয়া গিয়াছিল, সেখানে ঠাঁই পায় নাই, একটুকু মধুও চোখে দেখে নাই ; কেবল লোকের উপহাস পাইয়াছে।]

সজ্জনের বাক্য কখনও অন্যথা হয় না—এইরূপ একটি শ্লোকের মর্মবস্তু এবংরূপ বর্ণিত—

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ।
বিকসতি যদি পদ্মং পর্বতাগ্রে শিলায়াং
ন ভবতি পুনরন্যদ্ভাষণং সজ্জনানাম্ ॥

—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, চতুর্বিংশোপাখ্যান

[যদি সূর্যদেব পশ্চিমদিকে উদিত হন, যদি মেরুপর্বতও বিচলিত হয়, যদি অগ্নিও শীতল হন, যদি পর্বতাগ্রে শিলার উপর পদ্ম বিকশিত হয়, তথাপি সজ্জনদিগের বাক্য কখনই অন্যথা হয় না। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত পদটিতে এই শ্লোকের প্রচ্ছায়া লক্ষণীয়—

খিতি রেনু গন জদি গগনক তারা।
দুই কর সিচি জদি সিন্ধুক ধারা ॥
পুরব ভানু জদি পছিম উদীত।
তইঅও বিপরিত নহ সুজন পিরীত ॥
মাধব কি কহব আন।
ককর উপমা দিঅ পিরীত সমান ॥
অচল চলএ জদি চিত্র কহ বাত।
কমল ফুটএ জদি গিরিবর মাখ ॥
দাবানল সিতল হিমগিরি তাপ।
চান্দ জদি বিসধর সুধা ধর সাপ ॥
ভনই বিদ্যাপতি সিবসিংঘ রায়।
অনুগত জন ছাড়ি নহি উজিয়ায় ॥

—বি. প. ৯২৬

[অনুবাদ—যদি ক্ষিতির রেণু গণনা করা যায়, দুই হস্তে যদি সমুদ্রের জলসেচন করা যায়, পূর্বের সূর্য যদি পশ্চিমে উদিত হয় তথাপি সুজনের পিরীতি বিপরীত (বিচলিত) হয় না। মাধব কি বলিব,

পিরীতের তুল্য কি উপমা দিব ? পর্বত যদি চলে, চিত্র যদি কথা বলে, পদ্ম যদি পর্বতের উপর প্রস্ফুটিত হয়, দাবানল যদি শীতল হয় ও হিমগিরি উত্তপ্ত হয়, চন্দ্র যদি বিষ ধারণ করে ও সর্প সুধা ধারণ করে বিদ্যাপতি বলেন, রাজা শিবসিংহ অনুগত জনকে পরিত্যাগ করিবার কথা কখনও চিন্তা করেন না।]

প্রীতির মাহাত্ম্যগুণ একটি শ্লোকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে—

গিরৌ কলাপী গগনে চ মেঘো
লক্ষান্তরেঽর্কঃ সলিলে চ পদ্মম্ ।
দ্বিলক্ষদূরে কুমুদস্য নাথো
যো যস্য মিত্রং ন হি তস্য দূরম্ ॥

—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, তৃতীয়োপাখ্যান

[দেখ পর্বতে ময়ূর এবং গগনে জলধর, লক্ষযোজন অন্তরে সূর্য এবং জলমধ্যে পদ্ম, দুই লক্ষ যোজন অন্তরে চন্দ্র এবং সলিলে কুমুদ যদিও অবস্থিতি করে, তথাপি তাহাদের অতিশয় প্রীতিপ্রকাশ পায়, ফলতঃ যে যাহার মিত্র, সে দূরস্থ হইলেও তাহাদের প্রীতির হানি হয় না। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

এই উপরি-উক্ত শ্লোকটির ভাবছায়া বিদ্যাপতির একাধিক পদে লক্ষিত হয়—

লখ জোজন বস চন্দা।
তইঅও কুমুদিনি করএ অনন্দা ॥
জকরা জা সঞো রীতী ।
দুবরুক দূর গেলে দো গুণ পিরীতি ॥

—বি. প. ১৫৩

[অনুবাদ—লক্ষ যোজন (দূরে) চন্দ্র বাস করে, তথাপি কুমুদিনী আনন্দ (প্রকাশ) করে। যাহার সহিত যাহার রীতি, দূর হইতে দূরে গমন করিলে দুই গুণ প্রীতি হয়।]

জল-মধে কমল গগন-মধে সুর ।
আঁতর চাঁদহু কুমুদ কত দূর ॥

গগন গরজ মেঘা শিখর ময়ূর।
কত জন জানসি নেহ কত দূর।।

—বি. প. ৪৪৩

[অনুবাদ—জলের মধ্যে থাকে কমল আর গগনে থাকে সূর্য, কুমুদ ও চন্দ্রেও অনেক ব্যবধান (তবুও তো প্রেম থাকে)। মেঘ গগনে গর্জন করে, ময়ূর পর্বতশিখরে (তবু মেঘ দেখিয়া ময়ূর আনন্দে নৃত্য করে), প্রেম যে কতদূরে যায় তাহা কয়জনে জানে ?]

পতি প্রবাসগমনে উদ্যত হলে নায়িকা বিলাপ করে সখীকে বলে—

কান্তো যাস্যতি দূরদেশমিতি মে চিন্তা পরং জায়তে
লোকানন্দকরো হি চন্দ্রবদনে বৈরায়তে চন্দ্রমাঃ।
কিঞ্চায়ং বিতনোতি কোকিলকলালাপো বিলাপোদয়ং
প্রাণানেব হরন্তি হন্ত নিতরামারামমন্দানিলঃ।।

—পুষ্পবাণবিলাস, ৮ম শ্লোক

[আজ আমার প্রাণকান্ত দূরদেশে চলিয়া যাইবে ভাবিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি, বড়ই চিন্তা হইতেছে। কেননা—ঐ দেখ, জগদানন্দ চন্দ্রমা কি ঘোর শত্রুতা করিতেছে, কোকিলের কলমধুর ঝঙ্কারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে হইতেছে। এতদিন যে মন্দসমীরে প্রাণ জুড়াইয়া যাইত আজ তাহা প্রাণ হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। —রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত পদের ভাবের সঙ্গে এই শ্লোকের ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়—

কাহু দিস কাহল কোকিল রাবে।
মাতল মধুকর দহ দিস ধাবে।।
. . . .
কিসলয় সোভিত নবনব চূতে।
ন ধজকা ধোরলি দেখিঅ বহূতে।।

কসি কসি রঙ্গ কুসুম সর লেই ।
প্রাণ ন হরএ বিরহ পএ দেই ।।
দহিন পবন কওনে ধর নামে ।
অনুভব পাএ সে হও ভেল বামে ।।
মন্দ সমীর বিরহি বধ লাগি।
বিকচ পরাগ পজারএ আগি ।।

—বি. প. ৫০৬

[অনুবাদ—কোন দিকে কোকিলের রব তুর্যনাদের মত (শোনা যাই-তেছে) ; মত্ত মধুকর দশ দিকে ধাবিত হইতেছে । .....আম্র বৃক্ষ নব নব কিশলয়শোভিত (যেন মদনের) বহুসংখ্যক নূতন ধ্বজা ধরিয়াছে, (ধনুকে) গুণ টানিয়া কুসুম শর (আঘাত করিতেছে), প্রাণ হরণ করে না, বিরহ দেয় । দক্ষিণ পবন কে নাম রাখিল । অনুভব হয়, সেও বাম হইল । বিরহিণীকে বধ করিবার জন্য মন্দ সমীরণ (বহিতেছে), বিকচ পরাগ অগ্নি জ্বালিতেছে ।]

বিরহবেদনায় নবপল্লবের শয্যাও বিরহিণীর স্পর্শে ম্লান হয়ে যাচ্ছে, এরূপ বর্ণনা একটি শ্লোকে পাই । শ্লোকটি এই—

নবকিসলয়তল্পং কল্পিতং তাপশান্ত্যৈ
করসরসিজসঙ্গাৎ কেবলং ম্লাপয়ন্ত্যাঃ ।
কুসুমশরকৃশাণুপ্রাপিতাঙ্গারতায়াঃ
শিব শিব পরিতাপং কো বদেৎ কোমলাঙ্গ্যাঃ ।।

—পুষ্পবাণবিলাস, ৯ম শ্লোক

[উহার বিরহতাপের শান্তির জন্য নবপল্লবের যে শয্যা রচিত হইয়াছিল, উত্তপ্ত করপল্লবে বারবার যাতনায় তাহা যেমন স্পর্শ করিতেছে, অমনি সে কিশলয়শয্যা শুকাইয়া যাইতেছে, কুসুমশররূপ প্রবল হুতাশনের জ্বালার প্রদাহে পুড়িয়া পুড়িয়া যুবতীর সোনার অঙ্গ অঙ্গারের মত কালো হইয়া গিয়াছে, কি কষ্টই অবলা ভোগ করিতেছে । শিব শিব এ দৃশ্য আর দেখা যায় না । —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

পদাবলী সাহিত্যেও অনুরূপ বর্ণনা অপ্রচুর মিলবে। বিরহে কৃষ্ণের মলিনাতুর অবস্থা জানাতে গিয়ে রাধাকে সখীরা বলছে ফুল দিয়ে তোমার মূর্তি গড়ে সেই ফুলের মূর্তিকে 'জীবন্ত তুমিই' এই ভ্রমে আলিঙ্গন করতে যায়। কিন্তু কৃষ্ণের বিরহজ্বরাতুর দেহের উত্তাপে সেই কুসুমমূর্তি তখনই ছাই হয়ে যায়—

কাঞ্চন যূথি কুসুমময় গোরি।
নিরমই মুরতি যতন করি তোরি॥
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়।
সো তনুতাপে ভসম ভই যায়॥
শুন শুন ও বৃষভানুকুমারি।
তুয়া বিরহানলে জ্বলত মুরারি॥
ঝামর নীলউতপলদল অঙ্গ।
লোরে না হেরয়ে নয়নতরঙ্গ॥
বিগলিত মুবলি খুরলি রহু দূর।
অনুখন মদনদহন ভরিপুর॥ (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ৯০

[ব্যাখ্যা হে গৌরি! শ্রীকৃষ্ণ তোমার মূর্তি স্বর্ণযূথী ফুল (সোণার বর্ণের যূঁই ফুল) দিয়া যত্ন করিয়া নির্মাণ করেন। তোমার কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই মূর্তি আলিঙ্গন করেন, কিন্তু তাঁহার বিরহজনিত তনুতাপ এত বেশী যে, তাহাতে উহা যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। হে বৃষভানুনন্দিনী, তোমার বিরহানলে মুরারি জ্বলিতেছেন। নীলোৎপলসমূহের মতন তাঁহার অঙ্গ ঝামার মত হইয়া গিয়াছে; চোখের জলে তাঁহার দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। মুরলীর আলাপ বা অভ্যাস (খুরলি) করা দূরে থাকুক, সব সময়ই তিনি মদনানলে পরিপূর্ণ। —বিমানবিহারী মজুমদার : গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ১২১]

উপরি-উক্ত শ্লোকের ভাব ও ভাষার সঙ্গে গোবিন্দদাসের পদের ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্যগোচর হয় না কি ?

বিদ্যাপতির পদেও এই শ্লোকের ভাবপ্রচ্ছায়া লক্ষণীয় –

সজল নলিনিদল শেজ ওছাইঅ
পরসে জা অসিলাএ ।
চান্দনে নাহি হিত চাঁদ বিপরীত
করব কওন উপাএ ।।
সজনি সুদৃঢ় কইএ জান ।
তোহি বিনু দিনে দিনে তনু খিন
বিরহে বিমুখ কাহ্ন ।।

—বি. প. ৪১২

[অনুবাদ–শয্যায় নলিনীদল বিছাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু স্পর্শ করিবামাত্র উহা শুকাইয়া যায় (এতই তাহার বিরহের উত্তাপ)। চন্দনে উপকার হয় না, চাঁদে বিপরীত ঘটে। সজনি তুমি নিশ্চয়ই করিয়া জান যে, তোমা বিনা কানাইয়ের তনু দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, বিরহে তাহার মুখ মলিন হইতেছে।]

বিরহে রাধারও অনুরূপ অবস্থার বর্ণনা মিলে—

করতলে বদন চাঁদ রহু থীর ।
অহনিশি লোচনে ঝরতহি নীর ।।
বিগলিত নিন্দ বহই ঘন শ্বাস ।
দিনে দিনে খিন তনু জীবন নৈরাশ ।।
....
কমলিনি-কিশলয় শেজ বিছাই ।
সহচরি মেলি শুতায়লি তাই ।।
শতগুণ মদনদহন তহিঁ ভেল ।
সো তনু পরশে ভসম ভই গেল ।। (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ১৭২৭

[ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার চন্দ্রবদন করতলে ন্যস্ত রহিয়াছে (গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন)। দিবারাত্র চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। নিদ্রা দূর হইয়াছে। নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে। দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ হইতেছে, জীবনে নৈরাশ্য জন্মিয়াছে।...তাহাকে এখন সখীরা

কমল ও কিশলয়ের শয্যা বিছাইয়া শয়ন করাইতেছে। তাহাতে কিন্তু মদনের জ্বালা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। দেহের স্পর্শে তাহা ভস্ম হইয়া গেল। বিমানবিহারী মজুমদার: গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ৩১৮]

কোই নলিনিদলে শেজ বিছাওই
তাহি সুতাওলি রাই।
অঙ্গকি তাপ ভসম ভোই জাওত
উঠত মদন চিতাই ॥ (গোবিন্দদাস)

—গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, পৃঃ ৩৩৩

যব কেহু লেপয়ে মলয়জপঙ্ক।
জ্বলতহি শতগুণ মদন আতঙ্ক ॥
যতনে শুতায়লুঁ জলরুহ পাত।
জরি জরি ততহি ভসম ভই যাত ॥ (গোবিন্দদাস)

—পদকল্পতরু ১৯১২

উদ্ধৃত পদগুলির সঙ্গে উপরি-উক্ত শ্লোকের ভাববস্তুর যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য রয়েছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিরহে রাধার দশমীদশার বর্ণনামূলক অজস্র পদ রচনা করেছেন বৈষ্ণব কবিরা। দৃষ্টান্ত হিসাবে বিদ্যাপতির দুটি পদ উদ্ধৃত হল—

সুন সুন মাধব সুন মোরি বানী।
তুঅ দরসনে বিনু জইসনি সয়ানী ॥
সয়ন মগন ভেলা তাহেরি দেহা।
. . . .
অব সেও জীব তেজতি তুঅ লাগী।
তাক মরন বধ হোএবহ ভাগী ॥

—বি. প. ৫৪৯

[অনুবাদ—শুন মাধব, আমার কথা শুন, তোমার দর্শন বিনা যুবতী যেমন আছে (সেই কথা শুন)। তাহার দেহ শয্যায় মগ্ন

(লীন) হইয়াছে,…এখন সে তোমার জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, তাহার মরণে (তুমি) বধভাগী হইবে।]

নব কিসলঅ সয়ন সুতলি
ন বুঝ দিবস রাতী।
. . . .
দিবসে দিবসে খিনী বালী
চাঁদ অবথাএঁ জাঈ ॥

—বি. প. ৫৫০

[অনুবাদ—নবকিশলয় শয়নে শুইয়া আছে, দিনরাত্রি বুঝিতে পারে না। …বালা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া (কৃষ্ণপক্ষের) চন্দ্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে।]

অনুরূপ ভাব নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে সংলক্ষ্য হবে—

অধিবসতি বসন্তে মর্তুকামা দুরন্তে
নবকিশলয়তল্পং পুঞ্জিতাঙ্গারকল্পম্।
বিরহমসহমানা চক্রবাকীসমানা
চকিত বনকুরঙ্গীলোচনা কোমলাঙ্গী ॥

—পুষ্পবাণবিলাস, ১২শ শ্লোক

[ঐ চক্রবাকীবৎ মনোজ্ঞদর্শনা বনকুরঙ্গীবৎ চকিতনয়না, কোমলাঙ্গী কামিনী এই দুরন্ত বসন্তে অসহ্য বিরহের তাপে মরিতে সঙ্কল্প করিয়া রাশীকৃত অঙ্গারবৎ নবপল্লবশয্যায় পড়িয়া আছে। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

যথাসময়ে প্রিয়তম না আসায় নায়িকাকে সখী প্রবোধ দিচ্ছে এভাবে—

সাস্রে মা কুরু লোচনে বিগলিত ন্যস্তং শলাকাঞ্জনং
তীব্রং নিশ্বসিতং নিবর্তয় নবাম্লায়ন্তি কণ্ঠস্রজঃ।
তল্পে মা লুঠ কোমলাঙ্গি তনুতাং হস্তাঙ্গরাগঃ
অশ্রু তেনাতাতো দয়িতোপযানসময়ো মাস্মান্যথা মন্যথাঃ ॥

—পুষ্পবাণবিলাস, ১৪শ শ্লোক

[নয়নদ্বয় আর অশ্রুপূর্ণ করিও না, নেত্রের সমস্ত কজ্জল গলিয়া পড়িতেছে। অত উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ বন্ধ কর, উহার তাপে নবগ্রথিত কণ্ঠমালা শুকাইয়া যাইতেছে। কোমলাঙ্গি! ওভাবে শয্যায় পড়িয়া আর ছটফট করিও না, উহাতে দেহের সমস্ত অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এখনও তোমার প্রিয়তম দয়িতের আগমন-কাল অতীত হয় নাই, ইহারই মধ্যে অত কি ভাবিতেছ? কেনই বা সমস্ত বেশভূষা মলিন করিয়া ফেলিতেছ? —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

অনুরূপভাবে রাধাকেও সখীরা সান্ত্বনা দিচ্ছে, দেখতে পাই—

ঝাঁখি ঝাঁখি ন খিন কর তনু।
ভমর ন রহ মালতি বিনু॥
তোহি তোহি রিতি বাঢ়তি পুনু।
টুটলি বচন বোলহ জনু॥
এহে রাধে ধৈরজ ধরু।
বালভু অওতাহ উছাহ করু॥ (বিদ্যাপতি)
—বি. প. ৩৬০

[অনুবাদ—শোকে শোকে দেহ ক্ষীণ করিও না। ভ্রমর মালতী বিনা থাকে না (আবার সে আসিবে)। তাহাতে তোমাতে সম্বন্ধ আবার বাড়িবে, নিরাশার কথা বলিও না। হে রাধে, ধৈর্য ধর, বল্লভ আসিবে, উৎসাহ কর।]

প্রতিশ্রুত সময়ে নায়ক না আসায় নায়িকার দূতী নায়ককে গিয়ে বলছে—

যা চন্দ্রস্য কলঙ্কিনো জনয়তি স্মেরাননেন ত্রপাং
বাচা মন্দিরকীরসুন্দরগিরো যা সর্বদা নিন্দতি।
নিশ্বাসেন তিরস্করোতি কমলামোদান্বিতান্ যানিলান্
সা তৈরেব রহস্ত্বয়া বিরহিতা কাঙ্ক্ষিদশাং নীয়তে॥
—পুষ্পবাণবিলাস, ২০শ শ্লোক

[তোমার অভাবে তোমার প্রিয়তমার কি দুর্দশা ঘটিয়াছে? একদিন যে সুন্দরী সস্মিত বদনের দ্বারা কলঙ্কিত চন্দ্রকে লজ্জা দিত,

মধুর বচনবিন্যাসে মন্দির-রক্ষিত শুকের ভাষাকেও নিন্দিত করিত এবং যে পদ্মিনীর নিশ্বাসগন্ধে কমলগন্ধসুরভি সমীরও অবজ্ঞাত হইত, আজ সেই পরাজিত, নিন্দিত ও অবজ্ঞাত বস্তুগুলি একজোটে তোমার প্রেয়সীকে মারিরা ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। তোমার বিরহে তার আজ এই দুর্দশা। —রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

অনুরূপভাবে দূতীও কৃষ্ণকে গিয়ে বলছে—

খনে সন্তাপ সীত জর ছাড়
কী উপচরব সন্দেহ ন ছাড় ॥
উচিতও ভূসন মানএ ভার।
দেহ রহল অছ শোভাসার ॥
....
বেদন মানএ চানন আগি।
বাট হেরএ তুঅ অহনিশি জাগি ॥
জীনল বদন ইন্দু তেঁ তাব।
কী দহু হোইতি এহি পরথাব ॥
নব আখর গদ গদ সর রোএ।
জে কিছু সুন্দরি সমদল গোএ ॥ (বিদ্যাপতি)

—বি. প. ১৮০

[অনুবাদ—ক্ষণে শীতে সন্তাপিত করিতেছে, ক্ষণে (বিরহ) জ্বর দাহ করিতেছে, কেমন করিয়া উপশম হইবে সন্দেহ ছাড়ে না (কোন উপায়ে উপশম হইবে নির্ণয় করা যায় না)। অভ্যস্ত ভূষণও ভার মানে, দেহ মাত্র শোভাসার রহিয়াছে। ....চন্দনে অগ্নি (তুল্য) বেদনা (যাতনা) অনুভব করে, অহর্নিশি জাগিয়া তোমার পথ দেখে। মুখ চন্দ্রকে জয় করিয়াছিল, সেইজন্য সে তাপিত করিতেছে (তাহার মুখ চন্দ্রকে জয় করিয়াছিল সেইজন্য প্রতিশোধের অবসর পাইয়া তাহাকে চন্দ্র তাপিত করিতেছে) এই প্রস্তাবে কি হইবে (এই অবস্থায় পড়িয়া তাহার কি হইবে) ? সুন্দরী রোদন করিয়া গদ্‌গদ স্বরে নব অক্ষরে গোপনে যাহা কিছু সংবাদ দিল (তোমাকে জানাইতেছি)।]

কালিদাসের নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলির প্রকীর্ণ শ্লোকের ভাবছায়া অবলম্বনে বৈষ্ণব কবিদের পদরচনার বিষয় এই বিস্তারিত আলোচনায় কিছুটা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছি, মনে করি।

প্রত্যেক সৎ কবিই তাঁর পূর্ববর্তী কবির কাব্য-ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করেন। সেদিক থেকে বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-বর্ণনায় ও রূপকল্পনায় কালিদাসের কাব্য-ঐতিহ্যের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। প্রসঙ্গের স্বতন্ত্রতা থাকলেও প্রাচীন ভারতের কবিকুল-চূড়ামণির অমর রচনারাজি থেকে ভাববস্তুগ্রহণে বৈষ্ণব কবিরা স্বতঃই আগ্রহী হয়েছেন। কালিদাসের ভাবকল্পনায় তাঁরা নিজেদের কবিভাবনাকে সুদীপিত করেছেন, নিজেদের প্রকাশকে আরও মনোহর এবং সুচারু করে তুলেছেন। একমাত্র যথার্থ সৎ কবিই পারেন তাঁর পূর্ববর্তী কবিকে আত্মসাৎ করে নিজেকে গড়ে তুলতে। বৈষ্ণব কবিরা সেদিক থেকে তাঁদের সবল গ্রহণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিভার জারক-রসে জীর্ণ করে নিয়েছেন কালিদাসের ভাবসম্পদ। কালিদাসের গাঢ়পিনদ্ধ সংস্কৃতশ্লোকের তুষারকঠিনতা বৈষ্ণব কবিদের হৃদয়াবেগের উত্তাপে বিগলিত হয়ে গীতিরসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব কবিরা ভাবের কবিত্বময় প্রকাশে ও সুরের ইন্দ্রজাল রচনায় মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁদের কবিতায় কালিদাসের সুর, ধ্বনি, রূপ-রস ছড়ানো রয়েছে ঠিকই কিন্তু তাঁদের প্রতিভার নবীন রসায়নে তা থেকে নতুন রসের সৃষ্টি হয়েছে। নতুনের জন্ম হয়েছে পুরাতনের কোলে। আর এখানেই তাঁদের কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকারের সার্থকতা।

শ্লোক-সূচী

[এই গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রদত্ত হল। কেবলমাত্র পূর্ণ শ্লোকের আদি এবং খণ্ড শ্লোকের যে অংশ উদ্ধৃত সেই অংশের আদিটুকু এই তালিকায় গৃহীত]

নাম-সূচী

[কেবলমাত্র আলোচনা-অংশে উল্লিখিত নাম ও সংজ্ঞাসমূহ]

গ্রন্থ-সূচী

[এই গ্রন্থ-রচনায় যে-সব পুস্তক থেকে উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, সে-সব পুস্তকের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হল। তালিকাভুক্ত প্রতিটি গ্রন্থ নিম্নরূপ পরিচায়িত]

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী : সতীশচন্দ্র রায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, যতীশচন্দ্র রায় (সাহাজাদপুর, পাবনা) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

অভিজ্ঞানশকুন্তল : কালিদাস রচিত, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ

উজ্জ্বলনীলমণি : শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত, হরিদাস দাস সম্পাদিত, হরিবোল কুটীর (শ্রীধাম নবদ্বীপ) প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ

উৎসর্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (কলিকাতা) প্রকাশিত, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

উদ্ধবসন্দেশ : শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত, পুরীদাস সম্পাদিত, শচীনাথ রায়চতুর্ধুরী (ময়মনসিংহ-আলোয়া) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

ঋতুসংহার : কালিদাস রচিত, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ

কড়ি ও কোমল : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (কলিকাতা) প্রকাশিত, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

কীর্তনানন্দ : গৌরসুন্দর দাস সঙ্কলিত, বনওয়ারিলাল গোস্বামী সম্পাদিত, বনওয়ারিলাল গোস্বামী (মুর্শিদাবাদ) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

কীর্তিলতা : বিদ্যাপতি রচিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, নলিনচন্দ্র পাল (কলিকাতা) প্রকাশিত, সংস্করণ অনুল্লিখিত

কুমারসম্ভব : কালিদাস রচিত, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি : বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সঙ্কলিত, বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, জেনারেল লাইব্রেরী (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

ক্ষণিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (কলিকাতা) প্রকাশিত, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

গীতগোবিন্দ : জয়দেব রচিত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) প্রকাশিত, সংস্করণ অনুল্লিখিত

গীতচন্দ্রোদয় : নরহরি চক্রবর্তী সঙ্কলিত, হরিদাস দাস সম্পাদিত, হরিবোল কুটীর (শ্রীধাম নবদ্বীপ) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ : বিমানবিহারী মজুমদার সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি : শঙ্করীপ্রসাদ বসু রচিত, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড (কলিকাতা) প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ

জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী : বিমানবিহারী মজুমদার সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, শতাব্দী গ্রন্থ ভবন (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

দানকেলিকৌমুদী : শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা : কালিদাস রচিত (?), রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ

নাট্যশাস্ত্র : ভরতমুনি রচিত, বটকনাথ শর্মা ও বলদেব উপাধ্যায় সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস (বারাণসী) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

পদকল্পতরু : বৈষ্ণব দাস সঙ্কলিত, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

পদাবলী সাহিত্য : কালিদাস রায় রচিত, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড (কলিকাতা) প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ

পদামৃতমাধুরী : নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সঙ্কলিত, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ

পুষ্পবাণবিলাস : কালিদাস রচিত (?), রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার : জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী রচিত, ডি. এম. লাইব্রেরী (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

প্রাচীন সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (কলিকাতা) প্রকাশিত, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ : সুকুমার সেন রচিত, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স (কলিকাতা) প্রকাশিত, ৫ম সংস্করণ

বিক্রমোর্বশীয় : কালিদাস রচিত, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ

বিদগ্ধমাধব :	শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) প্রকাশিত, সংস্করণ অনুল্লিখিত
বিদ্যাপতির পদাবলী :	খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, শরৎকুমার মিত্র (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ
বিবিধ প্রবন্ধ :	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ
বুদ্ধচরিত :	অশ্বঘোষ রচিত, ই. এইচ. জনস্টোন সম্পাদিত, ১ম সংস্করণ
বৈষ্ণব পদাবলী :	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ
ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস :	সুকুমার সেন রচিত, বেঙ্গল পাবলিশার্স (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ
মধ্যযুগের কবি ও কাব্য	শঙ্করীপ্রসাদ বসু রচিত, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড (কলিকাতা) প্রকাশিত, ৪র্থ সংস্করণ
মহুয়া :	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (কলিকাতা) প্রকাশিত, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ
মানসী :	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (কলিকাতা) প্রকাশিত, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ
মালবিকাগ্নিমিত্র :	কালিদাস রচিত, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ
মেঘদূত :	কালিদাস রচিত, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ

ললিতমাধব : শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ

রঘুবংশ : কালিদাস রচিত, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ

রসকদম্ব : যদুনন্দন দাস রচিত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

রসমঞ্জরী : পীতাম্বর দাস রচিত, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

রসার্ণবসুধাকর সিঙ্গভূপাল রচিত, গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, ত্রিবাঙ্কুর মহারাজ (ত্রিবাঙ্কুর) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

রামায়ণ : বাল্মীকি রচিত, শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য ও শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত, আর্যশাস্ত্র কার্যালয় (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

শৃঙ্গারতিলক : কালিদাস রচিত (?), রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ

শৃঙ্গাররসাষ্টক : কালিদাস রচিত (?), রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১০ম সংস্করণ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড়ু চণ্ডীদাস রচিত, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা) প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ

শ্রীমদ্ভাগবত : গ্রন্থকার অজ্ঞাত, নি নন্দস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত, নিত্যানন্দস্বরূপ ব্রহ্মচারী (বৃন্দাবনধাম) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে :	শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড (কলিকাতা) প্রকাশিত, ৩য় সংস্করণ
সংকীর্তনামৃত :	দীনবন্ধু দাস সঙ্কলিত, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ
সরস্বতীকণ্ঠাভরণ :	ভোজদেব রচিত, কেদারনাথ শর্মা ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর প্রেস (বোম্বাই) প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ
সাহিত্যদর্পণ :	বিশ্বনাথ কবিরাজ রচিত, কৃষ্ণমোহন শাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস (বারাণসী) প্রকাশিত, ৩য় সংস্করণ
হংসদূত :	শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত, পুরীদাস সম্পাদিত, শচীনাথ রায়চর্তুধুরী (ময়মনসিংহ-আলোয়া) প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ
